বাংলাদেশে তথ্য অধিকার আইন
ও
প্রান্তিক জনগোষ্ঠী

একটি তথ্যকরণ প্রক্রিয়া

(তথ্য অধিকার টিম)

মেঘনা গুহঠাকুরতা সুরাইয়া বেগম উৎপল কান্তি খীসা

রিসার্চ ইনিশিয়েটিভস্, বাংলাদেশ

বাংলাদেশে তথ্য অধিকার আইন ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠী ঃ একটি তথ্যকরণ প্রক্রিয়া

প্রথম প্রকাশ
আগস্ট ২০১১

প্রকাশক
রিসার্চ ইনিশিয়েটিভস্, বাংলাদেশ (রিইব)
বাড়ি নং ১০৪, সড়ক নং ২৫, ব্লক-এ
বনানী, ঢাকা-১২১৩
ফোন : ৮৮০-২-৯৮৪০৮৩০-১
ফ্যাক্স : ৮৮০-২-৮৮১১৯৬২
ই-মেইল : rib@citech-bd.com
rib.bangladesh@gmail.com
Website : www.rib-bangladesh.org
www.rib-kajolimodel.org
www.rib-rtibangladesh.org

মুদ্রণে
ডানা প্রিন্টার্স লিমিটেড
গ-১৬ মহাখালী বা/এ, ঢাকা-১২১২
ফোন : ৮৮২৮৭০৩, ৮৮৩৫৮৩৬

মূল্য ঃ ২০০ টাকা

সূচীপত্র

মুখবন্ধ
কৃতজ্ঞতাস্বীকার
১. ভূমিকা ৭
২. প্রক্রিয়া ১১
৩. দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ ২১
৪. তথ্য কেন্দ্র ৩৭
৫. প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অভিজ্ঞতা বিনিময় ৪১
৬. প্রকল্পের মাঠ পর্যবেক্ষণ ৪৮
৭. সেমিনার ও প্রচারণা ৫১
৮. হাতে কলমে তথ্য অধিকার আইন ৫৫
৯. তথ্য অধিকার আইন প্রয়োগে অর্জিত অভিজ্ঞতাসমূহ ৫৯
১০. মনিটরিং ও কমপ্লায়েন্স সার্ভে ৭১
১১. উপসংহার ৭৩
১২. সংযুক্তি (১-১৬) ৮০

মুখবন্ধ

"বাংলাদেশে তথ্য অধিকার আইন ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠী : একটি তথ্যকরণ প্রক্রিয়া" বইটি রিইব-এর তথ্য অধিকার আইন বিষয়ক পাইলট প্রকল্প - ২০১০ এর একটি প্রামাণিক দলিল। প্রথম বছরের অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ রিইব-এর এই প্রকল্পটি বর্তমানেও কাজ করে যাচ্ছে বিভিন্ন ক্ষেত্রে, আরও বৃহৎ পরিসরে।

বইটির ভূমিকাতে রিইবের তথ্য অধিকার টিম প্রকল্পটির উদ্দেশ্য, কর্মপদ্ধতি, কর্ম-এলাকা ইত্যাদির পূর্ণ বিবরণ দিয়েছেন। তবে মূল প্রতিবেদনে প্রকল্পের যাবতীয় কর্মকান্ডের খুঁটিনাটি আরো অনেক তথ্যই স্থান পেয়েছে, যা থেকে প্রকল্প পরিচালনার সমগ্র প্রক্রিয়াটি পরিষ্কারভাবে ফুটে উঠেছে। এর ফলে বাংলাদেশে তথ্য অধিকার আইনের প্রচার, প্রসার ও জন-অবহিতকরণের সমস্যা ও সম্ভাবনাসমূহ যেমন চিহ্নিত হয়েছে তেমনি ভবিষ্যতে পথচলার ব্যাপারে অনেক দিকনির্দেশনাও উঠে এসেছে। এটি ভবিষ্যতে তথ্য অধিকার নিয়ে গবেষণার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ রেফারেন্স বই হিসাবে সমাদৃত হবে বলে আমরা মনে করি।

তথ্য অধিকার আইন নিয়ে প্রকল্পটি শুরুর আগে আমরা কেউই জানতাম না বাংলাদেশের জনগণ তথ্য অধিকার আইনটিকে কীভাবে গ্রহণ করবে বা আদৌ গ্রহণ করবে কিনা। তবে আমাদের কাজের অভিজ্ঞতা থেকে আমরা দেখেছি যে সঠিক পন্থা অবলম্বন করতে পারলে সমাজের সবচেয়ে অবহেলিত ও আর্থিক-দারিদ্র্যপীড়িত জনগণও আইনটির ব্যবহারে এগিয়ে এসে নিজেদের পরিস্থিতির যেমন খানিকটা হলেও উন্নতি করতে পারে, তেমনি ধীরে হলেও সরকারী কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কাজে ও ব্যবহারে ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে পারে। রিইবের মত আরো অনেক বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের অভিজ্ঞতাও প্রায় একই রকম।

তবে দুঃখের বিষয় এই যে সমাজের সব শ্রেণীর কাছ থেকে একই ধরনের সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না। রিইব বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। তবে আমাদের কাজের অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে যে মধ্যবিত্ত শ্রেণী এখনো আইনটির ব্যাপারে তেমন উৎসাহ পাচ্ছে না। মনে হয় কর্তৃপক্ষের সদাচরণ ও সদিচ্ছা সম্বন্ধে তারা এখনো নিশ্চিত হতে পারছে না। আশা করা যায় যে সাধারণ জনগণের ইতিবাচক অভিজ্ঞতাসমূহ আরো প্রচার লাভ করলে আইনটির উপকারীতা সম্বন্ধে তারা ও সমাজের অন্যান্য শ্রেণী পেশার লোকজন অবহিত হবেন এবং আইনটির ব্যবহারে এগিয়ে আসবেন। এব্যাপারে গণমাধ্যমের ভূমিকা অসীম। তবে সরকারী চাকুরিজীবিরাও যে আইনটিকে ব্যবহার করে ভীষণভাবে উপকৃত হতে পারেন তা আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতের অভিজ্ঞতা থেকেই দেখা গেছে। তাঁরা যখন আবিষ্কার করবেন যে আইনটিতে তাঁদের তথ্য প্রদানকারীর ভূমিকা ছাড়াও তাঁদের নিজস্ব সুবিধা অর্জনের অনেক সুযোগ লুকিয়ে আছে তখনই এর ব্যবহার বাড়বে ও এটি গতি লাভ করবে। আমরা আশা করি আমাদের দেশে আইনটি অচিরেই ব্যাপক প্রসার লাভ করবে ও গণতন্ত্রের অগ্রযাত্রায় বড় ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হবে।

সবশেষে বলবো সরকারকেও অনুধাবন করতে হবে, যে যুগান্তকারী আইনটি তাঁরা প্রণয়ন করেছেন তার অগ্রযাত্রায় তাঁদের দায়িত্ব অপরিসীম। আইনটির সাফল্য যে তাঁদেরও সাফল্য তা তাঁদের বুঝতে হবে। আইনটি যতই বেশী ব্যবহার হবে জনগণ ততই সরকারের কাছে আসবে, গণতন্ত্র ততই শক্তিশালী হবে।

শামসুল বারি
চেয়ারম্যান, রিইব

কৃতজ্ঞতাস্বীকার

"বাংলাদেশে তথ্য অধিকার আইন ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠী : একটি তথ্যকরণ প্রক্রিয়া" শীর্ষক গবেষণা কাজটি বাংলাদেশে তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের প্রাথমিক পর্যায়ের একটি অনন্য দলিল। একাজটি করতে গিয়ে আমরা অন্যদেরকে যেমন শেখাতে সচেষ্ট হয়েছি, তেমনি নিজেরাও শিখেছি অনেক। বিশেষ করে সমাজের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে এই আইন সম্পর্কে সচেতন করে তোলার প্রচেষ্টা ছিল এক ধরনের চ্যালেঞ্জ। এই চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় অনুপ্রেরণার উৎস ছিলেন রিইব চেয়ারম্যান ড. শামসুল বারি। এছাড়া প্রাথমিক পর্বের আলোচনায় রিইব পরিচালনা পর্ষদের বিদগ্ধ সদস্যগণ গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করে কাজটির কাঠামো বিন্যাসে সহায়তা করেছিলেন। প্রকল্পটি বাস্তবায়নে আমাদেরকে অভিজ্ঞতায় সিঞ্চিত করেছেন দিল্লীর "কমনওয়েলথ হিউম্যান রাইটস ইনিশিয়েটিভ্স"-এর প্রোগ্রাম কোঅর্ডিনেটর ভেঙ্কাটেশ নায়েক এবং কর্মকর্তা সোহিনী পাল। এছাড়াও গুজরাট থেকে এসেছিলেন আসলাম ভাই এবং তিনি প্রান্তিক জনগোষ্ঠীতে প্রশিক্ষণ দিতে আমাদের সাথে দেশের বিভিন্ন জেলায় ঘুরে বেড়িয়েছেন। তাঁদের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ।

এই কাজে সার্বিক সহযোগিতা করেছেন গ্রামবাংলা উন্নয়ন কমিটির এ কে এম মাকসুদ, ফেয়ার-এর দেওয়ান আখতারুজ্জামান, আইআরভি-র মেরিনা পারভীন যুঁথী, পরিত্রাণ-এর মিলন দাস, সেবা-র দীপেন্দ্রনাথ সরকার এবং রিইব-এর মো: মতিউর রহমান। এই কাজ পরিচালনায় এসব সংগঠনের কর্মী এবং প্রকল্পের এনিমেটর জনাব মো: সউদ খান, পরিমল কুমার মুন্ডা, সুমন কুমার, রোশ্নী রানী, অসীম দাস এবং মুন্না দাস প্রভৃত পরিশ্রম করে কাজটিকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়েছেন। প্রকল্পের ফিল্ড কো-অর্ডিনেটর উৎপল কান্তি খীসা এবং রিইব-এর সকল সহকর্মী আমাদের সাথে ছিলেন । রিইবের নির্বাহী পরিচালক ড. মেঘনা গুহঠাকুরতা সকল সময় আমাদেরকে সঠিক দিক নির্দেশনা দানে অকৃপণ ছিলেন।

রোসা লাক্সেমবার্গ স্টিফটুং-এর প্রজেক্ট ম্যানেজার সোনিয়া ব্লাসিগ প্রথম থেকেই আমাদেরকে সকল বিষয়ে সমুদয় সহযোগিতা করেছেন এজন্যে তাঁকে এবং তাঁর প্রতিষ্ঠানের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ। বাংলাদেশে তথ্য অধিকার আইন প্রসারে তাঁদের ভূমিকা স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

সর্বোপরি দেশের যেসকল প্রান্তিক জনগোষ্ঠী এবং সাধারণ জনগণ নতুন এই আইনটিকে নিজেদের জীবনে ধারণ করে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছেন, তাঁদের সেই বিন্দু বিন্দু প্রচেষ্টাই আমাদেরকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে গেছে।

সুরাইয়া বেগম
প্রকল্প সমন্বয়কারী

১. ভূমিকা

১.১ পটভূমি

বাংলাদেশে ২০০৯ সালের ০১ জুলাই 'তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯' কার্যকর হয়েছে। এই আইন মূলত যেসকল তথ্য যা আগে গোপনীয়তার বেড়াজালে জনগণের নাগালের বাইরে ছিল তাকে জনগণের জন্য সহজলভ্য করার শর্তে করা হয়েছে। দেশের সুশাসন প্রতিষ্ঠায় যা সহায়ক বলে মনে করা হয়। এই আইনের মূল বৈশিষ্ট্য এটি সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের (যারা সরকারী ও বিদেশী অনুদানে পরিচালিত হয়) জবাবদিহিতা এবং স্বচ্ছতাকে নিশ্চিত করবে। ২০০৯ সালে এই আইন পাশ হবার আগে ২০ অক্টোবর ২০০৮ সালে তৎকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে এটি অধ্যাদেশ আকারে জারী হয়। ২৯ মার্চ ২০০৯ এটি পার্লামেন্টে অনুমোদন লাভ করে এবং ৫ এপ্রিল ২০০৯ তারিখে রাষ্ট্রপতি এই আইনে স্বাক্ষর করেন। বাংলাদেশের আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে এটিকে একটি যুগান্তকারী আইন হিসেবে অভিহিত করা যায়।

রিসার্চ ইনিশিয়েটিভস্, বাংলাদেশ (রিইব) ২০০২ সাল থেকে দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য গবেষণা কার্যক্রম শুরু করে। এই কার্যক্রমের ক্ষেত্রে প্রান্তিক জনগোষ্ঠী ছিল গবেষণা সহায়তা করার একটি অন্যতম জায়গা। তাই ২০০৯ সালের ০৬ এপ্রিলে যখন গেজেট হিসেবে "তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯" প্রথম প্রকাশিত হয় ও ০১ জুলাই, ২০০৯ থেকে কার্যকর করা হয় রিইব তখন এই আইন কিভাবে প্রান্তিক জনগোষ্ঠী তাদের নিজ সুবিধার্থে অর্থাৎ দারিদ্র্য বিমোচনের কাজে প্রয়োগ করতে পারে তা নিয়ে কাজ শুরু করে।

অন্যপক্ষে জার্মানীতে অবস্থিত রোসা লাক্সেম্বার্গ ফাউন্ডেশন দক্ষিণ এশিয়ায় তাদের 'গণতন্ত্র ও ক্ষমতায়ন' বিষয়ক চলতি কর্মসূচির বিস্তৃতির জন্য উদ্যোগী হলে বাংলাদেশে রিইব-এর সঙ্গে যোগাযোগের মাধ্যমে সম্পর্ক স্থাপন করে। রিইব-এর কার্যক্রমের সঙ্গে পরিচিতি লাভে তারা তথ্য অধিকার আইন প্রয়োগে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর ক্ষমতায়ন প্রক্রিয়ায় জড়িত হবার জন্য ইচ্ছে প্রকাশ করে । এভাবে জন্ম নেয় রিইব ও রোসা লাক্সেম্বার্গ ফাউন্ডেশনের যৌথ প্রকল্প "তথ্য অধিকার আইন প্রয়োগে সামাজিক ন্যায় বিচার অর্জনের মাধ্যমে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর ক্ষমতায়ন" (Empowering the disadvantaged in Bangladesh through access to justice by the Right to Information Act)।

তথ্যই শক্তি। গত সাত বছর ধরে রিইব প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর (নৃতাত্ত্বিক, ধর্মীয়, শ্রেণী ও সাংস্কৃতিক) সাথে কাজ করে যাচ্ছে। এই সময়েই প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অনেক প্রতিনিধি জানিয়েছেন যে তারা সুবিচার, অধিকার এবং সমাজের সকল স্তরে সমভাবে অংশগ্রহণের অধিকার চান। তাদের সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক অধিকার আদায়ের জন্য এই আইন তাই একটি চমৎকার সুযোগ সৃষ্টি করবে। তবে এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে হলে তাদেরকে এই আইনের যথাযথ ব্যবহার সম্পর্কে সচেতন ও প্রশিক্ষিত করে তোলা প্রয়োজন। রিসার্চ ইনিশিয়েটিভস, বাংলাদেশ-এর এই প্রকল্পে সেই চেষ্টা করা হয়েছে। সেই প্রচেষ্টার একটি ধারাবাহিক তথ্যকরণ এখানে উপস্থাপন করা হয়েছে।

১.২ প্রকল্পের উদ্দেশ্য

প্রান্তিক জনগোষ্ঠী যাতে এই আইনের ব্যবহারের মাধ্যমে ক্ষমতায়িত হয় এবং দারিদ্র্য দূরীকরণে শক্তি অর্জন করে সেই লক্ষ্যে এই প্রকল্পের উদ্দেশ্যাবলীর মধ্যে রয়েছে :

১. পাঁচটি প্রান্তিক জনগোষ্ঠীতে এই আইনের প্রয়োগ করে যাতে তারা ন্যায় বিচারের আশ্বাস পায় তা নিশ্চিত করা।
২. তথ্য অধিকার আইনের সঠিক প্রয়োগ ও ব্যবহার সম্পর্কে তাদের সচেতন করে তোলা।
৩. নিজ সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও সঠিক উপায়ে তথ্য অধিকার আইনের নিয়মাবলী অনুযায়ী আবেদনপত্র ও অভিযোগ উপস্থাপন করতে পারে সে লক্ষ্যে তাদেরকে প্রশিক্ষণ দেয়া।
৪. মিডিয়া প্রচারাভিযানে দক্ষতা বৃদ্ধি করা।
৫. সংলাপ ও আদান প্রদানের মাধ্যমে বৃহত্তর সমাজে তথ্য অধিকার আইন সম্বন্ধে উদ্দীপিত করা।
৬. যে কোন সমস্যাকে তথ্য অধিকার আইনের নিয়মাবলী অনুযায়ী উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে প্রদান করার প্রক্রিয়া সম্পর্কে জ্ঞান দেয়া ও উদ্বুদ্ধ করা।
৭. প্রতি জনগোষ্ঠীতে তথ্য অধিকার কর্মী ও কেন্দ্র গড়ে তুলতে সহায়তা করা।
৮. উপরোক্ত কার্যকলাপকে লিপিবদ্ধ করা ও ছড়িয়ে দেয়া।

১.৩ প্রত্যাশিত ফলাফল

উপরের লক্ষ্যগুলো পূরণ হলে যে ফলাফল দেখতে পাওয়া যাবে বলে প্রত্যাশা করা যায়, তা হলো:

১. প্রান্তিক জনগোষ্ঠী দ্বারা তথ্য অধিকার আইনের সফল প্রয়োগ।
২. তথ্য অধিকার বান্ধব এমন একটি পরিবেশের সৃষ্টি করা যা কিনা বহুবিধ নিপীড়ণ নিরসনের প্রতি সংবেদনশীল হয়।
৩. একদল তথ্য অধিকার কর্মী সৃষ্ট হওয়া যারা কিনা তাদের জনগোষ্ঠীকে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের পথে নিয়ে যেতে পারে।
৪. প্রতিটি নাগরিক তার নিজস্ব নাগরিকত্ব বোধে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠবে ।
৫. এপর্যন্ত যেসব জনগোষ্ঠী ছিল সামাজিকভাবে প্রত্যাখ্যাত এবং কোন ধরনের সুযোগ সুবিধা পাওয়া থেকে বঞ্চিত এই আইন প্রয়োগের মাধ্যমে তাদের আস্থা ও বিশ্বাস দৃঢ় হয়ে উঠবে ও দৈনন্দিন সমস্যা সমাধানে তারা সচেষ্ট হবে।

১.৪ প্রকল্প কার্যক্রম

এই প্রকল্পের আওতায় যেসব কার্যক্রম পরিচালনা করা হয় সেগুলো হচ্ছে -

১. পাঁচটি প্রান্তিক জনগোষ্ঠীতে একটি বেইজলাইন জরিপ পরিচালনা করা যার মাধ্যমে সেই সমাজের মূল সমস্যাগুলো ধরা পড়বে। এসকল সমস্যা নিরসনে তথ্য অধিকার আইন প্রয়োগ করা।
২. প্রতিটি জনগোষ্ঠীতে অন্ততপক্ষে একটি করে 'গণগবেষণা* দল গঠন করা এবং একজন করে এনিমেটর তৈরী করা যিনি এই দল ও জনগোষ্ঠীকে তথ্য অধিকার আইন প্রয়োগে উৎসাহ যোগাবে ও দক্ষতা বৃদ্ধি করবে।
৩. পাঁচটি অঞ্চল থেকে এনিমেটরদেরকে একটি কেন্দ্রীয় কর্মশালায় তথ্য অধিকার আইন বিষয়ক প্রশিক্ষণ দেয়া।

---

* গণগবেষণা হচ্ছে এমন একটি প্রক্রিয়া যেখানে জনগণ যৌথভাবে আত্মানুসন্ধান প্রক্রিয়ায় যুক্ত হয় এবং এইভাবে তাদের মানসিক ও আর্থিক দারিদ্র্যের কারণ উদঘাটন করে এর নিরসন বা সমাধানে পদক্ষেপ নিতে পারে। উল্লেখযোগ্য, রিইব এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বিভিন্ন প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মধ্যে গবেষণায় সহায়তা প্রদান করে এসেছে।

৪. একটি ট্রেনিং মডিউল রচনা করা যা কিনা এনিমেটর, এনজিওকর্মী ও সমাজকর্মীদের তথ্য অধিকার আইন প্রয়োগে দক্ষতা বৃদ্ধি ও সচেতন করবে ।
৫. পাঁচজন এনিমেটরকে আইনগত এবং প্রচারণা ও উদ্দীপিতকরণ সংক্রান্ত বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া যাতে করে তারা তথ্য অধিকার আইন প্রয়োগে আরও সুকৌশলী হয়ে ওঠে ।
৬. পাঁচটি তথ্য কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত করা যা কিনা প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মধ্যে আইনটির প্রচারণা ও উদ্দীপিতকরণের কাজে সহায়তা করবে ।
৭. অন্ততপক্ষে ছয়টি নিউজলেটার প্রকাশ করা যার মাধ্যমে তথ্য অধিকার আইন প্রয়োগের বিভিন্ন দিক ও কার্যকলাপ তুলে ধরা যেতে পারে ।
৮. পাঁচটি জনগোষ্ঠীতে অন্তত একটি করে মোট পাঁচটি স্থানীয় সেমিনার করা যাতে করে আইন বান্ধব পরিবেশ তৈরী হয় ও প্রশাসনের সঙ্গে সম্পর্ক সুদৃঢ় হয় ।
৯. একটি জাতীয় সেমিনার করা যাতে করে নীতি নির্ধারক, এনজিওকর্মী ও এনিমেটররা তথ্য অধিকার প্রক্রিয়া সম্পর্কে অবহিত ও সংবেদনশীল হয় ।
১০. পিপল টু পিপল এক্সচেঞ্জ ভিজিট । প্রকল্পের দুটি এলাকায় সকল এনিমেটর নিয়ে যাওয়া এবং সেই ফিল্ড দেখানো ও স্থানীয় জনগণের সাথে আলাপ আলোচনা করা ।
১১. "তথ্য অধিকার আইনের সহজ পাঠ" নামের হ্যান্ডবুক এবং এই বিষয়ক ব্রোশিউর প্রকাশ করা ।
১২. প্রকল্প শেষে একটি কম্প্লায়েন্স ও মনিটরিং সার্ভে পরিচালনা করা ।

১.৫ প্রকল্প এলাকা

রিইব পাঁচটি প্রান্তিক জনগোষ্ঠীতে এই প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে । সেগুলো হলো :

১. মুন্সীগঞ্জ জেলার লৌহজং উপজেলায় অবস্থিত বেদে সম্প্রদায়
২. কুষ্টিয়া জেলার ভেড়ামারা ও কুষ্টিয়া সদর উপজেলার হরিজন সম্প্রদায়
৩. সাতক্ষীরা জেলার তালা উপজেলার ঋষি সম্প্রদায়
৪. সাতক্ষীরা জেলার শ্যামনগর উপজেলার মুন্ডা সম্প্রদায়
৫. নীলফামারী জেলার সৈয়দপুর উপজেলার রবিদাস সম্প্রদায়

প্রকল্পের প্রতিটি প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সঙ্গে এক একটি সহযোগী প্রতিষ্ঠান জড়িত, যাদের সঙ্গে রিইব পূর্বে গণগবেষণাধর্মী কাজ করেছে। সেইসব বেসরকারি প্রতিষ্ঠান হচ্ছে বেদে সম্প্রদায় এলাকায় 'গ্রামবাংলা উন্নয়ন কমিটি'; ঋষি সম্প্রদায়ে 'পরিত্রাণ'; মুন্ডা সম্প্রদায়ে 'ইনিশিয়েটিভ ফর রাইট ভিউ (IRV)'; হরিজন সম্প্রদায়ে 'ফেয়ার (FAIR)' এবং সৈয়দপুর রবিদাস সম্প্রদায়ে রিইব-এর সৈয়দপুর শাখা অফিস সহায়তা দিয়েছে। সৈয়দপুর বাদে অন্যান্য এলাকার এসকল সহযোগী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে রিইব-এর Memorendum of Understanding (MOU) সম্পাদন করা হয়। প্রকল্পের স্থানীয় এনিমেটর বাছাই ও নিয়োগ এইসব প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমেই করা হয়েছে। প্রকল্পের কর্ম এলাকা এবং সংশ্লিষ্ট সহযোগী সংগঠনের বিবরণী বর্ণিত হয়েছে সংযুক্তি - ০১ এ ।

১.৭ তথ্য অধিকার প্রকল্পের কোর টীম

প্রকল্পের সার্বিক তত্ত্বাবধানে কাজ করেছেন রিইব চেয়ারম্যান ড. শামসুল বারি এবং কোর টিম হিসেবে কাজ করেছেন নির্বাহী পরিচালক ড. মেঘনা গুহঠাকুরতা, প্রজেক্ট কোঅর্ডিনেটর সুরাইয়া বেগম এবং ফিল্ড কোঅর্ডিনেটর উৎপল কান্তি খীসা ।

প্রকল্পে এনিমেটর হিসাবে মাঠ পর্যায়ে কাজ করেছেন -

১. মো: সউদ খান, বেদে সম্প্রদায়, গ্রাম: খড়িয়া, ইউনিয়ন: কুমারভোগ, উপজেলা: লৌহজং, জেলা: মুন্সিগঞ্জ ।

২. মুন্না দাস, রবিদাস সম্প্রদায়, কুন্ডল, সৈয়দপুর পৌরসভা, জেলা: নীলফামারী ।

৩. সুমন কুমার বাঁশফোর এবং পরবর্তীতে রোশনী রাণী বিশ্বাস, হরিজন সম্প্রদায়, মিল লাইন হরিজন কলোনী, কুষ্টিয়া সদর পৌরসভা, কুষ্টিয়া ।

৪. পরিমল কুমার মুন্ডা, মুন্ডা সম্প্রদায়, গ্রাম: উত্তর কদমতলা, ইউনিয়ন: মুন্সিগঞ্জ, উপজেলা: শ্যামনগর, জেলা: সাতক্ষীরা ।

৫. অসীম কুমার দাস, ঋষি সম্প্রদায়, গ্রাম: আটারই, ইউনিয়ন: তালা সদর, উপজেলা: তালা, জেলা: সাতক্ষীরা ।

এই টীমের সাথে আরও কাজ করেছে কমিউনিটি ভিত্তিক পাঁচটি গণগবেষণা দল, যারা এলাকায় তথ্য অধিকার প্রকল্পের কার্যক্রম পরিচালনা করেছে ।

২. প্রক্রিয়া

২.১ প্রারম্ভিক কাজ

"তথ্য অধিকার আইন প্রয়োগে সামাজিক ন্যায় বিচার অর্জনের মাধ্যমে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর ক্ষমতায়ন" প্রকল্প জার্মানীর রোসা লাক্সেম্বার্গ ফাউন্ডেশনের সহায়তায় পরিচালিত হবার আগে থেকেই রিইব এই বিষয়ে কাজ শুরু করে। দারিদ্র বিমোচনে তথ্য অধিকার আইনের প্রয়োগ এই বিষয়টি রিইব-এর পূর্ব অভিজ্ঞতার ফসল বলা যায়। তথ্য অধিকার নিয়ে 'মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন' সংগঠনের উদ্যোগে ০৫ ডিসেম্বর ২০০৭ সালে হোটেল শেরাটনে 'গণতান্ত্রিক ও দূর্নীতিমুক্ত বাংলাদেশের জন্য তথ্য' এই শিরোনামে একটি সেমিনার আয়োজিত হয়। সেখানে কী-নোট পেপার পড়েন রিইব চেয়ারম্যান ড. শামসুল বারি "গিভিং লিগ্যাল বেসিস টু সিটিজেনস রাইট টু ইনফরমেশন" শিরোনামে। এই নিবন্ধের মূল বিষয় তথ্য অধিকার কনসেপ্ট এর ব্যাখ্যা এবং এর নীতিগত প্রভাব ও এগিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে যেসব চ্যালেঞ্জ আসতে পারে তা তুলে ধরা। এছাড়া এই প্রবন্ধে আরও বর্ণনা করা হয় 'তথ্য'-র বিভিন্ন অর্থের মধ্যেকার পার্থক্য, তথ্য অধিকার এর যৌক্তিকতা, বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে তথ্য অধিকার এবং এর বৈশ্বিক অবস্থান, বাংলাদেশে খসড়া তথ্য অধিকার আইনের বিষয়বস্তু, নাগরিকের জন্য তথ্য অধিকার আইনের সুফল, গণতন্ত্র ও সুশাসনের জন্য তথ্য অধিকারের গুরুত্ব। যা তথ্য অধিকার আইন প্রণয়নে ছিল এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।

পরবর্তীতে বাংলাদেশে "তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯" প্রণীত হবার পর রিইব আইনটিকে নিয়ে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সদস্যদের সাথে ঢাকা, কুষ্টিয়াতে আলোচনা করে যে কীভাবে এই আইনটি তাদের দারিদ্র্য বিমোচনে সহায়ক হতে পারে। আলোচনাতে অনুভূত হয় যে, জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য আইনটির ব্যাপক প্রচার হওয়া জরুরী। এই প্রেক্ষিতে একদিকে রিইব-এর প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সঙ্গে গণগবেষণার অভিজ্ঞতা ও অন্যদিকে রিইব-এর চেয়ারম্যান ড. শামসুল বারি-র তথ্য অধিকার আইন নিয়ে বিশেষ প্রতিবেদন উপস্থাপনা - দুটোই রিইব-কে তথ্য অধিকার আইনের সহজ পাঠ বিষয়ক হ্যান্ডবুক ও ব্রোশিউর তৈরীতে উৎসাহ যুগিয়েছে। যা কিনা সাধারণ মানুষকে আইনটি বুঝতে কার্যকরীভাবে সহায়তা করেছে। সমান্তরালভাবে রোসা লাক্সেম্বার্গ ফাউন্ডেশন-এর সঙ্গে প্রকল্প ভিত্তিক আলোচনার প্রেক্ষাপটে এই হ্যান্ডবুক ও ব্রোশিউর প্রকল্পের মাধ্যমেই প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। এতে প্রকল্পের প্রথম ধাপের কাজ অনেকটাই এগিয়ে যায়।

রিইব যে আঙ্গিকে তথ্য অধিকার আইনের প্রয়োগের উপর আলোকপাত করেছে তার উল্লেখযোগ্য দিক হচ্ছে এই আইনের চাহিদার দিক কিংবা ডিমান্ডের দিকে ঝোঁক দেয়া। অর্থাৎ তথ্য অধিকার আইনের একটি দিক হতে পারে সুষ্ঠূ প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ ও মেকানিজম স্থাপন করা। এক্ষেত্রে বিশেষ কার্যকরী ভূমিকা পালন করতে পারে আইন দ্বারা গঠিত তথ্য কমিশন ও এর নির্দেশক্রমে প্রাসঙ্গিক ও সরকারী দপ্তরসমূহ। এই কর্মকান্ডের আওতায় পড়বে সরকারী কর্মচারী ও কর্তৃপক্ষকে পর্যাপ্ত ও উপযুক্ত ট্রেনিং দেয়া, তথ্য প্রয়োগের প্রক্রিয়াগুলোকে সুগম

করা। অন্যদিকে আইন প্রয়োগের অপর দিকে রয়েছে জনগণের তথ্য চাহিদা। যেহেতু এটি এমন একটি আইন যার মাধ্যমে জনগণ সরকারের কাছ থেকে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা দাবি করতে পারে; এক অর্থে সরকারকে শাসন করতে পারে। সেহেতু জনগণের পক্ষ থেকে সুষ্ঠূ আবেদনপত্র যেতে থাকলে জনগণ তার নিজের সামাজিক দায়িত্বের প্রতি নিষ্ঠাবান হতে পারবে এই আশা করা যায়। রিইব এই তথ্য অধিকার আইন প্রকল্পের মাধ্যমে জনগণের এই চাহিদার দিকেই দৃষ্টিপাত করেছে। সুতরাং এই প্রকল্পে তথ্য অধিকার আইনের ডিমান্ড-এর দিকটাকেই দেখা হয়েছে বেশি।

২.২ প্রশিক্ষণ

তথ্য অধিকার আইন প্রকল্পের কাজের জন্য প্রশিক্ষণ ছিল জরুরী। সেই প্রেক্ষিতে দিল্লীর কমনওয়েলথ হিউম্যান রাইটস ইনিশিয়েটিভ যখন তাদের বাৎসরিক প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে অংশগ্রহণের আমন্ত্রণ জানায় রিইব তখন প্রতিষ্ঠানের দুইজনকে ২০০৯ - এর নভেম্বর মাসে দিল্লীতে প্রশিক্ষণে পাঠায় । সেই প্রশিক্ষণ ছিল দশ দিন ব্যাপী, যা তথ্য অধিকার আইনের তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক দিক জানার ক্ষেত্রে ছিল সহায়ক। শিক্ষণীয় পরিদর্শন সম্পর্কে নীচে সংক্ষেপে তুলে ধরা হল ।

কমনওয়েলথ হিউম্যান রাইটস আয়োজিত "দক্ষিণ এশিয়ায় তথ্য অধিকার সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ কর্মসূচী"

২০০৯ সালের ৪-১৪ নভেম্বর সময়সীমায় ভারতের দিল্লীতে অবস্থিত কমনওয়েলথ হিউম্যান রাইটস ইনিশিয়েটিভস্ (CHRI), দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে তথ্য অধিকারকে প্রসারিত করার জন্য শিক্ষামূলক কর্মসূচীর আয়োজন করে। এই কর্মসূচীতে রিইব থেকে যোগদান করেন রিইব-এর সিনিয়র প্রোগ্রাম অফিসার সুরাইয়া বেগম এবং গবেষক জাহিদুল ইসলাম বিশ্বাস। এই কর্মসূচীর মাধ্যমে ভারতে তথ্য অধিকার আইনের তাত্ত্বিক ও বাস্তব প্রয়োগ জানার সুযোগ করে দেওয়া হয়ে থাকে। ভারতের দিল্লী এবং রাজস্থানে এই ভিজিটের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। মোট ১১ জন অংশগ্রহণকারী ছিলেন এই দলে। বাংলাদেশ থেকে ৭ জন, শ্রীলংকা থেকে ৩ জন এবং মালদ্বীপ থেকে ১ জন। শিক্ষা কর্মসূচীর কার্যক্রমে ছিল - কমনওয়েলথ হিউম্যান রাইটস ইনিশিয়েটিভস্-এর পরিচিতি। ভারতের তথ্য অধিকার আইনের মূল বিষয়সমূহ এবং মানবাধিকারের মূল ভিত্তি হিসেবে এই আইনের ব্যবহার ও প্রসারণ। এখানে ছিল বিভিন্ন দেশের নিজস্ব উপস্থাপনা : তথ্য অধিকার আন্দোলন সম্পর্কে শ্রীলংকা, বাংলাদেশের সংগঠন রিইব, নাগরিক উদ্যোগ, টিআইবি এবং ভারতের তথ্য অধিকার আইন এবং এর প্রয়োগ সম্পর্কে সিএইচআরআই-এর উপস্থাপনা। ফিল্ড ভিজিটে রাজস্থানের জয়পুর-এ একটি এনজিও Consumer Units and Trust Society (CUTS) এর সাথে মত বিনিময়ের মাধ্যমে জানা যায় CUTS এর উদ্যোগ এবং তথ্য অধিকার আইন শক্তিশালীকরণে ভূমিকা। রাজস্থান রাজ্যের TONK জেলার একটি গ্রাম পরিদর্শন এবং গ্রাম প্রধান সারপাঞ্চ ও সেক্রেটারীর সাথে মিটিং। কর্মসূচীতে অংশগ্রহণকারীদের শ্রম আদালত পরিদর্শনের ব্যবস্থা ছিল, যা বিচার বিভাগের বিকেন্দ্রীকরণ বিষয়ে যে গ্রাম আদালত বিল পাশ হয়েছিল তা বুঝতে সহায়ক হয়েছিল। নারী নেত্রী কবিতা শ্রীবাস্তব-এর সাথে মিটিং ছিল অন্যতম বিষয়। জয়পুর থেকে ফিরে এসে পরবর্তীতে দিল্লীর তথ্য কমিশনে কমিশনার শৈলেশ গান্ধীর শুনানীতে পর্যবেক্ষক হিসেবে প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ এবং তাঁর সাথে সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে জানা যে, কি প্রক্রিয়ায় তথ্য কমিশনে

অভিযোগের নিস্পত্তি করা হয়। সরকারি কর্তৃপক্ষ কিভাবে তথ্য অধিকারকে প্রয়োগ করছে তা জানার জন্য গুরগাঁওয়ে পাওয়ার গ্রীড কোম্পানীর কর্তৃপক্ষের সাথে সাক্ষাৎ করা হয়। কেন্দ্রীয় সরকারের প্রধান তথ্য কমিশনার জনাব ওয়াজাহাত হাবিবুল্লাহ-র সাথে সাক্ষাৎকার ছিল অন্যতম শেখার বিষয়। সরকারের স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহীতা প্রতিষ্ঠায় তথ্য অধিকার আইন নিয়ে 'কবির' নামক একটি বেসরকারি সংগঠনের কার্যক্রম সম্পর্কে সরেজমিনে জানা। তথ্য অধিকার আইন নিয়ে সরকারী কর্মকর্তাদের ট্রেনিং বিষয়ে " সেক্রেটারিয়েট ট্রেনিং এন্ড ম্যনেজমেন্ট ইনিস্টিটিউটের" মেম্বারদের সাথে মিটিং। শিক্ষা সফরে আরও মিটিং ছিল, দূর্নীতি উদঘাটনে কিভাবে এই আইন কাজ করে থাকে তা জানার জন্য উদ্যোগী নাগরিক এস. সি আগারওয়াল এবং ইন্ডিয়া টুডে ম্যাগাজিনের সাংবাদিক শ্যামলাল যাদবের সাথে। NDTV টিভি চ্যানেলের সিদ্ধার্থ পান্ডের সাথে মিটিং - কিভাবে তথ্য অধিকার আইন এবং মিডিয়া ইন্ডাস্ট্রি একসূত্রে কাজ করতে পারে এই বিষয়ে জানতে সহায়তা করেছিল। মিটিং ছিল ড. এস কে সরকার, জয়েন্ট সেক্রেটারী, ডিপার্টমেন্ট অব পার্লামেন্ট এন্ড ট্রেনিং প্রতিষ্ঠানে এবং তথ্য অধিকার আইনকে শক্তিশালী করা এবং এর প্রয়োগে কি করণীয় সে সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। তথ্য অধিকার আইন মূল্যায়নে গবেষণারত প্রতিষ্ঠান 'সেন্টার ফর পলিসি রিসার্চ' -এ মিটিং। শেষ দিন অংশগ্রহণকারীদের লিখিত মূল্যায়নের মাধ্যমে সমাপ্তি । (কর্মসূচী সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ আছে সংযুক্তি - ২ এ)।

এই প্রশিক্ষণ পাবার ফলে রিইবের এই প্রকল্পের প্রজেক্ট কোঅর্ডিনেটরের পক্ষে তথ্য অধিকার সম্পর্কে তাত্ত্বিক ও মাঠ পর্যায়ে জানা এবং প্রকল্পটি সুচারুরূপে সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে সহায়ক হয়েছিল ।

২.৩ প্রান্তিক জনগোষ্ঠীতে গণগবেষণা দল গঠন

প্রকল্পে কাজ করতে গিয়ে অনুমিত হয়েছে যে, তথ্য অধিকার আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে গণগবেষণা দল গঠন করা হলে তা আইনকে কার্যকরী করতে ভূমিকা রাখবে। রিইব যেসকল এলাকায় তথ্য অধিকার আইন নিয়ে কাজ করছে সেসকল এলাকায় রিইব এর অনুদানে পূর্বেই গবেষণা করেছেন একদল গবেষক। সেই গবেষণার পদ্ধতি কোন কোন জায়গায় ছিল গণগবেষণা, কোন কোন জায়গায় অংশগ্রহণমূলক পর্যবেক্ষণ।

মুন্সিগঞ্জের লৌহজং উপজেলায় বেদে জনগোষ্ঠী নিয়ে গবেষণায় অংশগ্রহণমূলক পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়েছিল। কারণ বেদেরা হচ্ছে যাযাবর জনগোষ্ঠী। আজ এক জায়গায় তো কাল আর এক জায়গায় ঘুরে বেড়ায়। ফলে তাদের নিয়ে নিয়মিত দলীয় আলোচনা করা সম্ভব হয়নি। নিয়মিত দলীয় আলোচনা ছাড়া গণগবেষণা প্রক্রিয়া যথাযথভাবে কার্যকর হতে পারে না। কেননা গণগবেষণায় সম্মিলিত চিন্তার মাধ্যমে সকলে মিলে কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করা হয়। কুষ্টিয়ার হরিজন পল্লীতে ২০০৪ সালে যে গবেষণা পরিচালিত হয়েছে সেখানে গণগবেষণা পদ্ধতির আংশিক প্রয়োগ করা হয়েছিল। যেহেতু সেই সময়টা ছিল রিইব-এর প্রারম্ভিক সময়, গণগবেষণা প্রক্রিয়াকে তখন পরীক্ষামূলকভাবে প্রয়োগ করা হচ্ছিল। গবেষণার শুরুর দিকে স্থানীয় গবেষকের গণগবেষণা সম্পর্কে যথাযথ পরিচিতি ছিল না বিধায় পরবর্তীকালে সেখানে গণগবেষণার মাধ্যমে সংবেদনশীলতা তৈরী করার জন্য একটি কর্মশালা হয়। যে কর্মশালা এলাকার জনগোষ্ঠীর মধ্যে হরিজনদের সম্পর্কে একটি সংবেদনশীল মনোভঙ্গি তৈরী করতে সহায়ক হয় এবং গবেষণার তথ্য পর্যালোচনা ও হরিজন জনগোষ্ঠীকে জানার ক্ষেত্রে ভিন্ন মাত্রা

যোগ করে। সাতক্ষীরার শ্যামনগরের মুন্ডা জনগোষ্ঠীতে পূর্বেই গণগবেষণা করা হয় গবেষক মেরিনা পারভীন যুথীর মাধ্যমে। ফলে সেখানে আগেই ছয়টি দল ছিল নারী পুরুষ ভেদে। পরবর্তীতে সেই সব দল থেকে কয়েকজনকে নিয়ে দল গঠন করা হয়। তালা উপজেলায় গণগবেষণা করেছে স্থানীয় সংগঠন 'পরিত্রাণ'-এর গবেষক মিলন দাস। অসীম দাস সেই গণগবেষণার এনিমেটর হিসেবে কাজ করেছেন। ঋষি জনগোষ্ঠীতে নারীদের দলগুলো ছিল শক্তিশালী। নীলফামারীর সৈয়দপুরে রবিদাস সম্প্রদায়ে গণগবেষণা পরিচালিত হয় রিইব গবেষক দীপেন্দ্র নাথ সরকার-এর মাধ্যমে। এটি পরিচালিত হয় ২০০৪-২০০৫ সালে এবং মুন্না দাস সেখানে এনিমেটর হিসেবে কাজ করেন। এছাড়াও রিইব নিয়মিতভাবে এইসব এলাকায় গণগবেষণা কর্মশালা করে থাকে। যা কিনা গণগবেষণা দলকে কার্যকরী করে রেখেছিল। পরবর্তীতে তথ্য অধিকার আইন নিয়ে এইসব জনগোষ্ঠীতে কাজ করতে যা সহজ হয়েছে। তথ্য অধিকার আইনের প্রয়োগে এবং প্রসারে রিইব-এর সহযোগী বিভিন্ন প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর গণগবেষণা দলের তালিকা দ্রষ্টব্য সংযোজনী - ৩ এ।

২.৪ প্রান্তিক জনগোষ্ঠীতে তথ্য অধিকার দল গঠনে এনিমেটরদের প্রাথমিক অভিজ্ঞতা বর্ণনা

প্রকল্প কাজে মাঠ পর্যায়ের প্রথম কাজ ছিল এনিমেটর নিয়োগদান করা। পরবর্তীতে এনিমেটরগণ প্রত্যেকে তাদের নিজেদের কমিউনিটিতে নিজস্ব দল গঠন করছে। এই দলগঠন সহজ কাজ ছিল না। এনিমেটরগণ দল গঠন প্রসঙ্গে তাদের বিস্তারিত অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেছেন। এখানে তা উল্লেখ করা হল।

বেদে সম্প্রদায়, লৌহজং, মুন্সিগঞ্জ, এনিমেটর - মো: সউদ খান

মো. সউদ খান তাঁর অভিজ্ঞতার প্রসঙ্গে জানান যে, সমাজে বেদে সম্প্রদায় সবসময় অবহেলিত ও বঞ্চিত। এ সম্পর্কে তিনি প্রথমদিকে সেভাবে অবহিত ছিলেন না। গ্রামবাংলা উন্নয়ন কমিটির সঙ্গে তিনি কাজ করেছেন এবং অধিকার সচেতন হয়েছেন। পরবর্তীতে ০৩-০৬ জানুয়ারী ২০০৯ কুষ্টিয়াতে ফেয়ার অফিসে রিইবের গণগবেষণা ও তথ্য অধিকার আইনের প্রশিক্ষণে গিয়ে যা জেনেছেন তার আলোকেই পরবর্তীতে এলাকায় লোকজনের সাথে আলোচনা করে ১০ জনের একটা দল গঠন করেছিলেন। খড়িয়া ও গোয়ালীমান্দ্রার বেদে গ্রামে এই কমিটি গঠন করা হয়েছে। তাদেরকে তিনি বুঝিয়েছিলেন যে, সরকারী সুযোগ সুবিধা যেমন ভিজিডি, ভিজিএফ, বয়স্ক ভাতা, বিধবা ভাতা, ১০০ দিনের কর্মসৃজন কর্মসূচী প্রভৃতি থেকে তারা বঞ্চিত। কারণ তারা জানেন না কীভাবে এসব পেতে হয়। এগুলোর ক্ষেত্রে যদি তথ্য অধিকার আইন প্রয়োগ করা যায় তাহলে তথ্য জেনে এই সকল সমস্যা সমাধান সম্ভব।

মো: সউদ খান তার এলাকার জনগণকে মবিলাইজ করার প্রসঙ্গে বলেন, "যদি আমরা তথ্য অধিকার নিয়ে কাজ করতে চাই, তাহলে আমাদের প্রথমে একটা গ্রুপ গঠন করতে হবে। তাই গোয়ালীমান্দ্রা থেকে ৩ জনসহ মোট ১০ জনকে নিয়ে নিজের গ্রাম খড়িয়াতে মিটিং ডেকেছি। সেখানে সকলকে বুঝিয়ে বলেছি তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে। তাদেরকে বার বার এটা বুঝানোর চেষ্টা করেছি যে, আমরা যদি এই আইন নিয়ে নিয়মিত সকলে মিলে আলোচনা করে কাজ করি, তাহলে আমরা সকলেই এগিয়ে যেতে পারবো। আমরা খাস জমি, বয়স্ক ও বিধবা ভাতা ইত্যাদি সরকারী সুবিধা পাইনা। তথ্য অধিকার আইন দিয়ে জানতে পারবো কেন পাই না? এভাবে অনেক বুঝানোর পর ১১ জন মিলে একটি গণগবেষণা দল গঠন করেছি। সত্যি বলতে

কি, এই দল গঠন করার পর প্রথম মাসে মাত্র একবারই মিটিং করতে পারি। সেখানে নিজেদের সমস্যা নিয়ে আলোচনা করে সাত জন মিলে তথ্য আবেদন করেছি বিভিন্ন অফিসে। ভূমি অফিসেও আবেদন করেছি। সেখানে তথ্য আবেদন গ্রহণ করলেও কোন জবাব প্রদান করেনি। পরে সরকারি হাসপাতালে তথ্য আবেদন ও 'তথ্য অধিকার আইনের সহজ পাঠ' বইটি দিতে যাই। সেখানে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা আবেদনপত্র এবং বই কোনটিই গ্রহণ করেননি বরং আমাকে জানিয়ে দেয়, 'আমি আপনার আবেদনও নেব না, বইও গ্রহণ করব না'। তাই বাধ্য হয়ে সেখানে ডাকযোগে আবেদন পাঠিয়ে দিই। ব্যাংকে তথ্য আবেদন করতে গেলে ব্যাংক ম্যানেজার পরিহাস করে আমার কাছে জানতে চান, 'আপনি কি ব্যাংক খুলবেন'? বিষয়টি বুঝিয়ে বলার পরও ম্যানেজার আমার আবেদনপত্র গ্রহণ করেননি। এর কিছুদিন পরে রিইব-এর সুরাইয়া আপার সহায়তায় আবেদন জমা দিতে গেলে তিনি তুলনামূলকভাবে আমাদের সাথে ভাল ব্যবহার করেন। তারপরও প্রথমদিকে তথ্য না পাওয়ার কারণে আমাদের দলের অনেকেই হতাশ হয়ে পড়ে। কিন্তু পরে এ অবস্থার পরিবর্তন হতে শুরু করলে তারা নতুনভাবে উদ্যোগী হয়ে ওঠে।"

রবিদাস সম্প্রদায় : সৈয়দপুর, নীলফামারী, এনিমেটর - মুন্না দাস

মুন্না দাস তাঁর অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেছেন এভাবে : "আমি গত জানুয়ারী ২০১০ এ সৈয়দপুরের 'সেবা' অফিসের পরিচালক দীপেনদা-র পরামর্শে ঢাকায় রিইবের অফিসে তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে প্রশিক্ষণ নিতে আসি। প্রশিক্ষণে এসে আমি চুপচাপ থাকতাম। কারণ তখন আমি সেখানে একেবারেই নতুন ছিলাম। পরে সৈয়দপুরে ফিরে গিয়ে দীপেনদা-কে বিষয়টা খুলে বলি এবং তার কাছ থেকে রিইবের এনিমেটর হওয়ার বিষয়ে মতামত নিই। তিনি আমাকে এনিমেটরের দায়িত্ব গ্রহণ করার পরামর্শ দেন। তারপর সেটা আমি রিইব-এর প্রকল্প সমন্বয়ক সুরাইয়া আপাকে জানিয়ে দিই। তিনি আমাকে কাজ এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দিলে আমি এলাকায় "রবিদাস সংঘের" মাসিক মিটিংয়ে রবিদাসদের সঙ্গে তথ্য অধিকার আইন এবং এর প্রয়োজনীয়তা নিয়ে আলোচনা করি। এভাবে এক পর্যায়ে ১২ জনকে নিয়ে একটা দল গঠন করি। ১টি পৌরসভা ও ২ টি ইউনিয়ন এর লোক নিয়ে এই দল গঠন করেছি। এভাবে কুন্দল (নতুন বাবু পাড়াসহ) থেকে ৬ জন, খাতামধুপুর ইউনিয়ন আর অন্য এলাকাগুলো থেকে ২/১ জন করে নিয়ে এই কমিটি গঠিত হয়েছে। প্রথম দিকের সব আবেদনগুলোই আমি করেছি, কারণ লোকজন তখনও এই আইনটিকে তেমনভাবে জানত না, ফলে আবেদন করতে আগ্রহ বোধ করেনি। পরে আমি যখন ভূমি অফিসে তথ্য আবেদন করার এক সপ্তাহ পরে সেখান থেকে তথ্য পেতে শুরু করি, তখন থেকেই দলের সদস্যদের মধ্যে তথ্য আবেদন করার আগ্রহ তৈরী হয়। এভাবে একজন আরেকজনকে দেখে, পরে অনেকেই তথ্য আবেদন করেছে এবং সুফল লাভ করেছে।"

হরিজন সম্প্রদায়, কুষ্টিয়া সদর, কুষ্টিয়া, এনিমেটর - সুমন কুমার বাঁশফোর, পরবর্তীতে রোশনী রানী বিশ্বাস

তথ্য অধিকার কার্যক্রমের প্রথম দিকের অভিজ্ঞতা তুলে ধরতে গিয়ে হরিজন জনগোষ্ঠীর এনিমেটর সুমন কুমার বলেছেন- "কুষ্টিয়া সদরের স্থানীয় সংগঠন 'ফেয়ার'-এর দেওয়ান আখতারুজ্জামান এবং পান্নালাল বাঁশফোর-এর পরামর্শমত কুষ্টিয়া সদর উপজেলা ও আমার বাসস্থান ভেড়ামারা উপজেলার কয়েকটি হরিজন কলোনী থেকে ১০ জনকে নিয়ে একটি গণগবেষণা দল করেছি। দল গঠন করতে গিয়ে প্রথম প্রথম আমার বেশ সমস্যা হচ্ছিল। কারণ

আমি ভেড়ামারা উপজেলার বাসিন্দা হওয়ার কারণে কুষ্টিয়া সদরের বিভিন্ন কলোনীর লোকজনকে বুঝানো সত্যিই কঠিন ছিল। যদিও এরই মধ্যে আমি ঢাকায় রিইবে এসে তথ্য অধিকার বিষয়ে জেনেছি। পরে পান্নালালের সহায়তায় আমি তাদেরকে মোটামুটি বুঝাতে সক্ষম হয়েছি। আমি তাদেরকে বার বার এটাই বুঝানোর চেষ্টা করেছি যে, আমরা অনেক কিছু পাইনা। আমরা যদি তথ্য অধিকার নিয়ে কাজ করি, তাহলে কেন পাই না তা জানতে পারবো এবং সমস্যাগুলো সমাধানের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবো। এভাবে অনেক বুঝানোর পর এক পর্যায়ে গণগবেষণা দল গঠন করতে সক্ষম হয়েছি। গ্রুপে চৈতন্যপল্লী থেকে ৬ জন, জি কে হরিজন কলোনী থেকে ৩ জন এবং ভেড়ামারা রেল লাইন কলোনী থেকে ১ জনকে নিয়েছি। সব মিলে মোট ১১ জনকে নিয়ে গ্রুপ গঠন করেছি এবং পাক্ষিক যে গ্রুপ মিটিং করা হয় তাতে আমরা নিজেদের সমস্যাগুলো নিয়ে আলোচনা করি। যেমন হরিজনদের কোন খাস জমি বরাদ্দ দেওয়া হয় না, চৈতন্যপল্লীতে পানির পাম্প নেই প্রভৃতি। এটা নিয়ে আমরা আলোচনা করে তথ্য আবেদন জমা দিয়েছি। তবে উত্তর এখনো পাইনি। পৌরসভা মেয়র এর কাছে আবেদন করেছি।"

গত অক্টোবর ২০১০-এ ভাল চাকুরী পাওয়ার কারণে সুমন কুমার বাঁশফোর প্রকল্পের এনিমেটরের দায়িত্ব পালনে অপারগতা প্রকাশ করে, পরে কুষ্টিয়ার মিল লাইন হরিজন কলোনী থেকে রোশনী রাণী বিশ্বাসকে নিয়োগ করা হয়। রোশনী বলেন, আমি এনিমেটরের দায়িত্ব গ্রহণের পর সুমনের কাছ থেকে ফাইল পত্র বুঝে নিয়ে প্রথমে আমার দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে ভালভাবে বুঝার চেষ্টা করেছি। এতে ফেয়ার এবং রিইবের কর্মকর্তারা আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করেন। তাই কার্যক্রমে গতিশীলতা আনার লক্ষ্যে তাদের পরামর্শের ভিত্তিতে দায়িত্বগ্রহণের পর পরই দলের সদস্যদের সাথে আলোচনার মাধ্যমে আমরা দল পুনর্গঠন করেছি। এই দলে সবাই মিলে মোট ১১ জন সদস্য রয়েছে। তারমধ্যে নারী ৬ জন, পুরুষ ৫ জন। মাসে দুইবার করে মিটিং করছি। রিইব-এর কাজের সাথে আগে থেকে পরিচয় থাকার কারণে আমার বেশি অসুবিধা হচ্ছে না।

মুন্ডা সম্প্রদায় : শ্যামনগর, সাতক্ষীরা, এনিমেটর - পরিমল কুমার মুন্ডা

এনিমেটর পরিমল কুমার মুন্ডা তার অভিজ্ঞতা এভাবে তুলে ধরেন : "আমি আগে তথ্য অধিকার আইন নিয়ে কিছুই জানতাম না। আমাদের সমাজের লোকজনও জানতো না। পরে রিইব গবেষক মেরিনা পারভীন যুথী - যিনি মুন্ডাদের নিয়ে গবেষণা করেছেন, তাঁর কাছ থেকে এবং ঢাকায় অনুষ্ঠিত রিইব এর মিটিং এ উপস্থিত থেকে সুরাইয়া আপার কাছ থেকে এই আইন বিষয়ে বিস্তারিতভাবে জানতে পেরেছি। সেখান থেকে ফিরে এসে আমি গ্রামের লোকজনকে বিষয়টি বুঝানোর চেষ্টা করি। কেউ কেউ আবার নিজেরা উদ্যোগী হয়ে আমার কাছ থেকে জানতে চেয়েছে যে, কি উদ্দেশ্যে ঢাকায় গিয়েছি, সেখানে কি করেছি ইত্যাদি। সকলের সাথে মিটিং এ এটা নিয়ে আলোচনা করা হয়। এতে লোকজনের তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে প্রাথমিক একটা ধারণা হয়। ফলে পরবর্তীতে গ্রামের ২৯ টি পরিবারকে সাথে নিয়ে পাড়ার কমিউনিটি স্কুলে মিটিং করি। সেখানে সকলের আলোচনার ভিত্তিতে গণগবেষণা দল গঠন করেছি। এলাকার মুন্ডাদের মধ্যে লেখাপড়া জানে এমন লোকজনকে নিয়ে ১৭ সদস্য বিশিষ্ট দল গঠন করেছি। এরমধ্যে উত্তর কদমতলার ১৪ জন ও কৈখালীর ৩ জন সদস্য রয়েছে। এরপর থেকে মাসিক ২ বার করে মিটিং করি। মিটিংয়ে সকলের সাথে আলোচনার ভিত্তিতে নিজেদের সমস্যা চিহ্নিত করে, ইস্যু নির্ধারণ করে তথ্য আবেদন জমা দেয়ার কাজটি করে যাচ্ছি।

ঋষি সম্প্রদায়, তালা, সাতক্ষীরা, এনিমেটর - অসীম কুমার দাস

সাতক্ষীরা জেলার তালা উপজেলা ঋষি সম্প্রদায়ে তথ্য অধিকার আইন বিষয়ক কার্যক্রম শুরুর অভিজ্ঞতা প্রসঙ্গে এনিমেটর অসীম কুমার দাস বলেন : "আমি পরিত্রাণের নির্বাহী পরিচালক মিলন দাসের পরামর্শে ৩০ জানুয়ারী ২০১০ তারিখে ঢাকায় রিইব অফিসে তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে প্রশিক্ষণ নিতে আসি। প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করে জানতে পারি যে, সরকার এদেশের নাগরিকদের তথ্য অধিকার নিশ্চিত করার জন্য ২০০৯ সালের জুলাই মাসে তথ্য অধিকার আইন পাশ করেছে। এই আইনে এদেশের নাগরিকদের এমন ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে যে, কোন ব্যক্তি ইচ্ছা করলে এই আইন ব্যবহারের মাধ্যমে সরকারের কাছ থেকে তথ্য জানতে পারবে। সেই সাথে এও জানতে পারি যে, এদেশের সাধারণ জনগণ বিশেষ করে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীগুলো এই আইনকে প্রয়োগ করে সরকারের কাছ থেকে নিজেদের ন্যায্য অধিকার লাভ করার ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে পারে। সেদিন এদেশের বঞ্চিত ও নির্যাতিত দলিত সম্প্রদায়ের একজন সদস্য হিসেবে প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করতে পেরে আমি লাভবান হয়েছিলাম। কারণ এই ধরনের একটা যুগান্তকারী আইন আমাদের দেশে যে প্রণয়ন করা হয়েছে তা আগে আমাদের কারোরই জানা ছিল না। ফিরে গিয়ে 'পরিত্রাণ' -এর নির্বাহী পরিচালককে কাজ সম্পর্কে বলি এবং পরিত্রাণ-এর মাধ্যমে তালা উপজেলার খানপুরে দলিত ঋষি সম্প্রদায়ের লোকজনকে নিয়ে মিটিং করার সিদ্ধান্ত নেই। এ প্রেক্ষিতে ব্যক্তিগত পর্যায়ে কয়েকজনের সাথে আলোচনা করি। কিন্তু তখনও তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে সংশ্লিষ্টদের অস্পষ্টতা থাকার কারণে প্রথম প্রথম লোকজনের মধ্যে তেমন আগ্রহ ছিল না। এরপর ২০১০-এর ফেব্রুয়ারী মাসের শেষের দিকে রিইবের আরটিআই প্রকল্পের ফিল্ড কোঅর্ডিনেটর উৎপল কান্তি খীসা তালা উপজেলাতে এলে তার সাথে খানপুরে খানা পর্যায়ে বেইজলাইন সার্ভে করি এবং তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে নিজেদের করণীয় নিয়ে লোকজনের সাথে আলোচনা করি। তারপর নিয়মিত দলীয় আলোচনা করার জন্য দলিত তথা ঋষি নারী ও পুরুষদের সাথে পরিচিত হওয়ার জন্য বাড়ি বাড়ি গিয়ে আলাপ-আলোচনা করতে থাকি। এভাবে আলোচনা চালিয়ে যাওয়ার এক পর্যায়ে তাদেরকে এই আইনের গুরুত্ব সম্পর্কে বুঝাতে সক্ষম হই। তাতে আলোচনায় বসার পরিবেশ সৃষ্টি হলে খানপুর ঋষিপাড়ায় কবিতা রাণী দাসের বাড়িতে মিটিং করি। উক্ত মিটিংয়ে সকলের কাছে তথ্য অধিকার আইনে "তথ্য" বলতে কি বুঝায়, কেন এটা নিয়ে কাজ করা উচিত প্রভৃতি সম্পর্কে আবারো বিস্তারিত আলোচনা করি এবং একপর্যায়ে আলোচনার ভিত্তিতে ১২ জন নারী পুরুষের সমন্বয়ে একটা গণগবেষণা দল গঠন করি। এই দলের প্রথম মাসের কাজ হলো সকলের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করা যাতে নিয়মিত আলোচনায় বসার জন্য প্রত্যেকেই সময় দেয়। এর পরে দলের মধ্যে থেকে সাপ্তাহিকভাবে মিটিংয়ে বসার জন্য যে উদ্যোগের দরকার তা নিশ্চিত করার জন্য সকলের সঙ্গে আলোচনার ভিত্তিতে ঋষি সম্প্রদায়েরই মহাদেব দাসকে অগ্রণী নির্বাচন করা হয়। এও সিদ্ধান্ত নেয়া হয় যে, সে প্রতি সপ্তাহের মিটিংয়ের রিপোর্ট ও রেজুলেশন লিখবে। প্রতি সপ্তাহের সোমবারে বিকাল ৩.৩০ টায় কবিতা রাণী দাসের বাড়িতে আলোচনা করা হয়। এই আলোচনায় নিজেদের সমস্যা চিহ্নিত করে তথ্য আবেদনের ইস্যু নির্ধারণ করা হয় এবং কে কোন বিষয়ে আবেদন করবে তা ঠিক করা হয়। উল্লেখ্য যে, প্রথম দিকে এটা করতে গিয়ে অবশ্য আমাদের মধ্যে কিছু কিছু সমস্যা হতো। আমরা প্রথমে যে গ্রুপ শুরু করেছিলাম, তাতে মাত্র দুইজন ছেলে ছিল। পরে মহিলাদের মধ্যে যারা ছিল তাদের ছেলেদেরকেও আমাদের এই কার্যক্রমে নিয়ে আসার চেষ্টা করি। ইতিমধ্যে কয়েকজনকে আমরা পেয়েছিও। প্রথমে লেখাপড়া জানা

ছেলেদেরকে সম্পৃক্ত করার চেষ্টা করেছি। বর্তমানে গ্রুপ একটিভ হয়েছে। মিটিং এর নোট রেজুলেশন বইয়ে লেখা হচ্ছে। নতুন কাজ হিসেবে এলাকার মেয়েদের নিয়ে এ কাজ এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছি। গ্রুপে ৮ জন নারী, ৪ জন পুরুষ। মোট ১২ জন নিয়ে কাজ করছি।" (প্রকল্পে কমিউনিটিভিত্তিক গণগবেষণা দলের সদস্যদের তালিকার জন্য দ্রষ্টব্য সংযুক্তি - ৪)।

২.৫ প্রকল্পে এনিমেটর নিয়োগদান

তথ্য অধিকার আইন প্রকল্পটি যেহেতু প্রান্তিক জনগোষ্ঠীতে প্রণয়ন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল তাই ঐসকল জনগোষ্ঠী থেকেই এনিমেটর নিয়োগ দান করা হয়। এর ফলে ঐসব গোষ্ঠীর জনগণের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ সম্ভব হবে বলে আশা করা হয় এবং জনগোষ্ঠীর সদস্যরা প্রকল্পটিকে নিজেদের ভাববে বলে মনে করা হয়।

যে পাঁচটি এলাকায় প্রকল্প পরিচালিত হয়েছে সেখানে আগেও রিইব-এর গণগবেষণা কাজ পরিচালিত হয়েছে। এছাড়া পাঁচটি এলাকাতেই এই প্রকল্পে স্থানীয় পার্টনার সংগঠনকে অন্তর্ভূক্ত করা হয়। তাদেরকেই অনুরোধ করা হয় স্থানীয় এনিমেটর নির্বাচন করতে। সংগঠন যাদেরকে সুপারিশ করেছে তাদের সাথে কথা বলেই এনিমেটর হিসাবে তাদেরকে নির্বাচিত করা হয়েছে। ফলে যোগ্য এনিমেটর পাওয়া সম্ভব হয়েছে। পরবর্তীতে এনিমেটরদেরকে বিভিন্ন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে অবহিত করানো ও দক্ষ করে গড়ে তোলা হয়েছে। তবে একথাও ঠিক যে, সব এনিমেটর সমান দক্ষতায় কাজ করতে সক্ষম হয়েছে একথা বলা যাবে না। তবে প্রকল্পের কাজকে তারা সঠিক সময়ে এবং সঠিক পথে এগিয়ে নিয়ে গেছে।

কুষ্টিয়াতে হরিজন কমিউনিটির প্রথম এনিমেটর সুমন কুমার সাত মাস কাজ করার পর অন্য জায়গায় একটি ভাল চাকুরি পেয়ে এনিমেটর হিসাবে কাজ করতে অপারগতা প্রকাশ করে প্রকল্প ত্যাগ করেছিল। এটি আমাদের কাজের প্রবাহমানতা এবং অগ্রগতিতে সমস্যা তৈরী করেছিল। প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক দারিদ্র্য এতটাই প্রকট যে, তা তাদেরকে অস্থিতিশীল করে রাখে। তবে পরবর্তীতে হরিজন সমাজেরই সদস্য এবং কলেজে পড়ে রোশনী রানী প্রকল্পে যোগদান করে। রিইব হরিজনদের নিয়ে পূর্বে যে গণগবেষণামূলক কাজে আর্থিক সহায়তা করেছিল রোশনী সেখানে সম্পৃক্ত ছিল এবং রিইব-এর কাজের সাথে তার পূর্ব পরিচয় ছিল। ফলে সে পরে যোগদান করলেও প্রকল্পে যথেষ্ট অবদান রাখে। পিপ্‌ল টু পিপ্‌ল এক্সচেঞ্জ ভিজিটের সময় এবং বিভিন্ন স্থানীয় সেমিনারে তার অংশগ্রহণ ছিল উল্লেখযোগ্য।

২.৫.১ এনিমেটরদের দায়িত্ব ও কর্তব্যঃ

এনিমেটরদের নিয়োগপত্রে উল্লেখ করা হয় তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য। এসব দায়িত্ব ঠিকমত পালন হচ্ছে কিনা তা মনিটর করা ছিল প্রকল্পের নিয়মিত কাজ। এখানে তার কিছু উল্লেখ করা হল।

স্থানীয় পর্যায়ে গণগবেষণা দল গঠন, মাসিক কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী নিয়মিত সাপ্তাহিক সভা আয়োজন ও পরিচালনায় সংগঠক ও উজ্জীবকের ভূমিকা পালন করা। সভার ধারা বিবরণীসহ সিদ্ধান্তসমূহ রেকর্ড ও সংরক্ষণ করা।

১. কমিউনিটি পর্যায়ে সমস্যা চিহ্নিতকরণ, তথ্য অধিকার আইন সর্ম্পকে জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে কর্মসূচী গ্রহণ ও স্থানীয় এনিমেটরদের সংগঠিতকরণের মাধ্যমে উজ্জীবিত করা।
২. স্থানীয় পর্যায়ে কমিউনিটির তথ্য অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট সরকারী কার্যালয়ে তথ্য চেয়ে নিয়মিত আবেদন জানানো এবং সেগুলো ফাইলিং, সংরক্ষণ, ফলো-আপ ও মনিটরিং করা।

৩. মাঠ পর্যায়ে সার্ভে, প্রশিক্ষণ কর্মশালা, সেমিনার, মতবিনিময় সভার আয়োজন ও পরিচালনায় সক্রিয় অংশগ্রহণ করা।
৪. স্থানীয় পর্যায়ে আরটিআই তথ্য কেন্দ্র স্থাপন, তথ্য লিপিবদ্ধকরণ, সংরক্ষণসহ অফিস রক্ষনাবেক্ষণ এবং পরিচালনায় যাবতীয় দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করা।
৫. রিইব এর সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করা এবং মাঠ কার্যক্রম সর্ম্পকে অবগতিকরণের লক্ষ্যে মাসিক প্রতিবেদন পরবর্তী মাসের ৫ তারিখের মধ্যে প্রদান করা।
৬. বিভিন্ন বিষয়ে তথ্য জানতে চেয়ে কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন করা।

২. ৬ প্রান্তিক জনগোষ্ঠীতে বেইজলাইন সার্ভের ফলাফল

প্রকল্পে সংশ্লিষ্ট প্রান্তিক জনগোষ্ঠীতে তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে সচেতনতা ও আর্থ-সামাজিক অবস্থা জানতে ফেব্রুয়ারী - মার্চ ২০১০ সময়ে একটি বেইজলাইন সার্ভে করা হয়। এতে বেদে - ১০৪, রবিদাস -৭৭, হরিজন - ৭৩, মুন্ডা - ৭৫ ও ঋষি - ৭১ সহ মোট ৪০০টি পরিবারের (খানা) তথ্য সংগ্রহ করা হয়। জরিপের তথ্যে জানা যায়, বেদে সম্প্রদায় ইসলাম এবং অন্যরা সকলে হিন্দু ধর্মের অনুসারী। শতকরা ৬২% একক এবং ৩৮% যৌথ পরিবারভুক্ত, শিক্ষার হার ৪০%। এর মধ্যে ২৭ % প্রাথমিক ও ১২% মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত লেখাপড়া করেছে। পেশাগত ক্ষেত্রে ২৭% কৃষি দিনমজুর। বেদে ৫৫% পরিবারই সিঙ্গা লাগানো, ডুবুরি, কবিরাজি ও সাপ খেলা দেখানো, রবিদাস ৫৭% চামড়ার কাজ, হরিজনদের ৬২% পরিচ্ছন্নতা কাজ, মুন্ডা ৬৮% এবং ঋষি ৬২% কৃষি দিনমজুরী করে জীবিকা নির্বাহ করে। ৩৩.৫% পরিবারের কোন জমিজমা নেই। ৪০০ টি পরিবারের মধ্যে ৪৬.৩% স্বাস্থ্যসম্মত এবং ২৫.৩% অনিরাপদ ল্যাট্রিন ব্যবহার করে এবং ২৮.৪% এর কোন ল্যাট্রিন নেই। ৮৬% নলকূপ এবং ১৪% (শ্যামনগর) পুকুরের পানি পান করে থাকে। শতকরা প্রায় ৯০% পরিবারে বছরের কোন না কোন সময় মারাত্মক খাদ্য ঘাটতি থাকে। সকল পরিবার গত ১২ মাসে একাধিকবার অন্যের কাছ থেকে ঋণ গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছে। এলাকায় সরকারী সেবা কার্যক্রম সম্পর্কে ৮৬% অবগত থাকলেও শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সেবা সম্পর্কে যথাক্রমে মাত্র ৩৪% এবং ২০% উত্তরদাতার প্রাথমিক ধারণা আছে। ৬৬% উত্তরদাতা নিজেরা কোন না কোন সময় ইউনিয়ন পরিষদ থেকে সেবা গ্রহণ করলেও পৌরসভার ক্ষেত্রে তা ১৭%। উপজেলা এবং জেলা পর্যায় থেকে সেবা গ্রহণ করেছে যথাক্রমে ১০.৩ % ও ১১.৮%। সমস্যার অগ্রাধিকারের ক্ষেত্রে শতকরা ৮৬.৫ ভাগ উত্তরদাতার মতে, আর্থিক সংকটই সবচেয়ে প্রধান সমস্যা। এছাড়া তারা বিভিন্ন কারণে চরম দুর্ভোগের মধ্যে রয়েছে; তার মধ্যে প্রধান হচ্ছে পেশাগত ৫৩.৮%, ভূমিহীনতাজনিত ৩২.৩%, চিকিৎসা সেবা ১৪.৫%, শিক্ষা ১২.০%, বাসস্থান ১০.৩%, বন্যা ও জলাবদ্ধতা ৯.৫%, নিরাপদ পানি ৯.৩%, সামাজিক বৈষম্য ৪.৮%, স্যানিটেশন ৩.৩% সমস্যা। সমস্যা দুরীকরণের লক্ষ্যে যেসব তথ্য প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মধ্যে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ সেগুলো হচ্ছে ভাল আয়মূলক কাজের সুযোগ, সরকারী সুবিধা, কম খরচে চিকিৎসা সেবা পাওয়া, বিনামূল্যে শিক্ষা লাভ, খাসজমি বন্দোবস্তি লাভ এবং নারীদের আয়মূলক কাজের সুযোগ সংক্রান্ত তথ্য। উত্তরদাতাদের মধ্যে মাত্র ০১% জানিয়েছেন, "তথ্য অধিকার আইন ২০০৯" সম্পর্কে ইতিপূর্বে শুনেছেন, বাকি ৯৯% এই তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ সম্পর্কে কিছু জানেন না।

সারণী-এক : বেইজলাইন সার্ভে অনুযায়ী প্রান্তিক জনগোষ্ঠি কর্তৃক কমিউনিটি পর্যায়ে বিদ্যমান প্রধান সমস্যাবলী চিহ্নিতকরণ সম্পর্কে তথ্য

সমস্যা	বেদে		রবিদাস		হরিজন		মুন্ডা		ঋষি		মোট	
	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%
আর্থিক সমস্যা	৯২	৮৮.৫	৬৯	৮৯.৬	৫৭	৭৮.১	৬৯	৯২.০	৫৯	৮৩.১	৩৪৬	৮৬.৫
নিরাপদ খাবার পানির অভাব	৬	৫.৮	১	১.৩	৫	৬.৮	২২	২৯.৩	৩	৪.২	৩৭	৯.৩
স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিনের অভাব	৪	৩.৮	৪	৫.২	১	১.৪	৪	৪.৩	-	-	১৩	৩.৩
কর্মসংস্থানের / ভাল আয়মূলক কাজের অভাব	৩১	২৯.৮	৩৯	৫০.৬	৫১	৬৯.৯	৪২	৫৬.০	৫২	৭৩.২	২১৫	৫৩.৮
ভূমিহীনতা সমস্যা	২০	১৯.২	১৮	২৩.৪	২৪	৩২.৯	৫৪	৭২.০	১৩	১৮.৩	১২৯	৩২.৩
বন্যা ও জলাবদ্ধতাজনিত সমস্যা	১	১.০	-	-	-	-	-	-	৩৭	৫২.১	৩৮	৯.৫
সামাজিক বৈষম্যজনিত সমস্যা	৪	৩.৮	৬	৭.৮	৯	১২.৩	-	-	-	-	১৯	৪.৮
চিকিৎসা সেবা লাভের অভাব	১৪	১৩.৫	৮	১০.৪	৬	৮.২	৬	৮.০	২৪	৩৩.৮	৫৮	১৪.৫
আবাসনের সমস্যা	৬	৫.৮	৯	১১.৭	২০	২৭.৪	৩	৪.০	৩	৪.২	৪১	১০.৩
সরকারী শিক্ষা লাভের ক্ষেত্রে সমস্যা	১৯	১৮.৩	১৭	২২.১	৪	৫.৫	৬	৮.০	-	-	৪৮	১২.০
জানে না/নিরুত্তর	৩	২.৯	২	২.৬	-	-	-	-	-	-	৫	১.৩

প্রকল্প কার্যক্রমের শুরুতে দলীয় আলোচনা ও বেইজলাইন সার্ভে ফলাফলে প্রান্তিক জনগোষ্ঠির প্রধান সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত সমস্যাগুলোই মূলত একইভাবে পরবর্তীতে তাদের দলীয় আলোচনায় সমস্যা ও তথ্য আবেদনের ইস্যু হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। সে আলোকেই বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের কাছে কমিউনিটির জনগণ তথ্য আবেদন প্রদান করেছে। কমিউনিটি পর্যায়ে ইতিমধ্যে প্রদত্ত তথ্য আবেদনের বিষয়গুলো পর্যালোচনা করলেই এটা স্পষ্ট হয়ে উঠবে। (সংযুক্তি - ৫) এটা ঠিক যে, প্রাথমিক পর্যায়ে প্রান্তিক জনগোষ্ঠির চিহ্নিত কিছু কিছু বিষয় নিয়ে তথ্য আবেদন করা হয়নি। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে ভাল আয়মূলক কাজের সুযোগ, স্যানিটেশন, বন্যা ও জলাবদ্ধতা প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্যোগজনিত সমস্যা ইত্যাদি।

৩. দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ

৩. সক্ষমতা সৃষ্টি ও অংশগ্রহণ

তথ্য অধিকার আইনের প্রচার ও আইনটিকে ভালভাবে আত্মস্থ করার জন্য ক্যাপাসিটি বিল্ডিং বা সক্ষমতা সৃষ্টি কর্মশালা ছিল অত্যন্ত জরুরী একটি দিক। বিষয়টাকে মাথায় রেখে এই প্রকল্পের আওতায় বেশ কয়েকটি স্তরে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা ছিল । এগুলো হলো :

১. ঢাকায় প্রান্তিক গোষ্ঠীর এনিমেটরদের নিয়ে গ্রুপ গঠন ও আরটিআই টিমের কার্যাবলী নিয়ে দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক আবাসিক কর্মশালা আয়োজন করা। যার মূল বিষয় ছিল তথ্য অধিকার আইনের সঙ্গে পরিচিতি ও এটি কীভাবে প্রয়োগ করা যেতে পারে তার প্রক্রিয়া সম্পর্কে জানা এবং প্রয়োগ করা।

২. নয়াদিল্লীতে CHRI -এর সহযোগিতায় রিইব-এর প্রকল্প কর্মকর্তাদের ভারতের দিল্লী ও গুজরাটে তথ্য অধিকার বিষয়ক ক্ষেত্রসমূহ পরিদর্শন।

৩. CHRI এর থেকে আগত দুইজন রিসোর্স পারসন-এর সহযোগিতায় স্থানীয়ভাবে এনিমেটর ও জনগোষ্ঠীর অন্যান্য সদস্যদের নিয়ে পাঁচটি আবাসিক কর্মশালা করা।

৪. ঢাকায় মানবাধিকার সংস্থা ASK ও ALRD-র সহযোগিতায় মৌলিক মানবাধিকার সংক্রান্ত আবাসিক কর্মশালা সম্পাদন।

৩.১ ঢাকায় প্রকল্পের এনিমেটরদের নিয়ে গ্রুপ গঠন ও আরটিআই টিমের কার্যাবলী নিয়ে দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক আবাসিক কর্মশালা

প্রকল্প কাজের অংশ হিসেবে স্থানীয় আরটিআই এনিমেটর এবং গণগবেষণা দলের সদস্যদের যৌথ অংশগ্রহণে ১৫-১৯ মার্চ ২০১০ মোট পাঁচদিন ব্যাপী তথ্য অধিকার আইন নিয়ে ঢাকায় এক আবাসিক প্রশিক্ষণ কর্মশালা রিইব এর সেমিনার কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রশিক্ষণ কর্মশালা পরিচালনা করেন রিইব চেয়ারম্যান ড. শামসুল বারি, নির্বাহী পরিচালক ড. মেঘনা গুহঠাকুরতা, প্রজেক্ট কোঅর্ডিনেটর সুরাইয়া বেগম এবং ফিল্ড কোঅর্ডিনেটর উৎপল কান্তি খীসা। এই কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী ছিল ২০ জন। অংশগ্রহণকারীদেরকে নির্বাচন করেছিল প্রকল্পের এনিমেটরগণ, যারা কিনা পাঁচটি প্রান্তিক জনগোষ্ঠী থেকে এসেছিল। স্থানীয় এনিমেটরদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল যে, তারা প্রত্যেকে নিজ নিজ কম্যুনিটিতে ১০ জনের একটি দল তৈরী করবে, যারা পরবর্তীতে এনিমেটর হিসেবে কাজ করবে। এই দশজন সদস্যের মধ্যে থেকে তুলনামূলকভাবে দক্ষ তিনজনকে ঢাকায় আবাসিক কর্মশালায় আনার জন্য বলা হয়েছিল। অংশগ্রহণকারী নির্বাচনের ক্ষেত্রে যাতে নারী-পুরুষ উভয়ের প্রতিনিধিত্ব থাকে সে বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছিল।

কর্মশালার শুরুতে প্রকল্প সমন্বয়কারী প্রশিক্ষণের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য তুলে ধরেন এভাবে যে, সরকার এদেশের নাগরিকদের তথ্য অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে 'তথ্য অধিকার আইন' পাশ করেছে ০১ জুলাই ২০০৯ সালে। এর ফলে এদেশের নাগরিক হিসেবে সকলের সরকারী এবং বিদেশী অর্থে পরিচালিত এনজিওদের কার্যক্রম সর্ম্পকে জানার সুযোগ হয়েছে, যা এর আগে ছিল

না। কিন্তু শুধু আইন করলেই হবে না, আইনের সুফল ভোগ করার ক্ষেত্রে এর প্রয়োগ বা বাস্তবায়নই হচ্ছে সবচেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ। আর এজন্যে প্রথমেই আইন সম্পর্কে সঠিক ধারণা থাকা প্রয়োজন। কারণ তা না হলে এই আইন বাস্তবে প্রয়োগ করা সম্ভব হবে না। এই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই এই প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন।

রিইব চেয়ারম্যান তথ্য অধিকার আইনটিকে সহজ ভাষায় বোঝানোর জন্যে এবিষয়ে প্রশিক্ষণে বিস্তৃত আলোচনা করেন । এই আইনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলেন যে, এই আইনের মূল উদ্দেশ্য শুধুমাত্র তথ্য জানা নয়, বরং তথ্য জানতে চাওয়ার মাধ্যমে সরকারি কার্যক্রমে গোপনীয়তা বর্জন করে স্বচ্ছতা আনা, দুর্নীতি হ্রাস এবং জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠা করা। আইন প্রসঙ্গে আলোচনায় উঠে আসে যে, বিদ্যমান বিভিন্ন আইনের মাধ্যমে সাধারণত জনগণকে নিয়ন্ত্রণ করা হয়। কিন্তু তথ্য অধিকার আইনের মাধ্যমে সরকারকে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব, যেহেতু এই আইনে সরকার জনগণকে একটা বড় হাতিয়ার দিয়েছে। বৃটিশ আমলে ১৯২৩ সালে দাপ্তরিক গোপনীয়তা রক্ষার আইন পাশ করা হয়েছিল। কিন্তু এই তথ্য অধিকার আইনের কারণে সরকারের সেই গোপনীয়তা আইন অকার্যকর হয়ে যায়। কেননা আইনে বলা হয়েছে তথ্য অধিকার আইন প্রণয়নের ফলে দেশে প্রচলিত অন্য কোন আইনের কোন ধারার সঙ্গে এই আইনের কোন ধারার বিরোধ হলে, তথ্য আইনই প্রাধান্য পাবে। যদিও কিছু কিছু তথ্য এই আইনের বাইরে রাখা হয়েছে। যেমন, দেশের নিরাপত্তার ক্ষতি হতে পারে এমন তথ্য, দেশ ও দশের ক্ষতি হতে পারে এবং বাইরের দেশের সাথে সম্পর্ক রয়েছে এমন বিষয়ের তথ্য, যা প্রকাশিত হলে পারস্পরিক সম্পর্ক নষ্ট হতে পারে। প্রশিক্ষণে আইনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা হয় "তথ্য অধিকার আইনের সহজ পাঠ" বইটিকে কেন্দ্র করে। (সংযুক্তি - ৬)।

উপজেলা তথ্য অফিস এর সাথে এই তথ্য অধিকার আইনের কোন সর্ম্পক আছে কিনা এমন প্রশ্নে সকলকে সতর্ক করে মন্তব্য উঠে আসে যে, উপজেলায় যে তথ্য অফিসার রয়েছে, তাদের সাথে এই আইনের কোন সম্পর্ক নেই। কারণ ঐ অফিসার কেবল প্রকাশিত তথ্য জনগণকে সরবরাহ করেন বা করতে পারেন। তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী, তথ্য বলতে সরকারী কর্মকান্ডের সঙ্গে জড়িত যে কোন ধরনের তথ্যকে বোঝানো হচ্ছে। যেমন সরকার কোন কাজের ক্ষেত্রে কি ধরনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে, কিভাবে সিদ্ধান্ত নিয়েছে, কে কী বলেছে, কারা কারা মিটিংয়ে উপস্থিত ছিল - এসব কিছুই হচ্ছে তথ্য। এগুলো যদি জানা যায় তাহলে সরকারের যে কোন ধরনের কাজের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহীতা নিশ্চিত করা যাবে। এছাড়া কোন কর্তৃপক্ষ তথ্য জানাক বা না জানাক সেটা বড় কথা না। সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে তথ্য জানতে চাওয়া। এটা যদি তারা জানতে পারে এবং বুঝতে পারে তখন আর তথ্য নিয়ে কাউকে অবহেলা করতে পারবে না। আর কর্তৃপক্ষ বলতে বোঝায় সকল সরকারী সংস্থা এবং সেই সব বেসরকারি সংস্থা যারা সরকারি এবং বিদেশী অনুদান পেয়ে থাকে। এই আইনের মাধ্যমে জনগণ এক অর্থে সরকারী কাজের তদারকি করে থাকে।

তথ্য জানার প্রক্রিয়া সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীরা জানতে চাইলে জানানো হয় যে, বিধিমালা প্রণয়নের মাধ্যমে সরকার একটি আবেদনপত্রের ফরম তৈরী করবে, তবে ফরম না হওয়া পর্যন্ত সাদা কাগজেও তথ্য আবেদন করা যাবে। এক্ষেত্রে সকলের মনে রাখা প্রয়োজন যে, তথ্য সব সময় লিখিতভাবে নিতে হবে। তথ্য আবেদন ব্যক্তিকে করতে হয়। এতে একদিকে ব্যক্তির যেমন নিজস্ব দক্ষতা বৃদ্ধি পায়, অন্যদিকে আবেদনকারী হিসেবে মনোবলও অনেক বেড়ে যাবার সম্ভাবনা তৈরী হয়।

তথ্য প্রদানের ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষের বাধ্যবাধকতা প্রসঙ্গে বলা হয়, আইনে স্পষ্টভাবে বলা আছে ২০ কার্যদিবসের মধ্যে আবেদনকারীকে তথ্য প্রদান করতে হবে। এক্ষেত্রে যে কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন করা হয়েছে তার কাছে যদি সেই তথ্য না থাকে এবং অন্য কোন পক্ষের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়, তাহলে তথ্য প্রদানের জন্য কর্তৃপক্ষ আরো ১০ কার্যদিবস অতিরিক্ত সময় পাবে। তারপরও যদি তথ্য প্রদানে ব্যর্থ হয়, তাহলে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে আপীল আবেদন করা যাবে। এখানে অবশ্যই আবেদনের কপি সংযুক্ত করতে হবে। আপীল কর্তৃপক্ষের কাছেও যদি আবেদনকৃত তথ্য না পাওয়া যায়, তাহলে তথ্য কমিশনের কাছে অভিযোগ করা যাবে। তথ্য কমিশন যদি মনে করে তথ্য দেয়া হয়নি বা ভুল তথ্য দেয়া হয়েছে তাহলে কমিশন প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে ডাকতে পারবে। এতেও যদি কোন কাজ না হয়, তাহলে সর্বশেষ পদক্ষেপ হিসেবে আইনে স্পষ্টভাবে বলা আছে, তথ্য কমিশনই আপিল নিস্পত্তির সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ। তবে কোন কারণে যদি তথ্য আবেদনকারী তথ্য কমিশনের রায়ে সন্তুষ্ট না হন, তাহলে হাইকোর্টে রিট আবেদন করতে পারবে। অর্থাৎ তথ্য অধিকার আইনের সুফল যদি পেতে চাই, তাহলে সকলকে এই আইন সম্পর্কে জানতে হবে। একটা বিষয় জেনে রাখা দরকার যে, এই আইনের অধিকার বলে যত বেশি তথ্য জানার চেষ্টা করা হবে তত বেশি তথ্য জানা যাবে। ফলে তা সহজেই একে অন্যকে জানানো যাবে। আর এটা কত বেশি করা যাচ্ছে তার উপরই সাফল্য নির্ভর করবে।

তথ্য অধিকার আইনের ইতিবাচক দিক সম্পর্কে আলোকপাত করা হয় যে, আগে উন্নয়নের জন্য মানুষ এজেন্ট নিয়োগ করতো। কিন্তু এই আইন হওয়ার ফলে এখন ব্যক্তি নিজেই এজেন্ট হিসেবে কাজ করতে পারবে। এই আইনের মাধ্যমে এখন দিন বদলের সুযোগ পাওয়া যাবে। যে সকল তথ্য জানলে সকলের উপকার হবে - সে ধরনের তথ্য জানতে চাওয়া যাবে। তবে দেশের ক্ষতি হতে পারে সে ধরনের তথ্য জানতে চাওয়ার সুযোগ আইনে নেই এবং কিছু কিছু সংস্থাকে এই আইনের আওতা বহির্ভুত রাখা হয়েছে। তবে, এসব সংস্থা যদি কাউকে ধরে নিয়ে যায়, তাহলে তাকে কোথায় রাখা হয়েছে, কিভাবে রাখা হয়েছে -এসব বিষয়ে জানা যাবে, যদি তা মানবাধিকার লংঘনের সাথে সম্পৃক্ত কোন ঘটনা হয়।

'তথ্য অধিকার আইন ২০০৯' বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার পর এক পর্যায়ে প্রশিক্ষণ কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীরা দলগতভাবে কমিউনিটি পর্যায়ে নিজেদের সমস্যা চিহ্নিতকরণের লক্ষ্যে আত্ম-অনুসন্ধান চালান। এতে কমিউনিটি ভিত্তিক প্রধানত যে সকল সমস্যা চিহ্নিত করা হয়েছে, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে -

'বেদে' সম্প্রদায়

১. যাযাবর জীবনের কারণে ছেলেমেয়েরা স্কুলে যেতে পারে না।
২. বেদে হওয়ার কারণে সরকারি ভুমিতে স্থায়ীভাবে বসবাসের সুযোগ নেই।
৩. বিকল্প পেশার সুযোগ নেই।
৪. সরকারি সেফটিনেট কর্মসূচীর সুবিধা দেয়া হয় না।
৫. চাকুরী বা অন্য কোন আয়মূলক কাজের ক্ষেত্রে কোন ধরনের সরকারি কোটার সুযোগ না পাওয়া
৬. বাল্যবিবাহ প্রতিরোধের ক্ষেত্রে কোন কার্যকর পদক্ষেপ নিতে না পারা।
৭. বেদে হওয়ার কারণে সমাজের অন্যরা হেয় চোখে দেখে।
৮. প্রায়ই প্রাকৃতিক দুর্যোগাক্রান্ত হতে হয়।
৯. সরকারিভাবে চিকিৎসা সেবা গ্রহণের সুযোগ না থাকা।

'রবিদাস' সম্প্রদায়

১. চিকিৎসা সেবা গ্রহণের সুযোগ নেই ।
২. সরকারি সেফটিনেট কর্মসূচীর সহায়তা পাওয়া যায় না ।
৩. পেশাগত সমস্যা, বিকল্প আয়মূলক কাজের সুযোগ নেই ।
৪. সরকারি অফিসে কি কি ধরনের সেবা প্রদান করা হয় তা জানার সুযোগ নেই ।
৫. ভূমিহীন ।
৬. সমাজের অন্যরা মর্যাদা দেয় না ।

'হরিজন' সম্প্রদায়

১. হরিজনদের চাকুরীতে নিয়োগ সংক্রান্ত সরকারি কোটা অনুসরণ না করে অন্যদের নিয়োগ প্রদানের মাধ্যমে তা লংঘন করা ।
২. আবাসন সমস্যা
৩. ভূমির অভাবজনিত সমস্যা/ ভূমিহীন ।
৪. চাকুরী স্থায়ীত্বের সমস্যা ।
৫. পেশাগত কারণে বৈষম্যের শিকার হওয়া ।
৬. স্কুল কর্তৃপক্ষের অনীহার কারণে ছেলেমেয়েদের স্কুলে ভর্তির ক্ষেত্রে সমস্যা হয় ।
৭. খাবার পানির সমস্যা
৮. টয়লেট সমস্যা

'মুন্ডা' সম্প্রদায়

১. চরম দারিদ্র্যাবস্থার মধ্যে জীবনধারণ করতে বাধ্য হওয়া ।
২. নিরাপদ খাবার পানির তীব্র সংকট ।
৩. ভূমি সমস্যা/ভূমিহীন ।
৪. ভাল কোন আয়মূলক কাজের সুযোগ নেই ।
৫. সরকারি স্বাস্থ্য সেবা পাওয়া যায় না ।
৬. সরকারি সেফটিনেট কর্মসূচীর কোন সুবিধা পাওয়া যায় না ।

'ঋষি' সম্প্রদায়

১. নারী-পুরুষ সবার ক্ষেত্রে আয়মূলক কাজের অভাব ও মজুরীর সমস্যা ।
২. বন্যাজনিত কারণে এলাকায় জলাবদ্ধতার সমস্যা বছরে ৬ মাস পর্যন্ত ।
৩. বিশুদ্ধ পানির অভাবজনিত সমস্যা ।
৪. প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় ত্রাণের অভাব ।
৫. বর্ণ ভেদাভেদের সমস্যা ।
৬. নারীদের সম্পত্তিতে উত্তরাধিকার সূত্রে অংশীদারিত্ব নেই ।
৭. সরকারি সেফটিনেট সুবিধা পাওয়া যায় না ।
৮. সরকারি চিকিৎসা সেবা পাওয়া যায় না ।

কমিউনিটি ভিত্তিক সমস্যা চিহ্নিতকরণের পর প্রশিক্ষণ কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীদের তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ ও এর প্রয়োগের বিভিন্ন পর্যায় সম্পর্কে ধারণার স্পষ্টতা ও সক্ষমতার মান

যাচাই করা হয়। এতে আলোচনায় অংশগ্রহণকারীরা সকলেই প্রশিক্ষণে অর্জিত ধারণার আলোকে নিজস্ব বক্তব্য তুলে ধরেন এবং এলাকায় ফিরে গিয়ে নিজেদের করণীয় কি হতে পারে সে সম্পর্কে মতামত জানান। আলোচনায় অংশগ্রহণকারীরা সকলেই জানিয়েছেন, যদি কমিউনিটি পর্যায়ে একইভাবে এই আইন ও তার প্রয়োগ সম্পর্কে কার্যকর প্রশিক্ষণ দেয়া যায়, তাহলে 'তথ্য অধিকার আইন ২০০৯' এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কাঙ্খিত মাত্রায় বাস্তবায়ন করা সহজ হবে।

৩. ২ প্রশিক্ষণ মডিউল

কর্মশালা থেকেই উদ্ভূত হয় যে, 'তথ্য অধিকার আইন ২০০৯' এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কাঙ্খিত মাত্রায় বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যে 'প্রশিক্ষণ মডিউল' থাকা বিশেষ জরুরী। কারণ প্রশিক্ষণ মডিউল ছাড়া কার্যকর প্রশিক্ষণ প্রদান করা অসম্ভব। আলোচনায় অংশগ্রহণকারীরা আরও জানিয়েছেন, প্রশিক্ষণ মডিউলে নিম্নের বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত থাকা উচিত–

১. সূচনা
২. অংশগ্রহণকারীদের সমস্যা চিহ্নিতকরণ।
৩. প্রয়োজনের সাথে সম্পৃক্ত সমস্যার বিবরণ
৪. সমস্যাগুলোর সাথে জেন্ডার এর পরিপ্রেক্ষিত মূল্যায়ন
৫. সমস্যা সুনিদিষ্টকরণ। যেমন হোটেলে খেতে দেয় না, দারিদ্র্য, জলাবদ্ধতা, কাজের সমস্যা প্রভৃতি।
৬. সমস্যাগুলো কেন হচ্ছে তার কারণ অনুসন্ধান করা।
৭. সমস্যা সমাধানে উদ্যোগ গ্রহণ
৮. সমস্যা সমাধানে সুনির্দিষ্ট উপায় চিহ্নিতকরণ।
৯. সমস্যা সমাধানের জন্য তথ্য অধিকার আইন প্রয়োগের মাধ্যমে সম্ভাব্য কী কী সুবিধা হতে পারে?
১০. তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে ধারণা
১১. তথ্য অধিকার আইন প্রয়োগের উদ্যোগ গ্রহণ
    - গ্রুপ গঠনের প্রয়োজনীয়তা
    - গ্রুপ এর ধরন
    - গ্রুপ এর দায়িত্ব ও কর্তব্য
    - অগ্রাধিকার এর ভিত্তিতে তথ্য আবেদনের বিষয় চিহ্নিত করা
    - তথ্য আবেদনপত্র তৈরী ও প্রদান করা
১২. তথ্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করার জন্য কী করতে হবে?
১৩. তথ্য সংরক্ষণ এর ধরন কেমন হওয়া উচিত?
১৪. তথ্য সংরক্ষণের ফলে কী কী সুবিধা হতে পারে?
১৫. তথ্য সংরক্ষণ না করলে কী কী অসুবিধা হতে পারে?
১৬. প্রাপ্ত তথ্য কিভাবে সমস্যা সমাধানে ব্যবহার করা যায়
১৭. প্রশিক্ষণ যাচাইকরণ
১৮. প্রশিক্ষণের ফলোআপ
১৯. উপসংহার

এই কর্মশালায় আগত মোট ২০ জন সদস্যকে একটি গ্রুপ হিসেবে চিহ্নিত করে তাদেরকেই গণগবেষণা পদ্ধতিতে তাদের নিজেদের সমস্যা চিহ্নিত করতে বলা হয়। তারা সমস্যা চিহ্নিত করে। সমস্যা চিহ্নিত করার পর অগ্রাধিকার ভিত্তিতে প্রথম তিনটি সমস্যা চিহ্নিত করা হয়। এরপর সেই সমস্যা সমাধানে কিভাবে তথ্য অধিকার আইনকে বাস্তবে প্রয়োগ করা যাবে সে বিষয়ে আলোচনা হয়। সবশেষে সকল নিয়োগপ্রাপ্ত এনিমেটর বাস্তবে ডেমোনস্ট্রেশন করে দেখান যে, কিভাবে এলাকায় ফিরে গিয়ে তারা জনগোষ্ঠীকে এই আইন সম্পর্কে জ্ঞাত করাবেন। এই কর্মশালার মাধ্যমে নির্ধারণ করা হয়েছিল যে, অংশগ্রহণকারীরা প্রত্যেকে নিজ নিজ এলাকায় গিয়ে অন্যদেরকে প্রশিক্ষণ প্রদান করবে। এই লক্ষ্যে পরবর্তীতে তৈরী করা হয় ম্যানুয়েল - হাতে কলমে তথ্য অধিকার আইন। যেখানে একটি প্রশিক্ষণ মডিউল দেওয়া হয়েছে। পরবর্তীতে সদস্যদেরকে প্র্যাকটিস করার জন্য 'হাতে কলমে তথ্য অধিকার আইন' ম্যানুয়েল দেয়া হয় (দ্রষ্টব্য - অষ্টম অধ্যায়)। এর সঙ্গে তথ্য অধিকার আইনের খুঁটিনাটি বিষয়গুলো নিয়ে 'তথ্য অধিকার আইনের সহজপাঠ' বইটি তাদেরকে দেয়া হয় যাতে সাধারণ মানুষ এবং কর্তৃপক্ষ এই আইনটি সম্পর্কে অবহিত হতে পারে। এই সহজপাঠ বইটি তাদেরকে আইনটির প্রসারে এবং নিজেদের অধিকার সম্পর্কে জানতে যথেষ্ট সহায়তা করেছে বলে এনিমেটররা পরবর্তী সময়ে উল্লেখ করেছে ।

৩.৩ দিল্লী ও গুজরাট প্রদেশে রিইব টিমের তথ্য অধিকার বিষয়ক ক্ষেত্রসমূহ পরিদর্শন : ভারতের তথ্য অধিকার আন্দোলন সম্পর্কে অভিজ্ঞতা অর্জন

রিইব-এর তথ্য অধিকার আইন প্রকল্পের অংশ হিসেবে ভারতের 'কমনওয়েলথ হিউম্যান রাইটস ইনিশিয়েটিভ' এর সাথে যৌথ উদ্যোগে সেখানকার তথ্য অধিকার আন্দোলন সম্পর্কে বাস্তব ধারণা অর্জনের জন্য প্রকল্প সমন্বয়কারী সুরাইয়া বেগম এবং মাঠ সমন্বয়কারী উৎপল কান্তি খীসা ০৩ - ১২ মে ২০১০ তারিখ পর্যন্ত ১০ দিন ব্যাপী নয়াদিল্লী ও গুজরাট সফর করেন। অভিজ্ঞতা অর্জনের প্রয়াসে এই অভিজ্ঞতা সঞ্চয়মূলক সফরে তারা তৃণমূল পর্যায় থেকে প্রধান তথ্য কমিশনারের মত উচ্চ পর্যায়ের সক্রিয় কর্মী, বিভিন্ন ব্যক্তিত্ব এবং প্রতিষ্ঠানের সাথে সাক্ষাৎ, বিভিন্ন মিটিং-এ অংশগ্রহণ এবং মতবিনিময় করেছেন। দিল্লীতে রিইব টিম অভিজ্ঞতা বিনিময় করেছেন কমনওয়েলথ হিউম্যান রাইটস ইনিশিয়েটিভ-এর ভেঙ্কটেশ নায়েক, সোহিনী পাল এবং অন্যান্য স্টাফদের সাথে। দিল্লীর পান্ডবনগরের 'কবির' এবং সুন্দরনগরীর 'পরিবর্তন' নামে দুটি এনজিও খুবই সক্রিয়ভাবে তথ্য অধিকার নিয়ে নিজ সমাজে কাজ করছে এবং সফলতা পাচ্ছে। "কবির" এর নির্বাহী পরিচালক মি. মনিষ শিসোদিয়া বলেন, আমরা রাজস্থানসহ বিভিন্ন প্রত্যন্ত এলাকার গ্রামে-গঞ্জে গ্রামবাসী, ছাত্র, কৃষক, দিনমজুরদের সাথে নিয়মিত মিটিং করেছি এবং আজ পর্যন্ত প্রায় এক হাজারের বেশি তথ্য আবেদন জানানো হয়েছে।

দিল্লীর একটিভিস্ট ড. শেখর সিং, যিনি দিল্লীর গবেষণা প্রতিষ্ঠান 'সেন্টার ফর পলিসি রিসার্চ' - এর সদস্য হিসেবে তথ্য অধিকারের উপর দীর্ঘ ও ব্যাপক গবেষণা করেছেন। তাঁর মতে, তথ্য আবেদন প্রক্রিয়া ফাইল আকারে রেকর্ড ও সংরক্ষণ করা দরকার। কারণ চুড়ান্তভাবে ফল লাভের জন্য বা মূল্যায়ন করার জন্য এটির প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য। ইন্ডিয়া টুডে পত্রিকার সাংবাদিক শ্যামলাল যাদব প্রায় ৭০০ তথ্য আবেদন করেছেন বলে জানান। রিইব প্রতিনিধিরা ভারতের গুরগাঁও অঞ্চলের সরকারি পাওয়ার গ্রিড কোম্পানীর অফিসে গিয়ে তথ্য অধিকার আইন কিভাবে সরকারি অফিসে কাজ করছে তা জানতে পারেন।

গুজরাটে রিইব প্রতিনিধি পাঁচমহল জেলার কালোল এলাকার আসলাম ভাই-এর সংগঠন নাগরিক অধিকার কেন্দ্রের সাথে একত্রে যেসব অভিজ্ঞতা লাভ করেন তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল মালাভ এলাকার একটি মডেল পঞ্চায়েত (স্থানীয় সরকারের একটি ইউনিট) অফিস। পঞ্চায়েত অফিসের দেয়ালে প্রো-একটিভ ডিসক্লোজারের নিদর্শন হিসাবে সারা দেয়াল জুড়ে বিভিন্ন ধরনের তথ্য লিখে রাখা হয়েছে যাতে গ্রামবাসীরা সবাই এসে তথ্য জানতে পারে। জঙ্গল এলাকায় বসবাসকারী রাঠোর জনগোষ্ঠী কিভাবে আরটিআই নিয়ে কাজ করছে সে সম্পর্কেও জানা হয় একটি দীর্ঘ আলোচনা সভার মাধ্যমে। যেখানে রাঠোর নারী পুরুষ সকলেই উপস্থিত ছিলেন। এখানে আলোচনার ভাষা ছিল মূলত হিন্দি। বাংলাদেশের প্রতিনিধিরা হিন্দি এবং ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে আলোচনা করেছেন। আসলামভাই রাঠোরদের নিজস্ব ভাষা ব্যবহারের সময় দোভাষী হিসেবে কাজ করেছেন। তাঁর সংগঠনের অন্যান্য সদস্যরাও এক্ষেত্রে প্রচুর সহযোগিতা করেছিল।

ভারত সফরে আরও ছিল দিল্লীর তথ্য কমিশনার শৈলেশ গান্ধী এবং গুজরাটের তথ্য কমিশনার আর এন দাসের সঙ্গে সাক্ষাৎকার। তাঁরা জানান যে কিভাবে দ্রুত সময়ের মধ্যে বিভিন্ন অভিযোগের নিষ্পত্তি করে চলেছেন। এছাড়া এই আইনটি জনগণের জন্য তাই তাঁরা যতটা সম্ভব আইনটি জনবান্ধবমুখী করে পরিচালনা করেন। এসব মূল্যবান অভিজ্ঞতা রিইব প্রতিনিধিদেরকে সমৃদ্ধ করে। যা প্রয়োগ করে পরবর্তীতে প্রকল্পের কাজকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সহজ হয়েছে। (সংযুক্তি - ৭)

৩. ৪ তথ্য অধিকার আইন প্রকল্পের এনিমেটরদের দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক কর্মশালা

প্রকল্পে তথ্য অধিকার সম্পর্কে যেমন ভারত সফরের ব্যবস্থা ছিল তেমনি ভারত থেকে দক্ষ রিসোর্স ব্যক্তিত্ব নিয়ে এসে প্রকল্পের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর এনিমেটর এবং তার গ্রুপের সদস্যদের প্রশিক্ষিত করাও ছিল অন্যতম লক্ষ্য। সেই প্রেক্ষিতে ২৩-২৯ মে ২০১০ তারিখে রবিদাসদের নিয়ে নীলফামারীর সৈয়দপুরে এবং ঋষি ও মুন্ডা জনগোষ্ঠী নিয়ে প্রশিক্ষণ কর্মশালা করা হয় সাতক্ষীরায়। এই কর্মশালায় ভারতের কমনওয়েলথ হিউম্যান রাইটস ইনিশিয়েটিভ (CHRI) এর সাথে রিইব-এর যৌথ সহায়তাসূচক কার্যক্রমের অধীনে দিল্লী থেকে প্রতিষ্ঠানের সিনিয়র প্রজেক্ট কোঅর্ডিনেটর সোহিনী পাল এবং গুজরাট থেকে আসলামশাহ এ দিওয়ান - যিনি আসলামভাই নামে বিশেষভাবে পরিচিত - রিইবের আমন্ত্রণে এই কর্মশালায় যোগদান করেন। আসলামভাই বাংলাদেশে দুইবার এসে প্রকল্প এলাকায় প্রশিক্ষণ প্রদানে সহায়তা করেন। প্রথমবারে ২২-৩০ মে এবং দ্বিতীয়বারে ১০- ১৮ জুলাই, ২০১০ সময়সীমায় বাংলাদেশে এসেছিলেন। ১১-১৭ ভারতে তথ্য অধিকার আইন নিয়ে আন্দোলন তুলনামূলকভাবে পুরনো তাই এই দুই অভিজ্ঞ ব্যক্তির কাছ থেকে অংশগ্রহণকারীদের অনেক কিছু শেখা সম্ভব হয়েছিল। বিশেষ করে আসলামভাই তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা শেয়ার করে অংশগ্রহণকারীদের বিপুলভাবে উদ্বুদ্ধ করতে পেরেছিলেন।

আসলামভাই এভাবে সকলের মাঝে নিজেকে তুলে ধরেন, "আমি গুজরাট এর কলোল এলাকায় থাকি। আমাদের দেশে মুসলিমরা সংখ্যালঘু এবং ২০০২ সালে গুজরাটে এক ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়েছিল। দাঙ্গায় সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল মুসলমানেরা। দাঙ্গা পরবর্তী সময়ে আমাদেরকে অনেক অসুবিধায় পড়তে হয়েছে, বিশেষ করে সরকারী অফিসে যাওয়ার ক্ষেত্রে। এতে যারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল তাদেরকে সরকারিভাবে পুনর্বাসনের উদ্যোগ নেয়া

হয়েছিল কিন্তু এর মাধ্যমে যে স্কীম নেওয়া হয়েছিল তার সুবিধা ক্ষতিগ্রস্তদের দেয়া হলো না। এটা নিয়ে আমি তথ্য অধিকার আইন ব্যবহার করে আবেদন করি এবং সংশ্লিষ্ট অফিসের ডিএম আমাকে ডেকে নিয়ে চেয়ারে বসায় কিন্তু এডিএম-কে ত্রিশ মিনিট দাঁড় করিয়ে রাখে"। তিনি স্কীম প্রসঙ্গে আরও জানান, "দরখাস্ত একাই করেছি, কিন্তু আমার সাথে আমার অন্য সঙ্গীরাও ছিল। যা আমাকে কাজের ক্ষেত্রে অনেক সাহস জুগিয়েছে। আপিলের পর যখন তথ্য পেলাম তখন দেখি যে, এমন অনেকের নাম তালিকায় আছে যারা আসলে বাস্তবে কিছুই পায়নি। ৫০০ টি পরিবারের তালিকার মধ্যে ১৩০ টি পরিবার কিছুই পায়নি। এতে দেখা যায়, লাখ লাখ টাকার দুর্নীতি করা হয়েছে। সরকারী বরাদ্দ বিভিন্ন মালামাল রেশন সংশ্লিষ্টরা বাজারে বিক্রি করে দিতো। যখন এই তথ্য প্রকাশ হলো তখন জানা গেলো যে কারা এই কাজটি করেছে। তাদের নিয়ে এখনো তদন্ত চলছে। তথ্য আবেদনে এই বিষয়টা জরুরী যে, তথ্য পাবার পর সেই তথ্য কি কাজে লাগানো হবে।" কেননা কাজে লাগানোর মধ্যে দিয়ে কর্তৃপক্ষের অনিয়মগুলো সামনে চলে আসে, স্বচ্ছতা তৈরী হয়।

এইসব কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীদের তথ্য অধিকার আইনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, সংবিধান ও মৌলিক অধিকার এবং তথ্য আইন প্রয়োগে করণীয়সহ বিভিন্ন বিষয়ে হাতে কলমে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। এসব কর্মশালা পরিচালিত হয়েছে প্রকল্পের সমন্বয়কারী সুরাইয়া বেগম, মাঠ সমন্বয়কারী উৎপল কান্তি খীসা, ভারতের সিএইচআরআই এর সোহিনী পাল, এক্সটারন্যাল কোলাবরেটর আসলাম শাহ এ দিওয়ান এবং স্থানীয় এনিমেটরদের সহায়তায়। প্রকল্পের ৫টি এলাকার এনিমেটর ও গণগবেষণা দলের সদস্যদেরকে ৪টি জায়গায় কর্মশালা করা হয়েছে। এগুলো হচ্ছে-

১. ২৪-২৫ মে, ২০১০ তারিখে সৈয়দপুর, নীলফামারী-তে রিইব প্রকল্প অফিসে দুইদিন ব্যাপী কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। স্থানীয় রবিদাস সম্প্রদায়ের মোট ২৩ জন তাতে অংশগ্রহণ করেন।

২. ২৭-২৮ মে, ২০১০ তারিখে সাতক্ষীরা সদর উপজেলার ঋশিল্পী অফিসের সেমিনার রুমে দুই দিন ব্যাপী কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। স্থানীয় মুন্ডা ও ঋষি সম্প্রদায়ের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত এই কর্মশালায় মোট ২২ জন অংশগ্রহণ করেন। তার মধ্যে সহযোগী সংগঠন আইআরভি-র মেরিনা যুথী, মুন্ডা সম্প্রদায়ের ১১ জন (পুরুষ ৮ জন, মহিলা ৩ জন) এবং পরিত্রাণের প্রতিনিধিসহ ঋষি সম্প্রদায়ের ১১ জন (পুরুষ ৫ জন, মহিলা ৬ জন) অংশগ্রহণ করেন। এই কর্মশালায় জার্মানী থেকে আগত রিইব ইন্টার্ন লিসা ওয়েভেলশীপ অংশগ্রহণ করেন।

৩. ১২-১৩ জুলাই ২০১০ তারিখে কুষ্টিয়া সদরে রিইব পার্টনার ফেয়ার -এর ট্রেনিং রুমে দুইদিন ব্যাপী কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। স্থানীয় হরিজন সম্প্রদায়ের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত এই কর্মশালায় মোট ২৫ জন অংশগ্রহণ করেন।

৪. ১৫-১৬ জুলাই ২০১০ তারিখে মুন্সিগঞ্জ কুমারভোগ ইউনিয়ন, লৌহজং উপজেলার খড়িয়া গ্রামের জনাব মো: ওয়াহাব মিয়ার বাড়িতে দুই দিনব্যাপী কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। স্থানীয় বেদে সম্প্রদায়ের মোট ২৫ জন এতে অংশগ্রহণ করেন। তার মধ্যে পুরুষ ২২ জন, নারী ৩ জন।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য ছিল তথ্য অধিকার আইনকে সমাজের সর্বস্তরে ছড়িয়ে দেওয়া, জানিয়ে দেওয়া। প্রশিক্ষণে তাই কমিউনিটির সকল স্তরের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হয়েছিল। তারই

ফলশ্রুতিতে বিভিন্ন পেশার নারী পুরুষ এতে অংশগ্রহণ করেছিল। নীচে কমিউনিটি পর্যায়ে প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদের পেশাভিত্তিক বিবরণ তুলে ধরা হল।

সারণী - দুই : কমিউনিটি পর্যায়ে প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদের পেশাভিত্তিক বিবরণ

পেশা	প্রকল্পে এনিমেটরদের দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ কর্মশালায় সম্প্রদায় ভিত্তিক অংশগ্রহণকারী ব্যক্তিবর্গের সংখ্যা বিবরণী																	
	বেদে			রবিদাস			হরিজন			মুন্ডা			ঋষি			মোট		
	পুরষ	নারী	মোট	পুরুষ	নারী	মোট	পুরুষ	নারী	মোট	পুরুষ	নারী	মোট	পুরুষ	নারী	মোট	পুরুষ	নারী	মোট
সর্দার	২	-	২	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	২	-	২
মাওলানা	১	-	১	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	১	-	১
ছাত্র/ছাত্রী	-	৩	৩	১	-	১	৪	১	৫	৫	১	৬	১	-	১	১১	৫	১৬
গৃহিণী	-	-	-	-	৪	৪	-	৬	৬	-	১	১	-	৫	৫	-	১৬	১৬
ব্যবসায়ী	৪	-	৪	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	৪	-	৪
কৃষক	-	-	-	-	-	-	-	-	-	১	-	১	-	-	-	১	-	১
চাকুরী	১	-	১	৭	১	৮	১৩	-	১৩	১	১	২	৪	১	৫	২৬	৩	২৯
দর্জি	২	-	২	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	২	-	২
মুসি	-	-	-	১	-	১	-	-	-	-	-	-	-	-	-	১	-	১
ড্রুবুরি	৯	-	৯	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	৯	-	৯
ইলেক্ট্রিশিয়ান	২	-	২	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	২	-	২
শিক্ষক	১	-	১	-	-	-	-	-	-	১	-	১	-	-	-	২	-	২
বেকার	-	-	-	-	১	১	১	-	১	-	-	-	-	-	-	১	১	২
অন্যান্য	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
মোট	২২	৩	২৫	৯	৬	১৫	১৮	৭	২৫	৮	৩	১১	৫	৬	১১	৬২	২৫	৮ ৭

কর্মশালা : কুষ্টিয়া

এখানে সব কর্মশালার বর্ণনা না দিয়ে কিভাবে একটা কর্মশালা পরিচালিত হতো তার নমুনা হিসেবে কুষ্টিয়ার কর্মশালা এখানে তুলে ধরা হয়েছে। বাংলাদেশে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণে তথ্য অধিকার আইন প্রয়োগের গতিশীলতাকে ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে ১১-১৭ জুলাই ২০১০ কুষ্টিয়ার হরিজন ও মুন্সিগঞ্জের বেদে জনগোষ্ঠীর মাঝে প্রশিক্ষণ কর্মশালা করা হয়। কুষ্টিয়াতে রিইব পার্টনার হিসেবে 'ফেয়ার' এবং মুন্সিগঞ্জে 'গ্রামবাংলা উন্নয়ন কমিটি' এতে সহায়তা করে। কর্মশালায় আরও ছিলেন প্রকল্প সমন্বয়কারী সুরাইয়া বেগম, উৎপল কান্তি খীসা এবং ফেয়ার এর পরিচালক দেওয়ান আখতারুজ্জামান প্রমূখ। কর্মশালায় সমস্যা চিহ্নিতকরণ, সমস্যার সমাধানে তথ্য অধিকার আইনকে কিভাবে প্রয়োগ করা যায়, জনগণের সম্পৃক্ততা কেন জরুরী এবং কিভাবে তথ্য আবেদন করতে হয় তা গ্রুপভিত্তিক প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। শেষে খোলামেলা আলোচনা করা হয় সকল বিষয় নিয়ে। এখানে কর্মশালার মূল কার্যক্রম এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোর উপর আলোকপাত করা হল।

কুষ্টিয়াতে প্রশিক্ষণের শুরুতে হরিজন অংশগ্রহণকারীরা কমিউনিটিভিত্তিক সমস্যা চিহ্নিত করে। তারমধ্যে উল্লেখ্য সামাজিক বৈষম্যের শিকার হওয়া, চাকুরী ও আয়মূলক কাজের ক্ষেত্রে বঞ্চনা, ভূমিহীনতা ও আবাসন সমস্যা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও নিরাপদ পানি, স্যানিটেশনসহ সরকারী বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধার অভাব, বাল্যবিবাহ, যৌতুক ও মাদকাসক্তি অন্যতম। আসলামভাই এই প্রসঙ্গে তার নিজস্ব অভিজ্ঞতা থেকে তুলে ধরেন যে, যেসব সমস্যাগুলো চিহ্নিত করা হচ্ছে সেগুলো কেন হচ্ছে তা জানা দরকার। এই সমস্যাগুলো প্রজন্মকাল ধরে রয়েছে এবং সকল

সমস্যা জনগণের মৌলিক অধিকারের সাথে জড়িত। কাজেই জনগণ যদি মৌলিক অধিকারগুলো না জানে এবং এর জিম্মাদার হিসেবে যদি সরকারকে চিহ্নিত করতে না পারে তাহলে এগুলো সমাধান করা সম্ভব হবে না। এছাড়া এই সমস্যাগুলোর জন্য দায়ী কারা, এসব বিষয়ে কি কি কানুন আছে তা জানা দরকার। নতুবা নিজেদের অধিকার সম্পর্কে জানা সম্ভব হবে না। সংবিধানে নাগরিকদের মৌলিক অধিকার প্রদান করা হয়েছে, কিন্তু বাস্তবে সংবিধানে প্রদত্ত অধিকার নাগরিকেরা ভোগ করতে পারে না। যাদের ক্ষমতা আছে কেবল তারাই ভোগ করছে, ফলে সমাজে সমতা আসছে না। আর সেজন্যেই এ সকল সমস্যা কেন হচ্ছে সেগুলো জানা দরকার। সংবিধান অনুযায়ী দেশের সকল নাগরিক সমান, উচ্চ নীচ বংশভেদে সকল মানুষের জন্য একই আইন। এসম্পর্কে জানতে হলে সংবিধান সম্পর্কে জানতে হবে। এটা জানা নাগরিকের দায়িত্ব। কারণ জনগণের ট্যাক্সের টাকায় সরকার চলে। কাজেই সরকারের যে সকল সুবিধা জনগণের জন্য রয়েছে সেগুলো সম্পর্কে জানা এবং সেগুলো পাওয়া জনগণের মৌলিক অধিকার। যে অধিকার সরকার দিতে বাধ্য কেননা সংবিধানে সে অধিকার দেয়া হয়েছে। পৌরসভায় কাজ মেলে না, বেতন কম দেয়, কি কারণে কম দেয় ইত্যাদি বিষয়ে সুরাহা করতে গেলে পৌরসভার নিয়ম কানুন জানতে হবে। আসলামভাই ভারতের উদাহরণ দিয়ে বলেন, "আমাদের দেশেও ফ্যাক্টরীতে শিশুরা কাজ করে। এ বিষয়ে ওখানকার বিনয় মেহতা সুপ্রিম কোর্টে আবেদন করেন এভাবে যে, শিশুদের দিয়ে কাজ করানোর কারণে তাদের মৌলিক অধিকার হরণ করা হচ্ছে। এক হচ্ছে শিশুশ্রম করানো হচ্ছে, অন্যদিকে শিশুর মৌলিক অধিকার শিক্ষার সুযোগ না পাওয়া। পরবর্তীতে এ বিষয়ে ভারতের হাইকোর্ট রায় দিয়েছে যে, ১৪ বছর বয়স পর্যন্ত শিশুদেরকে ফ্রি লেখাপড়া করার সুযোগ দিতে হবে।"

প্রকল্প সমন্বয়ক সুরাইয়া বেগমের বক্তব্যে তুলে ধরা হয় যে, বাংলাদেশে সরকার ২০০৯ সালে যে তথ্য অধিকার আইন পাশ করেছে নিজ প্রয়োজনেই এটা প্রয়োগের জন্য এগিয়ে আসতে হবে। এই আইন প্রয়োগ করার জিম্মাদারী জনগণের। অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য যে লড়াই করতে হয় তার জন্য দরকার হাতিয়ার। তথ্য অধিকার আইন হচ্ছে এরকম একটা হাতিয়ার। এই আইনকে ভালভাবে জেনে এটা প্রয়োগ করতে হবে, সংঘবদ্ধভাবে কাজে লাগাতে হবে। আমাদের দেশের নাগরিকদের চিন্তা ও কথা বলার স্বাধীনতা সংবিধানে নিশ্চিত করা হয়েছে। তাই আমাদের এই তথ্য প্রাপ্তির অধিকারের সাথে চিন্তা ও বাকস্বাধীনতার যে অধিকার তার একটা অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক আছে। সংবিধানে বলা হয়েছে, জনগণ প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক। তাই ক্ষমতায়নের জন্য জনগণের তথ্য পাওয়ার অধিকার রয়েছে। সরকারী, আধা-সরকারী, স্বায়ত্বশাসিত সংস্থা যেমন কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, বাংলাদেশ ব্যাংকসহ অন্যান্য সংবিধিবদ্ধ সংস্থা; যেমন মানবাধিকার কমিশন, নির্বাচন কমিশন, তথ্য কমিশন প্রভৃতি সংস্থার পাশাপাশি বিদেশী অর্থায়নে পরিচালিত বিভিন্ন বেসরকারী সংস্থা থেকে নাগরিকের হিসেবে তথ্য জানার অধিকারকে এই আইনে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। যদি তথ্য অধিকার আইনকে যথাযথভাবে ব্যবহার করা হয়, তাহলে সরকারি ও বেসরকারি কর্তৃপক্ষের কাজে একদিকে যেমন স্বচ্ছতা ও জবাবদিহীতা নিশ্চিত হবে অন্যদিকে দুর্নীতি হ্রাস পাবে। ফলে দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠা হবে।

কর্মশালায় তথ্য কি এ সম্পর্কে বলা হয়, যেসব তথ্য প্রকাশিত নয় মূলত: সেগুলোই তথ্য। অনেক তথ্য কর্তৃপক্ষ গোপন রাখে, বিনা আবেদনে এসকল তথ্য কখনো প্রচার করে না। যেমন সরকারী সেবামূলক স্কীম সুবিধা (ভিজিএফ, ভিজিডি কার্ড প্রভৃতি) সংক্রান্ত নিয়মাবলী ও বরাদ্দের পরিমাণ সরকারের কর্মকর্তারা অধিকাংশ সময় গোপন রাখতে চায়। কারণ এর সঙ্গে

দুর্নীতির একটা যোগসূত্র থাকে, তাই এসব গোপনীয় তথ্য পাওয়ার জন্য আবেদন করতে হবে। যদিও আইন অনুযায়ী এগুলো আবেদন ছাড়াই কর্তৃপক্ষের জানানোর কথা। কারণ এগুলো পাওয়া জনগণের মৌলিক অধিকার । কর্মশালার শেষ পর্যায়ে প্রকল্পের সমন্বয়ক সকলকে তথ্য আবেদনের আহবান জানান কারণ তথ্য অধিকার আইনকে সার্থক করতে হলে সকলকে তথ্য আবেদন করতে হবে।

প্রতিটি কর্মশালা শুরু করা হতো জনগোষ্ঠীর মধ্যে গণগবেষণামূলক আলোচনার মধ্য দিয়ে। এখানে গোষ্ঠীর সদস্যরা তাদের সমাজে যেসব সমস্যা প্রধান তা সমষ্টিগতভাবে আলোচনা করে চিহ্নিত করত। এই আলোচনা করা হয়েছিল জনগোষ্ঠীর নিজস্ব এলাকায়। এতে ভারতীয় প্রতিনিধিদের পক্ষে বাংলাদেশের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অবস্থান সম্পর্কে জানা বোঝাটা সহজ হতো। প্রশিক্ষণে উপস্থিত ছিল প্রকল্প সমন্বয়ক, মাঠ সমন্বয়ক, রিসোর্স ব্যক্তি, প্রকল্পের এনিমেটরগণ, গ্রুপ সদস্য এবং জনগোষ্ঠীর আগ্রহী কয়েকজন ব্যক্তি। মূল প্রশিক্ষণে বিভিন্ন সমস্যার কারণ, সমাজ বিচ্ছিন্নতা, রাজনৈতিক কাঠামো, সরকারী কর্মসূচী এবং বিদ্যমান দুর্নীতির আলোচনা অন্তর্ভুক্ত থাকত। এরপরই তথ্য অধিকার আইনকে নিয়ে বিশদ আলোচনা করা হতো রিইব প্রকাশিত 'তথ্য আইনের সহজপাঠ' বুকলেট এর সাহায্যে। আলোচনায় অন্তর্ভুক্ত থাকত যে, কোন্ তথ্যের জন্য কোন্ অফিসে আবেদন করতে হবে, যদি কোন অফিস তথ্য দিতে অস্বীকার করে তাহলে কি পদক্ষেপ নিতে হবে। তথ্য আইনের বিধিমালা নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা শেষে অংশগ্রহণকারীদের কয়েকটা গ্রুপে ভাগ করে দেওয়া হতো যাতে তারা আলোচনার মাধ্যমে সম্মিলিতভাবে আবেদনপত্র লিখতে পারে। শেষে তারা আবেদনপত্র লিখে তা সবার সামনে উপস্থাপন করত। ভুল ত্রুটি থাকলে সবাই মিলে তা সংশোধন করা হতো। এভাবে বিভিন্ন অফিসে কিভাবে আবেদনপত্র পাঠাতে হবে এবং ফলোআপ করতে হবে তা হাতে কলমে শেখানো হয়েছিল। (সংযুক্তি - ৮)

প্রকল্পের প্রথম মূল্যায়ন সভা

২৬ জুলাই ২০১০ রিইব-এর সেমিনার কক্ষে প্রকল্পের এনিমেটরদের নিয়ে দিনব্যাপী প্রকল্প কার্যক্রমের সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় সকল এনিমেটর মো: সউদ খান, মুন্না দাস, সুমন কুমার বাঁশফোর, পরিমল কুমার মুন্ডা, অসীম কুমার দাস এবং রিইব এর ড. মেঘনা গুহঠাকুরতা, সুরাইয়া বেগম এবং উৎপল কান্তি খীসা অংশগ্রহণ করেন। সভার এজেন্ডা হিসেবে কমিউনিটি ভিত্তিক মাসিক গ্রুপ মিটিং ও সমস্যা, তথ্য আবেদনের ইস্যু চিহ্নিতকরণ, আবেদনপত্র জমা দেয়া ও ফলোআপ করা, তথ্য সংরক্ষণ ও মাসিক প্রতিবেদন প্রদান (রিইব ও সহযোগী পার্টনারকে) এবং ভবিষ্যৎ করণীয় বিষয় নির্ধারণ ছিল অন্যতম। এনিমেটর অসীম দাস বলেন, তারা প্রত্যেক সপ্তাহে গ্রুপ মিটিং করেন এবং প্রথম দিকে এটা করতে গিয়ে তাদের মধ্যে কিছু সমস্যা হয়েছে। হয়ত, নারীদের নিয়ে শুরু করার কারণে হয়েছে। পরে পুরুষদেরকেও তারা এই কার্যক্রমে নিয়ে আসার চেষ্টা করেন এবং কয়েকজনকে পেয়েছেনও। বর্তমানে গ্রুপ একটিভ হয়েছে। মিটিং এর নোট রেজুলেশন বইয়ে লিপিবদ্ধ করে রাখা হচ্ছে। বিভিন্ন ইস্যু বের হচ্ছে আলোচনা থেকে যা কমিউনিটির প্রধান সমস্যা। যেমন ইলেকট্রিক সাপ্লাই লাইন তাদের পাড়ার পাশ দিয়ে অন্য পাড়ায় গেলেও তাদের পাড়ায় নেই। এটা পেতে গেলে উচ্চ শ্রেণীর বাঙ্গালীদের তুলনায় তাদের কাছ থেকে সংশিষ্টরা বেশি টাকা চায়। তারপরও তারা তথ্য আবেদন করেছে এবং নিয়মানুযায়ী ফলোআপ করছে। প্রসেস ডকুমেন্টেশনের জন্য এটা জরুরী কিন্তু এক্ষেত্রে

যেটা সমস্যা হচ্ছে তা হল এটাকে কর্তৃপক্ষ ভালভাবে নিচ্ছে না। তাই এখন আপীল এবং অভিযোগ করছেন। যদিও ইতিমধ্যে অনেক দিন অতিবাহিত হয়েছে তারপরও তথ্য কমিশন থেকে কোন উত্তর মিলেনি।

এনিমেটর সুমন বলেন, কুষ্টিয়াতে হরিজন কমিউনিটি থেকে ১০ জনকে নিয়ে গ্রুপ করেছেন। তিনি রিইব-এ তথ্য অধিকার বিষয়ে প্রশিক্ষণ নিতে এসে তথ্য অধিকার আইন প্রসারে কী করণীয় সে সম্পর্কে জানতে পেরেছেন। পরে কুষ্টিয়াতে ফিরে গিয়ে ফেয়ার সংগঠনের সহায়তায় হরিজনদের সাথে মিটিং করেছেন এবং সেখানে তাদেরকে বুঝিয়েছিলেন যে, হরিজনরা অনেক কিছুই পায় না। যদি তথ্য অধিকার নিয়ে কাজ করা যায় তাহলে এই সমস্যাগুলো সমাধান করা অনেক সহজ হতে পারে। সেই অনুযায়ী গ্রুপ মিটিং-এ তারা নিজেদের সমস্যাগুলো নিয়ে আলোচনা করেন। যেমন হরিজনদের কোন জমি নেই, তাদের বসবাসের জায়গা চৈতন্য পল্লীতে পানির পাম্প নেই। এটা নিয়ে অনেক আলোচনা করে তথ্য আবেদন জমা দিয়েছেন তবে উত্তর এখনো পাননি। পৌরসভা মেয়র এর কাছে আবেদন করেছেন। শ্মশ্মান নিয়ে তাদের অনেক সমস্যা আছে এবং তা নিয়ে আবেদন করেছেন উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কাছে। সুমনের মতে নতুন বিষয়ে কাজ করতে গিয়ে প্রাথমিক কিছু সমস্যা হচ্ছে যেমন কিভাবে তথ্য সংরক্ষণ করতে হবে তা এখনো স্পষ্ট না। এনিমেটর সউদ খান বলেন, বেদে সম্প্রদায় তথ্য অধিকার সম্পর্কে প্রথমে কিছুই জানত না। জানুয়ারীতে কুষ্টিয়াতে রিইব এর ট্রেনিং এ গিয়ে জানার পর তার আলোকেই এলাকায় পরবর্তীতে লোকজনের সাথে আলোচনা করে দল গঠন করেছেন খড়িয়া ও গোয়ালীমান্দ্রার বেদে গ্রামের লোকজনকে নিয়ে। তাদেরকে বোঝাতে হয়েছে বেদেদের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে। যেমন, ভিজিডি, ভিজিএফ, বয়স্ক ও বিধবা ভাতা, ১০০ দিনের কর্মসূচী তথা সরকারি সেফটিনেট কর্মসূচী থেকে তারা বঞ্চিত। এগুলোর ক্ষেত্রে যদি তথ্য অধিকার আইন প্রয়োগ করা হয় তাহলে এই সব সমস্যার সমাধান হতে পারে। এভাবে মিটিং এর সিদ্ধান্তের আলোকে বেদেরা তথ্য আবেদন করছে। পরিমল কুমার মুন্ডা বলেন যে, দল গঠনের পর মিটিং এ তথ্য অধিকার নিয়ে আলোচনা করা হয়। পরে গ্রামের ২৯ টি পরিবারকে নিয়ে তাদের সাথে আলোচনার ভিত্তিতে লেখাপড়া জানে এমন লোকজনদের নিয়ে একটা ১১ সদস্য বিশিষ্ট দল গঠন করেন। এপর্যন্ত ১০ জন আবেদন করেছেন। মিটিং-এ ভিজিডি, ভিজিএফ, শিক্ষা উপবৃত্তি প্রভৃতি ইস্যু নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে এবং তার ভিত্তিতে সংশিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে তথ্য আবেদন করা হয়েছে কিন্তু এখনো প্রত্যাশানুযায়ী তথ্য পাওয়া যায় নি। মুন্না দাস বলেন, এলাকার রবিদাসদের নিয়ে তথ্য অধিকার আইন এবং এর প্রয়োজনীয়তা নিয়ে আলোচনা করে এক পর্যায়ে ১১ জনকে নিয়ে একটা দল গঠন করেন। ১ টা পৌরসভা ও ২ টা ইউনিয়ন এর লোকজন নিয়ে এই দল গঠন করা হয়েছে। প্রথম দিকের বেশির ভাগ আবেদন মুন্না নিজে করেছেন এবং পরবর্তীতে গ্রুপের অন্য সদস্যরা করেছে। মাসে ২ বার মিটিং করা হয় এবং জুন পর্যন্ত ১২ টা মিটিং করা হয়েছে। এর মাধ্যমে আমরা যদি সরকারি কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে তথ্য জানতে পারি তাহলে রবিদাস জনগোষ্ঠী অনেক সুযোগ-সুবিধা, অধিকার লাভ করতে পারবে। অসীম বলেন, রিইব এর কাছ থেকে মাসিক কর্মপরিকল্পনা নিয়মিত পাওয়া জরুরী। এনিমেটরদের মাসিক রিপোর্টের উপর রিইব এর মতামত প্রয়োজন। এনিমেটরদের মাসিক রিপোর্টে পার্টনার সংগঠনের প্রধানের সই নিয়ে তারপর রিইব এ পাঠালে সার্বিক কার্যক্রম সম্পর্কে তাদের মধ্যে পরিস্কার ধারণা থাকবে। এ প্রসঙ্গে রিইব

থেকে বলা হয়, কর্মপরিকল্পনা আগেই দেয়া হয়েছে এবং সে অনুযায়ী কার্যক্রম পরিচালনা করার তাগিদ দেওয়া হচ্ছে। রিইব বিশ্বাস করে পুরো প্রক্রিয়ার ভিত্তি হচ্ছে গণগবেষণা। এখানে চাপিয়ে দেওয়ার কিছুই নেই। জনগোষ্ঠীই সমস্যা সমাধান করার জন্য তথ্য অধিকার আইন প্রয়োগের কাজটি এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য একসাথে কাজ করে যাবে। এজন্যে রিইব সবধরনের সহযোগিতা দিয়ে যাবে।

আলোচনার শেষে প্রকল্প সমন্বয়কারী সুরাইয়া বেগম সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, তথ্য কমিশন দেশের বিভিন্ন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও আপীল কর্তৃপক্ষের তালিকা প্রণয়ন করছে। এটা সংগ্রহ করে তার কপি সবাইকে দেওয়া হবে। আর আজকের আলোচনাকে কেন্দ্র করে যেসব চাহিদা প্রতিফলিত হয়েছে সেগুলোকে বিবেচনায় নিয়ে আগামী দিনে কাজ করা হবে। প্রকল্পের কর্মকান্ডের মূল্যায়ন প্রসঙ্গে তিনি বলেন, স্থানীয় সকল মিটিং-এর প্রসেস ডকুমেন্টেশন করা জরুরী, তা না হলে পুরো প্রক্রিয়া বুঝা যাবে না। এই ইস্যুতে সকলে একমত পোষণের মাধ্যমে মিটিং শেষ হয়।

৩.৪ প্যারালিগাল প্রশিক্ষণ কর্মশালা

তথ্য অধিকার আইন নিয়ে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মধ্যে কাজ করার সময় অনুভূত হয়েছিল যে, তাদের মধ্যে আইনগত সচেতনতা মাত্রাতিরিক্তভাবে কম এবং আইন সম্পর্কে জানার ক্ষেত্রে অনীহা রয়েছে। এর কারণ হিসেবে বলা যায় এক. আইনের ভাষা বোঝা সাধারণের জন্য কঠিন দুই. আইনের প্র্যাকটিস সম্পর্কে অজ্ঞতা, এবং তিন. আইন একটি টেকনিক্যাল বিষয়, তাই আইনকে একটি বিশেষায়িত জ্ঞান হিসেবে দেখা হয় এবং মনে করা হয় যে, সাধারণ মানুষ এর প্রয়োগ করতে তেমনভাবে পারবে না। আর যথাযথ প্রয়োগ না করলে ভাল ফলাফল পাওয়া সহজ নয়। সেক্ষেত্রে যদি জনঅধিকার সংক্রান্ত আইন সম্পর্কে ধারণা থাকে তাহলে তথ্য অধিকার আইন প্রয়োগ করার ক্ষেত্রে এটি একটি বড় সহায়ক হতে পারে। ভারতের গুজরাট প্রদেশের আসলাম ভাই যখন বাংলাদেশে এসেছিলেন তিনিও এই পরামর্শ দিয়েছিলেন। তাই প্রকল্পের পক্ষ থেকে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সদস্যদের কিছু বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আইনগত প্রশিক্ষণ দেওয়ার উদ্যোগ নেয়া হয়। এই উদ্দেশ্যে ১৫-১৯ আগস্ট ২০১০ তারিখে রিইব-এর সেমিনার কক্ষে প্রকল্প এলাকার এনিমেটর এবং কমিউনিটির সদস্যদের নিয়ে আয়োজন করা হয় প্যারালিগাল কর্মশালা।

প্রথমেই প্যারালিগাল প্রশিক্ষণ কোন কোন সংস্থা দিয়ে থাকে সে সম্পর্কে অনুসন্ধান করে দুটি প্রতিষ্ঠানকে বেছে নেওয়া হয়। এর মধ্যে একটি আইন ও সালিশ কেন্দ্র, যারা মানবাধিকার এবং জেন্ডার বিষয়ক প্রশিক্ষণে দক্ষ এবং অপরটি এএলআরডি - যারা ভূমি সম্পর্কিত বিষয়ে বিশেষজ্ঞ। এই দুটি প্রতিষ্ঠানই পেশাদারিত্বের সাথে নিয়মিতভাবে ট্রেনিং দিয়ে থাকে ট্রেনিং ম্যাটেরিয়াল ও নিজস্ব জনবলের মাধ্যমে। প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে এই দুটি প্রতিষ্ঠানের ফি ছিল অনেক বেশি যা আমাদের বাজেটের আওতা বহির্ভূত ছিল। সেক্ষেত্রে রিইব থেকে উদ্যোগ নেওয়া হয় একটি যৌক্তিকতায় আসার জন্য। রিইব নির্বাহী পরিচালক এবং প্রকল্প সমন্বয়কারী আইন ও সালিশ কেন্দ্রে গিয়ে আলোচনা করেন। পরবর্তীতে রিইব আসক ও এ এলআরডি-র নির্বাহী পরিচালককে চিঠির মাধ্যমে অনুরোধ করেন যে, দেশের সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠী তথ্য অধিকার আইন প্রয়োগ করে নিজেদের অধিকার স্থাপন, অবস্থার পরিবর্তন ও সামাজিক ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠায় কাজ করছে; তারা এটি আরও ভালভাবে করতে পারবে যদি তারা অধিকার,

মানবাধিকার, জেন্ডার এবং ভূমি সম্পর্কিত আইনগত ইস্যু বিষয়ে প্যারালিগাল ট্রেনিং পেতে পারে। প্রতিষ্ঠান দুটি অত্যন্ত সহৃদয়তার সাথে রিইবের অনুরোধে সাড়া দেয় এবং একেবারেই ন্যূনতম ফি নিয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করে। এই বিষয়টি ছিল বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য একটি ইতিবাচক পদক্ষেপ।

আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক) থেকে রিপন পল স্কু ও তাসমিন আক্তার এবং এসোসিয়েশন ফর ল্যান্ড রিফরম এন্ড ডেভেলপমেন্ট (এএলআরডি) থেকে এসেছিলেন প্রশিক্ষক হিসেবে এসেছিলেন মো: শফিকুল ইসলাম ও ধৃতব্রত সেন লিটন। এই প্রশিক্ষণ কর্মশালায় রবিদাস, হরিজন, বেদে, ঋষি ও মুন্ডা জনগোষ্ঠীর সদস্যরা অংশগ্রহণ করেন ।

ঢাকায় রিইবের সেমিনার রুমে অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণে আসক-এর প্রশিক্ষকগণ বাংলাদেশের সংবিধান ও সিডওসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সনদের আলোকে মানবাধিকার, মৌলিক অধিকার, জেন্ডার বৈষম্য ও সমতা, নির্যাতন এবং ভূমি ব্যবস্থাপনা ও আইনসহ তথ্য অধিকার আইন বিষয়ে বিস্তারিত আলোকপাত করেন। আইন ও সালিশ কেন্দ্রর প্রশিক্ষক রিপন পল স্কু অধিকার সম্পর্কে বলেন, রাষ্ট্র পরিচালনা করে সরকার। তাই অধিকার প্রদানের দায়িত্ব তার। রাষ্ট্রের নাগরিক হিসাবে সরকারের সাথে যে সম্পর্ক আছে তার স্বীকৃতিই হচ্ছে অধিকার। সরকার "তথ্য অধিকার আইন ২০০৯" করে নাগরিক হিসাবে জনগণকে তথ্য জানার অধিকার প্রদান করেছে। এই অধিকার পেতে গেলে জনগণকে অবশ্যই তথ্য অধিকার আইন প্রয়োগে এগিয়ে আসতে হবে। তাসমিন আক্তার নারীর সমানাধিকার, জেন্ডার ইস্যু, পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র, রাজনীতি ও পিতৃতন্ত্র সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করেন। ভূমি ব্যবস্থাপনা ও আইন সম্পর্কে এএলআরডি'র প্রশিক্ষকগণ বলেন, " আমরা জানি, জমিজমা নিয়ে আমরা সকলেই সমস্যার মধ্যে থাকি কারণ কেউ কেউ এই সমস্যাগুলোকে অহেতুক জটিল করে রাখে। এর মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে বিষয়টিকে জটিল করে নিজের ফায়দা হাসিল করে নেয়া। এ কারণে ভূমি সম্পর্কিত বিষয়াদির সাথে দুর্নীতির বিষয়টি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। আর এই দুর্নীতি রোধ করতে হলে ভূমি সংক্রান্ত বিষয়ের ব্যাপক তথ্য জানা খুবই জরুরী।

মোট চার দিনের প্রশিক্ষণে আইন ও সালিশ কেন্দ্র তিনদিন এবং এএলআরডি একদিন প্রশিক্ষণ দিয়েছে। আইন ও সালিশ কেন্দ্র-র প্রশিক্ষণ বিষয় থেকে বাছাই করে নিম্নলিখিত বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এই বাছাই করা হয়েছে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর চাহিদার ভিত্তিতে এবং সময় ও আর্থিক বিষয় বিবেচনা করে।

প্রশিক্ষণের বিষয়বস্তু : প্রশিক্ষক - আইন ও সালিশ কেন্দ্র

১. অধিকার ও মানবাধিকার
   ক. খাদ্যের অধিকার
   খ. কাজের অধিকার
   গ. শিক্ষার অধিকার

জেন্ডার
ক. জেন্ডার কি
খ. নাগরিক আইনে জেন্ডার
গ. জেন্ডারে নারী ও পুরুষ
ঘ. জাতিগত বৈষম্য

২. আইনগত ইস্যু
   ক. নির্যাতন থেকে মুক্তি সম্পর্কিত আইন
   খ. শিক্ষা আইন
   গ. জিডি এবং এজাহার

প্রশিক্ষণের বিষয়বস্তু : প্রশিক্ষক - এএলআরডি

১. ভূমি আইন
২. ভূমির জাল দলিল
৩. খাস জমি
৪. ভূমি বন্দোবস্তিকরণ
৫. জমি ক্রয়, বিক্রয় ও করণীয়
৬. উত্তরাধিকার আইন
৭. আদিবাসী উত্তরাধিকার ও সম্পত্তি আইন

এই কর্মশালায় নির্ধারিত পাঁচটি প্রান্তিক গোষ্ঠী ছাড়াও আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল দিনাজপুরের সাঁওতাল জনগোষ্ঠীর সদস্যদের। সেখান থেকে দুইজন অংশগ্রহণ করেছিলেন। সাঁওতালদের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল এই কারণে যে, তাদের মধ্যে ভূমি সমস্যা প্রকট। ভূমি হারানোর সমস্যায় তারা বিপর্যস্ত। রিইব যেহেতু এই দর্শনে বিশ্বাস করে যে, যেসব প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সাথে রিইব কাজ করেছে, কাজ শেষ হওয়ার পরও যদি উক্ত কমিউনিটির সাথে সম্পৃক্ত কোন বিষয়ে সহায়তা দেবার সুযোগ থাকে তা প্রয়োগ করা। অন্যদিকে এই কর্মশালায় বেদে জনগোষ্ঠী থেকে কেউ অংশগ্রহণ করেনি। বেদেরা যাযাবর গোষ্ঠী এবং ভূসম্পত্তির মালিকানা বিষয়ে তাদের মধ্যে আগ্রহের অভাব ছিল। যদিও ইদানিং তারা সরকারের খাস জমি বরাদ্দ পাবার বিষয়ে আগ্রহী হয়ে উঠছে।

এটা লক্ষণীয় যে, প্রান্তিক জনগোষ্ঠীতে তাদের নিজস্ব স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়েই আগ্রহের জন্ম হয়। তথ্য অধিকার আইন প্রয়োগে যার প্রতিফলন দেখা যায়। বিষয়বস্তু নির্বাচন প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর চাহিদাকে মাথায় রেখেই করা হয়েছে। মার্চ মাসের আবাসিক কর্মশালা এবং পরবর্তীতে দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক কর্মশালায় প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সদস্যরা তাদের একান্ত গোষ্ঠীগত সমস্যাগুলোর কথা তুলে ধরেছিল। সেই প্রেক্ষাপট থেকে যেসব সমস্যা একই ধরনের এবং যার আইনী সহায়তা পাওয়া যায় সেসব সমস্যার আলোকে বিষয়বস্তু নির্বাচন করা হয়েছিল।

তথ্য অধিকার আইন নিয়ে রিইব-এর মাসিক আলোচনা সভা

তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ এর সফল প্রয়োগে সুধী সমাজ, এনজিও ব্যক্তিত্ব এবং ছাত্র-ছাত্রীদেরকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য রিসার্চ ইনিশিয়েটিভ্স, বাংলাদেশ (রিইব) ২৩ সেপ্টেম্বর ২০১০ প্রথম বারের মত আয়োজন করল তথ্য অধিকার বিষয়ক মাসিক আলোচনা সভা। রিইব প্রতি মাসের শেষ বৃহস্পতিবার এ ধরনের আলোচনা সভা নিয়মিত আয়োজন করে থাকে। উক্ত আলোচনা সভার সূচনা বক্তব্যে রিইব-এর নির্বাহী পরিচালক ড. মেঘনা গুহঠাকুরতা রিইব-এর তথ্য অধিকার প্রকল্পের গঠন এবং কাজ নিয়ে আলোচনা করেন। এরপর বক্তব্য রাখেন রিইব-এর চেয়ারম্যান ড. শামসুল বারি। তিনি তার বক্তব্যে আলোচনা সভার উদ্দেশ্য ও করণীয় সম্পর্কে বলেন, বাংলাদেশের স্বাধীনতার পরে যত আইন হয়েছে তার মধ্যে সবচেয়ে জনগুরুত্বপূর্ণ আইন

হচ্ছে এই তথ্য অধিকার আইন। এই আইনে দেশের প্রত্যেক নাগরিককে ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। তিনি তার বক্তব্যে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের নাগরিকরা এই আইন ব্যবহার করে কি ধরনের সুবিধা পাচ্ছে তার কিছু উদাহরণ তুলে ধরেন। রিইব-এর তথ্য অধিকার প্রকল্পের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে প্রকল্পের সমন্বয়কারী সুরাইয়া বেগম তথ্য অধিকার আইনের প্রয়োগে প্রান্তিক জনগোষ্ঠী নিয়ে কাজ করতে যেয়ে বিভিন্ন অভিজ্ঞতার বর্ণনা দেন। ড. শামসুল বারি উপস্থিত অংশগ্রহণকারীদের প্রত্যেককে একটি করে সমস্যা নির্ধারণ করে তথ্য প্রাপ্তির আবেদন পত্র লিখতে অনুরোধ করেন। অংশগ্রহণকারীরা আবেদনের বিষয় ঠিক করে কোন কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন করতে হবে এ নিয়ে তাঁর সঙ্গে আলোচনা করেন এবং প্রত্যেকে একটি করে তথ্য আবেদনপত্র জমা দেওয়ার অঙ্গীকার করেন। উক্ত আলোচনা সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন ভারতের তথ্য অধিকার কর্মী দিল্লীর কমনওয়েলথ হিউম্যান রাইটস্ ইনিশিয়েটিভস্ এর সোহিনী পাল এবং কলকাতার ডেভেলপমেন্ট রিসার্চ কম্যুনিকেশন এন্ড সার্ভিসের সেন্টার এর সুব্রত কুন্ডুসহ দেশের বিভিন্ন উন্নয়নকর্মী ও ছাত্রসমাজ।

৪. তথ্য কেন্দ্র

৪. ১ কমিউনিটি পর্যায়ে তথ্যকেন্দ্র স্থাপন

প্রকল্প পরিচালনার ক্ষেত্রে রিসার্চ ইনিশিয়েটিভস্, বাংলাদেশ (রিইব) মনে করেছে যদি প্রান্তিক জনগোষ্ঠীতে স্থানীয়ভাবে 'তথ্য অধিকার কেন্দ্র' স্থাপন করা যায় তাহলে এলাকার অন্যান্য জনগণের মাঝে "তথ্য অধিকার আইন ২০০৯" সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টির পাশাপাশি তার সফল প্রয়োগের ক্ষেত্রে বড় রকমের সহায়ক হবে এবং সামগ্রিকভাবে দেশের ভেতরে এর প্রচারণার ব্যাপারে এক ব্যাপক সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন করবে। কারণ, এই তথ্য অধিকার কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো প্রান্তিক জনগোষ্ঠীসহ সংশ্লিষ্ট জনগণকে তথ্য অধিকার আইনের ব্যবহারে উদ্বুদ্ধ করা এবং তার সফল প্রয়োগের মাধ্যমে অধিকার আদায়ের ক্ষেত্রে সহায়তা করা। এ লক্ষ্যে ৪-৯ সেপ্টেম্বর ২০১০ তারিখের মধ্যে মুন্সিগঞ্জ, নীলফামারী, কুষ্টিয়া, খুলনা এবং সাতক্ষীরা জেলায় প্রান্তিক জনগোষ্ঠীতে স্থাপন করা হয় 'তথ্য অধিকার কেন্দ্র'। কেন্দ্রে যেসব সহায়তা দেয়া হয় তার মধ্যে আছে কম্পিউটার, প্রিন্টার, টেবিল, চেয়ার এবং মাসিক অফিস ভাড়া।

কমিউনিটি পর্যায়ে তথ্য কেন্দ্র স্থাপনে ৫টি প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকেই বেছে নেয়া হয়েছিল। বাজেট ছিলো সীমিত সে-কারণে পাঁচটি কেন্দ্রকেই কম্পিউটার ও প্রিন্টার দেওয়া সম্ভব হয়নি। সীমিত বাজেটে সব কেন্দ্রই যাতে সমান কার্যকরী হতে পারে সেজন্যে পূর্বে কেন্দ্রগুলোর মূল্যায়ন করা হয়েছিল। লৌহজং-এ বেদে কমিউনিটিতে কোন অফিসই সেভাবে কার্যকর ছিলনা। স্থানীয় সংগঠন গ্রামবাংলা উন্নয়ন কমিটি ঢাকা ভিত্তিক সংগঠন। তবে তাদের পূর্বকার্যক্রম ছিল সেখানে। সেক্ষেত্রে লৌহজং এ একটি স্থায়ী কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার জন্য ঘরভাড়া, ফার্নিচার, ফাইলপত্র এবং অফিসের ব্যবহার করার জন্য স্টেশনারী প্রদান করা হয়েছে। কুষ্টিয়াতে স্থানীয় সংগঠন ফেয়ার এর অফিস চলমান সেখানে একটি টেবিলকে ঘিরে তথ্য কেন্দ্র কর্নার খোলার ব্যবস্থা করা হয়েছে। সাতক্ষীরার তালা উপজেলায় ঋষি কমিউনিটির মধ্যে এক সেট কম্পিউটার প্রদান করা হয়েছে যাতে তারা নিয়মিত আবেদনপত্র জমা দিতে পারে। নীলফামারীর সৈয়দপুরে রিইব এর শাখা অফিসে এক সেট কম্পিউটার প্রদান করা হয়। সেখানে আগেই একটি প্রিন্টার ছিল এবং খুলনায় ইনিশিয়েটিভ ফর রাইট ভিউ (আইআরভি)-এর কার্যালয়ে প্রিন্টারসহ একটি কম্পিউটার প্রদান করা হয় । মুন্ডারা যাতে তথ্য আবেদনে সমস্যার সম্মুখীন না হয় সেই কারণে এটি করা হয়। তথ্য কেন্দ্রগুলোর সর্বোচ্চ ব্যবহারের কথা মনে রেখেই সংগঠনকে কম্পিউটার প্রদান করা হয়েছে।

খুলনা জেলার মিয়াপাড়ায় অবস্থিত ইনিশিয়েটিভ ফর রাইট ভিউ (আই আর ভি) নামক প্রতিষ্ঠানে স্থাপিত কেন্দ্রে রিইব থেকে প্রথম কম্পিউটার হস্তান্তর করেন রিইব - এর তথ্য আইন প্রকল্পের সমন্বয়কারী সুরাইয়া বেগম। কম্পিউটার বুঝে নেন রিইব-এর এনিমেটর পরিমল কুমার মুন্ডা এবং আই আর ভি-এর প্রধান নির্বাহী মেরিনা পারভীন যুথী। সাতক্ষীরার তালা উপজেলায় অবস্থিত মানবাধিকার প্রতিষ্ঠান পরিত্রাণে স্থাপিত কেন্দ্রের কম্পিউটার বুঝে নেন এনিমেটর অসীম

কুমার দাস এবং পরিত্রাণ-এর নির্বাহী পরিচালক মিলন দাস। একইভাবে নীলফামারীর সৈয়দপুর উপজেলায় রিইবের প্রকল্প অফিসে স্থাপিত কেন্দ্রের কম্পিউটার বুঝে নেন স্থানীয় রবিদাস জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধি ও এনিমেটর মুন্না দাস, মিথুন দাস এবং রিইবের সৈয়দপুর শাখা অফিসের সমন্বয়কারী মো: মতিউর রহমান। অন্যদিকে মুন্সিগঞ্জের লৌহজং উপজেলার খড়িয়া গ্রামে অফিস ভাড়া প্রদান করা হয় এবং কুষ্টিয়া জেলা সদরের ফেয়ার অফিসে একটি টেবিলকে আরটিআই কর্ণার হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা হয়, যেখানে রোশনী রানী প্রকল্প চলাকালীন সময়ে নিয়মিত অফিস করতেন। এভাবেই এই সব "তথ্য অধিকার কেন্দ্র" প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

৪. ২ তথ্য আবেদনপত্র, আপীল ও অভিযোগপত্র প্রেরণের বিবরণ :

প্রকল্পের টার্গেট ঠিক করা হয়েছিল এক বছর মেয়াদে পাঁচটি এলাকায় মোট ৭৫টি আবেদনপত্র পাঠানো হবে। সেই হিসাবে বিভিন্ন উপজেলা, জেলা সদর, বিভাগ এবং ঢাকা শহরে গত একবছরে মোট ২৭৩টি আবেদনপত্র বিভিন্ন সরকারি কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠানো হয়। এর মধ্যে ৬৫টি আপীল করা হয়েছে জেলা পর্যায়ে উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের কাছে এবং ১৫টি অভিযোগ প্রেরণ করা হয়েছে তথ্য কমিশনে। এটি প্রকল্পের টার্গেটকে অতিক্রম করে গিয়েছিল। অন্যদিকে সরকারি কর্তৃপক্ষ ইতিমধ্যেই আবেদনপত্রের বিপরীতে তথ্য প্রদান করা শুরু করেছে, ৫৬টি উত্তর পাওয়া গেছে। এর মধ্যে আপীল করার প্রেক্ষিতে ৬টি এবং অভিযোগের প্রেক্ষিতে ৫টি তথ্য পাওয়া গেছে তথ্য কমিশনের নির্দেশনার মাধ্যমে। শুনানী করার আগে তথ্য কমিশনের এটি ছিল প্রথম অভিযোগ নিষ্পত্তির পদক্ষেপ। নীচে তথ্য আবেদনপত্র, আপীল ও অভিযোগপত্র প্রেরণ ও কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে জবাব প্রাপ্তি সারণির মাধ্যমে তুলে ধরা হল।

সারণি-তিন রিইব এর সহায়তায় কমিউনিটি পর্যায়ে তথ্য আবেদনের চিত্র জানুয়ারী-ডিসেম্বর ২০১০

কমিউনিটি	বিবরণ			
	কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন	কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে জবাব প্রাপ্তি	ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে আপীল	তথ্য কমিশনে অভিযোগ
বেদে	৬১	০৫	১৫	০৭
রবিদাস	৬০	৩৪	০২	-
হরিজন	৪২	০৫	১১	-
মুন্ডা	৫৯	০৬	১৫	-
ঋষি	৫১	০৬	২২	০৮
মোট	২৭৩	৫৬	৬৫	১৫

সূত্র: জানুয়ারী -ডিসেম্বর, ২০১০ পর্যন্ত কমিউনিটি পর্যায়ে এনিমেটরদের কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে।

৪. ৩ কমিউনিটি পর্যায়ে ইস্যু ও লিঙ্গভিত্তিক তথ্য আবেদনের সংখ্যা বিবরণী

প্রকল্প চলাকালীন সময়ে পাঁচটি কমিউনিটির নারী পুরুষ নির্বিশেষে সকলে মিলে বিভিন্ন ইস্যুতে তথ্য আবেদন করেছিলেন তাঁদের নিজ নিজ চাহিদা অনুসারে। যেসব ইস্যু প্রাধান্য পেয়েছিল তার বিস্তারিত বিবরণ আছে সংযুক্তি নং ৫- এ। এখানে ইস্যুগুলোর তালিকা তুলে ধরা হল।

১. বয়স্ক ভাতা, বিধবা ভাতা, প্রতিবন্ধী ভাতা প্রদানের তালিকা ও নিয়মাবলী
২. খাস জমির পরিমাণ, অবস্থান ও নীতিমালা
৩. কৃষকদের কৃষিকার্ড বিতরণের নিয়মাবলী
৪. সরকারী হাসপাতালে বিনামূল্যে বা স্বল্পমূল্যে ঔষধ প্রদানের নীতিমালা, ঔষধ বিতরণ ও ডাক্তারদের রোগী দেখার সময়সূচী
৫. সেফটিনেট কর্মসূচীর বিভিন্ন সেবার তালিকা ও নীতিমালা
৬. কাবিখা ও কাবিটা প্রকল্পে বরাদ্দের পরিমাণ, সুবিধাভোগীদের নামের তালিকা ও নীতিমালা
৭. নাগরিকদের ব্যাংক হিসাব খোলা ও পরিচালনার নীতিমালা
৮. কৃষকদের ১০ টাকায় ব্যাংক হিসাব খোলা ও পরিচালনার নীতিমালা
৯. পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির গ্রাহকদের বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদান নীতিমালা
১০. প্রাণী চিকিৎসা সেবার তালিকা ও নীতিমালা
১১. প্রাথমিক শিক্ষা উপবৃত্তি নীতিমালা ও উপবৃত্তি সুবিধাভোগীদের নামের তালিকা
১২. 'একটি বাড়ি একটি খামার' প্রকল্পে সম্ভাব্য সুবিধাভোগীদের নামের তালিকা
১৩. উপজেলা যুব উন্নয়ন কার্যালয় থেকে প্রদত্ত সেবার তালিকা ও নীতিমালা
১৪. মহিলাদের প্রদত্ত সরকারী সেবার সুবিধাভোগীদের নামের তালিকা ও নীতিমালা
১৫. জমির দলিল, রেজিস্ট্রেশন নিয়মাবলী
১৬. ভোটার তালিকার তথ্য
১৭. উপজেলা সমবায় কর্মকর্তার কার্যালয় থেকে প্রদত্ত সেবা প্রাপ্তদের নামের তালিকা ও নিয়মাবলী
১৮. মাতৃত্বকালীন ভাতা প্রাপ্তদের নামের তালিকা
১৯. মাদক ব্যবসার লাইসেন্স প্রদান নীতিমালা ও লাইসেন্স প্রাপ্তদের নামের তালিকা
২০. বয়স্ক, প্রতিবন্ধী ভাতা প্রাপ্তদের নামের তালিকা, প্রতিবন্ধী পরিচয়পত্র প্রদানের নীতিমালা
২১. কৃষকদের কৃষি ঋণ বিতরণের তালিকা
২২. মৎস্য চাষের প্রশিক্ষণ প্রদানের সময়সূচী ও এর নিয়মাবলী
২৩. বাংলাদেশ তাঁত উন্নয়ন বোর্ড, সৈয়দপুর কার্যালয় থেকে প্রদত্ত সেবার নাম ও জনবলের তালিকা
২৪. খাতামধুপুর ইউনিয়ন পরিষদের বাজেট (২০১০-১১)
২৫. দলিল, খতিয়ান, বায়না প্রভৃতি করার নিয়মাবলী
২৬. রেশম প্রশিক্ষণ কেন্দ্র থেকে প্রদত্ত সেবার নামের তালিকা
২৭. গর্ভবতী মা'দের সেবা প্রদান করার নিয়মাবলীর কপি
২৮. ভিজিএফ কার্ড সুবিধাভোগীদের নামের তালিকা
২৯. পৌর এলাকায় সাপ্লাই পানির পাইপ প্রদানের নীতিমালা
৩০. পৌরসভার কঞ্জারভেন্সী শাখায় কর আদায় ও ব্যয় বিবরণী
৩১. ছাত্র-ছাত্রীদের ভর্তি ফি গ্রহণের নীতিমালা
৩২. অফিসে স্থায়ী ও অস্থায়ী সুইপার, ঝাড়ুদার ও ক্লিনারের পদ সংখ্যা এবং উক্ত পদসমূহে কর্মরতদের নামের তালিকা
৩৩. আদিবাসীদের সরকারী সহায়তা সংক্রান্ত তথ্য
৩৪. উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তার কার্যালয় থেকে প্রদত্ত সেবার নামের তালিকা

৩৫. সুন্দরবন আদিবাসী মুন্ডা সংস্থার মোট সঞ্চয় ও এলাকা ভিত্তিক সঞ্চয়ের পরিমাণ
৩৬. সুন্দরবন আদিবাসী মুন্ডা সংস্থা সরকারী বরাদ্দ প্রদান সংক্রান্ত তথ্য
৩৭. মুন্ডাদের নিয়ে সুন্দরবন আদিবাসী মুন্ডা সংস্থার পরিচালিত জরিপ কপি
৩৮. যশোর শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত কলেজে ছাত্র-ছাত্রীদের ভর্তি ফিস গ্রহণের নীতিমালা
৩৯. নির্যাতিতা নারীদের সেবা প্রদান সংক্রান্ত তথ্য
৪০. উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয়ে কে কোন দায়িত্ব পালন করছে তার তথ্য
৪১. স্কুলের শিক্ষক কর্মচারীদের বেতন ও আনুষাঙ্গিক সুযোগ প্রদানের তথ্য
৪২. ইউনিয়নের রাস্তা সংস্কার বাজেট সংক্রান্ত তথ্য
৪৩. পল্লী এলাকায় গ্রাহকদের বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদান ও সরবরাহের নিয়মাবলী
৪৪. উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তার কার্যালয় থেকে যুবকদের প্রশিক্ষণ প্রদানের নিয়মাবলী ও কতজনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে তার নামের তালিকার কপি

৪. ৪ কোন কোন এলাকায় রিইবের তথ্য অধিকার প্রকল্পের এনিমেটররা প্রশিক্ষক হিসাবে কাজ করেছে

রিইব গত একবছর ধরে তথ্য অধিকার আইন নিয়ে যে কাজ করেছে এবং এই বিষয়ে এনিমেটরদের দক্ষ করে গড়ে তুলেছে তার অত্যন্ত ইতিবাচক প্রভাব দেখা যায় এলাকায় যখন কিনা এইসব এনিমেটরদেরকে জনগোষ্ঠীর অন্য সদস্যরা ডেকে নিয়ে যায় অন্যত্র প্রশিক্ষণ দেবার জন্য। এই অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হয়েছে রবিদাস সম্প্রদায়ের এনিমেটর মুন্না দাস ও ঋষি সম্প্রদায়ের এনিমেটর অসীম কুমার দাস। এলাকার মানুষ ছাড়াও দূরের লোকজন খুঁজে খুঁজে তাদের ঠিকানা বের করে তাদের কাছে আসছে তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে জানতে এবং প্রশিক্ষণ পেতে। এসবই তাদের জন্যে অনন্য অভিজ্ঞতা। তারা কখনই ভাবেনি যে, এভাবে তারা জনগণের কাছে সম্মানিত হবেন। তবে অন্যান্য এনিমেটররা ব্যক্তিগতভাবে এলাকায় নিজেদের কমিউনিটি ও কমিউনিটির বাইরের বিভিন্ন লোকজনকে তথ্য অধিকার আইন ও তার প্রয়োগের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বুঝিয়েছেন। এনিমেটর মুন্না দাস ও অসীম কুমার দাস -এর বিভিন্ন স্থানে প্রশিক্ষণ প্রদান সংক্রান্ত বিবরণ সংক্ষেপে তুলে ধরা হয়েছে সংযুক্তি -৯ এ।

৫. প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অভিজ্ঞতা বিনিময়

৫. ১ তথ্য অধিকার আইন প্রসারে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মধ্যে অভিজ্ঞতা বিনিময়

প্রকল্পে "পিপল টু পিপল এক্সচেঞ্জ ভিজিট" ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ কর্মকান্ড। এটি ছিল প্রকল্পের এক এলাকার এনিমেটরের কাজের সঙ্গে অন্য এলাকার কাজের পরিচিতিকরণ। এই অভিজ্ঞতা বিনিময় কার্যক্রমের মূল উদ্দেশ্য প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মধ্যেকার সংহতি দৃঢ়করণ এবং অন্যের অভিজ্ঞতা শেয়ারের মাধ্যমে শেখা। সেই প্রেক্ষিতে ২৩-২৫ অক্টোবর ২০১০ তারিখে রিইবের আরটিআই প্রকল্পের এনিমেটরদের অংশগ্রহণে নীলফামারী জেলার সৈয়দপুর উপজেলার কুন্ডল গ্রামে রবিদাস সম্প্রদায়ের এনিমেটর মুন্না দাসের দলের সদস্যদের সঙ্গে অন্যান্য এনিমেটরের অভিজ্ঞতা ও মতবিনিময়ে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। এই আলোচনায় প্রকল্পের এনিমেটর অসীম কুমার দাস, মো: সউদ খান, রোশনী রাণী বিশ্বাস, অজয় বিশ্বাস, মনোজ বিশ্বাস, পরিমল মুন্ডা ও মুন্না দাস, কোঅর্ডিনেটর সুরাইয়া বেগম এবং ফিল্ড কোঅর্ডিনেটর উৎপল কান্তি খীসাসহ এলাকার লোকজন অংশগ্রহণ করেন। পরিচয় পর্ব শেষে এনিমেটর মুন্না দাস তথ্য অধিকার আইন প্রয়োগের অভিজ্ঞতা প্রসঙ্গে উল্লেখ করেন, জানুয়ারী মাসে ঢাকায় রিইবের প্রশিক্ষণ গ্রহণ শেষে এলাকায় "রবিদাস সংঘ"-এর মাধ্যমে দল গঠন করে কাজ করা শুরু করেন। সেখানে সকলের আলোচনার ভিত্তিতে সমস্যা চিহ্নিত করে বিভিন্ন সরকারি অফিসে তথ্য আবেদন করা হয়। তথ্য আবেদনের মাধ্যমে আইনটির বিভিন্ন খুটিনাটি দিকগুলো আয়ত্তে আসে। বিভিন্ন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হয়, সফলতার স্বাদও আসে। ক্রমে আত্মবিশ্বাসের জায়গাটা দৃঢ় হয়। আর এক্ষেত্রে রিইব এর ক্যাপাসিটি বিল্ডিং প্রশিক্ষণ, গাইড বই সহজপাঠ, বিভিন্ন প্রকাশনা এবং নিয়মিত দিক নির্দেশনামূলক সহায়তা বড় ভূমিকা রাখে। এ পর্যন্ত ৪০টি বিষয়ে তথ্য আবেদন করা হয়েছে। আলোচনায় আরো আসে যে, তথ্য আবেদনের ক্ষেত্রে ফলোআপ করা খুবই জরুরী, আর তথ্য আবেদনের সাথে সম্পৃক্ত না হলে এই আইনকে যথাযথভাবে জানা সম্ভব নয়। এরপর রবিদাস সম্প্রদায়ের মিঠুন দাস, গীতা রাণী দাস, ববিতা রাণী দাস ও মানিক দাসসহ আরো অনেকেই নিজেদের অভিজ্ঞতা তুলে ধরেন এবং বাইরে থেকে আগত এনিমেটরদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেন। এমনকি নিজেরাও বাইরে থেকে আগত অন্যান্য সম্প্রদায়ের এনিমেটরদের তথ্য অধিকার আইন প্রয়োগের অভিজ্ঞতা, কমিউনিটি ভিত্তিক বিদ্যমান সমস্যা ও তা সমাধানে করণীয় সম্পর্কে বিভিন্ন প্রশ্নের মাধ্যমে বিস্তারিত জেনে নেন। উলেখ্য যে, অভিজ্ঞতা বিনিময় সভার শেষ পর্যায়ে সকলে মিলে ইস্যু চিহ্নিতকরণের মাধ্যমে উপজেলা ভূমি অফিসের সংশিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার কাছে খাস জমির তথ্য চেয়ে আবেদনপত্র জমা দেয়া হয়।

৫. ২ তথ্য অধিকার মেলা

"তথ্য অধিকার আইন ২০০৯" সম্পর্কে দেশব্যাপী জনগণের মধ্যে ব্যাপক প্রচার ও প্রসারের লক্ষ্যে প্রকল্প থেকে উদ্যোগ নেওয়া হয় একটি প্রচারমেলা অনুষ্ঠানের। ২৪ অক্টোবর ২০১০ তারিখে নীলফামারী জেলার সৈয়দপুর পৌরসভার "সৈয়দপুর প্লাজা" মার্কেট প্রাঙ্গনে দিনব্যাপী "তথ্য অধিকার

মেলা" অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। উক্ত মেলায় রিইবের পরিচালক ড. মো: কোরবান আলী, সুরাইয়া বেগম, স্থানীয় উন্নয়ন সংস্থা "সেবা"র পরিচালক দীপেন্দ্র নাথ সরকার, উৎপল কান্তি খীসা, এনিমেটরবৃন্দ, সাংবাদিক, সুশীল সমাজ প্রতিনিধি, মানবাধিকার কর্মী ও এনজিও কর্মী, স্থানীয় রবিদাস সম্প্রদায়ের জনগণসহ এলাকার সর্বস্তরের পেশা ও শ্রেণীর ব্যক্তিবর্গ অংশগ্রহণ করেন। মেলা আয়োজনের জন্যে মার্কেট কর্তৃপক্ষ এবং প্রশাসনের কাছ থেকে যথাযথ অনুমোদন আগে থেকেই নেওয়া হয়।

অনুষ্ঠানের শুরুতেই প্রকল্প সমন্বয়কারী সুরাইয়া বেগম তার সূচনা বক্তব্য প্রদানের মাধ্যমে সারা দিনব্যাপী অনুষ্ঠিত মেলায় আগত বিভিন্ন স্তরের পেশা ও শ্রেণীর জনগণকে "তথ্য অধিকার আইন ২০০৯" সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ধারণা দেন। বাংলাদেশ ও ভারতের তথ্য অধিকার আন্দোলনের বিভিন্ন অডিও, ভিডিও গান ও নাটক প্রদর্শন করা হয়। মেলায় আগতদের অনেকেই প্রদর্শিত ব্যানার, পোস্টার ও ফেস্টুন দেখে আকৃষ্ট হন এবং রিইবের প্রকাশিত তথ্য অধিকার আইনের সহজ পাঠ, ব্রোশিউর, তথ্য অধিকার বার্তা ও আবেদনের নমুনা কপি সংগ্রহ করেন। আর যারা তাৎক্ষনিকভাবে তথ্য আবেদন করতে আগ্রহ প্রকাশ করেন তাদেরকে রিইবের তথ্য অধিকার কর্মীগণ আবেদনপত্র লিখতে সহায়তা করেন এবং তা কোথায়, কিভাবে প্রদান করতে হবে ইত্যাদি বিষয়ে বিস্তারিত পরামর্শ প্রদান করেন। উল্লেখ্য যে, উক্ত মেলায় বিভিন্ন পেশা ও শ্রেণীর প্রায় ২৫ জনের অধিক ব্যক্তি তথ্য আবেদন লিখতে রিইবের তথ্য কর্মীদের সহায়তা নেন। পরবর্তীতে মেলা থেকে যারা বিভিন্ন লিটারেচার সংগ্রহ করেছিলেন তারা সেসব পাঠ করে এই বিষয়ে আরও জানার জন্যে স্থানীয় এনিমেটর মুন্না দাসের সাথে যোগাযোগ করেছিলেন তাদের মাঝে প্রশিক্ষণ দেবার জন্যে।

৫.৩ স্থানীয় সেমিনারের মাধ্যমে তথ্য অধিকার আইন বান্ধব এলাকা সৃষ্টি এবং স্থানীয় সরকারী প্রশাসনের সাথে ডায়ালগের সূচনা

রিসার্চ ইনিশিয়েটিভস্, বাংলাদেশ (রিইব) জার্মানীর রোসা লাক্সেম্বার্গ স্টিফটুং এর সহায়তায় তথ্য অধিকার আইন বিষয়ক যে প্রকল্প পরিচালনা করছে তার বিভিন্ন কার্যক্রমের মধ্যে একটি অন্যতম কাজ হচ্ছে স্থানীয় সেমিনার করা। এর উদ্দেশ্য তথ্য অধিকার কার্যক্রমের ডিমান্ড সাইড তথা জনগণ এবং সাপ্লাই সাইড তথা কর্তৃপক্ষের মধ্যে একটা সংযোগসূত্র স্থাপন করা। বিশেষ করে প্রান্তিক জনগোষ্ঠী যাদের বিভিন্ন সরকারি এবং বেসরকারি অফিসের কর্তৃপক্ষের কাছে যাবার প্রবেশাধিকার সংকুচিত – সেই ক্ষেত্রটাকে আরও প্রসারিত করা। প্রশাসনের মূখ্য ব্যক্তিদের সাথে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সদস্য যারা তথ্য অধিকার নিয়ে কাজ করছেন তাদেরকে পরিচিত করানো এই কাজের একটা উদ্দেশ্য, একই সাথে এলাকায় সাংবাদিক, নাগরিক সমাজ ও জনগোষ্ঠীর মধ্যে রিইব-এর কাজকে জানানো, ছড়িয়ে দেয়া। তথ্য আদান প্রদান প্রক্রিয়ায় সকল পক্ষের মধ্যে যাতে সংহতি স্থাপিত হয়, সেজন্য "বাংলাদেশে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর তথ্য অধিকার আইন প্রয়োগে অভিজ্ঞতা" শিরোনামে রিইব গবেষণাকৃত পাঁচটি এলাকায় (লৌহজং, তালা, শ্যামনগর, কুষ্টিয়া ও সৈয়দপুর) পার্টনার সংগঠনের সাথে যৌথভাবে স্থানীয় সেমিনার করার উদ্যোগ গ্রহণ করে।

৫.৩.১. সেমিনার-এক : উপজেলা প্রশাসন মিলনায়তন, লৌহজং, মুন্সিগঞ্জ, ১২ অক্টোবর ২০১০

স্থানীয় বেদে জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত উক্ত সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন লৌহজং উপজেলার নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব কাজী মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান কবির।

সভাপতিত্ব করেন রিইবের পরিচালক ড. মো: কোরবান আলী। রিইবের তথ্য অধিকার প্রকল্পের সমন্বয়কারী সুরাইয়া বেগম-এর সঞ্চালনায় উক্ত সেমিনারে লৌহজং উপজেলার বিভিন্ন সরকারী কর্মকর্তা, জনপ্রতিনিধি, এনজিও ব্যক্তিত্ব ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ অংশগ্রহণ করেন।

অনুষ্ঠানের শুরুতে অংশগ্রহণকারীদের পরিচয় পবের্র পর রিইব, রোসা লাক্সেমবার্গ এবং আরটিআই প্রকল্পের কার্যক্রম সম্পর্কে সুরাইয়া বেগম সূচনা বক্তব্যে বলেন, বাংলাদেশে সরকার ২০০৯ সালে যে "তথ্য অধিকার আইন" পাশ করেছে সে সম্পর্কে এখানকার সরকারী কর্মকর্তাদের অবগত করা এবং এলাকায় তথ্য আবেদন প্রক্রিয়ার সাথে সম্পৃক্ত বেদে জনগোষ্ঠীর সাথে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ হিসেবে সরকারী কর্মকর্তাদের সরাসরি পরিচয় করিয়ে দেয়া এই সেমিনারের মূল উদ্দেশ্য। তথ্য আইন প্রণয়নের প্রায় দেড় বছর অতিক্রান্ত হলেও অনেক সরকারী কর্মকর্তা আইনটি সম্পর্কে অবগত নন। ফলে আইনটি সম্পর্কে না জানার কারণে নাগরিকদের তথ্য পাওয়ার অধিকার লাভের ক্ষেত্রে সংশিষ্ট সরকারী অফিসের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ তথ্য প্রদানে যথাযথ সহযোগিতা করতে সক্ষম হন না। অথচ এই আইনে সরকারী কর্মকর্তাদের তথ্য প্রদান বাধ্যতামূলক।

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব কাজী মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান কবির স্থানীয় বেদে জনগোষ্ঠী সম্পর্কে জানার ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ করে নিজেই এক পর্যায়ে সেমিনারে সঞ্চালকের ভূমিকা গ্রহণ করেন। ফলে সেমিনার এক পর্যায়ে ডায়ালগে পরিণত হয়। তিনি সরাসরি বেদেদের কাছ থেকেই তাদের সমস্যার কথা জানতে চান। সঠিক চিত্র পাবার জন্য তিনি স্থানীয় রিইব এনিমেটর মো: সউদ খানকে এড়িয়ে অন্যদের কাছে জানতে চান তাদের সমস্যা এবং তথ্য পাবার অধিকারের ক্ষেত্রে বাধার দিকগুলো সম্পর্কে, কখনো উপজেলা পর্যায়ে সরকারী অফিসে তারা গিয়েছেন কিনা। এক্ষেত্রে উল্লেখ করার মত বিষয় হচ্ছে যে, রিইব এনিমেটর ছাড়াও সাধারণ বেদে জনগোষ্ঠীর সদস্যরা সাবলীলভাবে তথ্য পাবার ক্ষেত্রে সমস্যাগুলো তুলে ধরেন। বেদে মো: আসমাউল সর্দার বলেন, "বহুবার এসেছি, তথ্য আবেদনও করেছি, কিন্তু এখনো পর্যন্ত আমাকে কোন তথ্য প্রদান করা হয়নি। তথ্য নিতে গেলে আজ না, কাল দেবো, কাল এলে আবার বলা হয় পরশু দেবো- এভাবেই আমাদেরকে ঘোরানো হয়।" বেদে মো: ইমদাদুল বলেন, "আমি উপজেলা ভূমি অফিসে খাস জমি নিয়ে আবেদন করেছি, এরই মধ্যে ৭ টি আবেদন করেছি। সংশিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদনের রিসিভ কপি বার বার চাওয়া হলেও আমাকে কোন রিসিভ কপি দেওয়া হয়নি। আর তথ্য আবেদন করতে গেলে সব সময় বলে, দিয়ে যান, আমরা ইউএনও স্যারকে দিয়ে দেব। সবশেষে ভূমি অফিসে আবেদন করেছি। কিন্তু এখনো পর্যন্ত কোন তথ্য পাইনি। মো: সউদ খান বলেন, ভূমি অফিস, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার অফিসসহ বিভিন্ন অফিসে এ পর্যন্ত ২৩ টি আবেদন করেছি। কিন্তু কোন অফিস থেকে আমাদেরকে কোন তথ্য প্রদান করা হয়নি। তাই সংশ্লিষ্ট অফিসের ঊর্ধ্বতন আপীল কর্তৃপক্ষের কাছে আপীলও করেছি।" উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা সেমিনারে উপস্থিত সকলকে আশ্বস্ত করে বলেন, এখন থেকে কোন আবেদন করলে অবশ্যই জবাব দেওয়া হবে। সরকার সব সময় আন্তরিক। তবে শুধু তথ্য জানলে চলবে না, সকল সুযোগ-সুবিধা পাওয়ার জন্য অবশ্যই এগিয়ে আসতে হবে। সরকারের সেফটিনেট কর্মসূচীর সুবিধা পেতে গেলে অবশ্যই আমাদের কাছে আসতে হবে, আবেদন জানাতে হবে।

সবশেষে সভাপতি ড. মো: কোরবান আলী বলেন, যে উদ্দেশ্য নিয়ে আজকের এই সেমিনারের আয়োজন সেটা সফল হয়েছে। কারণ এখান থেকে একটা ইতিবাচক পরিবেশ সূচিত

হয়েছে। তথ্য অধিকার আইনের উদ্দেশ্য হচ্ছে সরকারের কাজে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহীতা প্রতিষ্ঠা করা। তাই শুধু তথ্য পেলে চলবে না, সেটা কেন্দ্রিক যে সমস্যা রয়েছে তা সমাধান করার জন্যও সকলকে এগিয়ে আসতে হবে। রিইব এখানে একটা অনুঘটক হিসাবে কাজ করছে। সেমিনারের উল্লেখযোগ্য দিক ছিল :

- মুলধারার জনগোষ্ঠীর পূর্বধারণাকে চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন করেছে বেদেদের উপস্থিতি, তাদের সুশীল অবয়ব, ব্যবসার মত পেশায় সংযুক্তি এবং যুক্তিপূর্ণ সাহসী উপস্থাপন।
- বেদেরা যে আইন প্রয়োগ করে তথ্য আবেদন, আপীল, অভিযোগ করতে পারে এটা প্রশাসনকে বিস্মিত করেছে।
- সেমিনারে দুইপক্ষ পরস্পর মুখোমখি বসে খোলামেলা আলোচনা করেছে সমস্যা নিয়ে।
- সরকারি কর্তৃপক্ষ অর্থাৎ সাপ্লাই সাইডের দুর্বলতা ছিল লক্ষণীয়। তারা কোন প্রশিক্ষণ পায়নি, আইনের কপি পায়নি। আইনকে তারা প্রথম স্বচক্ষে দেখে রিইব প্রকাশিত গাইড বই 'তথ্য আইনের সহজপাঠ' দেখে। এমনকি সরকারি নিয়োগপ্রাপ্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাও জানান যে, আইনটি আগে দেখেননি এবং জানেন না সঠিকভাবে।
- উপজেলার সমাজসেবা কর্মকর্তা প্রকাশ্যে ঘোষণা দেন যে, সরকারের সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচীর "একটি বাড়ি একটি খামার" প্রকল্পে বেদে জনগোষ্ঠীর ১৯ জনের নাম তালিকাভুক্ত করা হয়েছে।

৫.৩.২ সেমিনার-দুই: উপজেলা প্রশাসন মিলনায়তন, সৈয়দপুর, নীলফামারী, ২৪ অক্টোবর ২০১০

সৈয়দপুরে রিইব শাখা অফিসের সহায়তায় এবং স্থানীয় রবিদাস জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণে সৈয়দপুর উপজেলায় অনুষ্ঠিত সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সৈয়দপুর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান জনাব ওবায়দুর রহমান, বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা সাবিনা আলম, সৈয়দপুর প্রেসক্লাবের সভাপতি ও সাংবাদিক জনাব আমিনুল হক। সভাপতিত্ব করেন রিইব পরিচালক ড. মো: কোরবান আলী, সঞ্চালনায় প্রকল্পের সমন্বয়কারী সুরাইয়া বেগম। সেমিনারে উপজেলার বিভিন্ন সরকারী কর্মকর্তা, জনপ্রতিনিধি, এনজিও ব্যক্তিত্ব ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গসহ রিইবের তথ্য অধিকার প্রকল্পের এনিমেটরগণ অংশগ্রহণ করেন।

এই সেমিনারের মূল উল্লেখযোগ্য দিক হলো প্রশাসনকে প্রথমেই জানিয়ে দেওয়া যে, তথ্য অধিকার আইনের প্রয়োগ শুধু সৈয়দপুরের রবিদাস সম্প্রদায়েই নয় রিইবের উদ্যোগে আরও অন্যান্য প্রান্তিক গোষ্ঠীতেও হচ্ছে এবং বিভিন্ন অভিজ্ঞতার দ্বারা সমৃদ্ধ হচ্ছে। সেই অভিজ্ঞতা শেয়ার করাও জরুরী। তাই সূচনা বক্তব্যের পরপরই পাঁচটি জনগোষ্ঠী থেকে এক একজন প্রতিনিধি তাদের অভিজ্ঞতার কথা বলেন। তারা উল্লেখ করেন তাদের চ্যালেঞ্জের কথা, সফলতার কথা। কুষ্টিয়ার রোশনী রানী বর্ণনা করেন মেয়রের অফিসে তথ্য আবেদন করার পর মেয়র তাকে অফিসে ডেকে কী ধরনের আচরণ করেছেন। প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সদস্য এবং একজন নারী হিসাবে কীভাবে অবহেলা আর অসম্মানের শিকার হয়েছেন। অসীম দাস, মনোজ বিশ্বাস, পরিমল মুন্ডা এবং মুন্না দাসসহ সকলেই এখানে সুনির্দিষ্ট বক্তব্য তুলে ধরেন। মুন্না দাস বর্ণনা করেন কীভাবে তিনি সরকারি অফিসে তথ্য অধিকার আইনের মাধ্যমে গ্রহণযোগ্যতা সৃষ্টি করেছেন এবং রবিদাস সম্প্রদায় সরকারি সেবামূলক কর্মসূচীর সুফল পেয়েছেন। তাদের যুক্তিপূর্ণ এবং গোছালো উপস্থাপনা স্থানীয় নাগরিক সমাজ এবং সরকারি কর্মকর্তাদের চমৎকৃত করে।

সরকারি কর্মকর্তারা স্বীকার করেন যে, তারা আগে এই আইন সম্পর্কে জানতেন না, এখন জানেন এবং মনে করেন যে,সরকারি কর্মকর্তাদের এই আইনটি সম্পর্কে আরও ভালভাবে জানা দরকার। তারা অঙ্গীকার করেন যে, শুধু রবিদাস নয়, যে কোন ব্যক্তিই তাদের কাছে তথ্য আবেদন করলে তারা সহযোগিতা করবেন। তবে ভালো ব্যবহার করতে হবে এবং যুক্তিসঙ্গত ও প্রয়োজনীয় তথ্য চাইতে হবে। এই প্রসঙ্গে প্রেসক্লাবের সভাপতি সাংবাদিক আমিনুল হক বলেন, 'ভালো ব্যবহার' কথাটি আপেক্ষিক। আর ভালো ব্যবহার করলে তথ্য দেওয়া যাবে, না হলে নয় - এরকম শর্ত আইনের অন্তর্ভুক্ত নয়। এছাড়া কোন ব্যক্তির কি তথ্য প্রয়োজন এটা সরকারি কর্মকর্তারা নির্ধারণ করতে পারেন না, এটা ব্যক্তির অধিকার। তথ্য আইন এই অধিকার দিয়েছে ব্যক্তিকে।

সৈয়দপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা সাবিনা আলম বলেন, এই আইনের সফল বাস্তবায়নের জন্য শিক্ষিত হওয়া খুবই জরুরী। কারণ শিক্ষা না থাকলে এর প্রয়োগ অসম্ভব। তিনি জানান ইউনিয়ন ও উপজেলা পর্যায়ে সরকারীভাবে ইনফরমেশন সেন্টার করা হচ্ছে। সেখানে তথ্য ডিসক্লোজড করার কাজ এগিয়ে নেয়া হচ্ছে। আর তখনই এ বিষয়ে তথ্য না দেওয়ার প্রশ্ন আসতে পারে যদি তাতে কিছু অস্বচ্ছতা থাকে। তবে কোন কাজ করতে গেলে প্রথম প্রথম একটু বাধা আসে, এক্ষেত্রেও তাই আসছে। তিনি ঘোষণা দেন যে, উপজেলা অফিসের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হচ্ছেন এসি (ল্যান্ড)। প্রধান অতিথি সৈয়দপুর উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান জনাব ওবায়দুর রহমান এর মতে, আমাদের দেশে একটা আইন হয়েছে, এটা সকলকে মান্য করতে হবে। এজন্য আইনটা জানতে, বুঝতে হবে। সরকারী কর্মকর্তাদের জবাবদিহীতা কেবল উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে নয়, জনগণের কাছেও। এই লক্ষ্যেই তথ্য অধিকার আইন হয়েছে। এর মাধ্যমে দেশ দুর্নীতিমুক্ত হবে, স্বচ্ছতা প্রতিষ্ঠা হবে এটাই হচ্ছে মূল কথা ।

৫.৩.৩ সেমিনার -তিনঃ তালা উপজেলা, সাতক্ষীরা, অভিজ্ঞতা বিনিময় : ১০ নভেম্বর ২০১০

তালা উপজেলায় স্থানীয় সংগঠন 'পরিত্রাণ' ১০ নভেম্বর ২০১০ তারিখে এবং ১১ নভেম্বর ২০১০ শ্যামনগর উপজেলায় সংগঠন 'ইনিশিয়েটিভ ফর রাইট ভিউ'-র সঙ্গে যৌথভাবে স্থানীয় সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। দুটি স্থানেই উপজেলা নির্বাহী অফিসার, উপজেলা চেয়ারম্যানসহ গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। রিইব নির্বাহী পরিচালক ড. মেঘনা গুহঠাকুরতা, সুরাইয়া বেগম এবং প্রকল্পের অন্যান্যরা যেমন, তালা উপজেলায় সহযোগী সংগঠন পরিত্রাণের নির্বাহী পরিচালক মিলন দাস সহ এনিমেটর অসীম দাস ও ঋষি সম্প্রদায়ের জনগোষ্ঠী উপস্থিত ছিলেন। মিলন দাসের বক্তব্যের পর ড. মেঘনা গুহঠাকুরতা প্রকল্প কার্যক্রমের অভিজ্ঞতা তুলে ধরে বলেন, ইতিমধ্যে তথ্য অধিকার আইন প্রণয়নের প্রায় দেড় বছর অতিক্রান্ত হলেও অনেকে এখনো তা জানেন না। এমনকি অধিকাংশ সরকারী কর্মকর্তা আইনটি সম্পর্কে অবগত নন। ফলে আইনটি সম্পর্কে না জানার কারণে নাগরিকদের তথ্য পাওয়ার অধিকার লাভের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সরকারী অফিসের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ তথ্য প্রদানে কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় সহযোগিতা করছে না। তাই রিইব মনে করে, এই আইনটিকে সফল করার জন্য ডিমান্ড সাইড এবং সাপ্লাই সাইড-এর ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ তথ্য আদানপ্রদান প্রক্রিয়ায় এই উভয় পক্ষের মধ্যে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক রয়েছে। তালা উপজেলা নির্বাহী অফিসার সকলকে নিশ্চিত করেন যে, পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী তাদের অফিসে নির্ভয়ে প্রবেশ করতে পারবে। তিনি চেষ্টা করবেন তথ্য প্রদান করতে ।

৫.৩.৪ সেমিনার-চার : শ্যামনগর উপজেলা মিলনায়তন, সাতক্ষীরাঃ ১১ নভেম্বর ২০১০

শ্যামনগরে অনুষ্ঠিত সেমিনারে উপস্থিত ছিলেন উপজিলা নির্বাহী কর্মকর্তাসহ সরকারি বেসরকারি সংগঠন, রিইব কর্মকর্তা এবং তথ্যকর্মীবৃন্দ। সেমিনারের শুরুতে আদিবাসী মুন্ডা জনগোষ্ঠীর

অংশগ্রহণে আরটিআই তথ্যের মাধ্যমে একটি নাটক অনুষ্ঠিত হয়। আইআরভির পরিচালক মেরিনা পারভীন সেমিনারে আগত অতিথিদের পরিচিতি প্রদানের মাধ্যমে স্বাগত বক্তব্য তুলে ধরেন। এরপর সুরাইয়া বেগম রিইবের কার্যক্রমের প্রেক্ষাপট সংক্ষেপে উল্লেখ করে আরটিআই প্রকল্প সম্পর্কে সেমিনারে আগতদের মধ্যে ধারণা দেন। তিনি বলেন, রিইব এদেশের দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে ২০০২ সাল থেকে কাজ করছে। তারই অংশ হিসেবে ২০১০ সালে বাংলাদেশের বেদে, মুন্ডা, রবিদাস, ঋষি ও হরিজন এই পাঁচটি প্রান্তিক জনগোষ্ঠী নিয়ে তথ্য অধিকার আইন প্রয়োগের কাজটি করে যাচ্ছে। আর সেই লক্ষ্যেই এই সেমিনারের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে জনগণ এবং সরকারী লোকজনের মধ্যে পরিচিতি ঘটানোর মাধ্যমে একটা সুসম্পর্ক গড়ে তোলা। কারণ এ আইনটিকে ব্যবহার করতে গেলে সরকারী কর্তৃপক্ষের কাছে নাগরিকদের তথ্য আবেদন করতে হয়। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মধ্যে সরকারী অফিসে যাওয়ার ক্ষেত্রে সব সময় একটা ভয় কাজ করে থাকে। সেক্ষেত্রে তারা যাতে আর ভয় না পায় এবং সরকারী কর্তৃপক্ষ যাতে আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে অর্পিত দায়িত্ব পালন করে তার জন্য এই সেমিনারের আয়োজন করা হয়েছে।

সেমিনারে রিইবের আরটিআই প্রকল্পের এনিমেটরগণ তথ্য অধিকার আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে প্রান্তিক জনগোষ্ঠির বিভিন্ন ইতিবাচক ও নেতিবাচক অভিজ্ঞতা তুলে ধরেন। উন্মুক্ত আলোচনায় আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে বিদ্যমান সমস্যা ও সমাধানে করণীয় সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার মাধ্যমে এই ধরনের একশনধর্মী কাজের জন্য রিইবের ভূয়সী প্রশংসা করা হয়। বলা হয় এদেশের অনেক জাতিগোষ্ঠির অধিকারহীনতা এবং অধিকার বঞ্চিত হওয়ার আত্মযন্ত্রনা দেখা গেছে আগে কিন্তু এখন যুগের পরিবর্তন হয়েছে। তথ্য অধিকার আইন পাশ হয়েছে। এটা নিয়ে রিইব বর্তমানে যেভাবে কাজ করছে তা সকলের জন্য অনুপ্রেরণার উৎস হিসেবে কাজ করবে। আশা করা যায় ভবিষ্যতে অনেকেই এই আইন প্রয়োগে এগিয়ে আসবে। মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে আজকের যে বাংলাদেশ তা অনেক সময় বিভিন্নভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। যদি মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত শক্তি অনুভব করা যায় তাহলে তথ্য অধিকার আইনটিকেও বুঝা যাবে। প্রধান অতিথি উপজেলা নির্বাহী অফিসার জনাব শাব্বির আহমেদ সরকারের প্রকল্প 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' নামে একটা অনুষ্ঠানের পরে সেমিনারে আসেন। তিনি ঢালাও মন্তব্য করেন যে, "এই তথ্য আইন দিয়ে কিছুই হবে না। যদি না জনগণের মানসিকতার পরিবর্তন না হয়।" তিনি আরো বলেন, আইনের প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে তথ্যের অবাধ প্রবাহ নিশ্চিত করা। কর্তৃপক্ষের কাজের স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করা। কিন্তু শুধু আইন করলে হবে না। একে ছড়িয়ে দেয়া দরকার। কারণ অফিসে এসে তথ্য জানাওতো সবার জন্য সহজসাধ্য বিষয় নয়। তাই এটার সফল বাস্তবায়ন করার জন্য অবশ্যই জনবল, লজিস্টিক সাপোর্ট দেয়া দরকার। তিনি মনে করেন, এই আইন সবার মধ্যে দায়বদ্ধতা এনে দেওয়ার ক্ষেত্রে একটা বড় ধরনের পদক্ষেপ।

রিইব-এর নির্বাহী পরিচালক ড. মেঘনা গুহঠাকুরতা সকলকে আহবান জানিয়ে বলেন, সরকার এবং এনজিওদের কাজের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠা করার ক্ষেত্রে তথ্য অধিকার আইন খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। এ লক্ষ্যে রিইব এদেশের পাঁচটি প্রান্তিক জনগোষ্ঠি নিয়ে প্রাথমিকভাবে এই প্রকল্প শুরু করছে। তবে শুধু প্রান্তিক জনগোষ্ঠিকে দিয়ে খুব বেশি সফলতা অর্জন করা যাবে না। এজন্যে সকলকে এগিয়ে আসতে হবে। আলোচনা শেষে আবারো মুন্ডা সাংস্কৃতিক দলের সদস্যরা আদিবাসী গান পরিবেশন করেন।

৫.৩.৫ সেমিনার - পাঁচ : জেলা পরিষদ মিলনায়তন, কুষ্টিয়া সদর : ০৮ ডিসেম্বর ২০১০
কুষ্টিয়ার জেলা পরিষদ মিলনায়তনে স্থানীয় সংগঠন 'ফেয়ার'-এর সাথে যৌথ উদ্যোগে ০৮ ডিসেম্বর ২০১০ তারিখে সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। রিইব চেয়ারম্যান ড. শামসুল বারির সভাপতিত্বে সেমিনারে কুষ্টিয়া জেলা পরিষদের কর্মকর্তা ড. মো. মহিউদ্দিন, এড. বদরুদ্দোজ্জা গামা, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক জনাব ফজলুল রহমান, জেলা তথ্য কর্মকর্তা জনাব মো. তৌহিদুজ্জামান প্রমুখ আলোচনা করেন। স্বাগত বক্তব্য দেন সংগঠন 'ফেয়ার' এর পরিচালক দেওয়ান আকতারুজ্জামান। এছাড়া স্থানীয় হরিজন সম্প্রদায়সহ এলাকার জনপ্রতিনিধি, সাংবাদিক, এনজিও ও মানবাধিকার কর্মী এবং গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ সেমিনারে অংশগ্রহণ করেন।

রিইবের চেয়ারম্যান ড. শামসুল বারি সেমিনারে আগত সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে বলেন, এই আইনের দু'টো দিক হচ্ছে একদিকে সরকারের কাজের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠা করা এবং অন্যদিকে নিজেদের তথ্য জানার অধিকার প্রতিষ্ঠা করা। এজন্যে কর্তৃপক্ষের কাছে তথ্য আবেদন প্রদানের মাধ্যমে ডিমান্ড তৈরী করতে হবে। ডিমান্ড তৈরী না হলে সাপ্লাই সাইড কখনো কাজ করবে না। কারণ কর্তৃপক্ষ কখনো নিজ থেকে জনগণকে তথ্য সরবরাহ করবে না। আর জনগণই তথ্য জানার প্রেক্ষিতে কর্তৃপক্ষের দুর্নীতি বন্ধ করা এবং এর মাধ্যমে সরকারী কাজের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহীতা প্রতিষ্ঠা করতে পারে।

সকল স্থানীয় সেমিনারে অংশগ্রহণকারীদের এলাকা ভিত্তিক পেশাগত পরিচিতির ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে, মোট ২২৯ জন অংশগ্রহণ করেছেন। এর মধ্যে ছাত্র ২৩, গৃহিণী ৪৪, ব্যবসায়ী ৪, শিক্ষক ৯, দর্জি ১, মুচি ৫, কৃষক ২, চাকুরীজীবি ৩, সাংবাদিক ১২, এনজিও প্রতিনিধি ৫৩, সরকারী কর্মকর্তা ২৮, জনপ্রতিনিধি ১০ এবং অন্যান্য ৩৫ জন।

৬. প্রকল্পের মাঠ পর্যবেক্ষণ

৬. ১ প্রকল্পের ফিল্ড মনিটরিং

তথ্য অধিকার আইন প্রকল্প কার্যক্রম বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সাধারণত যে সকল পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে মনিটরিং করা হয়েছে, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে প্রকল্পের এনিমেটরদের মাঠ কার্যক্রম পরিচালনা, তথ্য সংরক্ষণ ও মাসিক প্রতিবেদন প্রদান সর্ম্পকে রিইব কর্তৃপক্ষ কিছু নির্দেশনা প্রদান করে। এখানে সেসব তুলে ধরা হল:

নির্দেশনাবলী:

১. RTI আবেদনপত্র সংরক্ষণ বিষয়ক তথ্যের ফরম সঠিকভাবে পুরণ করা। ফলোআপ এর তারিখ, আবেদন পত্রের জবাব প্রাপ্তির তারিখসহ সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো লিপিবদ্ধ করা।

২. নিয়মিত মাসিক প্রতিবেদন প্রদান করা। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে পার্টনারের মাধ্যমে প্রতিবেদন প্রদান করা।

৩. প্রত্যেক গ্রুপের সাথে সপ্তাহে ১ বার করে দলীয় মিটিং করা । মিটিং-এর সামগ্রিক বিবরণ প্রতিবেদনের সাথে সংযুক্ত করা।

৪. আবেদনপত্র যত বেশি সম্ভব প্রদান করা। গণগবেষণা দলের সকল সদস্যসহ কমিউনিটির লোকজনকে আবেদনপত্র প্রদানের জন্য নিয়মিত উৎসাহিত করা।

৫. তথ্য আবেদনের ফলোআপ নিয়মিতভাবে করা। ইতিমধ্যে প্রদত্ত সকল আবেদনের সময়মত আপীল এবং অভিযোগ করা। এক্ষেত্রে যে কোন ধরনের সমস্যা উদ্ভূত হলে তা যত দ্রুত সম্ভব প্রকল্পের সংশ্লিষ্ট কর্মীদের (রিইব ও সহযোগী সংগঠন) জানানো।

৬. তথ্য আবেদনের ক্ষেত্রে প্রত্যেক ঘটনা/অভিজ্ঞতা বিস্তারিতভাবে লিপিবদ্ধকরণ সাপেক্ষে নিজের কাছে/সহযোগী পার্টনার অফিসে সংরক্ষণ ও রিইবকে পাঠানো।

- মাসিক প্রতিবেদন প্রত্যেক মাসের ৫ তারিখের মধ্যে প্রেরণ করা। মাসিক প্রতিবেদনে থাকতে হবে - মাসের নাম, কমিউনিটির নাম, এলাকার নাম ও প্রতিবেদন প্রদানকারীর নাম ও তারিখ

মূল প্রতিবেদন

- ভূমিকা
- নির্ধারিত মাসে কি কি কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে তার বিস্তাারিত বিবরণ পয়েন্ট আকারে উল্লেখ করতে হবে। যেমন-
    - সাপ্তাহিক সভা, সিদ্ধান্তবলী ও ফলোআপ সম্পর্কে বর্ণনা
    - তথ্য প্রাপ্তির আবেদনপত্র প্রদান ও ফলোআপ সম্পর্কে বর্ণনা
    - তথ্য আবেদন ও ফলোআপের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ঘটনার বর্ণনা
    - তথ্য সংরক্ষণ প্রক্রিয়ার বর্ণনা

- সুফল/অর্জন (পয়েন্ট আকারে উল্লেখ করতে হবে, যেমন ১, ২, ৩ প্রভৃতি)
    - তথ্য অধিকার আইন ও নাগরিক অধিকার সম্পর্কে দল ও জনগণের সচেতনতা বৃদ্ধি সর্ম্পকে সুফল
    - তথ্য আবেদন সংখ্যা, আবেদনের বিষয় ও আবেদনকারীর সংখ্যা
    - তথ্য প্রাপ্তির পরিমাণ ও হার সর্ম্পকে ধারণা প্রদান
    - সরকারী সুবিধা লাভের ধরন ও পরিমাণ সর্ম্পকে ধারণা প্রদান
    - আবেদনকারীদের সাথে সরকারী কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ব্যবহারের ধরন ও অফিসের পরিবেশ সম্পর্কে ধারণা প্রদান
    - নারী-পুরুষের অংশগ্রহণ ও সর্ম্পকের মানোন্নয়ন সর্ম্পকে ধারণা প্রদান।
- সমস্যাবলী (পয়েন্ট আকারে উল্লেখ করতে হবে, যেমন ১, ২, ৩ প্রভৃতি)
- সমস্যাবলী দুরীকরণে কি কৌশল অবলম্বন করা উচিত (পয়েন্ট আকারে উল্লেখ করতে হবে, যেমন ১, ২, ৩ প্রভৃতি)
- উপসংহার

প্রতিবেদনের সাথে যে সকল বিষয় সংযুক্ত করা আবশ্যক

- মিটিং-এর সামগ্রিক প্রক্রিয়ার বিবরণ (যেমন ভূমিকা, আলোচনায় উপস্থিতি/অংশগ্রহণকারীদের নামের তালিকা ও স্বাক্ষর, আলোচ্য সূচী, আলোচ্য সূচী কেন্দ্রিক বিস্তারিত আলোচনা, সিদ্ধান্তবলী প্রভৃতি)
- তথ্য আবেদনপত্রের সংরক্ষণ, ফরম এর পুরণকৃত কপি
- মাসিক তথ্য প্রাপ্তির আবেদন পত্র, আপীল ও অভিযোগপত্রের কপি
- তথ্য আবেদন সংক্রান্ত ঘটনা/অভিজ্ঞতার বিবরণ বা কেসস্টাডি (যেমন অভিজ্ঞতা/কেসস্টাডি -১, অভিজ্ঞতা/কেসস্টাডি -২ ইত্যাদি ঘটনার বিবরণ পৃথকভাবে উল্লেখ করা।

অন্যান্য

১. ফিল্ড ভিজিট এর মাধ্যমে সরাসরি মাঠ কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ, তদারকিকরণ এবং নির্দেশনা প্রদান
২. প্রকল্পের এনিমেটর, স্থানীয় পার্টনার ও গ্রুপের সদস্যদের সাথে নিয়মিত সাপ্তাহিক টেলিফোনিক আলোচনা
৩. এনিমেটরদের প্রদত্ত মাসিক প্রতিবেদন মূল্যায়ণ ও তার ভিত্তিতে নির্দেশনা প্রদান
৪. এনিমেটরদের সাথে মাসিক মূল্যায়ণ সভা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে নির্দেশনা প্রদান
৫. রিইবের সকল স্টাফদের সাথে নিয়মিত আলোচনা সভা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে গৃহীত সিদ্ধান্তের আলোকে মাঠ পর্যায়ে নির্দেশনা প্রদান।

৬.২ কমিউনিটি ভিত্তিক এনিমেটরদের মিটিং বিবরণী

এনিমেটরদের দায়িত্ব ছিল মাসে ন্যূনতম দুটি মিটিং করার। তারা চেষ্টা করেছে সেই নিয়ম অনুযায়ী কাজ করার। তবে মাঝে মাঝে অবস্থাভেদে কম বেশি হয়েছে। প্রকল্পের মেয়াদ

জানুয়ারী থেকে শুরু হলেও এনিমেটরগণ ফিল্ডে কাজ শুরু করেছেন ফেব্রুয়ারী থেকে। তাদের মিটিং বিবরণী নীচে তুলে ধরা হল।

নীচের সারণীতে দেখা যাচ্ছে যে, আগস্ট মাসে বেদে ও হরিজন সম্প্রদায়ের মধ্যে কোন মাসিক মিটিং হয়নি। উক্ত সময়ে বেদে কমিউনিটিতে কোন মিটিং না হওয়ার প্রধান কারণ হচ্ছে-

- পেশাগত কারণে গণগবেষণা দলের অগ্রণী সদস্যদের এলাকার বাইরে অবস্থান করা।
- কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে আবেদনের কোন জবাব না পাওয়াজনিত কারণে অন্যান্য সদস্যদের মধ্যে হতাশাবোধ সৃষ্টি। যদিও বর্তমানে এই অবস্থা আর নেই।
- এনিমেটর সুমন কুমার বাঁশফোর - এর নতুন চাকুরীতে যোগদান করার কারণে কুষ্টিয়ার হরিজন কমিউনিটিতে মিটিং সংগঠিতকরণের ক্ষেত্রে সমস্যা দেখা দেয়। তাই উক্ত সময়ে সেখানে কোন মিটিং হয়নি।

সারণী- চার প্রকল্পের মেয়াদকালীণ সময়ে সম্প্রদায়ভিত্তিক গণগবেষণা দলের সভা সংক্রান্ত তথ্যের তালিকা

মাস	সম্প্রদায় ভিত্তিক গণগবেষণা দলের অনুষ্ঠিত সভার তথ্য বিবরণী, ২০১০					**মোট**
	বেদে	**রবিদাস**	**হরিজন**	**মুন্ডা**	**ঋষি**	
জানুয়ারী	-	-	-	-	-	-
ফেব্রুয়ারী	১	১	১	১	১	৫
মার্চ	১	২	২	১	৫	১১
এপ্রিল	১	২	২	১	৪	১০
মে	১	২	২	১	৫	১১
জুন	১	২	২	১	৪	১০
জুলাই	২	২	১	২	৪	১১
আগস্ট	-	২	-	২	৫	৯
সেপ্টেম্বর	১	২	১	১	৪	৯
অক্টোবর	১	২	২	২	৪	১১
নভেম্বর	২	২	২	১	৫	১২
ডিসেম্বর*	১	১	১	১	৩	৭
মোট	১২	২০	১৬	১৪	৪২	১০৬

৭. সেমিনার ও প্রচারনা

যে কোন কাজ করা এবং কাজ করার মধ্যে দিয়ে যে অর্জন তার প্রকাশ জরুরী। আর তথ্য অধিকার আইনের প্রচার এবং প্রসার দুই-ই জরুরী, কেননা এই আইনটি যতবেশি মানুষ জানবে এবং জানার মাধ্যমে প্রয়োগ করবে ততই তা জনগণের পক্ষে যাবে। সেই লক্ষ্যে রিইব এই প্রকল্পে সেমিনার, প্রকাশনা এবং এর বিস্তৃতির প্রতি গুরুত্ব দিয়েছে।

৭. ১. রিইব-এর জাতীয় সেমিনার : বাংলাদেশের গণমাধ্যমে রিইব-এর তথ্য অধিকার প্রকল্প

৩০ মে ২০১০ তারিখে রিসার্চ ইনিশিয়েটিভস, বাংলাদেশ (রিইব) এর উদ্যোগে জাতীয় প্রেস ক্লাবের ভিআইপি লাইঞ্জে "বাংলাদেশে তথ্য অধিকার আইন প্রয়োগে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অভিজ্ঞতা" শিরোনামে জাতীয় সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রধান তথ্য কমিশনার মো: জমির এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে অংশ গ্রহণ করেন তথ্য কমিশনার জনাব মো: আবু তাহের এবং ড: সাদেকা হালিম। আরও ছিলেন কমনওয়েলথ হিউম্যান রাইটস ইনিশিয়েটিভ-এর সোহিনী পাল ও ভারতের গুজরাটের তথ্য অধিকার কর্মী আসলামভাই। সেমিনারে উপস্থাপকের দায়িত্ব পালন করেন রিইব-এর নির্বাহী পরিচালক ড: মেঘনা গুহঠাকুরতা এবং সঞ্চালকের দায়িত্ব পালন করেন রিইব চেয়ারম্যান ড: শামসুল বারি। রিইব যে পাঁচটি প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মধ্যে তথ্য অধিকার নিয়ে কাজ করছে সে সম্পর্কে মূল বক্তব্য উপস্থাপন করেন প্রকল্পের সমন্বয়ক সুরাইয়া বেগম। তাঁর বক্তব্যে উঠে আসে যে, তথ্য অধিকার আইন কাজ শুরুর আগে সাধারণ মানুষ এই আইন জানত না। বিভিন্ন ধাপে ধাপে আলোচনার মাধ্যমে এবং আবেদনপত্র লেখানোর মাধ্যমে আইনটিকে জনগণের কাছে সহজবোধ্য করা হয়। এরপর তারা নিজেরাই নিজেদের সমস্যার সঙ্গে আইনটিকে সম্পৃক্ত করতে শিখে যায়। কিছু কিছু ক্ষেত্রে তারা সফলতা পাবার পর আইনটি আরও জনপ্রিয় হয়ে ওঠে তাদের মাঝে এবং চর্চা বৃদ্ধি পায়।

সঞ্চালকের দায়িত্বে রিইব চেয়ারম্যান ড: শামসুল বারি বলেন, ঔপনিবেশিক আমল শেষ হবার পর থেকে স্বাধীন বাংলাদেশে আজ পর্যন্ত যত আইন তৈরী হয়েছে তার মধ্যে তথ্য অধিকার আইনই রাষ্ট্র পরিচালনায় জনগণের ক্ষমতা স্থাপনে, সরকারের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহীতা প্রতিষ্ঠায় এবং দূর্নীতিরোধে সবচেয়ে শক্তিশালী হাতিয়ার। সেমিনারে পরবর্তীতে মুন্ডা জনগোষ্ঠীর পক্ষ হতে পরিমল কুমার (মুন্ডা), মো: সউদ খান (বেদে), মুন্না দাস (রবিদাস), সুমন বাঁশফোর (হরিজন) এবং অসীম দাস (ঋষি) তথ্য অধিকার আইনের আওতায় বিভিন্ন সরকারী অফিসে তথ্য চাইতে গিয়ে যে অভিজ্ঞতা হয়েছে তা বর্ণনা করেন। কমনওয়েলথ হিউম্যান রাইটস ইনিশিয়েটিভ-এর সোহিনী পাল ভারতের অভিজ্ঞতা প্রসঙ্গে তুলে ধরেন যে, ভারতে ২০০৫ সনে তথ্য অধিকার আইন পাশ হয়েছে এবং এ পর্যন্ত প্রায় ৩০ লক্ষ আবেদন করা হয়েছে তথ্য জানার জন্য। বাংলাদেশে এক বছর আগে আইনটি পাশ হয়েছে কিন্তু যেভাবে প্রচার ও প্রসার হওয়া উচিত ছিল তা হয়নি। তথ্য কমিশন, সরকার এবং এনজিও সকলেরই আইনটি প্রয়োগের ক্ষেত্রে যৌথভাবে কাজ করা উচিত। গুজরাটের তথ্য অধিকার কর্মী আসলাম ভাই-এর মতে তথ্য জানা সবার অধিকার। স্থানীয় পর্যায়ে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মধ্যে তথ্য অধিকার কর্মী তৈরীর উপর তিনি গুরুত্ব দেন। কমিশনার ড: সাদেকা হালিম বলেন, জনগণই প্রজাতন্ত্রের মালিক। তাদের তথ্য

চাওয়া এবং পাওয়ার অধিকার রয়েছে। কমিশনার মো: আবু তাহের বলেন, প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অভিজ্ঞতা থেকে যেটা বেরিয়ে এসেছে তা হলো: তথ্য পেতে কষ্ট হয়েছে ঠিকই, তবে শেষ পর্যন্ত তারা তথ্য পেয়েছেন। সরকারী কর্মকর্তারাও পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাওয়াতে নিজেদেরকে পরিবর্তন করছেন। এটা সময়ের ব্যাপার। প্রধান তথ্য কমিশনারের মতে, বাংলাদেশের সক্ষমতা রয়েছে কিন্তু সম্পদের অপ্রতুলতা রয়েছে, তবে জানালা দরজা খুলে দেওয়া হয়েছে। তথ্য আইন বলবৎ হয়েছে, আগে যেটা অর্ডিন্যান্স ছিল। এই আইনের কিছু দুর্বলতা আছে। প্রাইভেট সেক্টর, মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানীগুলোকে এর আওতাভুক্ত করা হয়নি। সরকারী-বেসরকারী সকল প্রতিষ্ঠানকেই সম্পৃক্ত হতে হবে এই আইন বাস্তবায়নের জন্য। তথ্য আইন প্রয়োগের মাধ্যমে সরকারী কাজে স্বচ্ছতা আনা ও সরকারের জবাবদিহীতা প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে জনগণের ভূমিকার কথা এবং এ ধরনের আরো অনুষ্ঠান হওয়া প্রয়োজন বলে তিনি মন্তব্য করেন।

উক্ত সেমিনারে বিভিন্ন ইলেক্ট্রনিক্স এবং প্রিন্ট মিডিয়ার কর্মীরা অংশগ্রহণ করেন। ফলে সেমিনারের বিষয়টি বিভিন্ন মিডিয়ায় যথেষ্ট গুরুত্বসহকারে প্রকাশিত হয়। যে সব মিডিয়ায় গুরুত্বসহকারে প্রকাশিত হয়েছে তার মধ্যে অন্যতম ডেইলী স্টার, ইত্তেফাক, সমকাল, জনকণ্ঠ ইত্যাদি। ডেইলী স্টার পত্রিকার শিরোনাম ছিল "RTI can help eradicate poverty"। তাতে লেখা হয়, "The Right to Information (RTI) Act can be utilised to eradicate poverty along with curbing corruption in the country" । দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকার শিরোনাম ছিল "তথ্য অধিকার আইন জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠায় শক্তিশালী হাতিয়ার"। আরো লেখা হয়, "ঔপনিবেশিক আমল শেষ হবার পর থেকে স্বাধীন বাংলাদেশে আজ পর্যন্ত যত আইন তৈরী হয়েছে তার মধ্যে তথ্য অধিকার আইনই রাষ্ট্র পরিচালনায় জনগণের ক্ষমতা স্থাপনে, সরকারের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠায় এবং সর্বোপরি দুর্নীতিরোধে সবচেয়ে শক্তিশালী হাতিয়ার"। দৈনিক সমকাল পত্রিকার শিরোনাম ছিল "বেসরকারী প্রতিষ্ঠানকেও তথ্য অধিকার আইনের আওতায় আনা প্রয়োজন"। এখানে প্রধান তথ্য কমিশনার-এর মন্তব্যের আলোকে লেখা হয়, "তথ্য অধিকার আইনের আওতায় এনজিওদের আওতাভুক্ত করা হলেও প্রাইভেট সেক্টর এবং বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে রাখা হয়নি। এ কারণে তথ্য অধিকার আইন পুরোপরি কার্যকর হচ্ছে না। বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়, ইংরেজি মাধ্যমের কিছু স্কুল প্রতিবছর উন্নয়ন ফির নামে একেক শিক্ষার্থীর কাছ থেকে লাখ লাখ টাকা আদায় করে নেয়। কিন্তু এ টাকা কোন খাতে ব্যয় হচ্ছে, তা জানার অধিকার কোনো অভিভাবকের নেই। তাই প্রাইভেট খাতকেও এ আইনের আওতায় আনতে হবে"।

তথ্য অধিকার আইনকে আরও পরিচিত করার উদ্দেশ্য নিয়ে রিইব এই প্রকল্পের সহযোগী সংস্থাদের সাথে নিয়ে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে স্থানীয় সেমিনারের আয়োজন করে। তার মধ্যে বেদে সম্প্রদায়ের অংশগ্রহণে লৌহজং উপজেলায় ১২ অক্টোবর ২০১০, রবিদাস সম্প্রদায়ের অংশগ্রহণে সৈয়দপুর উপজেলায় ২৪ অক্টোবর ২০১০, ঋষি সম্প্রদায়ের অংশগ্রহণে তালা উপজেলায় ১০ নভেম্বর ২০১০, মুন্ডা সম্প্রদায়ের অংশগ্রহণে শ্যামনগর উপজেলায় ১১ নভেম্বর ২০১০ এবং হরিজন সম্প্রদায়ের অংশগ্রহণে কুষ্টিয়া জেলায় ৮ ডিসেম্বর ২০১০ তারিখে সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। উল্লেখিত সেমিনারের মধ্যে লৌহজং-এ অনুষ্ঠিত সেমিনার ব্যতীত সবগুলোর খবর স্থানীয় পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। যেমন সৈয়দপুরে অনুষ্ঠিত সেমিনারের খবর পরের দিন "আজকালের খবর" পত্রিকায়, তালা ও শ্যামনগরে অনুষ্ঠিত সেমিনারের খবর "দৃষ্টিপাত" পত্রিকায় এবং কুষ্টিয়ায় অনুষ্ঠিত সেমিনারের সংবাদ 'দিনের খবর', 'সময়ের কাগজ', 'আন্দোলনের বাজার' ও 'দৈনিক বজ্রপাত' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। উল্লেখ্য যে, লৌহজং ব্যতীত

সব ক'টি সেমিনারে জাতীয় দৈনিক পত্রিকার স্থানীয় প্রতিনিধিসহ ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। বলাবাহুল্য যে, তথ্য অধিকার আইনের সফল প্রয়োগের ক্ষেত্রে মিডিয়ার ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । কারণ মিডিয়া তথ্য অধিকার আইন ও তার প্রয়োগ সম্পর্কে নিয়মিত সংবাদ পরিবেশনের মাধ্যমে জনগণসহ সংশ্লিষ্ট সকলের সচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে। তবে এখনও পর্যন্ত তথ্য অধিকার আইন ব্যবহারের ক্ষেত্রে মিডিয়া কর্মীদের সচেতনতা এবং আগ্রহ যথেষ্ট পরিমাণে আশাব্যঞ্জক নয়।

৭.২ দারিদ্র্য বিমোচনে তথ্য অধিকার আইন : তথ্য অধিকার আইনের সহজপাঠ

রিইব কাজ করতে গিয়ে অনুধাবন করে যে, তথ্য অধিকার আইন লিখিত হয়েছে মূলত আইনী পরিভাষার সাহায্যে যা সাধারণ মানুষের জন্য সহজবোধ্য নয়। অথচ সাধারণ মানুষ এই আইন প্রয়োগ করতে না পারলে আইনের মূল উদ্দেশ্যই ব্যহত হবে। তাই কি করে এই আইন সাধারণ মানুষের বোধ্য করে তোলা যায় সেই ভাবনা থেকেই তথ্য আইনের সহজপাঠ বইটি লেখা হয়। এখানে সেটি সংক্ষিপ্তাকারে তুলে ধরা হল।

জনগণের জানার অধিকার নিয়ে বাংলাদেশে ২০০৯ সালের ০১ জুলাই তথ্য অধিকার আইন কার্যকর হয়েছে। মানবাধিকার সংস্থা এবং গণমাধ্যমের দীর্ঘদিনের দাবীর ফসল ছিল এটি যা কিনা দেশের সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সহায়ক হবে বলে মনে করা হয়। এই আইন মূলত যেসকল তথ্য আগে গোপনীয়তার বেড়াজালে জনগণের নাগালের বাইরে ছিল তাকে জনগণের জন্য সহজলভ্য করার শর্তে করা হয়েছে। এই আইনের মূল বৈশিষ্ট্য এটি সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের জবাবদিহিতা এবং স্বচ্ছতাকে নিশ্চিত করবে। এই আইনে নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে যে, প্রত্যেক সরকারী, বেসরকারী অফিসে একটি তথ্য প্রদান ইউনিট থাকবে এবং একজন ব্যক্তি তথ্য কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্বপ্রাপ্ত হবেন, যিনি আবেদন পাবার ২০ কার্যদিবসের মধ্যে জনগণকে তথ্য প্রদান করবেন। এই তথ্য অধিকার আইনটির কার্যকারিতা একমাত্র জনগণই এর ব্যবহারের মাধ্যমে নিশ্চিত করতে পারে। দারিদ্র্য বিমোচনে তথ্য অধিকার আইন কীভাবে সহায়ক শক্তি হতে পারে সে লক্ষ্যে রিইব কাজ করে যাচ্ছে। রিইব প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর (নৃতাত্ত্বিক, ধর্মীয়, শ্রেণী ও সাংস্কৃতিক) সাথে গত ২০০২ সাল থেকে কাজ করে যাচ্ছে। এইসব প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সদস্যরা সুবিচার, অধিকার এবং সমাজের সকল স্তরে সমভাবে অংশগ্রহণের অধিকার চায়। দেশের সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠী যাতে সদ্য প্রণীত তথ্য অধিকার আইন প্রয়োগ করে নিজেদের অধিকার স্থাপন ও অবস্থার পরিবর্তন এবং সামাজিক ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করতে পারে সেটাই রিইব-এর এই প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য। (বিস্তারিত জানার জন্যে দ্রষ্টব্য সংযুক্তি নং - ৬)

৭.৩ পাক্ষিক নিউজলেটার

এই প্রকল্পের আওতায় এক বছরে অর্থাৎ ২০১০ সালে "তথ্য অধিকার বার্তা" নামে প্রতি দুই মাস অন্তর মোট ৬টি নিউজলেটার (প্রতিটি সংখ্যা ২০০০ কপি করে) প্রকাশিত হয়েছে। এসব বন্টণ করা হয়েছে এভাবে : ঢাকা এবং বিভিন্ন জেলার পাবলিক লাইব্রেরীতে, এনিমেটরের এলাকার মানুষের মাঝে বিতরণের জন্যে, দেশের প্রতিষ্ঠিত ৬ টি দৈনিক পত্রিকার (দৈনিক জনকণ্ঠ, প্রথম আলো, ইত্তেফাক, কালের কণ্ঠ, The daily Star ও The New Age) ঢাকা অফিস এবং জেলার প্রেসক্লাবে স্থানীয় সংবাদদাতাদের নামে বিভিন্ন সংবাদপত্রের সম্পাদকদের পাঠানো হয়েছে, এনিমেটরদের এলাকার সুশীল সমাজে, বিভিন্ন মিটিং, এবং কর্মশালায় বিতরণ করা হয়েছে। এটি যদিও কেন্দ্রীয় রিইব অফিস থেকে প্রকাশিত হয় তবুও এর বিষয়বস্তু ও তথ্যাদি স্থানীয় এনিমেটর ও জনগণের মাধ্যমে সংযোজিত হয়েছে। কিছু কিছু তথ্য রিইব থেকেও দেয়া

হয়েছে। এই তথ্য বার্তা মূলত নীতিনির্ধারক, এনজিও, তথ্যকর্মী ও সাধারণ জনগণের উদ্দেশ্যে রচিত হয়েছে। এসব নিউজলেটারে অন্তর্ভূক্ত হয়েছে প্রকল্পের সকল কার্যক্রম এবং এর আওতায় বিভিন্ন ঘটনাবলী যেমন ওয়ার্কশপ, সেমিনার, প্রশিক্ষণ, সফর এবং প্রকল্পের আউটপুট ইত্যাদি। আরও রয়েছে তথ্য অধিকার আইন সংক্রান্ত তথ্যাবলী। রিইব-এর সহায়তায় তথ্য আবেদনের চিত্র এবং তথ্য অধিকার আইনের প্রয়োগের অভিজ্ঞতা অর্জন ও চ্যালেঞ্জসমূহের বর্ণনা। সরকারী মহলে আবেদন পত্রের প্রতিক্রিয়ার কথাও অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। তথ্য অধিকার বার্তায় এই সকল কর্মকান্ডের সচিত্র প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে। এই তথ্য বার্তা তথ্য অধিকার নিয়ে যারা কাজ করছেন তাদের কাজে লাগছে বলে এনিমেটরগণ জানিয়েছেন। এছাড়া এই নিউজলেটার দ্বারা সাধারণ মানুষ বেশ প্রভাবিত হয়েছে এবং আইনটি সম্বন্ধে আগ্রহী হয়েছে বলেও জানা গেছে।

৭.৪ সরকারি সেবামূলক কর্মসূচী ও কর্তৃপক্ষের তালিকা বিষয়ক পুস্তিকা

"তথ্য অধিকার আইন প্রয়োগের মাধ্যমে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সামাজিক ন্যায়বিচার অর্জন ও ক্ষমতায়ন" প্রকল্পের উদ্দেশ্য দেশের সুবিধাবঞ্চিত প্রান্তিক জনগোষ্ঠী তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ প্রয়োগ করে যাতে নিজেদের অধিকার স্থাপন ও অবস্থার পরিবর্তন করে দারিদ্র্য দূর করতে পারে। এই লক্ষ্যে তথ্য অধিকার আইনের কার্যকারিতা তখনই সম্ভব হবে যখন কি না জনগণ এই আইনটিকে ব্যবহার করে নিজেদের জীবনে কাজে লাগাতে পারে। এক্ষেত্রে সুবিধাবঞ্চিত জনগণ এই আইন প্রয়োগ করে সরকারের যত সামাজিক সুরক্ষামূলক কর্মসূচী বিদ্যমান আছে তার পূর্ণাঙ্গ সুফল পেতে পারে। কেননা অতীত অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে যে, যথার্থ তথ্যের অভাবেই সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠী তাদের জন্য বরাদ্দ সরকারী কর্মসূচীর সুফল পেতে সক্ষম হয়নি। তথ্য অধিকার আইনের অধীন সকল সরকারি বেসরকারি কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদনপত্র লিখে তথ্য পাওয়া সম্ভব, যে তথ্য কাজে লাগিয়ে তারা সুফল পেতে পারে।

বাস্তব অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে যে, প্রান্তিক জনগোষ্ঠী এমনকি মূলধারার জনগোষ্ঠীও সঠিকভাবে জানে না যে, এইসব সরকারি স্কীম পাবার জন্য কার কাছে, কোথায় আবেদন করতে হবে এবং কোন নিয়মাবলীর ভিত্তিতে তারা সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচীর সুবিধা পেতে পারে। সাধারণ জনগণের কাছে এইসব তথ্যের চাহিদা অপরিসীম। রিইব সেটা অনুধাবন করে সিদ্ধান্ত নেয় যে, তথ্য অধিকার আইন কার্যকর করার জন্য সরকারি সেফটিনেট কর্মসূচী সম্পর্কে তথ্য প্রদান জরুরী। তাই এক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালনের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের নীতিমালার ভিত্তিতে "তথ্য অধিকার আইন প্রয়োগের মাধ্যমে দারিদ্র্য দূরীকরণ ও ক্ষমতায়ন ঃ সরকারি সেবামূলক কর্মসূচী ও কর্তৃপক্ষের তালিকা" বইটি প্রথম প্রকাশ করে ২০১০ সালে। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, আবেদনকারীকে প্রথম যেখানে তথ্য আবেদন করতে হবে সেই কর্তৃপক্ষের নাম এবং আপীল কর্তৃপক্ষের নাম বইতে সংযুক্ত করা হয়েছে। বইটির পান্ডুলিপি তৈরী করেছেন রিইব-এর 'তথ্য অধিকার টিম'-এর সুরাইয়া বেগম ও উৎপল কান্তি খীসা।

বইটি প্রকাশিত হবার সাথে সাথেই যেসব সংগঠন জনগণের অধিকার নিয়ে কাজ করে তাদের অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বিশেষ করে যেসব বেসরকারী সংস্থা গ্রামাঞ্চলে উন্নয়নের কাজ করে থাকে তারা আগ্রহী হয়েছে বইটি কিনতে। ফলে প্রথম সংস্করণ দ্রুত শেষ হয়ে যায়। বইটির চাহিদা প্রমাণ করে যে, সাধারণ মানুষের কাছে তাদের প্রয়োজনীয় তথ্য কতটা দূর্লভ। বইটির চাহিদার প্রেক্ষিতে পরবর্তীতে দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করা হয়। বইটির একটি পৃষ্ঠা নমুনা হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে সংযুক্তি-১০ এ।

৮. হাতে কলমে তথ্য অধিকার আইন

তথ্য অধিকার আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে প্রধান দিক হচ্ছে এই আইনটিকে ব্যাপকভাবে জনগণের মাঝে ছড়িয়ে দেয়া। আর এর জন্যে দরকার আইনটিকে সরাসরি নিজেদের জীবনে প্রয়োগ করা - শুধু তাত্ত্বিকভাবে নয়, ব্যবহারিকভাবে। এজন্যে হাতে কলমে তথ্য অধিকার আইনকে প্রয়োগ করা হয়েছিল এই প্রকল্পে বিভিন্ন কর্মশালার মাধ্যমে। এখানে এই আইনকে অনুধাবন করা এবং বাস্তবে প্রয়োগ করার বিভিন্ন পর্যায়সমূহকে বর্ণনা করা হল ।

১। উদ্দেশ্য - সাধারণ জনগণ কিভাবে তথ্য অধিকার আইনকে প্রয়োগ করতে পারে এবং তথ্য আহরণে স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে পারে তা শেখানো। সেই সাথে কোন তথ্য কিভাবে চাওয়া যায়, কার কাছে চাওয়া যায় এবং তথ্যকে কিভাবে কাজে লাগিয়ে দারিদ্র্য দূর করা যায় সেটাই অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতিতে হাতে কলমে শেখানো।

যা যা প্রয়োজন :

২। উদ্দিষ্ট জনগোষ্ঠী : বাংলাদেশের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীসহ সকল সাধারণ জনগণ

৩। অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা- ২৫-৩০ জন

৪। সময়কাল -ন্যূনতম ২ দিন

৫। স্থান - ৩০ জন গোল হয়ে বসার মত জায়গা

৬। উপকরণ : বোর্ড মার্কার, পোষ্টার পেপার, নাম কার্ড, লেখার প্যাড, কলম, ক্লিপবোর্ড বা দড়ি, স্কচ টেপ, তথ্য অধিকার আইনের কপি এবং রিইব প্রকাশিত তথ্য অধিকার আইনের সহজ পাঠ।

৭। এনিমেটর বা প্রশিক্ষক : ১ জন, সহকারি : ১ জন

দলগঠন : প্রাপ্তবয়স্ক নারী-পুরুষ মিশ্র দল হতে হবে। শিক্ষিত হলে প্রশিক্ষণ লাভে সুবিধা হবে। এক জনগোষ্ঠীর হলে ভাল হবে কারণ তা সমস্বার্থসম্পন্ন গোষ্ঠী হিসেবে সমস্যা চিহ্নিতকরণে সহায়ক হবে।

প্রথমদিন : অধিবেশন - এক

আরম্ভ

দলের সকল সদস্য গোল হয়ে বসবে যাতে একে অপরের মুখ দেখতে পায় এবং কথা শুনতে পায়। সবার নাম কার্ডে বড় করে নাম লিখে বুকে আটকাতে হবে। এর ফলে অল্প সময়ের মধ্যেই সদস্যরা একে অপরের নাম চিনে নিতে পারবেন। এনিমেটর বা প্রশিক্ষক অংশগ্রহণকারীদের স্বাগত জানাবেন এবং পরিচিতি পর্ব শুরু হবে। এরপর এনিমেটর প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করবেন। (এক্ষেত্রে পোস্টার পেপারে উদ্দেশ্যগুলো বুলেট পয়েন্টে লিখে রাখা যেতে পারে।)

এনিমেটর/ প্রশিক্ষক বর্ণনা করবেন কিভাবে কর্মসূচী পরিচালনা করবেন, অধিবেশন কখন বসবে এবং কখন বিরতি, মাঠ পরিদর্শনের দিন ও ক্ষণ ইত্যাদি এবং সেখানে অন্য কারও পরামর্শ আছে কিনা। কর্মসূচী সকলে সমর্থন করলে তা পোষ্টার পেপার বা white board এ লিখতে বলবেন কাউকে। কর্মসূচীতে থাকবে সেশনের সময়কাল, বিরতিসমূহ, নিয়মাবলী যেমন -মোবাইল নীরব রাখা, সবাই একসাথে কথা না বলে হাত তুলে প্রশিক্ষকের বা মডারেটরের দৃষ্টি আকর্ষণ করা।

একজন যখন কথা বলবে অন্যরা শুনবেন, সবাইকে কথা বলার সুযোগ দান অর্থাৎ একটি গণতান্ত্রিক অংশগ্রহণ পদ্ধতির পরিবেশ বজায় রাখা ইত্যাদি ।

সমস্যা চিহ্নিতকরণ

এনিমেটর সবাইকে তার নিজের সমস্যা, এলাকার সমস্যা, গোষ্ঠীগত সমস্যা তুলে ধরার জন্য বলবেন এবং একজনকে দায়িত্ব দেবেন সমস্যাগুলো বোর্ডে লিখতে । সব সমস্যা চিহ্নিত হলে তার মধ্যে থেকে সকলের সম্মতিতে তিনটি সমস্যাকে অগ্রাধিকার দিয়ে চিহ্নিত করা হবে । সমস্যা চিহ্নিতকরণ এবং অগ্রাধিকার তালিকা তৈরী করা সময়সাপেক্ষ ব্যাপার এবং একটি পুরো সেশন এর জন্য প্রয়োজন । জনগোষ্ঠীর সমস্যা চিহ্নিতকরণ - এই পুরো বিষয়টি গণগবেষণা প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পরিচালিত হবে । (সংযুক্তি নং - ১১)

অধিবেশন - দুই

এই তিনটি সমস্যাকে কিভাবে তথ্য অধিকার আইনের সঙ্গে সম্পর্কিত করা যায় এনিমেটর/ প্রশিক্ষক তা পারস্পরিক প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে, interaction এর মাধ্যমে তুলে ধরবেন । এখানে পদ্ধতি হবে গণগবেষণা । অংশগ্রহণকারীরা গণগবেষণার মাধ্যমে তুলে ধরার চেষ্টা করবেন কিভাবে এই সকল সমস্যার সমাধান হতে পারে । সমস্যার সমাধানে বিভিন্ন পদ্ধতি থাকলেও তথ্য না জানার জন্য সমস্যাগুলো কিভাবে ঘনীভূত হয় এবং তথ্য জানা থাকলে কিভাবে তা সহজ হয়ে আসে এনিমেটর তা ব্যাখ্যা করবেন । এনিমেটর এখানে সঞ্চালকের ভূমিকা পালন করবেন । যেমন, ঋষি সমাজের সমস্যা হচ্ছে যে, ভিজিডি/ভিজিএফ কার্ড তাদের ইউনিয়নে অধিকাংশ জন পান না । অনেককে দেওয়া হয় কিন্তু কার্ড প্রতি তাদেরকে হাজার টাকার বেশি দিতে হয় । টাকা না দিলে কার্ড পাওয়া যায় না । তাদেরকে প্রশ্ন করা হয়েছিল যে, তারা জানেন কী না যে, কারা ভিজিডি/ভিজিএফ কার্ড পেতে পারেন ? এই কার্ড পাবার নিয়মাবলী কি? উত্তরে তারা জানিয়েছেন যে, তারা জানেন না । কীভাবে এই নিয়ম জানা যায় সেটা কি জানেন? সেটাও জানেন না । তারা শুধু জানেন যে, কার্ড পেতে হলে টাকা দিতে হবে, তবে অনেক সময় টাকা দিলেও কার্ড পাওয়া যায় না । তবে চেয়ারম্যানের আত্মীয়রা এবং তার চেনা জানা লোকজন পায় । কীভাবে একজন দুস্থ মহিলা কার্ড পেতে পারেন - এটা কখনও তারা চেয়ারম্যানের কাছে জানতে গিয়েছিলেন কী না প্রসঙ্গে একজন জানান যে, গিয়েছিলেন, কিন্তু চেয়ারম্যান তাকে বলেছেন যে, এগুলো সরকারি তথ্য, গোপন তথ্য, জানানো যাবে না । এই পর্যায়ে জানাতে হবে যে, এখন সরকারি তথ্য আর গোপন তথ্য নয় । বাংলাদেশে তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ প্রবর্তন হয়েছে ১ জুলাই ২০০৯ সালে ।

প্রাসঙ্গিকভাবে এখানেই আলোচনা করতে হবে যে, তথ্য অধিকার আইন কি, তথ্য কি এবং তথ্য কোথা থেকে পাওয়া যেতে পারে, কর্তৃপক্ষ কি ইত্যাদি বিষয় এবং সমস্যার সঙ্গে সংশ্লিস্ট তথ্য প্রদানকারী ইউনিট বা সংস্থা কোনটি, কতদিনের মধ্যে আইনটি পুরো ধাপ পর্যায়ক্রমে অতিক্রম করবে তার অনুশীলন করা । অংশগ্রহণকারীদেরকেই চিন্তা করতে বলা তাদের নিজেদের অভিজ্ঞতার আলোকে, তারা তাদের জীবনের বিভিন্ন ধরনের সমস্যার সমাধানে তথ্যের জন্য, খোঁজ খবরের জন্য কোথায় যায়, কার কাছে যায় ।

এই পর্বে তথ্য অধিকার আইনের সহজপাঠ বই-এর মাধ্যমে আইনকে বর্ণনা করা এবং আইনের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ধারাগুলোকে অংশগ্রহণকারীদের দ্বারা পাঠ করানো । বিশেষ করে তথ্য অধিকার আইনের প্রস্তাবনাটিকে ভালভাবে বোঝানো । কেন না এই প্রস্তাবনাতেই রয়েছে আইনের মূল বক্তব্য । এছাড়াও নিম্নোক্ত বিষয়ে আলোচনা করা জরুরী :

- তথ্য অধিকার আইন কী এবং কেন ?
- 'তথ্য' বলতে কী বোঝায় ?
- 'কর্তৃপক্ষ' বলতে কি বোঝায় ? তথ্য প্রদানে কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব কী ?
- দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কাকে বলে ?
- কোন ধরনের তথ্য জানতে চাওয়া যাবে না
- তথ্য পেতে হলে একজন নাগরিককে কী করতে হবে ?
- তথ্যপ্রাপ্তির আবেদনপত্র, আপীল আবেদন এবং অভিযোগপত্র কিভাবে লিখতে হয় ?
- দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কীভাবে তথ্য প্রদান করবেন ?
- অনুরোধকৃত তথ্য না পেলে কী করতে হবে ?
- তথ্য কমিশনের দায়িত্ব ও ক্ষমতা কী ?
- আপিলের রায় না পেলে বা তা সন্তোষজনক না হলে আবেদনকারীকে কী করতে হবে ?
- তথ্য অধিকার আইন প্রয়োগের উপকারিতা কী ?

এনিমেটর অংশগ্রহণকারীদের সাথে ডায়ালগের মাধ্যমে তুলে ধরবেন যে, কিভাবে বিভিন্ন সমস্যার সমাধানে তথ্য অধিকার আইন কাজ করতে পারে?

দ্বিতীয় দিন: অধিবেশন - তিন

সকালে একটি সমবেত সঙ্গীতের মাধ্যমে মনকে আনন্দোচ্ছল করে তোলা।

এরপর মডারেটর একজনকে গত দিনে যেসব বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে তার সার সংক্ষেপ করতে বলবেন। এর ফলে গতদিনের আলোচনা এবং বিষয়গুলো সবার মনের মধ্যে একবার ঝালাই হবে, সবার চিন্তার জায়গাটা স্পষ্ট হয়ে উঠবে এবং সমস্যা সমাধানে তথ্য অধিকার কিভাবে কাজ করে তা অনুধাবন করা যাবে।

এই পর্বে দেশ বিদেশের ২টি ভিডিও চিত্র প্রদর্শন করা যেতে পারে। যার মাধ্যমে গল্পের আকারে অংশগ্রহণকারীরা দেখতে পারে যে, তথ্য অধিকার কিভাবে দারিদ্র দূরীকরণে সহায়ক ভূমিকা পালন করে এবং সরকারী/বেসরকারি কর্মকর্তা তথা কর্তৃপক্ষকে দায়িত্ব পালনে দায়বদ্ধ করে থাকে। এই ভিডিও চিত্র দেখার পর অংশগ্রহণকারীদের কাছে জিজ্ঞেস করা যে কে কি বুঝল, সেখানে কারও বুঝার সমস্যা থাকলে তা আরও আলোচনার মাধ্যমে বুঝিয়ে দেওয়া। বিশেষ করে ব্যক্তির নিজের অবস্থান থেকে ভিডিও চিত্রের বিশ্লেষণ করাটা জরুরী। এই ভিডিও চিত্রের অনুসরণে তারা নিজেরা কি কি বিষয়ে তথ্য অধিকার আইন প্রয়োগ করতে পারে সে সম্পর্কে তাদের চিন্তা করতে উদ্বুদ্ধ করা।

অধিবেশন - চার : গ্রুপ ওয়ার্ক

এই অধিবেশনে অংশগ্রহণকারীদেরকে ৩-৪টি দলে ভাগ করে গ্রুপ গঠন করা। এরপর অংশগ্রহণকারীরা প্রথম অধিবেশনে যে সকল ইস্যু চিহ্নিত করেছিল তার থেকে প্রতি দলকে ১ টি ইস্যু বেছে নিয়ে নির্ধারিত ছকে তথ্য আবেদন করতে বলা হবে এবং বলা হবে প্রত্যেক গ্রুপ ভিন্ন ভিন্ন ইস্যুতে আবেদনপত্র লিখবে। আধা ঘন্টা সময় দেয়া হবে এজন্যে। পোস্টার পেপার এবং মার্কারের সাহায্যে এটা করা হবে। এর আগেই প্রশিক্ষক পোস্টার কাগজে আবেদনপত্রের ছক লিখে তা ক্লিপ বোর্ডে ঝুলিয়ে রাখবেন। সেই ছক দেখে অংশগ্রহণকারীরা তাদের ইস্যুভিত্তিক তথ্য আবেদনপত্র পুরণ করবেন।

এরপর প্রতিটি দল একে একে তাদের আবেদনপত্র উপস্থাপন করবে। এক একটি দলের উপস্থাপন শেষে অন্য দলের অংশগ্রহণকারীরা উপস্থাপিত আবেদনপত্রের উপর আলোচনা করবে এবং ভুল থাকলে তা সংশোধন করবে। বিভিন্ন মন্তব্যের মাধ্যমে আবেদনপত্রটিকে আরও পরিবর্তন সহ নির্ভুল করা যায় এর মাধ্যমে। এক্ষেত্রে অংশগ্রহণকারীদের যদি কোন প্রশ্ন থাকে তাহলে এনিমেটর/প্রশিক্ষক তার উত্তর দেবেন এবং দরকার হলে উদাহরণ সহকারে বুঝিয়ে দেবেন। এখানে বাংলাদেশ সহ বিভিন্ন দেশের কেস স্টাডি উল্লেখ করা যেতে পারে। (দ্রষ্টব্য - নবম অধ্যায়)

সকলের আবেদনপত্র উপস্থাপন শেষে এনিমেটর/প্রশিক্ষক মনে করিয়ে দেবেন যে, ২০ বা ৩০ কার্যদিবসের মধ্যে তথ্য না পেলে কি করা হবে। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে আপীল করা প্রয়োজন। এছাড়া অসম্পুর্ণ তথ্য দিলে, সঠিক সময়ে তথ্য না দিলে, হুমকি দিলে - প্রভৃতির জন্য আপীল করা যাবে, ক্ষেত্রবিশেষে অভিযোগ করা যাবে।। আপীলের মাধ্যমেও তথ্য না পেলে তথ্য কমিশনে অভিযোগপত্র দায়েরের মাধ্যমে তথ্য আবেদন প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হয়ে থাকে। এখানেই আপীল এবং অভিযোগ সম্পর্কে বিস্তৃত বর্ণনা করা প্রয়োজন।

এনিমেটর/প্রশিক্ষক উপস্থাপন করে দেখাবেন যে, যদি কেউ সশরীরে তথ্য আবেদনপত্র জমা দিতে যান কোন কর্তৃপক্ষের কাছে তাহলে আবেদনপত্র দুটি কপি নিয়ে যেতে হবে এবং একটি কপি রিসিভ করিয়ে নিতে হবে। রিসিভ কপিতে সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার স্বাক্ষর, নাম, পদবী, সিল এবং তারিখ থাকতে হবে। এই রিসিভ কপিটি যত্ন করে রেখে দিতে হবে কারণ ভবিষ্যতে আপীল করার সময় এর কপি সংযুক্ত করে দিতে হবে।

তথ্য আবেদনপত্র হাতে হাতে দেয়া যেতে পারে আবার রেজিস্ট্রি ডাকে কিংবা ফ্যাক্স বা ইমেইলের মাধ্যমেও কর্তৃপক্ষের নির্ধারিত কর্মকর্তার বরাবর পাঠানো যেতে পারে, অথবা অন্যের মাধ্যমেও আবেদনপত্র জমা দেয়া যেতে পারে। যদি কর্মকর্তার নাম না জানা থাকে সেক্ষেত্রে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও দপ্তরের নাম লিখেও আবেদন করা যেতে পারে। প্রশিক্ষক এ বিষয়গুলোকে অংশগ্রহণকারীদেরকে ভালোভাবে বুঝিয়ে বলবেন।

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ -এর বিধিমালা অনুযায়ী তথ্য প্রাপ্তির আবেদনপত্র, আপীল আবেদনপত্র এবং অভিযোগপত্রের নমুনা দেয়া হলো (সংযুক্তি - বিধিমালা -১২)। যা রিইব-এর বাস্তব কার্যক্রম থেকে উঠে এসেছে।

তথ্য আবেদনের ক্ষেত্রে যদি কোন ব্যক্তি নিজে না লিখতে পারে সেক্ষেত্রে আবেদনে সহায়তাকারীর নাম উল্লেখ করে তার সাহায্য নেয়া সম্ভব। এই সুযোগ বিধিমালায় প্রদান করা হয়েছে।

কর্তৃপক্ষ চিহ্নিত করা একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়া। সবাই মিলে এক্ষেত্রে আলোচনা করতে পারে। কর্তৃপক্ষের সাথে আচরণ কেমন হবে প্রসঙ্গে জানানো যে, তথ্য আবেদনপত্র প্রদানের সময় খারাপ ব্যবহার বা ঝগড়া করা উচিৎ নয়। তথ্য আবেদনপত্র গ্রহণ না করলে বা তথ্য না দিলে তার জন্যে আইনানুগ ব্যবস্থা আছে এবং সেই ব্যবস্থা অনুসরণ করা দরকার। ধৈর্য্য ধরা দরকার। তথ্য অধিকার আইনের মাধ্যমেই আইনানুগ ব্যবস্থাকে প্রয়োগ করা সম্ভব। এতে ব্যক্তিগত শত্রুতার হাত থেকে রক্ষা পাওয়া সম্ভব।

কিছু কিছু তথ্য আবেদন তার নিজগুনেই শত্রুতা তৈরী করতে পারে। ব্যক্তির জন্য হুমকিসূচক এরকম তথ্য আবেদনের পূর্বেই ভেবে নেয়া দরকার এবং কমিউনিটির সকলকে তা জানানো দরকার। এধরনের তথ্য আবেদনের ক্ষেত্রে এলাকার অন্যান্যদের সমর্থন ও সহযোগিতা প্রয়োজন ও গুরুত্বপূর্ণ। এই ধরনের সমস্যা মোকাবেলা করার জন্য তথ্য আবেদনকারীদের /দলের সদস্যদের মধ্যে নেটওয়ার্ক থাকা দরকার, যাতে নিয়মিত আলোচনা করে করণীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা যায়। এ বিষয়টি দলীয় আলোচনায় এবং প্রশিক্ষণে বিশেষভাবে জোর দিয়ে বলা দরকার।

প্রশিক্ষণ শেষে অংশগ্রহণকারী এবং প্রশিক্ষক একে অপরকে ধন্যবাদ জানিয়ে কর্মশালা শেষ করবেন।

৯. তথ্য অধিকার আইন প্রয়োগে অর্জিত অভিজ্ঞতাসমূহ

বাংলাদেশে ২০০৯ সালের ০১ জুলাই থেকে "তথ্য অধিকার আইন ২০০৯" কার্যকর হবার পর আইনটি প্রয়োগের মাধ্যমে এর সম্ভাবনা ও চ্যালেঞ্জসমূহ পরীক্ষা করে দেখার উদ্দেশ্যে ২০১০ সনের জানুয়ারি মাস হতে রিইব দেশের পাঁচটি প্রান্তিক জনগোষ্ঠীতে কাজ করে । গত একবছর ধরে সমাজের এই সকল সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠী তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় তথ্য অধিকার আইনকে কাজে লাগাতে যে ধরনের চেষ্টা করেছে তার কিছু অভিজ্ঞতা এখানে তুলে ধরা হলো। এই অভিজ্ঞতাগুলো বাংলাদেশে তথ্য অধিকার আইনের যাত্রা শুরুর প্রারম্ভিক পর্যায়কে বুঝতে সহায়তা করবে। কিভাবে আইনটির প্রয়োগ হাটি হাটি পা পা করে সামনের দিকে এগিয়েছে এবং সেই পথে জনগণ এবং কর্তৃপক্ষ কি ধরনের ভূমিকা রেখেছে, কি ধরনের চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়েছে এবং কি রকম সফলতা অর্জন করেছে তার কিছু নমুনা নীচের উদাহরণগুলোতে দেখা যাবে। তাছাড়া প্রান্তিক এইসব জনগণ কি ধরনের তথ্যের জন্যে আবেদন করেছে, কর্তৃপক্ষসমূহের কাছ থেকে প্রথমদিকে কি ধরনের ব্যবহার পেয়েছে এবং পরে তার কিরকম পরিবর্তন হয়েছে এ সম্পর্কেও ধারণা পাওয়া যাবে। এই অভিজ্ঞতা অর্জনের মাধ্যমে তাদের মনোবল কিভাবে ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পেয়েছে, তাদের কি ধরনের ক্ষমতায়ন হয়েছে ও তারা তাদের ন্যায্য নাগরিক অধিকার কতখানি আদায় করে নিতে পেরেছে - এসবও উদাহরণগুলোতে দীপ্যমান। যদিও অনেকক্ষেত্রে এই অর্জন যৎসামান্য, তবুও সাধারণ জনগণ ও সরকারী কর্তৃপক্ষের মধ্যে তথ্যের এই লেনদেনের সূত্রপাত সরকারের স্বচ্ছতা, জবাবদিহীতা ও গণতন্ত্রের জন্যে যে কী তাৎপর্যপূর্ণ তা বলার অপেক্ষা রাখে না। তথ্য কমিশনও এইসব জনগোষ্ঠীর আবেদনের প্রেক্ষিতে নির্দেশনা দিয়েছে এবং পরবর্তীতে আবেদনকারী ও সরকারি কর্মকর্তাকে কমিশনে ডেকে কয়েকটি শুনানী করেছে। যা কিনা সরকারী কর্মকর্তাদেরকে আইনটি সম্পর্কে অবগত করাতে পেরেছে এবং আইনটির প্রতি জনগণের আস্থা বৃদ্ধি পেতে সহায়তা করেছে তা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

৯.১ উদাহরণ-এক : তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে কর্তৃপক্ষের অজ্ঞতা এবং আবেদনপত্র গ্রহণে অনীহা

তথ্য অধিকার আইনে কর্তৃপক্ষ হচ্ছে যারা জনগণের আবেদনের ভিত্তিতে তথ্য প্রদান করবেন । কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে, অনেক কর্তৃপক্ষ তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে অবগত নন। অজ্ঞতার কারণে তথ্য আবেদনকারীদের সঙ্গে তারা অনেকক্ষেত্রে দূর্ব্যবহার করেছেন। এছাড়াও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগের অভাব কিভাবে সমস্যা তৈরী করছে তাও নীচের কয়েকটি উদাহরণ থেকে জানা যাবে।

"আমি না জেনে এই চিঠি গ্রহণ করতে পারব না"

মো. সউদ খান মুন্সিগঞ্জ জেলার বেদে সম্প্রদায়ের একজন সর্দার। তিনি গত ২৯ মার্চ ২০১০ লৌহজং উপজেলা কৃষি কর্মকর্তার অফিসে কৃষকদের সরকারি 'কৃষিকার্ড' বিতরণ সংক্রান্ত নিয়মাবলী ও নির্দেশাবলী সম্পর্কে জানার জন্য আবেদন করেন। কিন্তু সংশ্লিষ্ট অফিসের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এ বিষয়ে জানেন না বলে তখনই চিঠি গ্রহণে অস্বীকৃতি জানান এবং পরের

দিন চিঠি নিয়ে যাওয়ার অনুরোধ করে বলেন, "আমি না জেনে এই চিঠি গ্রহণ করতে পারব না। আইন দেখে নেয়ার পরই কেবল এই চিঠি গ্রহণ করতে পারব, অন্যথায় নয়"।

"*আমি আপনার বইও নেব না, কোন তথ্যও দিতে পারব না*"-

আমি মো. সউদ খান বেদে সম্প্রদায়ের একজন। গত ২৯/০৩/২০১০ তারিখে লৌহজং উপজেলার স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কর্মকর্তার কাছে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স থেকে বর্তমানে বিনামূল্যে বা স্বল্পমূল্যে কি ধরনের সেবা প্রদান করা হচ্ছে সেই তথ্যের কপি পাওয়ার জন্য আবেদনপত্র নিয়ে গেলে অফিসের কর্মরত কর্মকর্তা আমার আবেদনপত্রটি পড়ে বলেন, আমরা কোন তথ্য আপনাকে দিতে পারব না। এরপর উক্ত কর্মকর্তাকে আইনের কপি সংবলিত "তথ্য অধিকার আইনের সহজ পাঠ" নামে একটি বই প্রদান করলে তিনি সেটা না দেখেই সরাসরি প্রত্যাখ্যান করেন এবং আমাকে বলেন, "আমি আপনার বইও নেব না আর কোন তথ্যও দিতে পারব না"। এরপর আমি উক্ত আবেদনপত্রটি রেজিস্টার্ড ডাকযোগে পাঠিয়ে দিই। পরবর্তীতে রিইব থেকে প্রতিনিধি এলে আমরা আবারও ঐ অফিসে গিয়ে দেখি যে, ডাকে পাঠানো আমার আবেদনপত্রটি টেবিলে আছে এবং তা উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে নোট সহকারে পাঠানোর জন্য ফাইল রেডি হচ্ছে। অফিস সহকারী আবেদন প্রসঙ্গে বলেন, "আমরা উপরের লেভেল-এর অনুমতি ছাড়া কোন তথ্য আপনাদের দিতে পারব না। কারণ এর আগে একবার এভাবে তথ্য দিতে গিয়ে স্যারের কাছ থেকে আমি তিরস্কৃত হয়েছি। আর তখনই তিনি আমাকে হুশিয়ার করে দেন যে, আর কোনদিন যেন এভাবে কোন তথ্য প্রদান না করি"। তিনি আমাদেরকে বলেন, "অফিসিয়ালী তথ্য চাইলে তথ্য দিতে পারি, কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে কেউ তথ্য চাইতে আসলে তাকে আমরা কোন মতেই তথ্য দিতে পারবো না। কারণ এই এলাকায় কমপক্ষে দুই লক্ষ লোক রয়েছে, তারা যদি সবাই তথ্য চাইতে আসে তাহলে আমাদের পক্ষে কোন মতেই সকলকে তথ্য সরবরাহ করা সম্ভব নয়। এছাড়া যদি উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশ পাই তাহলে অবশ্যই আবেদনকৃত তথ্য প্রদান করব, তবে তা কোন মতেই নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে দিতে পারব না কারণ আমাদের এমনিতেই স্টাফ সংকট রয়েছে। জনবল বাড়লে তখন সঠিক সময়ে তথ্য প্রদান করা অবশ্যই সম্ভব হবে। আর এই আইন নিয়ে আপনাদের উচিত উপরের লেভেলে এডভোকেসি করা। সেটা করা গেলে আমাদের কাজটা অনেক সহজ হয়ে যাবে"। তখন রিইব-এর প্রতিনিধি বলেন, "এখানে ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান বলে নয়, তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী দেশের সকল নাগরিকের তথ্য জানার অধিকার দেয়া হয়েছে। এই আইন অনুযায়ী যে কেউই তথ্য জানতে চাইতে পারে এবং কেউ কোন তথ্য জানতে চাইলে আইন মোতাবেক সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আবেদনকৃত তথ্য প্রদান করতে বাধ্য।"

৯.২ উদাহরণ - দুই : "তথ্য অধিকার আইনের সহজপাঠ"-এর ব্যবহার

তথ্য অধিকার আইন যাতে সাধারণ মানুষের কাছে সহজে পৌঁছাতে পারে রিইব সেই লক্ষ্যে ২০১০ এর ফেব্রুয়ারি মাসে 'তথ্য অধিকার আইনের সহজ পাঠ' নামে একটি পুস্তিকা প্রকাশ করে, যেখানে আইনের সহজ ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে। প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সদস্যরা তথ্য আবেদন করার সময় এই 'সহজপাঠ' বইটির ব্যাপক ব্যবহার করেছেন। যেহেতু আইনটি নতুন এবং কর্তৃপক্ষের জন্য সহজপ্রাপ্য ছিল না ফলে তথ্য আইনের সহজপাঠ বইটি কর্তৃপক্ষের মধ্যে সচেতনতা আনতে এবং আবেদনপত্র গ্রহণ করতে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে।

"আমি কোন তথ্যই আপনাকে দিতে পারব না"

গত ০৬ মার্চ ২০১০ সাতক্ষীরা জেলার ঋষি সম্প্রদায়ের অসীম কুমার দাস তালা উপজেলা কৃষি ব্যাংক কর্মকর্তার কার্যালয়ে এদেশের নাগরিকদের ব্যাংক একাউন্ট খোলা ও পরিচালনা বিষয়ে তথ্য জানার জন্য সরকারের সর্বশেষ প্রণীত প্রজ্ঞাপন ও নির্দেশাবলীর কপি পাওয়ার জন্য আবেদন জানান। আবেদনপত্রের সাথে আইনের কপি সংবলিত 'তথ্য অধিকার আইনের সহজ পাঠ' নামে একটা বুকলেট প্রদান করা হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক বিষয় হচ্ছে সংশিষ্ট কর্মকর্তা আবেদনপত্র না দেখেই এবং আবেদনকারীর তেমন কোন কথা না শুনেই স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেন, "আমি কোন তথ্যই আপনাকে দিতে পারব না। কারণ ব্যাংকের এক জনের টাকার হিসাব আরেক জনকে কোন মতেই দেয়া সম্ভব নয়"। এরপর আবেদনকারী কোনমতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাকে এই বলে বুঝাতে সক্ষম হন যে, "আমি কারোরই ব্যক্তিগত টাকার হিসাব জানতে আসিনি। আর আপনি তথ্য দিবেন নাকি দিবেন না সেটা পরের বিষয়। আপনি আগে আমার আবেদনপত্র এবং এই বিষয়ে সরকারের প্রণীত 'তথ্য অধিকার আইন ২০০৯' পড়ে দেখুন। তারপর সিদ্ধান্ত নিন আপনি কী করবেন। কারণ তথ্য দেবার ক্ষেত্রে আপনি এই অফিসের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা। আর তথ্য আইনের মাধ্যমে তথ্য পাওয়া আমার অধিকার।" এরপর সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা চিঠি গ্রহণ করেন এবং পরে যোগাযোগ করতে অনুরোধ জানান।

৯.৩ উদাহরণ - তিন : তথ্য প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগের অভাব

প্রথম দিকে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগের অভাব একটা অন্যতম সমস্যা ছিল। ফলে কার কাছে আবেদন করতে হবে, কে চিঠি গ্রহণ করবে সে বিষয়ে অস্পষ্টতা ছিল কর্তৃপক্ষের কাছে এবং এর জন্য হয়রানি হতে হয়েছে জনগণকে।

***"আমাদের কোন তথ্য কর্মকর্তা নেই"*- সৈয়দপুর উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা**

আমি গীতা রাণী দাস, সৈয়দপুরের রবিদাস সম্প্রদায়ের একজন নারী এবং বাংলাদেশের নাগরিক। একই এলাকায় বসবাসরত মুন্না দাস এর মাধ্যমে বাংলাদেশের "তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯" সম্পর্কে জানার পর একজন নারী হিসেবে উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয় থেকে মহিলাদের জন্য বর্তমানে কি কি ধরনের সেবা কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে এবং বিগত ২০০৮-০৯ অর্থবছরে কোন সেবার বিপরীতে কতজন মহিলাকে সেবা প্রদান করা হয়েছে তার তালিকা সংক্রান্ত তথ্যের কপি পাওয়ার জন্য আবেদন করতে আগ্রহবোধ করি। মুন্না দাস আমার তথ্য আবেদনপত্রটি লিখে দেন এবং তা প্রদানের ক্ষেত্রে সহায়তা করেন। গত ৬/৪/২০১০ তারিখে আবেদনপত্র জমা দেওয়ার পাঁচ দিন পর মুন্না দাসকে সাথে নিয়ে তথ্য চাইতে গেলে, উক্ত কর্মকর্তা বলেন, "আমাদের কোন তথ্য কর্মকর্তা নেই"। তার পর তিনি আরো জানতে চান যে, "আপনার আবেদনের জবাব কি আমাকে দিতে হবে?" এই প্রেক্ষিতে তখন মুন্না দাস তাকে জানিয়ে দেন, যদি তথ্য কর্মকর্তা না থাকে, তাহলে আইন অনুযায়ী অফিস প্রধান হিসেবে আপনাকেই এই তথ্য প্রদান করতে হবে। তারপর উক্ত কর্মকর্তা বলেন, "ঠিক আছে, আপনার আবেদনের জবাব তাহলে ১০-১৫ দিন পরে এসে নিয়ে যাবেন"।

৯.৪ উদাহরণ - চার : আবেদনকারীদের দুর্ব্যবহারের শিকার হওয়া

তথ্য আবেদনকারীদের প্রথম দিকে কর্তৃপক্ষের অনেক ধরনের দুর্ব্যবহারের সম্মুখীন হতে হয়েছে। নীচের কেস স্টাডিগুলো তার উদাহরণ।

"তোমরা বেশি জানো তাই না? খুব বেশি আইন জেনে ফেলেছো দেখছি!"

আমি রোশনী রাণী মিল লাইন হরিজন কলোনী কুষ্টিয়াতে বাস করি। রিইব এনিমেটর সুমন কুমার আমাদের সাথে তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করে । এরই মধ্যে আইনটি সম্পর্কে প্রশিক্ষণের সুযোগ পাই। রিইবের উদ্যোগে 'ফেয়ার' অফিসে দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। সেখানে আমরা জানতে পারি যে, এদেশের নাগরিক হিসেবে আমাদেরও তথ্য জানার অধিকার আছে। আমরা ভেবে দেখি যে, এতজন লোক যেহেতু এই সেমিনারে এসেছে তাহলে সত্যি আইনের মাধ্যমে অনেক কাজ হতে পারে। এর মধ্যে সুমন আমাদেরকে বয়স্ক ভাতা, বিধবা ভাতা, ভিজিএফ কার্ড -এর মত নানান বিষয়ে আইনটিকে ব্যবহার করে তথ্য আবেদন করতে উদ্বুদ্ধ করে। সেই সেমিনারে আমরা তিনজন মিলে সিদ্ধান্ত নিই তথ্য আবেদন করার। আমাদের কমিউনিটিতে বাসস্থানের সমস্যা তাই সরকারি খাস জমি কতটা আছে আমাদের এলাকায় তা জানার জন্য আমরা তিনজনে পৌরসভার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার কাছে আবেদন করি । এর কিছুদিন পর সেখান থেকে একটি চিঠি আমাদের কাছে পাঠানো হয় দেখা করার জন্য। চিঠিটি পাঠানোর আরো দিন দু'য়েক পরে আমাদেরকে বার্তাবাহক দ্বারা মেয়র খবর পাঠান যে, আমরা যেন পরের দিন বিকাল ৪.০০টায় তার সাথে অফিসে দেখা করি। খবরটা শুনে আমরা সকলে অবাক হই এবং ভয়ে আমরা সবাই চিন্তা করতে থাকি যে, আমরা আবার কোথাও কোন অন্যায় করে ফেলিনি তো? তাছাড়া আমার ভাই কর্পোরেশনে কাজ করে, তাকে আবার সেখান থেকে বের করে দেবে না তো? এমতাবস্থায় আমরা সুমনকে ফোন করি এবং পুরো বিষয়টি তাকে খুলে বলি। সুমন আমাদেরকে সাহস দেন এবং আমাদের সাথে মেয়র অফিসে যাওয়ার আশ্বাস দেন। পরের দিন আমরা সুমনসহ মেয়রের সাথে দেখা করার জন্য অফিসে যাই। একপর্যায়ে মেয়রের কক্ষে প্রবেশ করি। আমাদেরকে দেখার পর তিনি আমার নাম জিজ্ঞেস করেন এবং বাবার নামসহ কোথায় থাকি, কি করি তা জানতে চান। তখন আমি নিজের নামসহ অন্যান্য পরিচয় দিয়ে আদর্শ ডিগ্রী কলেজে নিজের পড়াশুনা করার কথা বলি। তারপর তিনি এনজিওতে আমি চাকুরী করি কিনা তা জিজ্ঞেস করেন এবং প্রশ্ন করে বলেন, তুমি কেন এই তথ্যগুলো জানতে চেয়েছো? এসব তোমাদেরকে কে বুদ্ধি দিচ্ছে? কে এগুলো শেখাচ্ছে? এগুলো করে তোমরা কি করবে? আমরা আজ পর্যন্ত জানি না "তথ্য অধিকার আইন ২০০৯" পাশ হয়েছে। তোমরা বেশি জানো তাই না? খুব বেশি আইন জেনে ফেলেছো দেখছি! তখন আমার বান্ধবী আলো রাণী বিশ্বাস বলেন, স্যার, আমরা লেখাপড়া শিখছি। তাই জানার জন্য, বুঝার জন্য এই আবেদনগুলো করেছি। আর একজন নাগরিক হিসেবে তথ্য জানার অধিকার প্রত্যেকেরই আছে। তখন আবার মেয়র সাহেব বলেন যে, 'না ঘরকা না ঘাটকা'। এখানে কোন তথ্য নেই। তোমরা উপজেলা শিক্ষা অফিসারের কাছ থেকে এই তথ্যগুলো নিতে পারবে। তারপর আমরা বাইরে চলে আসি এবং নিজেদের মধ্যে আলাপ করে বুঝেছি তাহলে এগুলো বলার জন্য আমাদেরকে ডাকা হয়েছে। এগুলো তো ভালভাবেই বলা যেত এমন আচরণ করার তো কোন প্রয়োজন ছিল না। সেদিন মেয়রের কাছে এমন ব্যবহার পাওয়ার পর আমরা আরো বেশি বেশি করে আবেদন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার ক্ষমতার অপব্যবহার

আমি ঋষি সমাজের অসীম কুমার দাস তালা উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তার কার্যালয়ে তথ্য পাওয়ার জন্য গত ০৭ মার্চ ২০১০ আবেদন করি। উক্ত অফিসের

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা শ্যামল কুমার সাহার কার্যালয়ে অনুমতি নিয়ে প্রবেশ করলে তিনি তথ্য দেওয়ার জন্য সিদ্ধান্ত নেন। পরে তিনি বলেন অফিসে এখন বিদ্যুৎ নাই, বিদ্যুৎ এলে তথ্য দেব। কথা মত বিদ্যুৎ আসলে তার রুমে প্রবেশ করে তথ্য চাইলে আমাকে তালা উপজেলা পরিষদ হাসপাতালের গাইড লাইনের বই বের করে দেওয়া হয়। তখন আমি ডাক্তারকে দাদা বলে সম্মান করে জিজ্ঞাসা করলাম দ্বিতীয় নম্বর তথ্য কিভাবে পাবো ? উত্তরে তিনি বলেন, 'আমি ঐ সকল তথ্য দিতে পারবো না। আপনি আমার পাশে আন্ডার সেকশনে যারা আছেন, তাদের কাছে গেলে দেবে, ঐখানে যান' । এই কথায় তাঁকে বললাম, 'আপনি যদি ঐ কর্মকর্তাদের তথ্য দিতে বলেন তাহলে তারা আপনাকে তথ্য দিতে বাউন্ড। এই কথা শুনে তিনি বলেন 'আপনি বাউন্ড শব্দ উচ্চারণ করবেন না।' ঐ মুহূর্তে সামনের চেয়ারে বসা জুনিয়ার অফিসার আমাকে বলেন 'আপনি আমার স্যার কে ডা: দাদা বললেন কেন ? সে কি হয় আপনার? আপনি কি আমার স্যারের কলিগ ? যদি কলিগ হন তাহলে আমিও আপনাকে স্যার বলব।' তার পরে স্বাস্থ্য কর্মকর্তা আমাকে উত্তেজিত হয়ে বলেন 'আপনি আমার রুমে কার অনুমতি নিয়ে প্রবেশ করেছেন। এই রুমে ঢুকতে গেলে অনুমতি নিতে হয় জানেন না ?' তারপরে আমাকে ইংরেজিতে গালি দিয়ে আমার কাছে থেকে বইটি ফিরিয়ে দিয়ে বললেন 'যান পরে আসেন পরে দেবো।' নাগরিকের তথ্য পাওয়ার আইনগত অধিকার থাকলেও এই ধরনের ঘটনার সম্মুখীন হতে হচ্ছে আমাদের।

৯. ৫ উদাহরণ - পাঁচ : মৌখিকভাবে তথ্য প্রদান

তথ্য অধিকার আইন প্রয়োগের প্রাথমিক পর্যায়ে দেখা গেছে যে, তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তাদের মধ্যে একটা সাধারণ প্রবণতা ছিল তথ্যের উত্তর মৌখিকভাবে দেওয়া। অথচ আইনে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, যে কোন উত্তরই হোক না কেন তা লিখিতভাবে প্রদান করতে হবে উপযুক্ত নিয়মানুসারে। কিন্তু এর বাত্যয় আমরা প্রত্যক্ষ করি নীচের এই কেস স্টাডিতে।

"আমরা ডিসিকেও এইসব তথ্য দিই না। কারণ এইগুলো ব্যক্তিগত গোপনীয় তথ্য" -
মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ পরিদর্শক কার্যালয়ের কর্মকর্তা

আমি মুন্না দাস সৈয়দপুর "রবিদাস" সম্প্রদায়ের একজন বাসিন্দা এবং জন্মসূত্রে বাংলাদেশের একজন নাগরিক। "তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯" এর সংশ্লিষ্ট ধারা অনুযায়ী আমি গত ১০ মে ২০১০ তারিখে সৈয়দপুর উপজেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ পরিদর্শক কার্যালয়ে একটি তথ্য আবেদন করি। আমার আবেদনটি জমা নেয়ার পর সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা আমাকে রিসিভ কপি দিয়ে পরে তথ্য নিতে বলেন। সে অনুযায়ী পরবর্তীতে অফিসে গেলে তিনি বলেন, "এ ধরনের আবেদন আপনি কেন করেছেন। আমরা ডিসিকেও এই সব তথ্য দিই না। কারণ এইগুলো ব্যক্তিগত গোপনীয় তথ্য। তবে কত জন লাইসেন্স নিয়ে মদ পান করেছেন তার সংখ্যা বলা যাবে, কিন্তু কোন মতেই নামের তালিকা দেওয়া যাবে না। এটা ঠিক যে, কখনো প্রয়োজন পড়লে আমরা শুধুমাত্র পুলিশকে এগুলো দিয়ে থাকি"। এরপর তিনি মৌখিকভাবে তথ্য দেন যে, ৭৩৪ জনকে লাইসেন্স দেওয়া হয়েছে।

৯. ৬ উদাহরণ- ছয় : আপীল আবেদন

তথ্য অধিকার আইন প্রয়োগের মাধ্যমে নিয়মানুযায়ী তথ্য না পেলে আপীল আবেদনের প্রয়োগও দেখা যায় নীচের উদাহরণে। প্রান্তিক জনগোষ্ঠী এই আইনটিকে যে তাদের নিজেদের আইন হিসাবে আমলে নিয়েছে এবং তার চর্চ্চা করছে এটি তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

"বাংলাদেশের একজন নাগরিক হিসেবে আমার এই তথ্য পাওয়ার অধিকার আছে"

সৈয়দপুর উপজেলার খাতামধুপুর ইউনিয়নের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র থেকে বর্তমানে কি ধরনের সেবা প্রদান করা হয় তা জানার জন্য আমি মিঠুন দাস কয়েকজনকে নিয়ে গত ১৫ জুন ২০১০ তারিখে আবেদনপত্র জমা দিতে দুপুর ১২:৩০টায় উক্ত অফিসে যাই। সেখানে গিয়ে দেখি, একজন আয়া কর্মরত আছেন। তার কাছে জানতে চাইলে তিনি আমাকে বলেন, "স্যার বাইরে গেছেন, আপনারা বসেন"। এরপর আমরা বেলা দুইটা পর্যন্ত বসে থাকি। কিন্তু তখনো পর্যন্ত অফিসে কোন ডাক্তার বা অফিস কর্মকর্তা আসেন নি। তারপর আমরা চলে আসি। এরপর গত ২০/০৬/২০১০ তারিখে সকাল দশটার সময় আবারো অফিসে যাই। অফিস কর্মকর্তা আমাকে দেখে প্রশ্ন করে বলেন, "আপনি কি চান"? তখন আমি তাকে জানাই যে, "আপনার কাছে কিছু তথ্য পাওয়ার জন্য একটি আবেদনপত্র নিয়ে এসেছি"। তিনি আবেদনপত্রটি পড়ে বলেন, "এই তথ্য নিয়ে কি করবেন"? আমি তাকে জানিয়েছি, "বাংলাদেশের একজন নাগরিক হিসেবে আমার এই তথ্য পাওয়ার অধিকার আছে"। তখন তিনি আমার আবেদনপত্রটি জমা নেন। আবেদনের জবাব পাওয়ার জন্য গত ১৭/৭/২০১০ তারিখে সকাল ১১.০০টার সময় আমি মুন্না দাসকে সাথে নিয়ে অফিসে যাই। তখন পরিবার কল্যাণ কর্মকর্তা আমাকে দেখে বলেন, আপনার আবেদনের জবাব আমি দিতে পারবো না। আর আপনার কাছে যে পত্রটি আছে সেটি আমাকে ফেরত দিয়ে যাবেন। তখন আমি বলি, আপনাকে তো একটা কপি আমি দিয়েছি। তারপর তিনি বলেন, যে কপিতে আমি স্বাক্ষর করেছি সেটি আমাকে ফেরত দিন। কারণ আমাদের উপজেলা অফিসার আমাকে কোন তথ্য না দেওয়ার জন্য বলে দিয়েছেন। আপনি উপজেলা অফিসে আবেদন করেন। উপজেলা অফিস যদি আমাকে বলে তাহলে আমি আপনার আবেদনের জবাব দেবো, তাছাড়া দিতে পারবো না। এরপর আমি তথ্য প্রাপ্তির জন্য আইন কতৃক নির্ধারিত সময়ের পর ২৯/০৭/১০ তারিখ উপজেলা পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রে সকাল ১১.০০টার সময় আপীল আবেদন জমা দেই।"

৯. ৭ উদাহরণ - সাত : কর্তৃপক্ষের অযৌক্তিক প্রশ্ন উত্থাপন

তথ্য অধিকার আইন জনগণকে পূর্ণ অধিকার দিয়েছে আইন মাফিক তথ্য পাবার। সেখানে কর্তৃপক্ষ কোন প্রশ্ন রাখতে পারে না যে, ঐ ব্যক্তি তথ্যটি নিয়ে কি করবে। কিন্তু জনগণকে প্রায়ই এই প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হয়েছে। নীচে সেরকম একটা উদাহরণ তুলে ধরা হল।

"এগুলো আমাদের দেয়া নিষিদ্ধ। আপনি এগুলো জেনে কি কাজে লাগাবেন?"

আমি তাপস মুন্ডা গত ৮/৮/২০১০ তারিখে শ্যামনগর উপজেলা ভূমি অফিসে সহকারী কমিশনার (ভূমি)-কে সম্মান জানিয়ে প্রবেশ করি। তারপর তাকে এলাকার খাস জমি সংক্রান্ত আমার তথ্য আবেদন প্রদান করি। সহকারী কমিশনার (ভূমি) আমার আবেদন পড়ে তার এক সহকর্মীর কাছে বিষয়টি সম্পর্কে আমাকে জেনে নিতে বলেন। তারপর সেখানে গিয়ে আমি আবারো তথ্য আবেদন প্রদান করি। অতঃপর তিনি আমাদেরকে চেয়ারে বসতে বলেন। এর ফাঁকে তিনি আমার আবেদনপত্র পড়ে জিজ্ঞেস করেন, "এটা জেনে আপনার কি হবে ?" তখন আমি তাকে বললাম, এদেশের জনগণ হিসেবে জানার অধিকার আছে। তাই জানার জন্য আবেদন করতে এসেছি। তিনি বললেন, এটাতো আমাদের দেয়া নিষিদ্ধ। তারপর তিনি জানতে চান, আপনি কি কোন সংস্থায় চাকুরী করেন? জবাবে আমি বললাম, তথ্য অধিকার আইন

সম্পর্কে জানতে পেরে আমি এই আবেদনটা করছি। এরপর তিনি আবারো আমার কাছ থেকে জানতে চান, আমি কোথায়, কি করি ইত্যাদি। তখন আমি আমার লেখাপড়া করার কথা জানিয়ে দিই। তিনি আবার জানতে চান, আমি কোন কলেজে লেখাপড়া করি। আমি বললাম, শ্যামনগর মহসিন কলেজে। এটা জানার পর তিনি আমাকে বললেন, এগুলো আমাদের দেয়া নিষিদ্ধ। এমনকি আমাদের সংসদ সদস্যর কাছে দেয়াও নিষিদ্ধ। আপনি এগুলো জেনে কি কাজে লাগাবেন ? আমি তখন বললাম, কোথায় কোথায় খাস জমি আছে তা যদি জানতে পারি তাহলে আমার এলাকার গরীব লোকেরা সেগুলো ব্যবহার করতে পারবে, তাদের উপকার হবে। তারপরও তিনি বলেন, এগুলো দেয়া নিষিদ্ধ, তবে সাতক্ষীরার ডিসি সাহেব যদি সিদ্ধান্ত দেন, তাহলে আপনাকে দেয়া যাবে।

৯. ৮ উদাহরণ - আট: সম্ভাবনার জমিন

তথ্য অধিকার আইন প্রয়োগের প্রারম্ভিক পর্যায়ে সমস্যার পাশাপাশি কিছু কিছু ইতিবাচক দিকও উঠে আসে। জনগোষ্ঠীসমূহ বিভিন্ন ইস্যুতে যেসব আবেদন করেছিল তার ভিত্তিতে কিছু তথ্যও তারা লাভ করে, যা তাদের আরও বেশি বেশি আবেদন করতে উজ্জীবিত করে । নীচে কিছু উদাহরণ এখানে তুলে ধরা হল।

"একটা আবেদনের তথ্য আমার ভুলের কারণে অনেক দিন ধরে অফিসে পড়ে আছে, আপনি তা নিয়ে যান"

আমি মো. সউদ খান, বেদে সর্দার, বাংলাদেশের একজন নাগরিক, গত ১৫/০৩/২০১০ তারিখে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কার্যালয়, লৌহজং, মুন্সিগঞ্জ এর কাছে অত্র উপজেলার কুমারভোগ ইউনিয়নের ১ নং ওয়ার্ডে কতজন বয়স্ক ভাতা পেয়েছে তাদের নামের তালিকা সংক্রান্ত তথ্য পাওয়ার জন্য আবেদন করি। কিন্তু কর্তৃপক্ষের জবাব প্রদানের নির্ধারিত সময় অতিবাহিত হয়ে গেলে আমি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে আপীল করি। আইন অনুযায়ী এতেও কোন জবাব না পাওয়ার কারণে এবং আইনটি নতুন হওয়ার ফলে আমি ইচ্ছাকৃতভাবে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে জবাব প্রদানের জন্য আইনে নির্ধারিত সময়ের চেয়েও বেশি সময় দিয়েছি। কিন্তু তাতেও কোন কাজ না হওয়াতে আমি গত ২৭ আগস্ট ২০১০ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ করতে বাধ্য হই। উল্লেখ্য যে, গত ১৮ সেপ্টেম্বর ২০১০ তারিখে অপর আরেক বিষয়ে উক্ত অফিসে তথ্য আবেদন করতে গেলে অফিসের কর্মরত ক্লার্ক আমার আবেদনটি গ্রহণ করে বলেন, "আপনার একটা আবেদনের তথ্য আমার ভুলের কারণে অনেক দিন ধরে অফিসে পড়ে আছে, আপনি তা নিয়ে যান"।

"আমাদের কাছে সাদা কাগজে আবেদন করলে আমরা যে প্রশিক্ষণগুলো দিয়ে থাকি তা আপনাদের যুবসমাজকে দিতে পারবো"

আমি মুন্না দাস, এদেশের একজন নাগরিক হিসাবে গত ১২ আগস্ট ২০১০ তারিখে তথ্য আবেদনের জবাব নেওয়ার জন্য উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তার কার্যালয়ে যাই। তখন উক্ত কর্মকর্তা আমাকে দরজার কাছে দেখে অফিসের ভিতরে ডেকে নিয়ে চেয়ারে বসতে দিয়ে আমি কেমন আছি তা জানতে চান। তারপর বলেন, "ভাই, আপনার তথ্য আবেদনের জবাব আজকে দিতে পারছিনা। আপনি দয়া করে ৩০ আগস্ট ২০১০ তারিখে আসেন। যদি আপনি নাও আসতে পারেন, তাহলে পোষ্টের মাধ্যমে তা আপনাকে পাঠিয়ে দেব। সেদিনের কথামত আমি

৩০ আগস্ট ২০১০ তারিখে অফিসে যাই। তিনি আমাকে দেখে আবারো চেয়ারে বসতে বলেন এবং আমার আবেদন প্রসঙ্গ উত্থাপন করে জানতে চান, যে কোন লোক আবেদন করলে কি তথ্য দিতে হবে? তখন আমি তাকে বলি, বাংলাদেশের যে কোন নাগরিক আবেদন করে তথ্য পেতে পারেন। কারণ তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ এর ৮(১) ধারা অনুযায়ী সকল নাগরিককে তথ্য জানার অধিকার প্রদান করা হয়েছে। সে অনুযায়ী একজন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হিসাবে আপনাকে আবেদনের জবাব দিতে হবে। তিনি আমার কথা শুনে রিইবের তথ্য অধিকার আইনের সহজপাঠ বইটি আবার পড়েন এবং সাথে সাথেই আমাকে আবেদনের জবাব হাতে লিখে দেন। এরপর তিনি বলেন, "আমার অফিস থেকে যে সেবাগুলো দেওয়া হয় যদি আপনার সম্প্রদায়ের লোকজন না পেয়ে থাকে তাহলে আমাদের কাছে সাদা কাগজে আবেদন করলে আমরা যে প্রশিক্ষণগুলো দিয়ে থাকি তা আপনাদের যুবক-যুবসমাজকে দিতে পারবো"।

"এদেশের একজন নাগরিক হিসাবে তথ্য আবেদন করা ও তথ্য জানা আমাদের সকলের অধিকার"

আমি রাধা রানী দাস, সাতক্ষীরা জেলার তালা উপজেলার খানপুর গ্রামের অবহেলিত ঋষি পাড়ার একজন খেটে খাওয়া সাধারণ মহিলা । আমি সারাদিন পরের খেতে দিনমজুরী আর গৃহের কাজ করে পরিবারের ভরণপোষণ চালিয়ে আসছি। পাড়ার উন্নয়নের জন্য সরকারীভাবে কি ধরনের বরাদ্দ আসে তা আমার জানা ছিল না। আমি একদিন এলাকার কবিতা দাসের বাড়িতে পরিত্রাণ সংগঠনের এনিমেটর অসীম দাসের সাথে আলোচনায় বসে ঐ সকল বরাদ্দের বিষয়সহ তথ্য কি, কোথায় গেলে তথ্য পাওয়া যায় সে সম্পর্কে জানতে পারি এবং কিভাবে আবেদন লিখতে হয়, জমা দিতে হয়, তথ্য না পেলে কোথায়, কতদিন পরে তথ্য পাওয়ার জন্য আপীল করতে হয় তা বিস্তারিত জানতে পেরে গত ০৬ সেপ্টেম্বর ২০১০ তারিখে তালা উপজেলার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/ অফিস প্রধান, উপজেলা কৃষি কর্মকর্তার কার্যালয়ে কৃষকদের মধ্যে বর্তমানে কতটা কৃষি কার্ড বিতরণ করা হয়েছে, সে সংক্রান্ত তথ্য চেয়ে আবেদন করি। কিন্তু ঐ কর্মকর্তা আমাকে তথ্য না দিলে আমি জেলা কৃষি কর্মকর্তার নিকটে তথ্যের জন্য আপীল আবেদন করি। সেখান থেকেও কোন তথ্য না পেয়ে আমি তথ্য অধিকার আইনের ধারা অনুসারে প্রধান তথ্য কমিশনারের বরাবরে লিখিত অভিযোগ ডাকযোগে পাঠিয়ে দিই। আমার তথ্য পাওয়ার আইনগত অধিকারের কারণে তথ্য কমিশন আমার লিখিত অভিযোগের উপরে ভিত্তি করে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে আমার আবেদনের প্রেক্ষিতে তথ্য প্রদানের জন্য নির্দেশ দেয়; যার অনুলিপির কপি আবেদনকারী হিসাবে আমাকেও পাঠানো হয়। এর কিছুদিন পর সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অফিসে ডেকে নিয়ে আমাকে লিখিত আকারে আবেদনকৃত তথ্যের ছাপানো ফটোকপি দিয়েছে। এই ঘটনা প্রমাণ করে এদেশের একজন নাগরিক হিসাাবে তথ্য আবেদন করা ও তথ্য জানা আমাদের সকলের অধিকার।

"তোমার বাবার নাম আমরা 'একটি বাড়ি, একটি খামার প্রকল্পে' তালিকাভূক্ত করেছি "

আমি মিঠুন দাস, গত ২০ মে ২০১০ তারিখে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের "একটি বাড়ি, একটি খামার প্রকল্পে" কাদেরকে সুবিধা প্রদান করা হচ্ছে তার নামের তালিকার ফটোকপি পাওয়ার জন্য আমাদের ৫ নং খাতামধুপুর ইউনিয়নে একটি আবেদন জমা দিতে যাই। সেদিন আমার আবেদন দেখে সচিব জিজ্ঞাসা করে বলেন, এটা কি? জবাবে আমি বলেছি, তথ্য আবেদনের মাধ্যমে আমি আপনাদের কাছে সরকারের "একটি বাড়ি, একটি খামার প্রকল্প"-তে

কাদেরকে সুবিধা প্রদান করা হচ্ছে তার তালিকার কপি পেতে চাই। তখন সচিব আমাকে প্রশ্ন করে বলেন, আমরা কাদেরকে এই প্রকল্প সুবিধা প্রদান করতে যাচ্ছি তার তালিকার কপি কি তোমাকে বলতে হবে? এ প্রেক্ষিতে আমি তাকে ২০০৯ সালের ০১ জুলাই সরকারীভাবে তথ্য অধিকার আইন কার্যকর হওয়ার কথা এবং উক্ত আইনে এদেশের নাগরিকদের তথ্য জানার যে অধিকার প্রদান করা হয়েছে তার আলোকে তথ্য জানার কথা বলি। তখন সচিব বলেন, ঠিক আছে তোমার আবেদন জমা দিয়ে যাও, আমি চেয়ারম্যানের সাথে কথা বলে তোমার আবেদনের জবাব দিবো। এর দুই দিন পর চেয়ারম্যান আমাকে তার বাড়িতে ডাকেন। সেখানে যাওয়ার পর, তিনি আমাকে বলেন, "তুমি যে একটি আবেদন সচিবকে দিয়েছো তা আমি পড়েছি। তথ্য অধিকার আইন কি তা আমি জানিনা"। তখন আমি রিইবের "তথ্য অধিকার আইনের সহজ পাঠ" বইটি চেয়ারম্যানকে দিয়ে বলি, আপনি এই বইটি পড়লে তথ্য অধিকার আইন কি তা বুঝতে পারবেন। তিনি বলেন, ঠিক আছে, তুমি সচিবের সাথে কিছুদিন পরে দেখা করলে তোমার আবেদনের জবাব দিয়ে দেবে। আমি ১০ দিন পরে সচিবের সাথে দেখা করতে গেলে তিনি বলেন, আমরা এখনো নামের তালিকা লেখা শেষ করিনি। তাই তোমাকে এখন ফটোকপি দিতে পারছি না। তুমি আমাদের সাথে তিন মাস পরে দেখা করো। এরপর আমি সচিবের কাছ থেকে চলে আসি। এর চার মাস পর সচিব আমাকে ডেকে নিয়ে বলেন, তোমার বাবার নাম আমরা "একটি বাড়ি, একটি খামার প্রকল্প"-তে তালিকাভুক্ত করেছি, বরাদ্দ আসলে অবশ্যই তোমার বাবা-কে আমরা এই প্রকল্প সুবিধা প্রদান করবো।

"তথ্য অধিকার আইন আসলেই জনগণের আইন"

আমরা ঋষি, সমাজের মধ্যে পিছিয়ে পড়া অবহেলিত অস্পৃশ্য ছোট জাতি হিসাবে চিহ্নিত। আমাদের পাড়ায় সমাজের উচ্চ শ্রেণীর লোকেরা সাধারণত কেউ আসেন না। তার একটাই কারণ আমরা নিচু সমাজের বলে। আমাদের এই অবস্থান অতিক্রম করার লক্ষ্যে তথ্য অধিকার আইনের মাধ্যমে তালা উপজেলার মহিলা ও শিশু বিষয়ক অধিদপ্তরের কাছে উপজেলার নাগরিকেরা কি ধরনের সেবা পেয়ে থাকে সে সংক্রান্ত তথ্য পাওয়ার জন্য আবেদন করেছিলাম। "তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯" এর আলোকে তথ্য আবেদনের ২০ কার্য দিবসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা আমাকে তথ্য প্রদানে বাধ্য থাকলেও আমার চিঠির কোন উত্তর দেয় নি। এ কারণে আমি পরবর্তীতে জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কাছে আপীল করি। সেখান থেকেও জবাব লাভে ব্যর্থ হলে আমি তথ্য অধিকার আইনের সর্বশেষ স্তর তথ্য কমিশনে লিখিত অভিযোগ করি। তথ্য কমিশন আমার লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট উপজেলা ও জেলা অফিসারকে তথ্য প্রদান করার নির্দেশ প্রদান করে। এই প্রেক্ষিতে উপজেলা অফিস থেকে "দেবকী" নামে একজন কর্মকর্তা আমাদের খানপুর ঋষি পাড়ায় এসে 'কবিতা রানী কে তা জানতে চান। তখন আমাদের দলের সদস্য রাধা রানী দাস তাকে জানান, "কবিতা বাড়িতে নেই, মাঠে কাজ করতে গেছে, আপনি আমার কাছে চিঠির উত্তর দিয়ে যেতে পারেন"। কিন্তু সেদিন তিনি আমাদের কথা না শুনে প্রশ্ন করে বলেন, "আমার বিরুদ্ধে তথ্য কমিশনে অভিযোগ করেছেন কেন?" ঠিক ঐ মুহূর্তে কবিতা মাঠ থেকে কাজ করে বাসায় আসার সময় ঐ কর্মকর্তার সাথে দেখা হলে তিনি আবারো অভিযোগ করে বলেন, "তুমি আমার নামে তথ্য কমিশনে লিখিত অভিযোগ করেছো কেন?" এক পর্যায়ে কবিতার আবেদনের বিষয়বস্তু সংক্রান্ত তথ্যের একটা কপি তার হাতে দিয়ে বলেন, "আর যেন এ ধরনের কাজ না করেন। যে সকল তথ্যের দরকার তা আমাদের কাছে

সরাসরি চাইলে আমরা দিতে প্রস্তুত" । ঐ কর্মকর্তার আগমনের সুত্র ধরেই পরে বুঝতে পারলাম যে, বেকায়দায় না পড়লে সরকারী অফিসারেরা আর আমাদের এই পাড়ায় আসেনা । আর তথ্য অধিকার আইন আসলেই জনগণের আইন ।

সরকারী সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচীর অধীন বয়স্কভাতা সুবিধা লাভের ক্ষেত্রে রবিদাস সম্প্রদায়ের দীর্ঘদিনের বঞ্চনা এবং তথ্য অধিকার আইন প্রয়োগের মাধ্যমে তাদের প্রথম সফলতা অর্জন

মুন্না দাস (৩০), সৈয়দপুর উপজেলার কুন্দল গ্রামে বসবাসরত প্রান্তিক জনগোষ্ঠী রবিদাস সম্প্রদায়ের একজন উন্নয়নকর্মী । শত বছরের অধিক সময় ধরে তারা সেখানে জীবন যাপন করে আসছে । একসময় তাদের অনেকের জীবনে সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্য ছিল । সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে নানা প্রতিকুলতায় মুখোমুখি হওয়ার কারণে বর্তমানে তাদের জীবন যাপন প্রক্রিয়ার মধ্যে চরম সংকট সৃষ্টি হয়েছে । এখন তাদের জীবনে অভাব বা দারিদ্র্যই হচ্ছে নিত্যদিনের সঙ্গী । তারপরও তারা কখনো থেমে থাকেনি । বেঁচে থাকার তাগিদে দারিদ্র্য থেকে মুক্তি লাভের নিরন্তর প্রয়াস চালিয়েছে । নিজেদের সাধ্যানুযায়ী নানা উদ্যোগ গ্রহণ করেছে, সরকারী সহায়তা লাভের অব্যাহত প্রয়াস চালিয়েছে । বিশেষ করে সমাজের সহায় সম্বলহীন বৃদ্ধদের কল্যাণের লক্ষ্যে সরকারীভাবে পরিচালিত বয়স্ক ভাতা সহায়তা লাভের জন্য তারা স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের কাছে বহুবার ধর্ণা দিয়েছে । অনেক সময় তাদের আশ্বাসও প্রদান করা হয়েছে, বিশেষ করে প্রত্যেক নির্বাচনের সময় । তাই প্রত্যেক বছর রবিদাস সম্প্রদায়ের জনগণ যখন এই কর্মসূচী সর্ম্পকে জানতে পারে তখন তারা আশায় বুক বাঁধে । এক সময় সরকারী বরাদ্দ এলে পাবার জন্যে তারা স্থানীয় নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের কাছে যায় । নিজেদের চরম অভাবের কথা তুলে ধরে তাদের সুদৃষ্টি-সহানুভূতি লাভের প্রাণান্ত চেষ্টা করে । কখনও কখনও তাদেরকে যে ভোট দিয়েছিল সে কথাও স্মরণ করে দেয় । তারপরও সংশ্লিষ্টদের মনযোগ আকর্ষণ করার চেষ্টা করে । সেবা লাভ করা তো দুরের কথা, অনেক সময় তাদের ন্যূনতম সহানুভূতিও মেলে না । কখনো কখনো চরম বিরক্তি প্রকাশ করে তাদের বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেয় । আর প্রায়ই দায়সারাভাবে শুনিয়ে দেয়, সামনে বরাদ্দ আসলে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে তাদেরকে বয়স্ক ভাতা প্রদান করা হবে । কিন্তু এভাবে বছরের পর বছর যায়, বয়স্ক ভাতা মেলে না । সংশ্লিষ্টদের কথামত টাকা দিতে না পারার কারণে মূলত তাদের বয়স্ক ভাতা লাভের কাঙ্খিত সুযোগ হয় না ।

রিসার্চ ইনিশিয়েটিভস, বাংলাদেশ (রিইব) ২০১০ সালে সৈয়দপুরের রবিদাস জনগোষ্ঠীতে তথ্য অধিকার আইন নিয়ে কার্যক্রম শুরু করে এবং রবিদাস সমাজের মুন্না দাস একজন স্থানীয় এনিমেটর হিসেবে কাজের সুযোগ লাভ করে । আইনটি সর্ম্পকে প্রশিক্ষণ পাবার পর মুন্না দাস নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আগ্রহী হয়ে উঠে । একসময় নিজ সম্প্রদায়ের অন্যান্যদের সাথে নিয়ে তথ্য অধিকার আইন ব্যবহারে উদ্যোগী হয় । পারস্পরিক আলোচনার ভিত্তিতে নিজেদের সমস্যা চিহ্নিত করে সেগুলো সমাধানের লক্ষ্যে তথ্য জানা না থাকাটাকেই অন্যতম প্রধান কারণ হিসেবে নির্ধারণ করে । সে প্রেক্ষিতে তারা সরকারী বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের কাছে নানা বিষয়ে তথ্য প্রাপ্তির জন্য আবেদন করতে শুরু করে । তারই ধারাবাহিকতায় ১০ মে ২০১০ তারিখে সৈয়দপুর উপজেলা সমাজসেবা অফিসের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার কাছে ২০০৯-২০১০ অর্থ বছরে কতজনকে বয়স্কভাতা প্রদান করা হয়েছে তার নামের তালিকা ও নীতিমালা সংক্রান্ত তথ্যের কপি পাওয়ার জন্য আবেদন করে । কিছুদিন পর মুন্না দাস তার আবেদনের জবাব নেয়ার

জন্য উক্ত অফিসে গিয়ে জানতে চাইলে সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জানান, "আপনি আবেদনে কতজনকে বয়স্কভাতা কার্ড বিতরণ করা হয়েছে তার নামের তালিকা এবং নীতিমালার ফটোকপি পেতে চেয়েছেন । কিন্তু ফটোকপি তো দেওয়া যাবে না । তবে আপনি যদি চান তাহলে কতজন কার্ড পেয়েছেন তার সংখ্যা বলা যাবে । আর আপনার এলাকায় কোন বয়স্ক লোক যদি কার্ড থেকে বাদ পড়ে থাকে, তাহলে আপনি তাদের ছবিসহ নামের তালিকা আমার কাছে নিয়ে এসে জমা দিয়ে যাবেন । আমি তাদেরকে "বয়স্ক ভাতা" প্রদানের ব্যবস্থা করার চেষ্টা করব" । এর ভিত্তিতে মুন্না দাস সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার কাছে চতুরী দাস, বলদেব দাস, বচন দাস ও লছুমন দাসসহ মোট ৫ জনের তালিকা প্রদান করে । এর কিছুদিন পর উক্ত কর্মকর্তা উল্লেখিতদের মধ্যে থেকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ৪ জনের নামে বয়স্ক ভাতা প্রদানের ব্যবস্থা করে । এতে কিছুদিনের মধ্যে তারা প্রত্যেকে ৩৬০০/- টাকা করে বয়স্ক ভাতা লাভ করে । সেই সাথে পরবর্তী বরাদ্দের সময় অন্যদেরও পর্যায়ক্রমে এই ভাতা প্রদানের আশ্বাস দেয়া হয় । উল্লেখ্য যে, এরই মধ্যে মুন্না দাস তথ্য লাভ করে এবং সেখানে তারা দেখতে পায় যে, রবিদাসদের চেয়ে অনেক কমবয়সী এবং কম দরিদ্র লোক বয়স্ক ভাতা লাভ করেছে । তথ্য জানার উপায় সম্পর্কে নিজেদের সঠিক ধারণা না থাকার কারণে এতদিন তারা বঞ্চিত হয়ে এসেছে ।

তথ্য অধিকার আইন প্রয়োগের মাধ্যমে সরকারী বয়স্ক ভাতা সুবিধা অর্জনের ঘটনা রবিদাস সমাজে চাঞ্চল্যকর পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে । বিশেষ করে এই কারণে যে, এর আগে বহু চেষ্টা করেও তাদের কারোর পক্ষেই এই সরকারী সেবা লাভের সুযোগ ঘটেনি । যদিও এটা লাভ করা তাদের একটা ন্যায্য অধিকার । সব সময় অন্যরা এই সুবিধা ভোগ করেছে, যারা আসলে অনেক কম যোগ্যতাসম্পন্ন (কম বয়সী এবং কম দরিদ্র) । তাদের মনে এখন এই ধারণা তৈরী হয়েছে যে, তথ্য অধিকার আইন সত্যিই তাদের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠায় একটা কার্যকর হাতিয়ার । কারণ আগে তারা যেখানে এই সরকারী সুবিধা লাভের ক্ষেত্রে সবসময় বঞ্চনার শিকার হতে হয়েছে এখন সেখানে তথ্য জানতে চাইতে গিয়েই তা লাভ করার সুযোগ মিলেছে, যা এক সময় তাদের কাছে অকল্পনীয় ছিল । এর থেকে তাদের মধ্যে আইন ও অধিকার সর্ম্পকে আরো বেশি জানার আগ্রহ তৈরী হচ্ছে । নিজেদের সমস্যাগুলোকে চিহ্নিত করতে পারছে এবং সমস্যার সাথে তথ্য না জানাকে সম্পর্কিত করতে পারছে । ফলে অনেক নতুন বিষয় নিয়ে আবেদন করছে এবং তথ্য লাভ করতে সক্ষম হচ্ছে । এতে এলাকার অন্যরাও ভীষণভাবে উৎসাহিত হচ্ছে এবং মুন্না দাসের সহযোগিতা নিতে শুরু করেছে । মুন্না দাসও স্বতঃস্ফূর্তভাবে অন্যদের সহায়তা করছে । এর ফলে কমিউনিটির মধ্যে মানসিক পরিবর্তন সৃষ্টি হচ্ছে ।

৯. ৯ উদাহরণ - নয়ঃ অভিযোগ নিস্পত্তিতে তথ্য কমিশনের নির্দেশনা প্রদান

জনগণ তথ্য অধিকার আইনকে নিজেদের ক্ষমতায়নের হাতিয়ার হিসেব অনুধাবন করতে সক্ষম হয়েছে এবং এই আইন বাস্তবে প্রয়োগ করেছে । তথ্য আবেদনের পর যথাসময়ে উত্তর না পেয়ে আপীল করা এবং আপীলের উত্তর না পেয়ে তথ্য কমিশনে অভিযোগ করার প্রক্রিয়া সম্পাদন করেছে । সর্বোপরি তথ্য কমিশন সেই অভিযোগের নিস্পত্তি করেছে নির্দেশনার মাধ্যমে । এটি একটি ইতিবাচক পদক্ষেপ যা তথ্য অধিকার আইনকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সহায়ক হবে । তবে তথ্য কমিশনের মাধ্যমে শুনানীর ব্যবস্থা করা এবং জরিমানা করা আইনের ব্যাপক প্রসার এবং কার্যকর করার ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখতে পারে ।

তথ্য অধিকার আইন প্রয়োগে দলিত ঋষি সম্প্রদায়ের অভিযোগের প্রেক্ষিতে তথ্য কমিশন-এর নির্দেশনামূলক চিঠি প্রদান

পলাশ দাস এদেশের দলিত ঋষি সম্প্রদায়ের একজন সদস্য। গত ২৪/০৭/২০১০ তারিখে দেশের একজন নাগরিক হিসেবে "তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯" এর ৮ (১) ধারার ভিত্তিতে উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা, তালা, সাতক্ষীরা অফিসে "উপজেলার ৬ নং সদর ইউনিয়নের কাবিখা প্রকল্পের কাজ বাস্তবায়নের জন্য কী পরিমাণ বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে" তার তথ্য পাওয়ার জন্য আবেদন করেন। আইনের ৯ (১) ধারা অনুযায়ী নির্ধারিত ২০ কার্যদিবস অতিবাহিত হওয়ার পরও কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে কোন তথ্য বা জবাব সরবরাহ করা হয়নি। তাই তিনি আইনের ২৪ ধারার ভিত্তিতে গত ৩০/৮/২০১০ তারিখে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে আপীল করেন। আইনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সেখান থেকেও কোন তথ্য সরবরাহ করা না হলে তিনি ২৫ ধারার ভিত্তিতে গত ২২/০৯/২০১০ তারিখে প্রধান তথ্য কমিশনার, তথ্য কমিশন বাংলাদেশ-এর বরাবরে অভিযোগ করেন। তার অভিযোগের প্রেক্ষিতে তথ্য কমিশন প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসেবে আবেদনকারীকে তথ্য সরবরাহ করার জন্য তালা উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তাকে নির্দেশনামূলক চিঠি প্রদান করে। এর অনুলিপি আবেদনকারী পলাশ দাস-কেও প্রেরণ করা হয়। তথ্য কমিশনের প্রারম্ভিক পদক্ষেপের নমুনা হিসেবে উক্ত চিঠিটি হুবহু ছাপানো হল। (সংযুক্তি নং - ১৩) । এই এলাকায় তথ্য কমিশন বাংলাদেশ থেকে এরকম ৫টি চিঠির অনুলিপি (গত ২৭/৯/২০১০ তারিখে ইস্যুকৃত) তথ্য আবেদনকারীর বরাবরে প্রেরণ করা হয়েছে। নিম্নে আবেদনকারী ও আবেদনের বিষয় উল্লেখ করা হল-

১. পলাশ দাস, পিতা- সুজয় দাস, গ্রাম- খানপুর, উপজেলা- তালা, জেলা- সাতক্ষীরা। আবেদনের বিষয় হচ্ছে: ৬ নং সদর ইউনিয়নে কাবিখা প্রকল্পের কাজ বাস্তবায়নের জন্য কি পরিমাণ বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে তার তথ্যের কপি।
২. অলকা রাণী দাস, স্বামী: শ্রীপদ দাস, গ্রাম- খানপুর, উপজেলা- তালা, জেলা- সাতক্ষীরা। আবেদনের বিষয় হচ্ছে: উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয় থেকে নাগরিকদের কি কি ধরনের সেবা প্রদান হয় তার তালিকার কপি।
৩. যুধিষ্ঠির দাস, পিতা- কালিপদ দাস, গ্রাম- খানপুর, উপজেলা- তালা, জেলা- সাতক্ষীরা। আবেদনের বিষয় হচ্ছে: গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক সর্বশেষ প্রণীত এবং জারিকৃত প্রজ্ঞাপনের আলোকে কৃষকদের জন্য কৃষিকার্ড বিতরণের নিয়মাবলীর কপি।
৪. অসীম দাস, পিতা- কদম দাস, গ্রাম- আটারই, উপজেলা- তালা, জেলা- সাতক্ষীরা। আবেদনের বিষয় হচ্ছে: তালা উপজেলার ৬ নং ইউনিয়নে কোন মৌজায় কত খাস জমি আছে তার তালিকার কপি।
৫. সন্দীপ দাস, পিতা- শান্ত দাস, গ্রাম- খানপুর, উপজেলা- তালা, জেলা- সাতক্ষীরা। আবেদনের বিষয় হচ্ছে: গত ২০০৯-১০ অর্থবছরে উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তার কার্যালয় থেকে কি পরিমাণ বয়স্ক ও বিধবা ভাতা প্রদান করা হয়েছে তার তালিকার কপি।

১০. মনিটরিং ও কমপ্লায়েন্স সার্ভে

মাঠ পর্যায়ে পরিচালিত মনিটরিং ও কমপ্লায়েন্স সার্ভে ফলাফল

প্রকল্পের নির্ধারিত কাজের অংশ হিসেবে ০৭-২৩ ডিসেম্বর ২০১০ তারিখে পাঁচটি প্রান্তিক জনগোষ্ঠী ও সরকারী কর্তৃপক্ষের মধ্যে মনিটরিং ও কমপ্লায়েন্স সার্ভে পরিচালনা করা হয়। জরিপে অন্তর্ভুক্ত এলাকাগুলো হচ্ছে লৌহজং, সৈয়দপুর, তালা ও শ্যামনগর উপজেলা এবং কুষ্টিয়া জেলা । এসব এলাকার ৩৫ টি বিভিন্ন সরকারী অফিসে নমুনায়নের মাধ্যমে সার্ভে পরিচালনা করা হয়েছে।

উল্লেখিত পাঁচটি প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মোট ২০০ টি পরিবারে (খানা) নমুনায়নের ভিত্তিতে জরিপ পরিচালনা করা হয়। এর মধ্যে বেদে ৫২, রবিদাস ৩৮, হরিজন ৩৬, মুন্ডা ৩০ এবং ঋষি সম্প্রদায়ের ৪৪ পরিবার অন্তর্ভূক্ত। প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায়, রিইবের আরটিআই প্রকল্প কার্যক্রম পরিচালনার ফলে সংশ্লিষ্ট কমিউনিটির মধ্যে তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে সচেতনতার মান কাঙ্খিত মাত্রায় বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমানে প্রকল্পের আওতাভূক্ত কমিউনিটির শতকরা ৯১% ভাগ উত্তরদাতা এই আইন সম্পর্কে জানে। প্রকল্প শুরুতে এর হার ছিল শতকরা ৪% মাত্র, যা বেইজলাইন সার্ভে ফলাফলে প্রতিফলিত হয়েছিল। শতকরা ৯৫ ভাগ উত্তরদাতা জানিয়েছে, রিইবের আরটিআই প্রকল্পের এনিমেটর ও গণগবেষণা দলের সদস্যদের মাধ্যমে তারা প্রথম তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে জেনেছে। এর মধ্যে শতকরা প্রায় ৩৫ ভাগ উত্তরদাতা স্থানীয় এনিমেটর ও গণগবেষণা দলের সদস্যদের সহায়তায় সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন বা উপজেলা পর্যায়ে বিভিন্ন সরকারী দপ্তরে তথ্য আবেদন করেছে। আবেদনকারীদের মধ্যে প্রায় ১৯% উত্তরদাতা জানিয়েছেন, তারা তথ্য আইনে আবেদনের নির্ধারিত ২০ কার্যদিবসের মধ্যে তথ্য পেয়েছেন। অন্যদিকে প্রায় ৬০% বলেছেন, তারা তথ্য আবেদন করতে গিয়ে কোন না কোন সমস্যার মুখোমুখি হয়েছেন। তারমধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে সরকারী অফিসে কর্মরত ব্যক্তিদের দুর্ব্যবহার, আবেদনপত্রের প্রাপ্তিস্বীকার পত্র প্রদানে অস্বীকৃতি, আবেদনপত্র গ্রহণে অস্বীকৃতি প্রভৃতি। প্রায় ৫৮% উত্তরদাতা জানিয়েছেন, আর্থিক সমস্যা, সরকারী অফিসের লোকজনের প্রতি ভয় ও দুর্ব্যবহারের শিকার হওয়ার কারণে সরাসরি কর্তৃপক্ষের কাছে তথ্য আবেদন না করে এনিমেটরের মাধ্যমে বা রেজিষ্টার্ড ডাকযোগে পাঠিয়েছেন। শতকরা প্রায় ৪৪% ভাগ উত্তর দাতা জানিয়েছেন, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে তথ্য না পাওয়ার কারণে তারা উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে আপীল করেছেন। একই কারণে আবেদনকারীদের মধ্যে ১৯% তথ্য কমিশনে অভিযোগ করতে বাধ্য হয়েছেন। ৫২% উত্তরদাতা জানিয়েছেন, আরটিআই ব্যবহার করার কারণে কমিউনিটির জনগণ এখন নিজেদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হচ্ছে, নিজেরাই নিজেদের সমস্যা নিয়ে আলোচনা করছে, সেগুলো সমাধানের ক্ষেত্রে করণীয় নির্ধারণের ভিত্তিতে তথ্য অধিকার আইন ব্যবহার করে সরকারী সুযোগ-সুবিধা ও কার্যক্রমের তথ্য জানতে সক্ষম হচ্ছে। সরকারী অফিসের সুযোগ সুবিধা পেতে শুরু করেছে, অফিসে যাওয়ার ক্ষেত্রে ভয় কমে যাচ্ছে, সাহস বৃদ্ধি পাচ্ছে, নারীদের মনোবল বাড়ছে এবং সরকারী অফিসের লোকজন এখন আগের চেয়ে অনেক ভাল ব্যবহার করছে। এতে সমাজে নিজেদের গুরুত্ব ও মর্যাদা বৃদ্ধি পাচ্ছে। যেমন এখন হাসপাতাল গেলেই বিনামূল্যে রোগীদের প্রয়োজনীয় ঔষধ প্রদান করা হচ্ছে। উত্তরদাতারা মনে

করেন, এই আইনের সফল প্রয়োগ নিশ্চিত করার জন্য ব্যাপক জনগণকে কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত করা উচিত।

বিভিন্ন জেলার ৩৫টি অফিসে সরেজমিনে পরিদর্শন ও কর্মকর্তাদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করার মাধ্যমে কমপ্লায়েন্স সার্ভে করা হয়। এতে প্রাপ্ত তথ্যে জানা যায়, ইতিমধ্যে তথ্য অধিকার আইন কার্যকর হওয়ার দেড় বছরের বেশি সময় অতিবাহিত হলেও শতকরা প্রায় ১০০% অফিসে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ দেয়া হতে শুরু করে তথ্যপ্রদান ইউনিট চালু করাসহ আইনে নির্ধারিত কোন উদ্যোগই নেয়া হয়নি। যদিও প্রায় সব অফিসে অতি সম্প্রতি সিটিজেন চার্টার এর মাধ্যমে খুবই সীমিত পরিসরে অফিস কার্যক্রমের তথ্য প্রদর্শিত হয়েছে। তথ্য সংরক্ষণ প্রক্রিয়াও আগের মত রয়েছে। প্রায় ২৯% ক্ষেত্রে অফিস প্রধানই দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হিসেবে তথ্য সরবরাহ করছেন। ৪০% উত্তরদাতা স্বীকার করেছেন, এই আইন সম্পর্কে তারা ইতিপূর্বে শুনে থাকলেও নিজেদের করণীয় সম্পর্কে কিছুই জানেন না। ৬০% জানিয়েছেন, তারা তথ্য আবেদন পেয়েছেন। যদিও এ বিষয়ে দিক নির্দেশনা না পাওয়ার কারণে তাদের তথ্য সরবরাহ করতে গিয়ে সমস্যা হয়েছে কিংবা হচ্ছে। প্রায় ১০০% উত্তরদাতা জানিয়েছেন, ইতিমধ্যে গৃহীত তথ্য আবেদন রেজিষ্টার খাতায় সংরক্ষণ করা হয় না। প্রায় ২৩% উত্তরদাতা আবেদনকারীদের তথ্য সরবরাহ করেছেন। ১০০% উত্তরদাতা মনে করেন, এই আইনের সফলতা নিশ্চিত করার জন্য সরকারী লোকজনকে অফিসিয়াল নির্দেশনা প্রদান করার পাশাপাশি প্রশিক্ষণ প্রদান করা জরুরী। একই সাথে প্রয়োজনীয় লজিস্টিক সাপোর্ট প্রদান করা অপরিহার্য। (সংযুক্তি - ১৪)

১১. উপসংহার

ওপরের প্রতিবেদন থেকে দেখা যাচ্ছে যে দেশের কয়েকটি প্রান্তিক জনগোষ্ঠী তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ প্রয়োগের ক্ষেত্রে ইতিমধ্যেই বেশ কিছুটা অগ্রসর হয়েছে। কিছু কিছু ব্যাপারে তারা তাদের ন্যায্য অধিকার আদায় করে নিতে সমর্থ হয়েছে। প্রথম দিকে কিছু কিছু ক্ষেত্রে তারা সরকারী কর্তৃপক্ষের কাছে নিগৃহীত হলেও পরবর্তীতে তাদের অধিকার আদায়ে সক্ষম হয়েছে। এটা যে তাদের ক্ষমতায়নের পথে একটা বিরাট অগ্রগতি তা নিঃসন্দেহে বলা যায়। তবে তাদের তথ্য চাহিদা অধিকাংশ সেবা খাতেই সীমাবদ্ধ থাকতে দেখা গেছে। সরকারী কাজে স্বচ্ছতা আনতে ও দুর্নীতি দূর করতে, জনগণের কাছে সরকারী কর্তৃপক্ষসমূহের জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠা করতে যে যে ধরনের তথ্য চাওয়া প্রয়োজন সেদিকে স্বভাবতই তারা যায়নি। তাদের মনে সেই সাহস আনতে তাদের আরো অভিজ্ঞতা সঞ্চয় জরুরী।

১১.১ এক বছরের গবেষণা কাজের পরিমাণগত ও গুণগত প্রভাব

পরিমাণগত প্রভাব

পরিমাণগত ফলাফল হিসেবে দেখা গেছে, প্রকল্প এলাকার প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সদস্যরা যারা আইন সম্পর্কে আগে জানত না তারা জানতে পেরেছে। মনিটরিং সার্ভে-তে দেখা গেছে আগে যেখানে মাত্র ৪% জনগণ আইনটি সম্পর্কে শুনেছিল, পরবর্তীতে ৯১% আইনটিকে ভালোভাবে জেনেছে এবং আইনটিকে স্বচক্ষে দেখেছে। প্রকল্প শুরুর আগে তথ্য জানতে চেয়ে যেখানে একটিও আবেদনপত্র কেউ করেনি বর্তমানে সেখানে ২৩১টি আবেদনপত্র তারা বিভিন্ন সরকারি কর্তৃপক্ষের কাছে দিয়েছে। প্রকল্পের কারণে তথ্য অধিকার আইন নিয়ে আগের চেয়ে প্রকাশনার পরিমাণ বেড়েছে। রিইব থেকেই ১টি গাইড বই (৩০০০ কপি), একটি ব্রোশিউর (৩০০০), একটি সরকারী সেবামূলক কর্মসূচী ও কর্তৃপক্ষের তালিকা সম্পর্কিত বই (১০০০), একটি লিফলেট (৩০০০), ৬টি নিউজলেটার (১২০০০) ছাপা হয়েছে। প্রকল্প এলাকায় গ্রুপ মিটিং হয়েছে প্রায় ৪০টি। আইন সম্পর্কে প্রশিক্ষণ পেয়েছে প্রায় ১৫০০ জন। সচেতনতা বৃদ্ধি পাবার কারণে প্রান্তিক জনগোষ্ঠী ১৯টি সুবিধা লাভ করেছে বিভিন্ন ক্ষেত্রে। ৫৫ জন প্রশিক্ষিত ট্রেনার তৈরী হয়েছে। তারা আরও ৫০ জন ট্রেনার তৈরী করেছে। ২৩১ জন তথ্য আবেদন করেছে তার মধ্যে নারীর সংখ্যা ৪৪ জন। ৫টা কম্যুনিটি সমস্যা চিহ্নিত করেছে ৪০টি, ৫টি ইনফরমেশন সেন্টার তৈরী হয়েছে প্রকল্প সময়কালে।

গুনগত প্রভাব

গুনগত প্রভাবের মধ্যে দেখা যায় যে, এই প্রকল্প প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মধ্যে এই আত্মবিশ্বাস তৈরী করেছে যে, তারা সরকারী অফিসে গিয়ে কাজ করতে পারে। সরকারী তথ্য যা আগে দুষ্প্রাপ্য, গোপন ছিল তা এখন সুলভ, উন্মুক্ত হয়েছে। আবেদন করলে সরকারী কর্মকর্তারা তা গ্রহণ করে এবং কখনও রিসিভ কপিও প্রদান করে থাকে। তারা কৃষি কার্ড করতে পারছে, ব্যাংক একাউন্ট খুলতে পারছে, ভিজিডি, ভিজিএফ-এর মত বিভিন্ন সরকারী সেবার সুবিধা পাচ্ছে।

প্রকল্পে নারীরা সম্পৃক্ত হচ্ছে। সন্ধ্যা রাণী, রোশনী রানী , আলো রানী ও সবিতা রাণীর মত আরো অনেক নারী নেতৃত্ব তৈরী হয়েছে। যাদের মধ্যে তথ্য অধিকার চর্চা করার ফলে আত্মবিশ্বাস উন্নত হয়েছে। এটা দৃশ্যমান। (সংযুক্তি- ১৫)

প্রকল্পের স্বল্পমেয়াদী ফলাফলে দেখা যায় প্রান্তিক জনগোষ্ঠী বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় সেবামূলক কর্মসূচীর সুবিধা পাচ্ছে আগের তুলনায় বেশি (সংযুক্তি - ১৬) । এর দীর্ঘমেয়াদী প্রভাবে দেখা যায় যে জনগণের মধ্যে আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পাচ্ছে। তারা জনগোষ্ঠীর উন্নয়নে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে খোঁজ খবর করছে, চাকুরির চেষ্টা করছে দারিদ্র দূর করতে। সৈয়দপুরে ইপিজেড এর কোরিয়ান কোম্পানীতে ববিতা রানী দাসের চাকুরি হবার সুযোগ হয়েছে মুন্না দাসের প্রচেষ্টায়। ববিতা দাস সৈয়দপুরের তথ্যমেলায় এনিমেটর হিসেবে কাজ করার সময় মার্কেটে কোরিয়ান কোম্পানীর কর্মকর্তাদের নজরে পড়ে। পরে ববিতা যখন চাকুরির আবেদন করে তখন ববিতাকেই নির্বাচিত করে কোম্পানীর লোকজন। দীর্ঘমেয়াদী প্রভাবে এসব তাদের আত্নবিশ্বাস দৃঢ় করতে সহায়ক হয়েছে একথা বলা যায়।

১১.২ প্রকল্পের অর্জন : তথ্য অধিকার আইন ব্যবহারের ফসল

ফেব্রুয়ারী - ডিসেম্বর ২০১০ সময়সীমায় এই প্রকল্পের কিছু ফসল আমরা ইতিমধ্যেই দেখতে পেয়েছি। যা প্রকল্পের জন্য, জনগণের জন্য এবং সর্বোপরি তথ্য অধিকার আইনের স্থায়ীত্বের জন্য যথেষ্ট ইতিবাচক। এখানে তার কিছুটা উল্লেখ করা হল।

- যেসকল জনগোষ্ঠীতে প্রকল্প পরিচালিত হয়েছে সেখানে ধীরে ধীরে এই আইনটির কার্যকারিতা সম্পর্কে জনমনে উৎসাহ বেড়েছে। এখানে কেবলমাত্র আবেদনকারীরাই সচেতনতা লাভ করছে তা না, যে সকল সরকারী প্রতিষ্ঠানে তথ্য প্রার্থীরা আবেদন নিয়ে যাচ্ছে তাদের সঙ্গে আদান প্রদান করেও জানাজানি হচ্ছে। সেবাগ্রহণকারী ও সেবা প্রদানকারীদের মধ্যে দেখা যাচ্ছে ক্রমেই একটা সুসম্পর্ক তৈরী হচ্ছে।
- জনগোষ্ঠীতে নিজেদের সম্পর্কে ধারণাও পরিবর্তন হচ্ছে। তারা এখন তাদের সমস্যা এবং সমস্যা সমাধানের পন্থা হিসেবে তথ্য অধিকার আইনের ব্যবহার সম্বন্ধে অনেক বেশি সচেতন হয়েছে। গণগবেষণার মাধ্যমে যুথবদ্ধতা বেড়েছে। এই নতুন চেতনার স্তর বোঝা যায় যখন গণগবেষণা দলে কিংবা বেসলাইন জরিপে তারা তাদের সমস্যা চিহ্নিতকরণ করে। জরিপে যদিও অর্থনৈতিক সমস্যা প্রাধান্য পেয়েছে, দলীয় আলোচনায় তাদের অধিকার বঞ্চিত অবস্থানের কথা বেশি প্রতিফলিত হয়েছে।
- একটা সময় এসকল জনগোষ্ঠীর জন্য সরকারী অফিসে প্রবেশ পথ এক অর্থে বন্ধ ছিল কিন্তু তথ্য অধিকার আইন বলে তারা অনেকেই আবেদন দাখিল করতে গিয়ে এই প্রবেশ পথ কিছুটা হলেও উন্মুক্ত করতে পেরেছে। যেমন, সৈয়দপুরের মুন্না দাস এখন নির্ভয়ে যেকোন অফিসে ঢুকতে পারে এবং তাকে আপ্যায়নও করা হয়। শুধু তাই না বেদে সম্প্রদায়ের মো: সউদ খান যিনি একবার একটি ব্যাংকে তথ্য চাইতে গিয়ে বিতাড়িত হয়ে ফিরে আসতে বাধ্য হয়েছিলেন, পরবর্তীতে তিনি সরকারী নীতিমালায় 'একটি বাড়ি একটি খামার' কর্মসূচীর আওতায় তার সম্প্রদায়ের উনিশজনকে বরাদ্দ তালিকায় নাম অন্তর্ভুক্ত করিয়েছেন।
- এইসব প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণের কারণে যে সামাজিক বৈষম্যমূলক আচরণ এসব জনগোষ্ঠীর প্রতি করা হতো তা ধীরে ধীরে কমে আসছে। নারী পুরুষের

অংশগ্রহণ লক্ষণীয়ভাবে বেড়েছে যদিও নারীদের অংশগ্রহণ পুরুষের তুলনায় এখনও কমই রয়েছে। তবে বিশেষ এলাকায় দেখা গেছে স্থানীয়ভাবে নারী নেত্রীর আবির্ভাব হয়েছে।

- অন্যান্য স্থানীয় এনজিওরাও তথ্য অধিকার আইনের ব্যাপারে উৎসাহ দেখিয়েছে। যেমন, সৈয়দপুরে তথ্য অধিকার মেলা সম্পন্ন হওয়ার পরে স্থানীয় অনেক লোকজন মুন্না দাসের কাছে খোঁজ নিয়েছে। অন্যদিকে সাতক্ষীরার মুন্ডারা তাদের নিজ উদ্যোগে একটি নাটকও তৈরী করেছে।
- আরও দেখা যাচ্ছে রিইব-এর পাঁচজন এনিমেটরের বাইরেও অনেকে তথ্য অধিকার কর্মী হিসেবে কাজ করছে ও তথ্য আবেদন করতে সাহায্য করছে। মোটামুটিভাবে বলা যেতে পারে এযাবৎ পর্যন্ত সরকারী মহলে যে তথ্য গোপন করে রাখার প্রথা অবলম্বন করা হতো যার মাধ্যমে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলিতে সুশাসনের অভাব দেখা যেত, এ প্রকল্পটি তার মোকাবিলা করার জন্য ছিল একটি প্রথম পদক্ষেপ মাত্র।
- তথ্য অধিকার আইন ও নাগরিক অধিকার এবং সরকারী সেবা কার্যক্রম সর্ম্পকে প্রকল্পের আওতাভূক্ত এলাকার সংশ্লিষ্ট প্রান্তিক জনগোষ্ঠী ও সরকারী-বেসরকারী কর্তৃপক্ষের লোকজনসহ বিভিন্ন পেশা ও শ্রেণীর জনসাধারণের মধ্যে এক ধরনের সচেতনতা সৃষ্টি হয়েছে বলা যায়। কেননা প্রকল্প চলাকালীন সময়ের মধ্যে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর লোকজন স্থানীয় উপজেলা পর্যায়ে বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী কর্তৃপক্ষের কাছে নানা বিষয়ে তথ্য জানতে চেয়ে মোট ২৭৩ টি আবেদন করেছে। অধিকাংশ আবেদনে অনুরোধকৃত বিষয়ের তথ্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/অফিস প্রধান ইতিমধ্যেই প্রদান করেছে। এর মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট এলাকাগুলোতে কর্তৃপক্ষের মধ্যে তথ্য গোপনের সংস্কৃতি থেকে তথ্য প্রকাশ কিংবা প্রদানের সংস্কৃতি চালু হয়েছে। একই সাথে সরকারী কার্যক্রমে স্বচ্ছতা, জবাবদিহীতা ও দায়বদ্ধতা প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়া চালু হয়েছে।
- এই কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলে সংশ্লিষ্ট প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মধ্যে নিজেদের সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে সেগুলো সমাধানে কী করণীয় তা নির্ধারণ করেছে। ইস্যু ভিত্তিক তথ্য আবেদনপত্র লিখন, কর্তৃপক্ষের নিকট প্রদান ও ফলোআপ এবং তথ্য সংরক্ষণ সর্ম্পকে একটা কার্যকর প্রক্রিয়ায় সূত্রপাত ঘটেছে। এর ফলে নিজেদের দারিদ্র বিমোচন প্রক্রিয়ার মধ্যে একটা কার্যকর গতি সঞ্চারিত হতে শুরু করেছে।
- প্রকল্পের ফলে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মধ্যে সরকারী সেবা লাভের পথ সুগম হয়েছে। প্রত্যেকটি এলাকায় প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর লোকজন সরকারী সুরক্ষা কর্মসূচীর আওতায় বিদ্যমান সেবা লাভ করতে সক্ষম হয়েছে। যেমন সৈয়দপুরে রবিদাস সম্প্রদায় বয়স্ক ভাতা লাভ করেছে। লৌহজং উপজেলায় বসবাসরত বেদে সম্প্রদায়ের ১৯ টি পরিবার একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্পে সুবিধা লাভ করতে, নিজেদের নাম অন্তর্ভুক্ত সক্ষম হয়েছে, হাসপাতালে বিনামূল্যে ঔষধ কিংবা চিকিৎসা সেবা লাভের পথ সুগম করছে ইত্যাদি উল্লেখিত নানা ধরনের সরকারী সহায়তা লাভের ফলে প্রান্তিক ও অন্যান্য জনগোষ্ঠীর মধ্যে তথ্য অধিকার আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা সৃষ্টি হচ্ছে।

- প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর লোকজনের সাথে সরকারী লোকজনের মনোজাগতিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন ঘটতে শুরু করেছে। প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর লোকজনের সাথে সরকারী লোকজন ইতিবাচক আচরণ করছে (যেমন চেয়ারে বসতে দেয়া, চা খেতে দেয়া, তুচ্ছ তাচ্ছিল্য না করে ভাল ব্যবহার করা ইত্যাদি), যা এক সময় সত্যিই অকল্পনীয় ছিল। এর ফলে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর লোকজনের মধ্যেও সরকারী অফিস ও লোকজন সর্ম্পকে বিদ্যমান নেতিবাচক ধারণার ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটতে শুরু করেছে এবং সরকারী অফিসে যাওয়ার ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে এক ধরনের সাহস-মনোবল সঞ্চারিত হয়েছে। এটা প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সাথে সরকারী কর্তৃপক্ষের লোকজনের সর্ম্পকের ভিত্তি স্থাপন ও মান উন্নয়নে ইতিবাচক পরিবেশ তৈরী করছে।
- স্থানীয় কমিউনিটি পর্যায়ে তথ্য অধিকার কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। এসকল কেন্দ্রের মধ্যে বিদ্যমান সকল রিসোর্স প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর পাশাপাশি এলাকার অপরাপর জনসাধারণের মধ্যেও ছড়িয়ে দেবার কার্যক্রম শুরু হয়েছে, আইন ও অধিকার সর্ম্পকে জানা এবং চর্চার অব্যাহত প্রক্রিয়াটাকে চালু রেখেছে, যা সামাজিক বৈষম্য দুরীকরণের মাধ্যমে বিভিন্ন পেশা, শ্রেণী, জাতির সমঅধিকার প্রতিষ্ঠায় কার্যকর ভূমিকা পালনে সহায়ক হবে।

নির্ধারিত কার্যক্রম এবং ফলাফল ছাড়াও কিছু বিষয় প্রকল্পের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। একেও প্রকল্পের অর্জন হিসেবে ধরা যায়। যা প্রকল্পকে সমৃদ্ধ করেছে। যেমন,

- প্রকল্পের সঙ্গে আন্তর্জাতিক ব্যক্তিসমূহের সম্পৃক্ততা। Netz Bangladesh সংগঠনের ভলান্টিয়ার জার্মানীর Lisa Wevelsiep- রিইব-এর একজন ইন্টার্ন হিসেবে ছয় মাস কাজ করেছেন। লিসা তথ্য অধিকার প্রকল্পের ৫টি ফিল্ড এলাকাতেই পরিদর্শন করেছে, বিভিন্ন কর্মশালায়, প্রশিক্ষণে অংশ নিয়েছে। NETZ Bangladesh Zeitschrift, 3/2010 পত্রিকায় প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর উপর তাঁর সচিত্র প্রতিবেদন ছাপানো হয়েছে।
- সহযোগী PNGO রা তাদের সংগঠনের অন্যান্য কার্যক্রমে আরটিআই-কে গুরুত্ব সহকারে অন্তর্ভূক্ত করেছে।
- বিদেশী অনেক স্কলার রিইব-এর সাথে যোগাযোগ করেছে আরটিআই প্রকল্প নিয়ে। লিসা ছাড়াও ওয়ার্ল্ড ব্যাংক ইনস্টিটিউট -এর Stephanie de Chassy রিইব এর প্রকল্প নিয়ে আগ্রহ প্রকাশ করেছে। তারা রিইব এনিমেটরদের আরটিআই কার্যক্রমকে নিয়ে বিভিন্ন কেস স্টাডি করতে চেয়েছে। তারা শুধু শহরে নয়, গ্রামে, পৌরসভায়, উপজেলা অফিসে যেতে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। রিইব-এর কাজ তাদেরকে আগ্রহী করেছে।

১১.৩ সফলতা

প্রকল্পে সফলতাকে নিম্নোক্ত সূচকের মাধ্যমে অন্বেষণ করা হয়েছে, যা এখানে তুলে ধরা হল :

১. **নিউজলেটার প্রকাশনা :** গত এক বছরে "তথ্য বার্তা" নামে ৬টি নিউজলেটার প্রকাশিত হয়েছে। নিউজলেটার এর প্রথম থেকে শেষ ইস্যু পর্যন্ত প্রতিফলিত হয়েছে প্রকল্পের অগ্রগতি, বিভিন্ন কার্যক্রম, প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর আবেদনপত্রের সংখ্যা, বিভিন্ন ইস্যুতে আবেদনপত্র লেখা, তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ এর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা। নিউজলেটার এর একাধিক কপি পাঁচটি তথ্যকেন্দ্রে রাখা হয়েছে। এই নিউজলেটার জাতীয় ও স্থানীয় দৈনিক পত্রিকার সাংবাদিক, বিভিন্ন লাইব্রেরী, এনজিও কর্মী এবং

বিভিন্ন সরকারী বেসরকারী প্রতিষ্ঠানকে বিনামূল্যে দেয়া হয়েছে তথ্য অধিকার আইন প্রচারের উদ্দেশ্যে। তথ্য অধিকার মেলায় এই নিউজলেটার সকলে সংগ্রহ করেছে এবং স্থানীয় দোকানের লোকজনকে এটি আগ্রহ সহকারে পড়তে দেখা গেছে। বিভিন্ন এনজিও তাদের আরটিআই ওয়ার্কশপ-এ এই নিউজলেটার বিতরণ করেছে। এতে প্রকাশিত হয়েছে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর আরটিআই ব্যবহারে বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ এবং সফলতার কাহিনী। যা অন্যদেরকে উদ্বুদ্ধ করেছে তথ্য আবেদন করতে। অনেকে এসব কাহিনী পড়ে স্থানীয় এনিমেটর মুন্না এবং অসীম দাসকে তথ্য অধিকার সম্পর্কে ট্রেনিং দেবার জন্য যোগাযোগ করেছে।

২. **স্থানীয় এলাকায় তথ্য অধিকার কেন্দ্র স্থাপন :** দীর্ঘমেয়াদী প্রভাবে ভূমিকা রাখছে এই পাঁচটি তথ্য অধিকার কেন্দ্র । এই সেন্টারগুলো তথ্য অধিকার আইনকে প্রচার করবে, প্রসার করবে। নেটওয়ার্ক প্রতিষ্ঠায় এবং আরটিআইকে জানতে সেন্টার কাজ করছে। সেন্টারকে ভিত্তি করে এলাকায় প্রান্তিক জনগোষ্ঠী তাদের অন্যান্য কাজ করছে। রোসা লাক্সেম্বার্গ কিংবা রিইব-এর সহায়তা যখন থাকবে না তখন এসব সেন্টার-এর কাজ হবে এলাকায় তথ্য অধিকার আইনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। সেন্টারগুলো সেই লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। একই সাথে গ্রুপ মিটিং করা, মনিটরিং করা, প্রসেস ডকুমেন্টেশন করার মত কাজ এবং সেই সাথে লোকাল সেমিনার গুলো আয়োজনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

৩. **হ্যান্ডবুকঃ** "তথ্য অধিকার আইনের সহজ পাঠ" নামক হ্যান্ডবুক প্রকাশিত হবার ফলে আইন জানা সহজ হয়েছে জনগণের পক্ষে। এছাড়া এর কারণে কর্তৃপক্ষসমূহ আবেদনপত্র গ্রহণ করতে বাধ্য হচ্ছে। হ্যান্ডবুক এর মাধ্যমে আরটিআই ট্রেনিং দেওয়া সহজ হয়েছে। আইন এর বিভিন্ন দিক সহজ ভাষায় লেখার কারণে সাধারণ মানুষের বুঝতে সুবিধে হয়েছে। বিভিন্ন তথ্যের জন্য বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের নাম দেওয়া আছে। এসবই হ্যান্ডবুক-কে সমৃদ্ধ করেছে। এতে বিধিমালা অনুযায়ী আবেদনপত্রের ফরম্যাট সংযুক্ত করার ফলে তা সাধারণ মানুষের জন্য সুবিধাজনক হয়েছে। হ্যান্ডবুক বিভিন্ন প্রান্তিক জনগোষ্ঠী, সরকারী অফিস, বিভিন্ন এনজিও, তথ্য কমিশন, রিসার্চ সেন্টার, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের কাছে গেছে। এর ফলে অনেকে এখন এই আইনটি জানে। এর কারণে কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদনের সংখ্যা প্রকল্পের টার্গেট ছাড়িয়ে গেছে। কর্তৃপক্ষের কাছে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর প্রবেশাধিকার পেতে সুবিধা হয়েছে এই হ্যান্ডবুক-এর কারণে। এটি মিডিয়া হিসেবে কাজ করেছে।

৪. ইন্টারনেট ভিত্তিক ওয়েবসাইট Sartianetwork এর সদস্য হিসেবে প্রজেক্ট কো-অর্ডিনেটর রিইবের আরটিআই সম্পর্কিত নিউজলেটার-এর সকল সংখ্যা এখানে মেইল করেছে। এই নেটওয়ার্ক-এর মাধ্যমে বিশ্বে যত বাংলাভাষী জনগণ আছে তাদের কাছে রিইব এর এসব প্রকাশনা পৌঁছে যাবার ব্যবস্থা হয়েছে। ইন্টারনেট ভিত্তিক ওয়েবসাইট এর ঠিকানা হচ্ছে sartianetwork@yahoogroups.com

৫. বাংলাদেশের বিখ্যাত সংগঠন ট্রান্সপারেন্সী ইন্টারন্যাশনাল তাদের আরটিআই সম্পর্কিত প্রকাশনায় রিইব প্রকল্প এরিয়ার বিভিন্ন সফলতার কেস স্টাডি ছাপিয়েছে। এনজিও 'নাগরিক উদ্যোগ' তাদের ব্যবহারিক নির্দেশিকাতে রিইব প্রকল্প এলাকার সফলতার কাহিনীকে উদাহরণ হিসেবে ব্যবহার করেছে।

৬. প্রকল্পের পাঁচটি এলাকা - মুন্সিগঞ্জ, নীলফামারী, সাতক্ষীরা, খুলনা ও কুষ্টিয়াংয় রিইব-এর কাজ অন্যান্য সংগঠন এবং পার্টনার সংগঠনকে উদ্বুদ্ধ করেছে তথ্য অধিকার আইন-কে তাদের কার্যক্রমে অন্তর্ভূক্ত করতে। নীলফামারী জেলার সৈয়দপুরে রিইব-এর এনিমেটর মুন্না দাস এর সফলতা দেখে এলাকার 'সেবা' নামক সংগঠন তাকে প্রশিক্ষক হিসেবে নিযুক্ত করেছে তাদের প্রকল্পে। মুন্না দাস 'সেবা' সংগঠনের কর্মশালায় তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ বিষয়ে একটি সেশনে প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে। তাঁকে ঢাকার সংগঠন 'নাগরিক উদ্যোগ' তাদের কর্মশালায় রিসোর্স পার্সন হিসেবে আমন্ত্রণ জানিয়েছে। মুন্না সেখানে তার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেছে। সাতক্ষীরার পরিত্রাণ সংগঠন তাদের অন্যান্য প্রকল্পে তথ্য অধিকার বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করেছে গুরুত্ব সহকারে। নীলফামারীর উদয়ঙ্কুর সেবা সংস্থার কর্মকর্তা রিইব থেকে প্রশিক্ষণ লাভ করে তাদের প্রকল্পে তথ্য অধিকার আইন অন্তর্ভুক্ত করেছে এবং তাদের প্রশিক্ষণে রিইব-এর 'তথ্য আইনের সহজপাঠ' বুকলেটকে গাইড বই হিসেবে ব্যবহার করেছে। কুষ্টিয়ার পার্টনার সংগঠন 'ফেয়ার' তাদের কার্যক্রমের মধ্যে তথ্য অধিকারকে প্রাধান্য দিয়েছে। তাদের প্রকাশিত নিউজলেটার হরিজন বার্তা -এ দলিত জনগোষ্ঠীর প্রেক্ষাপটে তথ্য অধিকার আইন বিষয়ক মূল নিবন্ধ প্রকাশ করেছে। সাতক্ষীরায় রিইব এনিমেটর অসীম দাস, মিঠুন দাস, রিসোর্স পার্সন হিসেবে বিভিন্ন স্থানে প্রশিক্ষণ দিয়েছে। আইআরভি তথ্য অধিকার আইনকে খুলনার কয়রা নামক এলাকায় প্রনয়ণ করা শুরু করেছেন। মোট কথা প্রকল্প এলাকায় তথ্য অধিকার আন্দোলন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে প্রাধান্য পাচ্ছে।

১১.৪ শিক্ষণীয় দিকসমূহ

এই প্রকল্পে হাতে কলমে তথ্য অধিকার আইন প্রয়োগ করতে গিয়ে আমরা বেশ কিছু দিক দেখতে পেয়েছি। যেমন :

ক. একটা শক্তিশালী ডিমান্ড সাইড তৈরী করা প্রয়োজন।

খ. তথ্য অধিকার আইন সুষ্ঠুভাবে প্রয়োগ করতে হলে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে পর্যাপ্ত ট্রেনিং দেয়া যেমন প্রয়োজন তেমনি প্রয়োজন জনগণের জীবন যাপনে এই আইনকে সম্পৃক্ত করা।

গ. তথ্য আইন প্রয়োগ করতে গিয়ে তথ্য কর্মীদের কাজকে এগিয়ে নেয়ার জন্য একটি বৃহত্তর তথ্য অধিকার বান্ধব পরিবেশের প্রয়োজন। তাই ধারাবাহিকভাবে তথ্য অধিকার কর্মী তৈরী করতে হবে যুবসমাজ, ছাত্রসমাজ, মিডিয়া ও সিভিল সমাজকে যুক্ত করে।

ঘ. সর্বশেষে স্থানীয় সরকারী প্রশাসনে স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশে জনগণের চাহিদা ও দৃষ্টিকোণকে অন্তর্ভুক্ত করার জন্যে প্রশাসন ও জনগণ দুয়ের মধ্যে একটি মতবিনিময় বা ডায়ালগের সূচনা জরুরী হয়ে পড়েছে।

ঙ. তথ্য কমিশনের জনবান্ধব ভূমিকা পালন করা জরুরী।

চ. মিডিয়ার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করা (তথ্য আইন প্রয়োগে সফলতা ও ব্যর্থতার ঘটনা প্রচার করা।)

ছ. আইন বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সরকারের দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করা।

প্রকল্পে সমস্যার দিকগুলো সম্পর্কে বলা যায় যে, প্রান্তিক জনগোষ্ঠী তথ্য আবেদনপত্র জমা দিতে গিয়ে অনেক চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়েছে। তাতে অনেক সময় তারা নিরুৎসাহিত হয়েছে। আবার মনিটরিং এর মাধ্যমে তাদেরকে উজ্জীবিত করতে হয়েছে।

প্রকল্প চলাকালীন সময়ে সহযোগিতাও পাওয়া গেছে অনেক। দিল্লীর কমনওয়েলথ হিউম্যান রাইটস ইনিশিয়েটিভ CHRI ট্রেনিং-এ সহায়তা করে আমাদের কাজকে সহজ করেছে। পাঠ্য উপকরণ দিয়েছে, শিক্ষা সফরে নিয়ে গেছে অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্যে। CHRI এর পক্ষ থেকে সোহিনী পাল, ভেনকাটেস নায়েক এবং গুজরাটের আসলাম ভাই এর সহায়তা উল্লেখযোগ্য। অন্যদিকে CHRI ব্যক্তিবর্গকে বাংলাদেশে আসার ক্ষেত্রে সহায়তা করেছে জার্মানীর ফ্রেডারিক নিউম্যান ফাউন্ডেশন অর্থাৎ FNF.

সবশেষে বলা যায় যে, রিইব এর এই তথ্য অধিকার প্রকল্পটিকে একটি উদাহরণযোগ্য প্রজেক্ট হিসেবে অভিহিত করা যায়। তার প্রমাণ বাংলাদেশের তথ্য কমিশনারগণসহ যাঁরা তথ্য অধিকার নিয়ে কাজ করছেন তাঁরা সাম্প্রতিক সময়ে যেখানেই বক্তব্য রাখেন সেখানেই রিইব-এর প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর তথ্য অধিকার আইনের ব্যবহারকে উদাহরণ হিসেবে তুলে ধরেন। রিইবকে সহায়তা করার জন্য জার্মানীর রোসা লাক্সেম্বার্গ স্টিফটুং এক্ষেত্রে ধন্যবাদ পাবার যোগ্য। সবচেয়ে বড় কথা এই তথ্য অধিকার আইন প্রকল্পের প্রথম বছরের উল্লেখযোগ্য সফলতা আমাদেরকে উজ্জীবিত করেছে আরও সামনের দৃষ্টি দেবার।

সংযুক্তি-১

প্রকল্পে যারা সহযোগী সংগঠন হিসেবে এবং তথ্য অধিকার কর্মী হিসেবে কাজ করেছেন তাঁদের নাম ও ঠিকানা

১. মেরিনা পারভীন যুথী
সমন্বয়কারী
ইনিশিয়েটিভ ফর রাইট ভিউ
৫১/২, মিয়া পাড়া, মেইন রোড, খুলনা।
ফোন: ০১৯১৮-১০৭৯১০
ই-মেইল: marina_juthi@yahoo.com

২. একেএম মাকসুদ
নির্বাহী পরিচালক
গ্রামবাংলা উন্নয়ন কমিটি
বাড়ি নং: ৯৩ (২য় তলা), সড়ক নং: ১
মোহাম্মদপুর হাউজিং সোসাইটি, মোহাম্মদপুর, ঢাকা।
ফোন: ০১৭১৫-০২০০৫৫, ৯১১৪০৪৯
ই-মেইল: grambangla@yahoo.com,
grambangla.bd@gmail.com

৩. দেওয়ান আকতারুজ্জামান
পরিচালক
ফেয়ার
আর. এ. খান চৌধুরী রোড
ছয় রাস্তার মোড়, থানাপাড়া
কুষ্টিয়া-৭০০০।
ফোন: ০১৭১২-৬১৯১৭৬, ০৭১৬১৪৭০
ই-মেইল: fair_bd@yahoo.com

৪. মিলন দাস
নির্বাহী পরিচালক
পরিত্রাণ
তেঁতুলিয়া ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স
লক্ষণপুর, তালা, সাতক্ষীরা।
ফোন: ০১৭২০-৫৮৭১০০
ই-মেইল: parittran@yahoo.com
ওয়েবসাইট: www.dalitbangladesh.wordpress.com

৫. মো: মতিউর রহমান
সমন্বয়কারী
আউটরিচ কার্যালয়, রিইব
সৈয়দপুর, নীলফামারী।
ফোন: ০১৭১৭১৩৬৩১৭
ই-মেইল : matiur_27@yahoo.com

প্রকল্পের কর্ম এলাকা এবং সহযোগী প্রতিষ্ঠানের বিবরণী

সম্প্রদায়	জেলা	উপজেলা	ইউনিয়ন/পৌরসভা	গ্রাম/পাড়া/কলোনী	সংস্থার নাম
বেদে : এনিমেটর মো: সউদ খান	মুন্সিগঞ্জ	লৌহজং	কুমারভোগ ইউনিয়ন	খড়িয়া	গ্রামবাংলা উন্নয়ন কমিটি, ঢাকা
			হলদিয়া ইউনিয়ন	গোয়ালী মান্দ্রা ও মৌছামান্দ্রা	
রবিদাস :এনিমেটর মুন্না দাস	নীলফামারী	সৈয়দপুর	সৈয়দপুর পৌরসভা,	কুন্ডল কলেজ রোড, নতুন বাবুপাড়া, হাতিখানা ও কয়ানিজ পাড়া	রিসার্চ ইনিশিয়েটিভস্, বাংলাদেশ, সৈয়দপুর শাখা
			খাতামধুপুর ইউনিয়ন	খেয়ার জুম্মা	
	দিনাজপুর	চিরির বন্দর	ফতেজংপুর ইউনিয়ন	ডাঙ্গার হাট ও মালিপাড়া	
হরিজন : এনিমেটর সুমন কুমার রোশনী রাণী বিশ্বাস	কুষ্টিয়া	কুষ্টিয়া সদর	কুষ্টিয়া সদর পৌরসভা	মিল লাইন হরিজন কলোনী, চৈতন্যপল্লী হরিজন কলোনী, জিকে হরিজন কলোনী, ডিসি কোর্ট হরিজন কলোনী ও বিডিআর হরিজন কলোনী	ফেয়ার, কুষ্টিয়া
		ভেড়ামারা	ভেড়ামারা	রেল লাইন হরিজন কলোনী ও পাওয়ার হাউস হরিজন কলোনী	
		কুমারখালী	কুমারখালী সদর ইউনিয়ন	কুমারখালী হরিজন কলোনী	
মুন্ডা : এনিমেটর পরিমল কুমার মুন্ডা	সাতক্ষীরা (খুলনা)	শ্যামনগর	মুন্সিগঞ্জ ইউনিয়ন	উত্তর কদমতলা	ইনিশিয়েটিভ ফর রাইট ভিউ (আইআরভি), খুলনা
			কৈখালী ইউনিয়ন	পূর্ব কৈখালী	
ঋষি : এনিমেটর অসীম কুমার দাস	সাতক্ষীরা	তালা	তালা সদর ইউনিয়ন	খানপুর, আটারই	পরিত্রাণ, সাতক্ষীরা

সংযুক্তি-২

দিল্লীর কমনওয়েলথ হিউম্যান রাইটস ইনিশিয়েটিভ (CHRI) এ শিক্ষা সফরের সময়সূচী এবং কার্যক্রমের তালিকা :

১। ৪ নভেম্বর - অংশগ্রহণকারীদের দিল্লী আগমন

২। ৫ নভেম্বর
- কমনওয়েলথ হিউম্যান রাইট ইনিশিয়েটিভস-এর পরিচিতি
- ভারতে FNST সংস্থার পরিচিতি
- ভারতের তথ্য অধিকার আইনের মূল বিষয়সমূহ এবং মানবাধিকারের মূল ভিত্তি হিসেবে এই অনুষ্ঠানের ব্যবহার ও প্রসারণ
- তথ্য অধিকার আন্দোলন সম্পর্কে শ্রীলংকার দেশীয় উপস্থাপনা

৩। ৬ নভেম্বর
- বাংলাদেশী অংশগ্রহণকারীদের - রিইব, নাগরিক উদ্যোগ এবং টিআইবি-র উপস্থাপনা।
- ভারতের তথ্য অধিকার আইন এবং এর প্রয়োগ সম্পর্কে সিএইচআরআই-এর উপস্থাপনা
- তথ্য অধিকার আইন যা একটি মৌলিক অধিকার সে বিষয়ে সুপ্রিম কোর্টের সিদ্ধান্ত সম্পর্কে সিএইচআরআই-এর উপস্থাপনা
- জয়পুরের উদ্দেশ্যে যাত্রা

৪। ৭ নভেম্বর
- এনজিও Consumer Units and Trust Society (CUTS) এর সাথে মত বিনিময়ের মাধ্যমে জানা সংস্থার উদ্যোগ এবং তথ্য অধিকার আইন শক্তিশালীকরণে ভূমিকা।
- রাজস্থান রাজ্যের TONK জেলার একটি গ্রাম পরিদর্শন এবং গ্রাম প্রধান সারপাঞ্চ ও সেক্রেটারীর সাথে মিটিং ।

৫। ৮ নভেম্বর
- শ্রম আদালত পরিদর্শন, বিচার বিভাগের বিকেন্দ্রীকরণ বিষয়ে সাম্প্রতিক যে গ্রাম আদালত বিল পাশ হয়েছে তা বুঝতে সহায়ক।
- নারী অধিকার কর্মী কবিতা শ্রীবাস্তব-এর সাথে মিটিং
- জয়পুর থেকে দিল্লী প্রত্যাবর্তন

৬। ৯ নভেম্বর
- দিল্লীর তথ্য কমিশনে কমিশনার শৈলেশ গান্ধীর শুনানীতে পর্যবেক্ষক হিসেবে অংশগ্রহণ।
- তথ্য কমিশনার শৈলেশ গান্ধীর সাথে সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে জানা যে, কি প্রক্রিয়ায় তথ্য কমিশনে অভিযোগের নিস্পত্তি করা হয়।
- সরকারি কর্তৃপক্ষ কিভাবে তথ্য অধিকারকে প্রয়োগ করছে তা জানার জন্য পাওয়ার গ্রীড কোম্পানীর কর্তৃপক্ষের সাথে সাক্ষাৎ করা।

৭। ১০ নভেম্বর
- কেন্দ্রীয় সরকারের প্রধান তথ্য কমিশনার জনাব ওয়াজাহাত হাবিবুল্লাহ-র সাথে সাক্ষাৎকার।
- সরকারের স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহীতা প্রতিষ্ঠায় তথ্য অধিকার আইন নিয়ে 'কবির' নামক সংগঠনের অফিসে গিয়ে তাদের কার্যক্রম সম্পর্কে জানা এবং প্রতিষ্ঠানের প্রধান মানিষ শিসোদিয়ার সাথে আলোচনা।

৮। ১১ নভেম্বর - তথ্য অধিকার আইন নিয়ে সরকারী কর্মকর্তাদের ট্রেনিং বিষয়ে সেক্রেটারিয়েট ট্রেনিং এন্ড ম্যানেজমেন্ট ইনিস্টিটিউটের মেম্বারদের সাথে মিটিং।

- দুর্নীতি উদঘাটনে কিভাবে এই আইন কাজ করে থাকে তা জানার জন্য উদ্যোগী নাগরিক এসসি আগারওয়াল এবং ইন্ডিয়া টুডে ম্যাগাজিনের সাংবাদিক শ্যামলাল যাদবের সাথে মিটিং।
- কিভাবে তথ্য অধিকার আইন এবং মিডিয়া ইন্ডাস্ট্রি একসূত্রে কাজ করতে পারে - এই বিষয়ে NDTV টিভি চ্যানেলের সিদ্ধার্থ পান্ডের সাথে মিটিং।

৯। ১২ নভেম্বর
- ড. এস কে সরকারের জয়েন্ট সেক্রেটারী, ডিপার্টমেন্ট অব পার্লামেন্ট এন্ড ট্রেনিং - এ তথ্য অধিকার আইনকে শক্তিশালী করা এবং এর প্রয়োগে কি করণীয় সে সম্পর্কে আলোচনা।
- তথ্য অধিকার আইন মূল্যায়নে গবেষণারত প্রতিষ্ঠান RAAG (RTI Accountabality and Assessment Group) এর সাথে চানক্যপুরীতে অবস্থিত সেন্টার ফর পলিসি রিসার্চ প্রতিষ্ঠানে মিটিং ।

১০। ১৩ নভেম্বর
- কমনওয়েলথ হিউম্যান রাইটস ইনিশিয়েটিভ-এর পরিচালক মাজা দারুওয়ালার সাথে অংশগ্রহণকারীদের পরিচিতিমূলক মিটিং, অভিজ্ঞতা বিনিময়, মূল্যায়ন, ফলো আপ স্ট্রাটেজী নিয়ে আলোচনা।

সংযুক্তি-৩

প্রকল্পের আওতাভূক্ত এনিমেটরদের সম্প্রদায় ও এলাকা ভিত্তিক "গণগবেষণা দল" গঠন বিবরণী

সম্প্রদায়	জেলা	উপজেলা	ইউনিয়ন/ পৌরসভা	এলাকাভিত্তিক গণগবেষণা দলের সদস্য সংখ্যা	এলাকাভিত্তিক মোট গণগবেষণাদল এবং দলে অন্তর্ভূক্ত মোট সদস্য সংখ্যা (রিইব এনিমেটরসহ)	সংস্থার নাম
বেদে	মুন্সিগঞ্জ	লৌহজং	কুমারভোগ ইউনিয়ন	খড়িয়া- ৭ জন	মোট গ্রুপ সংখ্যা -১ টি মোট সদস্য সংখ্যা -১১ জন, পুরুষ -১১ জন, মহিলা -০ জন	গ্রামবাংলা উন্নয়ন কমিটি
			হলদিয়া ইউনিয়ন	গোয়ালীমান্দ্রা-৩ জন মৌছামান্দ্রা -১ জন		
রবিদাস	নীলফামারী	সৈয়দপুর	সৈয়দপুর পৌরসভা	কুন্দল কলেজ রোড -৬ জন, হাতিখানা -১ জন ও কয়ানিজ পাড়া -১ জন	মোট গ্রুপ সংখ্যা -১ টি মোট সদস্য সংখ্যা -১২ জন, পুরুষ -৭ জন, মহিলা -৫ জন	রিসার্চ ইনিশিয়েটিভস্ব াংলাদেশ
			খাতামধুপুর ইউনিয়ন	খেয়ারজুম্মা - ২ জন		
	দিনাজপুর	চিরির বন্দর	ফতেজংপুর ইউনিয়ন	ডাঙ্গারহাট - ২ জন মালিপাড়া -০ জন		
হরিজন	কুষ্টিয়া	কুষ্টিয়া সদর	কুষ্টিয়া সদর পৌরসভা	মিল লাইন কলোনী -৫ জন, চৈতন্যপল্লী কলোনী -৫ জন,	মোট গ্রুপ সংখ্যা -১ টি মোট সদস্য সংখ্যা -১১ জন পুরুষ -৫ জন, মহিলা -৬ জন	ফেয়ার
		কুমারখালী	কুমারখালী সদর ইউনিয়ন	কুমারখালী হরিজন কলোনী -১ জন		
মুন্ডা	সাতক্ষীরা (খুলনা)	শ্যামনগর	মুন্সিগঞ্জ ইউনিয়ন	উত্তর কদমতলা -১৪ জন	মোট গ্রুপ সংখ্যা -১ টি মোট সদস্য সংখ্যা -১৭ জন, পুরুষ -১২ জন, মহিলা -৫ জন	ইনিশিয়েটিভ ফর রাইট ভিউ (আইআরভি)
			কৈখালী ইউনিয়ন	পূর্ব কৈখালী -৩ জন		
ঋষি	সাতক্ষীরা	তালা	তালা সদর ইউনিয়ন	খানপুর -১১ জন	মোট গ্রুপ সংখ্যা -১ টি মোট সদস্য সংখ্যা -১২ জন, পুরুষ - ৪ জন, মহিলা -৮ জন	পরিত্রাণ
				আটারই -১ জন		

সংযুক্তি-৪

প্রকল্পে কমিউনিটি ভিত্তিক গণগবেষণা গ্রুপের সদস্যদের তালিকা:

বেদে সম্প্রদায়, লৌহজং, মুন্সিগঞ্জ ।

নং	নাম	পদবী	পেশা	লিঙ্গ	গ্রাম/পাড়া/ কলোনী
১	মো: সউদ খান	রিইব এনিমেটর	সর্দার	পুরুষ	খড়িয়া
২	মো: মোসলেম	সদস্য	শিক্ষক, গ্রামবাংলা উন্নয়ন কমিটি	পুরুষ	খড়িয়া
৩	মো: আছমাউল	সদস্য	চাকুরী (ডেসটিনি)	পুরুষ	খড়িয়া
৪	মো: এমদাদুল	সদস্য	ইলেকট্রিশিয়ান	পুরুষ	খড়িয়া
৫	মো: টুটুল ইসলাম	সদস্য	ব্যবসা	পুরুষ	খড়িয়া
৬	মো: নাহিদ	সদস্য	দর্জি	পুরুষ	খড়িয়া
৭	মো: উজ্জ্বল	সদস্য	ইলেকট্রিশিয়ান	পুরুষ	খড়িয়া
৮	মাওলানা মো: সেলিম	সদস্য	মাওলানা, ব্যবসা	পুরুষ	মৌছা মান্দ্রা
৯	মাওলানা মো: হাদী	সদস্য	ব্যবসা	পুরুষ	গোয়ালী মান্দ্রা
১০	মো: আদিল	সদস্য	ডুবুরি (ডোবা, পুকুরের তলা থেকে দ্রব্য উদ্ধার কাজ)	পুরুষ	গোয়ালী মান্দ্রা
১১	মো: রাসেল	সদস্য	ডুবুরি	পুরুষ	গোয়ালী মান্দ্রা

রবিদাস সম্প্রদায়, সৈয়দপুর, নীলফামারী ।

নং	নাম	পদবী	পেশা	লিঙ্গ	গ্রাম/পাড়া/ কলোনী
১	মুন্না দাস	রিইব এনিমেটর	বেসরকারী চাকুরী	পুরুষ	কুন্ডল
২	শ্রী মানিক দাস	সদস্য	ব্যবসা/মুচি	পুরুষ	হাতিখানা
৩	শ্রী বীরেন দাস	সদস্য	ব্যবসা/মুচি	পুরুষ	খেয়ার জুম্মা
৪	শ্রী সুকুমার দাস	সদস্য	ব্যবসা	পুরুষ	ডাঙ্গার হাট
৫	শ্রী মিলন দাস	সদস্য	ছাত্র	পুরুষ	কুন্ডল
৬	গীতা রাণী দাস	সদস্য	গৃহিনী	মহিলা	কুন্ডল
৭	ববিতা রাণী দাস	সদস্য	বেকার	মহিলা	কুন্ডল
৮	সাবিত্রী রাণী দাস	সদস্য	গৃহিনী	মহিলা	কুন্ডল
৯	সিতারা রাণী দাস	সদস্য	গৃহিণী	মহিলা	কয়ানিজ পাড়া
১০	রিতা রাণী দাস	সদস্য	গৃহস্থালি	মহিলা	কুন্ডল
১১	মিঠুন দাস	সদস্য	ছাত্র	পুরুষ	খেয়ার জুম্মা
১২	রাজু দাস	সদস্য	ছাত্র	পুরুষ	ডাঙ্গার হাট

হরিজন সম্প্রদায়, কুষ্টিয়া সদর, কুষ্টিয়া : সুমন কুমার বাঁশফোর কর্তৃক গঠিত দল

নং	নাম	পদবী	পেশা	লিঙ্গ	গ্রাম/পাড়া/ কলোনী
১	সুমন কুমার বাঁশফোর	রিইব এনিমেটর	মাস্টার রোলে চাকুরী	পুরুষ	ভেড়ামারা পাওয়ার হাউস হরিজন কলোনী
২	সুবাস কুমার বাশফোর	সদস্য	ছাত্র	পুরুষ	ভেড়ামারা রেল লাইন হরিজন কলোনী
৩	অজয় বিশ্বাস	সদস্য	বেসরকারী চাকুরী	পুরুষ	চৈতন্যপল্লী হরিজন কলোনী
৪	নিরঞ্জন কুমার বিশ্বাস	সদস্য	বেসরকারী চাকুরী	পুরুষ	চৈতন্যপল্লী হরিজন কলোনী
৫	রনি লাল বাঁশফোড়	সদস্য	মাস্টার রোলে চাকুরী	পুরুষ	চৈতন্যপল্লী হরিজন কলোনী
৬	ছোটলাল বাঁশফোড়	সদস্য	মাস্টার রোলে চাকুরী	পুরুষ	ভেড়ামারা রেল লাইন হরিজন কলোনী
৭	ছায়ারাণী	সদস্য	বেকার	মহিলা	চৈতন্যপল্লী হরিজন কলোনী
৮	শীলা রাণী	সদস্য	গৃহস্থালি	মহিলা	চৈতন্যপল্লী হরিজন কলোনী
৯	চান্দা রাণী	সদস্য	ছাত্রী	মহিলা	চৈতন্যপল্লী হরিজন কলোনী
১০	সুমি রাণী	সদস্য	বেকার	মহিলা	চৈতন্যপল্লী হরিজন কলোনী
১১	স্বপন লাল বাঁশফোর	সদস্য	মাস্টার রোলে চাকুরী	পুরুষ	জিকে হরিজন কলোনী

হরিজন সম্প্রদায় : রোশনী রাণী বিশ্বাস কর্তৃক গঠিত পরবর্তী দল, কুষ্টিয়া

নং	নাম	পদবী	পেশা	লিঙ্গ	গ্রাম/পাড়া/ কলোনী
১	রোশণী রাণী বিশ্বাস	রিইব এনিমেটর	ছাত্র	মহিলা	মিল লাইন হরিজন কলোনী
২	মামুন লাল	সদস্য	মাস্টার রোলে চাকুরী	পুরুষ	মিল লাইন হরিজন কলোনী
৩	রাজীব কুমার	সদস্য	ছাত্র	পুরুষ	মিল লাইন হরিজন কলোনী
৪	নিরঞ্জন কুমার বিশ্বাস	সদস্য	বেসরকারী চাকুরী	পুরুষ	মিল লাইন হরিজন কলোনী
৫	রিতা রাণী	সদস্য	মাস্টার রোলে চাকুরী	মহিলা	কুমার খালী হরিজন কলোনী
৬	রামু লাল	সদস্য	মাস্টার রোলে চাকুরী	পুরুষ	চৈতন্যপল্লী হরিজন কলোনী
৭	মালা রাণী	সদস্য	মাস্টার রোলে চাকুরী	মহিলা	চৈতন্যপল্লী হরিজন কলোনী
৮	ছায়া রাণী	সদস্য	বেকার	মহিলা	চৈতন্যপল্লী হরিজন কলোনী
৯	সানু রাণী	সদস্য	গৃহিণী	মহিলা	চৈতন্যপল্লী হরিজন কলোনী
১০	জানকী রাণী	সদস্য	মাস্টার রোলে চাকুরী	মহিলা	চৈতন্যপল্লী হরিজন কলোনী
১১	মুন্না লাল	সদস্য	মাস্টার রোলে চাকুরী	পুরুষ	মিল লাইন হরিজন কলোনী

ঋষি সম্প্রদায়, তালা, সাতক্ষীরা ।

নং	নাম	পদবী	পেশা	লিঙ্গ	গ্রাম/পাড়া/কলোনী
১	অসীম কুমার দাস	রিইব এনিমেটর	বেসরকারী চাকুরী	পুরুষ	আটারই
২	মহাদেব দাস	সদস্য	বেসরকারী চাকুরী	পুরুষ	খানপুর
৩	সন্ধ্যা রাণী দাস	সদস্য	স্বাস্থ্য কর্মী ও গৃহিণী	মহিলা	খানপুর
৪	কবিতা রাণী দাস (১)	সদস্য	গৃহিণী ও দিনমজুরী	মহিলা	খানপুর
৫	তুলশী রাণী দাস	সদস্য	গৃহিণী ও দিনমজুরী	মহিলা	খানপুর
৬	অঞ্জনা রাণী দাস	সদস্য	গৃহিণী ও দিনমজুরী	মহিলা	খানপুর
৭	সুমিত্রা রাণী দাস	সদস্য	গৃহিণী ও দিনমজুরী	মহিলা	খানপুর
৮	রাধা রাণী দাস	সদস্য	গৃহিনী	মহিলা	খানপুর
৯	সোনা দাস	সদস্য	গৃহিণী	মহিলা	খানপুর
১০	নিরোধ চন্দ্র দাস	সদস্য	চাত্র	পুরুষ	খানপুর
১১	প্রশান্ত দাস	সদস্য	ছাত্র	পুরুষ	খানপুর
১২	কবিতা রাণী দাস (২)	সদস্য	গৃহিণী ও দিনমজুরী	মহিলা	খানপুর

মুন্ডা সম্প্রদায়, শ্যামনগর, সাতক্ষীরা ।

নং	নাম	পদবী	পেশা	লিঙ্গ	গ্রাম/পাড়া/কলোনী
১	পরিমল কুমার মুন্ডা	রিইব এনিমেটর	ব্যবসা	পুরুষ	উত্তর কদম তলা
২	অসিত মুন্ডা	সহ-সভাপতি	ইলেকট্রিশিয়ান	পুরুষ	উত্তর কদম তলা
৩	তাপস কুমার মুন্ডা	সম্পাদক	ছাত্র	পুরুষ	উত্তর কদম তলা
৪	ভবতোষ কুমার মুন্ডা	সহ-সম্পাদক	ছাত্র	পুরুষ	উত্তর কদম তলা
৫	নির্মল কুমার মুন্ডা	সাংগঠনিক সম্পাদক	কৃষক	পুরুষ	উত্তর কদম তলা
৬	অঞ্জলী রাণী মুন্ডা	সদস্য	গৃহিণী	মহিলা	উত্তর কদম তলা
৭	সুষমা মুন্ডা	সদস্য	ছাত্রী	মহিলা	পূর্ব কৈখালী
৮	প্রভাস মুন্ডা	সদস্য	ছাত্র	পুরুষ	পূর্ব কৈখালী
৯	সুনীল মুন্ডা	সদস্য	ক্ষুদ্র ব্যবসা	পুরুষ	পূর্ব কৈখালী
১০	আরতি মুন্ডা	সদস্য	গৃহ শিক্ষক	মহিলা	উত্তর কদম তলা
১১	লাল চাঁদ মুন্ডা	সদস্য	ভ্যান চালক	পুরুষ	উত্তর কদম তলা
১২	হাজারি লাল মুন্ডা	সদস্য	কৃষক/দিনমজুর	পুরুষ	উত্তর কদম তলা
১৩	প্রশান্ত মুন্ডা	সদস্য	দিনমজুর	পুরুষ	উত্তর কদম তলা
১৪	নিরঞ্জন মুন্ডা	সদস্য	রাজমিস্ত্রি	পুরুষ	উত্তর কদম তলা
১৫	করুণা রাণী মুন্ডা	সদস্য	ছাত্রী	মহিলা	উত্তর কদম তলা
১৬	অনন্ত মুন্ডা	সদস্য	দিনমজুর	পুরুষ	উত্তর কদম তলা
১৭	অঞ্জলী মুন্ডা	সদস্য	ছাত্রী	মহিলা	উত্তর কদম তলা

সংযুক্তি-৫

কমিউনিটি পর্যায়ে ইস্যু ও লিঙ্গ ভিত্তিক তথ্য আবেদনের সংখ্যা বিবরণী

সম্প্রদায়	তথ্য আবেদনের বিষয়	লিঙ্গভিত্তিক তথ্য আবেদন সংখ্যা			কর্তৃপক্ষ
		পুরুষ	নারী	মোট	
বেদে	বয়স্ক ভাতা, বিধবা ভাতা, প্রতিবন্ধী ভাতা প্রদানের তালিকা ও নিয়মাবলী	৮	-	৮	উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কার্যালয়, লৌহজং, মুন্সিগঞ্জ
		৮	-	৮	কুমারভোগ ইউনিয়ন পরিষদ, লৌহজং, মুন্সিগঞ্জ
	খাস জমির পরিমাণ, অবস্থান ও নীতিমালা	৭	-	৭	সহকারী কমিশনার (ভূমি) এর কার্যালয়, লৌহজং, মুন্সিগঞ্জ
	কৃষকদের কৃষিকার্ড বিতরণের নিয়মাবলী	৪	-	৪	উপজেলা কৃষি কর্মকর্তার কার্যালয়, লৌহজং, মুন্সিগঞ্জ
	সরকারী হাসপাতালে বিনামূল্যে বা স্বল্পমূল্যে ঔষধ প্রদানের নীতিমালা, ঔষধ বিতরণ ও ডাক্তারদের রোগী দেখার সময়সূচী	৫	-	৫	উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কর্মকর্তার কার্যালয়, লৌহজং, মুন্সিগঞ্জ
	সেফটিনেট কর্মসূচীর নামের তালিকা ও নীতিমালা	৫	-	৫	উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তার কার্যালয়, লৌহজং, মুন্সিগঞ্জ
	কাবিখা ও কাবিটা প্রকল্পে বরাদ্ধের পরিমাণ, সুবিধাভোগীদের নামের তালিকা ও নীতিমালা	১	-	১	
	নাগরিকদের ব্যাংক হিসাব খোলা ও পরিচালনার নীতিমালা	৩	-	৩	সোনালী ব্যাংক ম্যানেজারের কার্যালয়, লৌহজং, মুন্সিগঞ্জ
	কৃষকদের ১০ টাকায় ব্যাংক হিসাব খোলা ও পরিচালনার নীতিমালা	১	-	১	
	পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির গ্রাহকদের বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদান নীতিমালা	২	-	২	ম্যানেজার, পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি, লৌহজং, মুন্সিগঞ্জ
	প্রাণী চিকিৎসা সেবার নামের তালিকা ও নীতিমালা	২	-	২	উপজেলা প্রাণী সম্পদ কর্মকর্তার কার্যালয়, লৌহজং, মুন্সিগঞ্জ
	প্রাথমিক শিক্ষা উপবৃত্তি নীতিমালা ও উপবৃত্তি সুবিধাভোগীদের নামের তালিকা	১	-	১	উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তার কার্যালয়, লৌহজং, মুন্সিগঞ্জ
	পরিবার পরিকল্পনা সেবার নামের তালিকা ও নীতিমালা	২	-	২	উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তার কার্যালয়
	একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্পে সম্ভাব্য সুবিধাভোগীদের নামের তালিকা	২	-	২	উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তার কার্যালয়, লৌহজং, মুন্সিগঞ্জ
	উপজেলা যুব উন্নয়ন কার্যালয় থেকে প্রদত্ত সেবার নামের তালিকা ও নীতিমালা	৩	-	৩	উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তার কার্যালয়, লৌহজং, মুন্সিগঞ্জ
	মহিলাদের প্রদত্ত সরকারী সেবার নামের তালিকা ও নীতিমালা	৩	-	৩	উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয়, লৌহজং, মুন্সিগঞ্জ
	জমির দলিল, রেজিস্ট্রেশন নিয়মাবলী	২	-	২	সাব-রেজিস্টারের কার্যালয়, লৌহজং, মুন্সিগঞ্জ
	ভোটার তালিকার তথ্য	১	-	১	উপজেলা নির্বাচন কর্মকর্তার কার্যালয়, লৌহজং, মুন্সিগঞ্জ
	উপজেলা সমবায় কর্মকর্তার কার্যালয় থেকে প্রদত্ত সেবার নামের তালিকা ও নিয়মাবলী	১	-	১	উপজেলা সমবায় কর্মকর্তার কার্যালয়, লৌহজং, মুন্সিগঞ্জ
মোট আবেদনের সংখ্যা		৬১	-	৬১	
রবিদাস	কৃষকদের কৃষিকার্ড বিতরণের নিয়মাবলী ও সুবিধাভোগীদের নামের তালিকা	১	-	১	উপজেলা কৃষি কর্মকর্তার কার্যালয়, সৈয়দপুর, নীলফামারী

সম্প্রদায়	তথ্য আবেদনের বিষয়	লিঙ্গভিত্তিক তথ্য আবেদন সংখ্যা			কর্তৃপক্ষ
		পুরুষ	নারী	মোট	
	নাগরিকদের ব্যাংকে হিসাব খোলা ও পরিচালনার নীতিমালা	২	-	২	উপজেলা কৃষি ব্যাংক কর্মকর্তার কার্যালয়, সৈয়দপুর, নীলফামারী
	খাস জমির পরিমাণ, অবস্থান ও নীতিমালা	২	-	২	সহকারী কমিশনার (ভূমি)-এর কার্যালয়, সৈয়দপুর, নীলফামারী
		১	-	১	সহকারী কমিশনার (ভূমি)-এর কার্যালয়, চিরির বন্দর, দিনাজপুর
		১	-	১	খাতা মধুপুর তহসিলদার অফিস, সৈয়দপুর, নীলফামারী
		১	-	১	কাশিরামপুর তহসিলদার অফিস, সৈয়দপুর, নীলফামারী
		১	-	১	সৈয়দপুর তহসিলদার অফিস, সৈয়দপুর, নীলফামারী
	সরকারী হাসপাতাল/ক্লিনিকে বিনামূল্যে বা স্বল্পমূল্যে ঔষধ প্রদানের নীতিমালা, ঔষধ এবং ডাক্তারদের রোগী দেখার সময়সূচী	১	-	১	উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কর্মকর্তার কার্যালয়, সৈয়দপুর, নীলফামারী
		২	-	২	ফতেজংপুর ইউনিয়ন স্বাস্থ্য কেন্দ্র, চিরির বন্দর, দিনাজপুর
		৩	-	৩	খাতা মধুপুর ইউনিয়ন স্বাস্থ্য কেন্দ্র, সৈয়দপুর, নীলফামারী
		২	-	২	কাশিরামপুর ইউনিয়ন স্বাস্থ্য কেন্দ্র, সৈয়দপুর, নীলফামারী
		১	-	১	বাঙ্গালীপুর ইউনিয়ন স্বাস্থ্য কেন্দ্র, সৈয়দপুর, নীলফামারী
	সেফটিনেট কর্মসূচীর নামের তালিকা ও নীতিমালা	১	-	১	উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তার কার্যালয়, সৈয়দপুর, নীলফামারী
	কাবিখা ও কাবিটা প্রকল্পে বরাদ্দের পরিমাণ, সুবিধাভোগীদের তালিকা	১	-	১	
	ইউনিয়নে একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্পে সুবিধাপ্রাপ্তদের নামের তালিকা	২	-	২	ফতেজংপুর ইউনিয়ন পরিষদ, চিরির বন্দর, দিনাজপুর
	ইউনিয়নে একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্পে সুবিধাপ্রাপ্তদের নামের তালিকা	১	-	১	খাতামধুপুর ইউনিয়ন পরিষদ, সৈয়দপুর, নীলফামারী
	পৌরসভা থেকে প্রদত্ত সেবার নামের তালিকা ও নীতিমালা	১	-	১	সৈয়দপুর পৌরসভা, সৈয়দপুর, নীলফামারী
	শিক্ষা অফিস থেকে প্রদত্ত সেবার নামের তালিকা ও নীতিমালা	১	-	১	উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা, সৈয়দপুর, নীলফামারী
	মহিলাদের প্রদত্ত সরকারী সেবার নামের তালিকা ও নীতিমালা,	-	২	২	উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয়, সৈয়দপুর, নীলফামারী
	মাতৃত্বকালীণ ভাতা প্রাপ্তদের নামের তালিকা	১	৩	৪	উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয়, চিরির বন্দর, দিনাজপুর
	প্রাণী চিকিৎসা সেবার নামের তালিকা ও নীতিমালা	১	-	১	উপজেলা প্রাণী সম্পদ কর্মকর্তার কার্যালয়, সৈয়দপুর, নীলফামারী
	মাদক ব্যবসার লাইসেন্স প্রদান নীতিমালা ও লাইসেন্স প্রাপ্তদের নামের তালিকা	১	-	১	উপজেলা মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ পরিদর্শক এর কার্যালয়, সৈয়দপুর, নীলফামারী
	বয়স্ক, প্রতিবন্ধী ভাতা প্রাপ্তদের নামের তালিকা, প্রতিবন্ধী পরিচয়পত্র প্রদানের নীতিমালা	৪	-	৪	উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তার কার্যালয়, সৈয়দপুর, নীলফামারী

সম্প্রদায়	তথ্য আবেদনের বিষয়	লিঙ্গভিত্তিক তথ্য আবেদন সংখ্যা			কর্তৃপক্ষ
		পুরুষ	নারী	মোট	
	বয়স্ক, প্রতিবন্ধী ভাতা প্রাপ্তদের নামের তালিকা	৩	-	৩	উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তার কার্যালয়, চিরির বন্দর, দিনাজপুর
	কৃষকদের কৃষি ঋণ বিতরণের তালিকা	১	-	১	ইউপি কার্যালয়, খাতা মধুপুর, সৈয়দপুর, নীলফামারী
	মৎস্য চাষের প্রশিক্ষণ প্রদানের সময়সূচী ও এর নিয়মাবলী	১	-	১	উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়, সৈয়দপুর, নীলফামারী
	বাংলাদেশ তাঁত উন্নয়ন বোর্ড, সৈয়দপুর কার্যালয় থেকে প্রদত্ত সেবার নাম ও জনবলের তালিকা	২	-	২	বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড, সৈয়দপুর, নীলফামারী
	উপজেলা যুব উন্নয়ন কার্যালয় থেকে প্রদত্ত সেবার নামের তালিকা ও নীতিমালা	৩	-	৩	উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তার কার্যালয়, সৈয়দপুর, নীলফামারী
		২	-	২	উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তার কার্যালয়, চিরির বন্দর, দিনাজপুর
	খাতা মধুপুর ইউনিয়ন পরিষদের বাজেট (২০১০-১১)	১	-	১	খাতা মধুপুর ইউনিয়ন পরিষদ, সৈয়দপুর, নীলফামারী
	কাশিরামপুর ইউনিয়ন পরিষদের বাজেট (২০১০-১১)	১	-	১	কাশিরামপুর ইউনিয়ন পরিষদ, সৈয়দপুর, নীলফামারী
	দলিল, খতিয়ান, বায়না প্রভৃতির নিয়মাবলী	৩	-	৩	উপজেলা সাব-রেজিষ্টারের কার্যালয়, চিরির বন্দর, দিনাজপুর
		১	-	১	উপজেলা সাব-রেজিষ্টারের কার্যালয়, সৈয়দপুর, নীলফামারী
		১	-	১	সৈয়দপুর পৌরসভা, সৈয়দপুর, নীলফামারী
	উপজেলা সমবায় অফিস থেকে প্রদত্ত সেবার নামের তালিকা ও সেবা প্রদানের নিয়মাবলী, সমাজ সেবামূলক সংস্থা রেজিস্ট্রেশন নিয়মাবলী	৩	-	৩	উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তার কার্যালয়, সৈয়দপুর, নীলফামারী
	রেশম প্রশিক্ষণ কেন্দ্র থেকে প্রদত্ত সেবার নামের তালিকা	১	-	১	রেশম প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, খাতা মধুপুর ইউনিয়ন, সৈয়দপুর, নীলফামার
মোট আবেদনের সংখ্যা		৫৫	৫	৬০	
হরিজন	সেফটিনেট কর্মসূচীর নামের তালিকা ও নীতিমালা	২	-	২	উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তার কার্যালয়, কুষ্টিয়া সদর, কুষ্টিয়া
		১	-	১	উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তার কার্যালয়, কুমারখালী, কুষ্টিয়া
	কাবিখা ও কাবিটা প্রকল্পে বরাদ্দের পরিমাণ, সুবিধাভোগীদের নামের তালিকা	১	-	১	উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, ভেড়ামারা, কুষ্টিয়া
		১	-	১	উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তার কার্যালয়, কুমারখালী, কুষ্টিয়া
	সরকারী হাসপাতাল/ক্লিনিকে বিনামূল্যে বা স্বল্পমূল্যে ঔষধ প্রদানের নীতিমালা, ঔষধ এবং ডাক্তারদের রোগী দেখার সময়সূচী	১	-	১	উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কর্মকর্তার কার্যালয়, কুষ্টিয়া সদর, কুষ্টিয়া
	গর্ভবতী মা' দের কিভাবে সেবা প্রদান করা হয় তার নিয়মাবলীর কপি	-	১	১	উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয়, কুষ্টিয়া সদর উপজেলা, কুষ্টিয়া
	ভিজিএফ কার্ড সুবিধাভোগীদের নামের তালিকা	২	-	২	পৌরসভা মেয়র, ভেড়ামারা, কুষ্টিয়া
		১	-	১	বাহিরচর ইউ পি, ভেড়ামারা, কুষ্টিয়া
	প্রতিবন্ধী ভাতা সুবিধাভোগীদের নামের তালিকা	২	১	৩	পৌরসভা মেয়র, কুষ্টিয়া সদর, কুষ্টিয়া
		১	-	১	বাহিরচর ইউ পি, ভেড়ামারা, কুষ্টিয়া

সম্প্রদায়	তথ্য আবেদনের বিষয়	লিঙ্গভিত্তিক তথ্য আবেদন সংখ্যা			কর্তৃপক্ষ
		পুরুষ	নারী	মোট	
	বয়স্ক ভাতা প্রাপ্তদের নামের তালিকা	২	১	৩	পৌরসভা মেয়র, কুষ্টিয়া সদর, কুষ্টিয়া
		১	-	১	বাহিরচর ইউ পি, ভেড়ামারা, কুষ্টিয়া
	পৌর এলাকায় সাপ্লাই পানির পাইপ প্রদানের নীতিমালা	-	১	১	পৌরসভা মেয়র, কুষ্টিয়া সদর, কুষ্টিয়া
	পৌরসভার কঞ্জারভেন্সী শাখায় কর আদায় ও ব্যয় বিবরণী	-	১	১	পৌরসভা মেয়র, কুষ্টিয়া সদর, কুষ্টিয়া
	খাস জমির পরিমাণ, অবস্থান ও বিতরণ নীতিমালা	১	-	১	সহকারী কমিশনার (ভূমি), কুমারখালী উপজেলা, কুষ্টিয়া
		১	-	১	সহকারী কমিশনার (ভূমি), কুষ্টিয়া সদর উপজেলা, কুষ্টিয়া
		১	-	১	সহকারী কমিশনার (ভূমি), ভেড়ামারা উপজেলা, কুষ্টিয়া
	উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয় থেকে প্রদত্ত সেবার নামের তালিকা ও নীতিমালা	-	১	১	উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয়, কুষ্টিয়া সদর উপজেলা, কুষ্টিয়া
	মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয় থেকে প্রদত্ত সেবার নামের তালিকা ও নীতিমালা	-	২	২	জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয়, কুষ্টিয়া
	ছাত্র-ছাত্রীদের ভর্তি ফি গ্রহণের নীতিমালা	-	১	১	প্রধান শিক্ষক, ৭ নং পৌর প্রাথমিক বিদ্যালয়, কুষ্টিয়া পৌরসভা, কুষ্টিয়া
	অফিসে স্থায়ী ও অস্থায়ী সুইপার, ঝাড়ুদার ও ক্লিনারের পদ সংখ্যা এবং উক্ত পদসমূহে কর্মরতদের নামের তালিকা	১	-	১	উপ-পরিচালক, জেলা সমাজসেবা অধিদপ্তর, কুষ্টিয়া
		১	-	১	জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, কুষ্টিয়া
		১	-	১	জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়, কুষ্টিয়া
		১	-	১	ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া
		৩	-	৩	পৌরসভা, কুষ্টিয়া সদর, কুষ্টিয়া
		১	-	১	জেলা মৎস্য অফিস, কুষ্টিয়া
		১	-	১	প্রাইমারী টিচার্স ট্রেনিং ইন্সটিটিউট, কুষ্টিয়া
		-	১	১	জেলা পরিবার পরিকল্পনা অফিস, কুষ্টিয়া
	অফিসে স্থায়ী ও অস্থায়ী সুইপার, ঝাড়ুদার ও ক্লিনারের পদ সংখ্যা এবং উক্ত পদসমূহে কর্মরতদের নামের তালিকা	১	-	১	ব্যবস্থাপনা পরিচালকের কার্যালয়, কুষ্টিয়া সুগার মিল, কুষ্টিয়া
	প্রাইমারী ছাত্র-ছাত্রীদের উপবৃত্তি প্রদানের নিয়মাবলী	-	২	২	উপজেলা শিক্ষা অফিসারের কার্যালয়, কুষ্টিয়া সদর উপজেলা, কুষ্টিয়া
	মাদক ব্যবসায়ীদের লাইসেন্স প্রদানের নিয়মাবলী ও লাইসেন্সধারীদের নামের তালিকা	২	-	২	সহকারী পরিচালকের কার্যালয়, মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, কুষ্টিয়া
মোট আবেদনের সংখ্যা		৩০	১২	৪২	
মুন্ডা	কৃষকদের কৃষিকার্ড বিতরণের নিয়মাবলী	১	-	১	উপজেলা কৃষি কর্মকর্তার কার্যালয়, শ্যামনগর, সাতক্ষীরা

সম্প্রদায়	তথ্য আবেদনের বিষয়	লিঙ্গভিত্তিক তথ্য আবেদন সংখ্যা			কর্তৃপক্ষ
		পুরুষ	নারী	মোট	
	কাবিখা ও কাবিটা প্রকল্পে রাস্তা সংস্কারের পরিমাণ, সুবিধাভোগীদের তালিকা	২	-	২	উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কার্যালয়, শ্যামনগর, সাতক্ষীরা
	সেফটিনেট কর্মসূচীর নামের তালিকা ও নীতিমালা	১	-	১	
	উপজেলায় ত্রাণ বরাদ্দের পরিমাণ ও বরাদ্দ প্রাপ্তদের নামের তালিকা	১	-	১	
	ভিজিডি কার্ড , প্রতিবন্ধী ভাতা, মাতৃত্বকালীণ ভাতা, মুক্তিযোদ্ধা ভাতা প্রাপ্তদের নামের তালিকা	৬	-	৬	
	আদিবাসীদের সরকারী সহায়তা সংক্রান্ত তথ্য	১	-	১	
	নাগরিকদের ব্যাংক একাউন্ট খোলা ও পরিচালনার নীতিমালা	২	-	২	উপজেলা অগ্রণী ব্যাংক ম্যানেজারের কার্যালয়, শ্যামনগর, সাতক্ষীরা
	ওয়ার্ড ভিত্তিক বিধবা ভাতা, বয়স্ক ভাতা প্রাপ্তদের নামের তালিকা ও নিয়মাবলী	২	-	২	উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তার কার্যালয়, শ্যামনগর, সাতক্ষীরা
	উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তার কার্যালয় থেকে প্রদত্ত সেবার নামের তালিকা	১	-	১	উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তার কার্যালয়, শ্যামনগর, সাতক্ষীরা
	সরকারী হাসপাতাল/ক্লিনিকে বিনামূল্যে বা স্বল্পমূল্যে ঔষধ প্রদানের নীতিমালা, ঔষধ এবং ডাক্তারদের রোগী দেখার সময়সূচী	৯	১	১০	উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কর্মকর্তার কার্যালয়, শ্যামনগর, সাতক্ষীরা
	শ্যামনগর উপজেলার ৭ নং মুন্সিগঞ্জ ইউনিয়নের ছবিসহ ভোটার তালিকার কপি	৩	-	৩	উপজেলা নির্বাচন অফিস, শ্যামনগর, সাতক্ষীরা
	খাস জমির পরিমাণ, অবস্থান ও বিতরণ নীতিমালা	৪	-	৪	ইউনিয়ন ভূমি অফিস, মুন্সিগঞ্জ, শ্যামনগর, সাতক্ষীরা
	সুন্দরবন আদিবাসী মুন্ডা সংস্থার মোট সঞ্চয় ও এলাকা ভিত্তিক সঞ্চয়ের পরিমাণ	১	-	১	সুন্দরবন আদিবাসী মুন্ডা সংস্থা, শ্রীফল কাটী, শ্যামনগর, সাতক্ষীরা
	সুন্দরবন আদিবাসী মুন্ডা সংস্থা সরকারী বরাদ্দ প্রদান সংক্রান্ত তথ্য	-	১	১	
	মুন্ডাদের নিয়ে সুন্দরবন আদিবাসী মুন্ডা সংস্থার পরিচালিত জরিপ কপি	১	-	১	
	যশোর শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত কলেজে ছাত্র-ছাত্রীদের ভর্তি ফিস গ্রহণের নীতিমালা	১	-	১	মুন্সিগঞ্জ ডিগ্রী কলেজ, শ্যামনগর, সাতক্ষীরা
	আদিবাসীদের শিক্ষা উপবৃত্তি প্রদান সংক্রান্ত তথ্যাবলী	১	-	১	
	নির্যাতিতাদের সেবা প্রদান সংক্রান্ত তথ্য	২	১	৩	উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তার কার্যালয়, শ্যামনগর, সাতক্ষীরা
	উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তার কার্যালয় থেকে প্রদত্ত সেবার তালিকা ও নিয়মাবলী	২	-	২	উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তার কার্যালয়, শ্যামনগর, সাতক্ষীরা
	প্রাণী সম্পদ চিকিৎসা সেবা প্রদানের নিয়মাবলী	৩	-	৩	উপজেলা প্রাণী সম্পদ কর্মকর্তার কার্যালয়, শ্যামনগর, সাতক্ষীরা
	মুন্ডাদের জন্য সরকারী সহায়তা/বরাদ্দ সংক্রান্ত তথ্য	১	-	১	উপজেলা সহকারী প্রকৌশলী/কর্মকর্তার কার্যালয়, শ্যামনগর, সাতক্ষীরা
	উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয়ে কে কোন দায়িত্ব পালন করছে তার তথ্য	১	১	২	উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয়, শ্যামনগর, সাতক্ষীরা

সম্প্রদায়	তথ্য আবেদনের বিষয়	লিঙ্গভিত্তিক তথ্য আবেদন সংখ্যা			কর্তৃপক্ষ
		পুরুষ	নারী	মোট	
	মাতৃত্বকালীন ভাতা প্রদানের নিয়মাবলী ও ভাতা প্রাপ্তদের নামের তালিকা	-	১	১	
	মুন্ডাদের মধ্যে কতজনকে কৃষি ঋণ প্রদান করা হয়েছে তাদের নামের তালিকা	২	-	২	মুন্সিগঞ্জ ইউনিয়ন পরিষদ, শ্যামনগর, সাতক্ষীরা
	মৎস্য চাষীদের কি কি সহায়তা প্রদান করা হয়েছে তার তথ্য	১	-	১	উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়, শ্যামনগর, সাতক্ষীরা
	স্কুলের শিক্ষক কর্মচারীদের বেতন ও আনুষাঙ্গিক সুযোগ প্রদানের তথ্য	১	-	১	উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তার কার্যালয়, শ্যামনগর, সাতক্ষীরা
	আদিবাসীদের শিক্ষা উপবৃত্তি প্রদান সংক্রান্ত তথ্যাবলী	২	-	২	
		২	-	২	জেলা শিক্ষা কর্মকর্তার কার্যালয়(মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক), সাতক্ষীরা
মোট আবেদনের সংখ্যা		৫৪	৫	৫৯	
ঋষি	কৃষকদের কৃষিকার্ড বিতরণের নিয়মাবলী ও নির্দেশাবলী, কতজনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে তার সংখ্যা সংক্রান্ত তথ্য	৪	১	৫	উপজেলা কৃষি কর্মকর্তার কার্যালয়, তালা, সাতক্ষীরা
	সরকারী হাসপাতাল/ক্লিনিকে বিনামূল্যে বা স্বল্পমূল্যে ঔষধ প্রদানের নীতিমালা, ঔষধের বরাদ্দ এবং ডাক্তারদের রোগী দেখার সময়সূচী	৩	১	৪	উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কর্মকর্তার কার্যালয়, তালা, সাতক্ষীরা
	নাগরিকদের ব্যাংক একাউন্ট খোলা ও পরিচালনার নীতিমালা	২	-	২	উপজেলা কৃষি ব্যাংক ম্যানেজারের কার্যালয়, তালা, সাতক্ষীরা
	উপজেলায় মোট ভূমি ও খাস জমির পরিমাণ এবং খাস জমি বিতরণ নীতিমালা	৪	১	৫	উপজেলা ভূমি কর্মকর্তার কার্যালয়, তালা, সাতক্ষীরা
i	সেফটিনেট কর্মসূচীর নামের তালিকা ও নীতিমালা	১	-	১	উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তার কার্যালয়, তালা, সাতক্ষীরা
	কাবিখা ও কাবিটা প্রকল্পে রাস্তা সংস্কারের পরিমাণ, সুবিধাভোগীদের তালিকা	৩	১	৪	
	উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয় থেকে প্রদত্ত সেবার নামের তালিকা ও নীতিমালা, মাতৃত্বকালীণ ভাতা কতজনকে প্রদান করা হয়েছে তার তালিকার তথ্য	১	৪	৫	উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয়, তালা, সাতক্ষীরা
	ইউনিয়নের রাস্তা সংস্কার বাজেট	১	-	১	৫ নং তেঁতুলিয়া ইউপি, তালা, সাতক্ষীরা
	পল্লী এলাকায় গ্রাহকদের বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদান ও সরবরাহের নিয়মাবলী	৪	-	৪	সাতক্ষীরা পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি, সাতক্ষীরা
	বয়স্ক, বিধবা ও প্রতিবন্ধী ভাতা প্রদানের তালিকা ও নীতিমালা	৫	৫	১০	উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তার কার্যালয়, তালা, সাতক্ষীরা
	উপজেলা শিক্ষা অফিস থেকে উপবৃত্তি প্রদান নীতিমালা, শিক্ষা বৃত্তি প্রদানের পরিমাণ, ভর্তি কৌটা, গৃহীত কর্মসূচীর নামের তালিকা	৫	৩	৮	উপজেলা শিক্ষা অফিস, তালা, সাতক্ষীরা
	উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তার কার্যালয় থেকে যুবকদের প্রশিক্ষণ প্রদানের নিয়মাবলী ও কতজনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে তার নামের তালিকার কপি	২	-	২	উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তার কার্যালয়, তালা, সাতক্ষীরা
মোট আবেদনের সংখ্যা		৩৫	১৬	৫১	

সংযুক্তি-৬

তথ্য অধিকার আইনের সহজপাঠ

১. ভূমিকা

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ বাংলাদেশের সবচেয়ে যুগান্তকারী একটি আইন। নতুন রাষ্ট্রের জন্মলগ্ন থেকে এখন পর্যন্ত যত নতুন আইন তৈরী হয়েছে, তার মধ্যে এই আইনটিই রাষ্ট্রযন্ত্রের ওপর জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠায় সবচেয়ে কার্যকর একটি হাতিয়ার। তাই আইনটির স্বরূপ ও এর প্রয়োগ-প্রণালী সম্পর্কে সকল স্তরের মানুষের পরিষ্কার ধারণা থাকা অত্যন্ত জরুরী। বিশেষ করে সমাজের সবচেয়ে অবহেলিত, বঞ্চিত ও পিছিয়ে থাকা মানুষরা যাতে এ আইনটি কাজে লাগিয়ে বিভিন্ন সরকারী কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে তাদের ন্যায্য অধিকার আদায় করে নিতে পারে ও নিজেদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতির উন্নয়ন ঘটাতে পারে, তাই এই আইনটি তাদের খুব ভালোভাবে জানা দরকার। তাছাড়া এর মাধ্যমে তারা সরকারী কাজে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা আনতেও বিশেষ ভূমিকা পালন করতে পারে। জনগণকে আইনটি সহজভাবে বুঝতে সাহায্য করার জন্যেই এই প্রয়াস। তারা যাতে বুঝতে পারে যে, কোন দোকানদার বা ফেরীওয়ালার কাছ থেকে তারা যেমন তাদের পয়সার হিসেব চাইতে পারে, সরকারের কাছ থেকেও তেমনি তার কাজের হিসেব চাইতে পারে। সরকারের কাছ থেকে এই হিসেব চাওয়া ও পাওয়া তাদের মৌলিক অধিকার। এই অধিকারকে এখন আইনের মাধ্যমে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। সারাদেশের স্থানীয় পর্যায়ের অফিস থেকে শুরু করে মাননীয় রাষ্ট্রপতির অফিস পর্যন্ত সর্বস্তরের সরকারী অফিস থেকেই জনগণ নানাবিধ তথ্য এখন আইনত: চাইতে ও পেতে পারে।

২. তথ্য অধিকার আইন কী এবং কেন ?

তথ্য অধিকার আইনটি জাতীয় সংসদ কর্তৃক প্রণীত হয়ে ২০০৯ সনের ০১ জুলাই থেকে সরকারীভাবে সারা বাংলাদেশে কার্যকর হয়েছে। তবে যে-কোন আইনই সঠিকভাবে প্রয়োগের জন্য কিছু বিধিমালার প্রয়োজন হয়। সেই বিধিমালাসমূহ প্রণীত হয়েছে ০১ নভেম্বর ২০০৯ তারিখে। এখন আইনটি প্রয়োগের মাধ্যমে এর কার্যকারিতা ও অগ্রযাত্রা নিশ্চিত করতে পারে কেবলমাত্র জনগণই। এখানে বলে রাখা প্রয়োজন যে, শুধু বাংলাদেশের নাগরিকরাই এই আইনটি ব্যবহার করতে পারবে। তাই এই লেখায় জনগণ বলতে শুধু বাংলাদেশের নাগরিকদের বোঝানো হয়েছে। তথ্য আইনের মাধ্যমে জনগণ সরকারের কাছ থেকে এবং কিছু বেসরকারী প্রতিষ্ঠান (এনজিও) - যারা সরকারী বা বিদেশী পয়সায় পরিচালিত - তাদের কাছ থেকে তাদের কাজ ও দায়িত্ব সম্পর্কিত এমন সব তথ্য চাইতে পারে যা তারা আগে জনগণকে দিতে বাধ্য ছিল না বরং তাদের কাছ থেকে গোপন রাখত। এখন তথ্য আইনের মাধ্যমে সেসব তথ্য জনগণের জানার অধিকারের আওতায় আনা হয়েছে। তাই সরকারী কাজ সংক্রান্ত যেসব তথ্য সরকার আগে জনগণকে দিতে বাধ্য ছিল না, আর যা সরকার সাধারণত: প্রকাশ করতো না, এখন এই আইনের মাধ্যমে সেসব তথ্য জনগণকে দিতে সরকারকে বাধ্য করা হয়েছে। আর এর মাধ্যমে সরকারের কাজে স্বচ্ছতা আনা এবং সরকারকে জনগণের ন্যায্য অধিকার সম্বন্ধে সচেতন এবং নিজ দায়িত্ব সম্বন্ধে সজাগ ও সতর্ক রাখাও আইনটির একটি মূল লক্ষ্য।

৩. সরকার কি ধরনের তথ্য জনগণের কাছ থেকে সাধারণতঃ গোপন রাখতে চায় এবং কেন ?

সহজ কথায় বলা যায়, যেসব তথ্য সরকারী কর্মকান্ডের সঙ্গে জড়িত অর্থাৎ সরকার কিভাবে কাজ করে ও সিদ্ধান্ত নেয়, কি প্রক্রিয়ায় বা কোন তথ্যের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেয়, সেসব তথ্য সরকার সাধারণতঃ জনগণকে দিতে চায়না। অনেকে এসবকে সরকারের ভেতরের খবর বলেন । এসব তথ্য জনগণ জানলে তারা সরকারী কর্মকান্ডের অন্দরমহলের যাবতীয় খবর (তথ্য) জেনে যাবে এবং তার ফলে সরকারী কাজে কোন অস্বচ্ছতা, অনিয়ম বা দুর্নীতি থাকলে তা ফাঁস হয়ে যাবে এবং তাতে সরকারের ও সরকারী কর্মকর্তাদের হয়রানী হবে এবং জনগণের কাছে তাদের ভাবমূর্তি নষ্ট হবে। তাই এসব তথ্য সরকার সাধারণতঃ জনগণের কাছে থেকে গোপন রাখতে চায়। বিদেশী শাসকদের আমলে সরকার যখন জনগণের 'প্রভু' ছিল, তখন তাদের এই তথ্য গোপন করার নীতি জনসাধারণ মেনে নিতে বাধ্য ছিল। কিন্তু বর্তমান গণতন্ত্রের যুগে প্রকৃতঅর্থে সব ক্ষমতার মালিক জনগণ এবং সরকার জনগণের 'সেবক' মাত্র। জনগণের পয়সাতেই সরকার পরিচালিত হয়। তাই সরকারী যাবতীয় কর্মকান্ডের তথ্য জনগণের জানার অধিকার আছে। এইসব তথ্য জানলে জনগণ সরকারের ওপর নজরদারি করতে পারে ও তার মাধ্যমে সরকারের কাজে স্বচ্ছতা, সততা, জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে পারে। ফলে তারা নিজেদের অধিকার ও সুশাসন নিশ্চিত করতে পারে এবং বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে সুদৃঢ় করতে পারে। তাই আজকে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে তথ্য অধিকার আইন প্রণয়নের মাধ্যমে জনগণকে সরকারী যাবতীয় তথ্য দিতে সরকারকে বাধ্য করা হয়েছে।

৪. 'তথ্য' বলতে কী বোঝায় ?

তথ্য আইনের **২(চ) নম্বর ধারায়** 'তথ্য' বলতে কী বোঝায় তার সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে। সেই সংজ্ঞা অনুযায়ী 'তথ্য' মানে সরকারী এবং সরকারী বা বিদেশী অর্থে পরিচালিত বেসরকারী (এনজিও) সব প্রতিষ্ঠানের গঠন প্রণালী, ব্যবস্থাপনা কাঠামো, অফিসের কাজের সঙ্গে সম্পৃক্ত কাগজপত্র, ফাইল, বই, নকশা, উপকরণ, মানচিত্র, চুক্তি, তথ্য-উপাত্ত, লগ বই, আদেশ, বিজ্ঞপ্তি, দলিল, নমুনা, চিঠি, রিপোর্ট, খরচের হিসেব, প্রকল্প প্রস্তাব, ছবি, ফিল্ম ইত্যাদি সব কিছুই বোঝায়। অর্থাৎ সরকার যেসব পদ্ধতি ও প্রক্রিয়ার ওপর ভিত্তি ক'রে সিদ্ধান্ত নেয় তার লিখিত বিবরণ এবং সরকারী কাজে যেসব দলিলপত্র ব্যবহার হয়, সরকারী কাজের মাধ্যমে যেসব দলিল, চিঠি, ফাইল ইত্যাদি তৈরী হয়, তা সবই তথ্য। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, কোন প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার ধারণকৃত সবকিছুই তথ্য। আর এও দেখা যাচ্ছে যে, তথ্য আইনের দৃষ্টিতে **'তথ্য'** ও সাধারণ অর্থে **'তথ্য'র** অর্থ এক না। আমরা সাধারণ অর্থে 'তথ্য' বলতে সবরকম প্রকাশিত খবর, সংবাদ, সমাচার, বিবরণ, বৃত্তান্ত, প্রতিবেদন, দলিল, বই ইত্যাদি বুঝি। আরো বিশদভাবে বলা যায়, আমরা দৈনিক নানান ধরনের তথ্য আদান-প্রদান করি। যেমন, ব্যক্তিগত তথ্য, পারিবারিক তথ্য, সাংসারিক তথ্য, দেশ-বিদেশের তথ্য, বইয়ের তথ্য ইত্যাদি। আর তথ্য অধিকার আইনের অর্থে 'তথ্য' হচ্ছে সরকারের কাজের সঙ্গে সম্পর্কিত অপ্রকাশিত এবং গোপনীয় সব তথ্যাদি। এখানে অপ্রকাশিত এবং গোপনীয় শব্দ দুটি বিশেষভাবে লক্ষণীয়। প্রকাশিত সরকারী অনেক তথ্য আছে যা এই আইন প্রয়োগ করে জানার দরকার হয় না কারণ, তা সরকারের বিভিন্ন অফিস থেকে সংগ্রহ করা যায়, যদিও অনেকক্ষেত্রে তা কষ্ট ও ব্যয়সাধ্য। তবে তথ্য অধিকার আইনে সরকারের এই রকম প্রকাশিত তথ্য চেয়ে আবেদন করার ওপর কোন বিধি-নিষেধ নেই।

তথ্য আইনের আওতায় পড়ে এরকম তথ্যের উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, গ্রামের রাস্তা কবে তৈরী বা মেরামত হবে এবং যে ঠিকাদারের মাধ্যমে তা করা হবে তার কাজের চুক্তিপত্র এবং সেই সংক্রান্ত যাবতীয় সরকারী সিদ্ধান্তের ফাইলপত্র হচ্ছে তথ্য; বাড়িতে কবে বিদ্যুৎ পৌঁছাবে সেই সংক্রান্ত সরকারী সিদ্ধান্তের নথিপত্র হচ্ছে তথ্য; সরকারী স্বাস্থ্যকেন্দ্রে কি কি ওষুধ বিনামূল্যে দেবার কথা সে সম্বন্ধে সরকারী নির্দেশ একটি তথ্য; সরকারী স্কুলে শিক্ষক আসেন না কেন সে ব্যাপারে স্কুল-কর্তৃপক্ষ কি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তা তথ্য; বয়স্কভাতা বা ভিজিএফ কার্ড প্রদানের ব্যাপারে কিভাবে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে ও কারা তালিকা তৈরী করেছে তা-ও তথ্য। এসব তথ্য জনগণের কাছে কত জরুরী তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

৫. তথ্য আইনের উদ্দেশ্য কী ?

তথ্য অধিকার আইনের গোড়াতেই বলা হয়েছে : "জনগণ প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক ও জনগণের ক্ষমতায়নের জন্য তথ্য অধিকার নিশ্চিত করা অত্যাবশ্যক"। তাই বলা যায় যে, এই আইনের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে: বাংলাদেশের সংবিধানে নাগরিকদের যে মৌলিক অধিকার দেয়া হয়েছে তা প্রতিষ্ঠা করা ও রাষ্ট্র পরিচালনায় জনগণের ক্ষমতা স্থাপন করা। আর এর মাধ্যমে সরকারী কাজে স্বচ্ছতা ও সততা আনা, সরকারের এবং সরকারী কর্মচারীদের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা, সরকারী কাজে অনিয়ম ও দুর্নীতি বন্ধ করা এবং দেশে সত্যিকার অর্থে সুশাসন ও গণতন্ত্র স্থাপন করা সম্ভব হ'তে পারে। যেসব দেশের নাগরিকরা তথ্য অধিকার আইন ব্যবহারের ব্যাপারে যত বেশি সচেতন এবং দায়িত্বশীল, সেইসব দেশে গণতন্ত্র ও সুশাসন তত বেশী শক্তিশালী হয়, দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণে থাকে এবং সরকার জনগণের প্রতি দায়িত্ববান হয়। তথ্য অধিকার আইনের মাধ্যমে জনগণ সরকারী কাজ সম্বন্ধে জানতে পারে এবং দেশের দায়িত্ববান নাগরিক হিসেবে নিজেদের দায়িত্ব ও ভূমিকা পালন করতে পারে এবং একই সঙ্গে নিজেদের ন্যায্য অধিকার নিশ্চিত করতে পারে।

৬. কোন্ অফিস থেকে তথ্য পাওয়া যাবে ? 'কর্তৃপক্ষ' বলতে কি বোঝায় ?

তথ্য অধিকার আইনে বলা হয়েছে যে, এই আইনের বলে জনগণ সব রকম সরকারী কর্তৃপক্ষ এবং সরকারী বা বিদেশী পয়সায় পরিচালিত বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষসমূহের কাছ থেকে ওপরে বর্ণিত যাবতীয় তথ্য এখন আইনতঃ চাইতে পারবে। আর কর্তৃপক্ষ বলতে কি বোঝায় তার সংজ্ঞা আইনের **২(খ) ধারায়** দেয়া হয়েছে। মোটা দাগে বলা যায় যে, যেসব সংস্থা জনগণের (পাবলিক) বা বিদেশী পয়সায় পরিচালিত হয় সেইসব সংস্থার কর্তৃপক্ষ এই সংজ্ঞার আওতায় পড়ে। তথ্য আইনে এইসব কর্তৃপক্ষকে জনগণের চাহিদা অনুযায়ী তথ্য প্রদানে বাধ্য করা হয়েছে। আইনের **৪ নং ধারাতে** বলা হয়েছে, দেশের প্রত্যেকটি নাগরিক এসব কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে তথ্য পাবার অধিকারী এবং প্রত্যেক কর্তৃপক্ষ প্রত্যেক নাগরিককে বিশেষ কিছু তথ্য ছাড়া (এ ব্যাপারে ৯ নম্বর অনুচ্ছেদে বিশদভাবে বলা হয়েছে) অন্য সব তথ্য প্রদানে বাধ্য। তবে ব্যক্তিমালিকানাধীন সংস্থার কর্তৃপক্ষ অথবা উপরিল্লিখিত এনজিওসমূহ বাদে অন্য যেসব এনজিও নিজেদের অর্থায়নে পরিচালিত হয় তারা এই সংজ্ঞার আওতায় পড়ে না। তবে প্রত্যক্ষভাবে আইনের আওতায় না পড়লেও পরোক্ষভাবে এসব সংস্থা এ আইনের আওতায় পড়তে পারে।

৭. কার কাছে তথ্য পাবার জন্য আবেদন করতে হবে ? দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কাকে বলে ?
তথ্য আইন অনুযায়ী প্রত্যেক সরকারী কর্তৃপক্ষ ও নির্দিষ্ট কিছু বেসরকারী কর্তৃপক্ষ তাদের অফিসে একজন করে কর্মকর্তা নিয়োগ দেবে যার কাছে জনগণ তথ্য চেয়ে লিখিতভাবে অনুরোধ করতে পারবে। এইসব কর্মকর্তাকে **"দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা"** নাম দেয়া হয়েছে। **আইনের ১০ ধারা** অনুযায়ী, এই আইন কার্যকর হবার ৬০ দিনের মধ্যে অর্থাৎ ২০০৯ সালের ১লা সেপ্টেম্বর থেকে উপরিল্লিখিত প্রত্যেক কর্তৃপক্ষকে তাদের অফিসে একজন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ দিতে বাধ্য করা হয়েছে। **১০(২) ধারা** অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগের ৬০ দিনের মধ্যে তাঁকে জনগণের আবেদনকৃত তথ্য সরবরাহ করা শুরু করতে হবে। **১০(৪) ধারা** অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম, পদবী, ঠিকানা ইত্যাদি এই আইনের দ্বারা সৃষ্ট **তথ্য কমিশনকে** (এ সম্বন্ধে ২৪ নম্বর অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে) জানাতে হবে। তবে এখন পর্যন্ত অনেক সরকারী কার্যালয়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ দেয়া হয়নি। তা সত্ত্বেও সব সংস্থার কাছ থেকেই তথ্য চাইতে জনগণের আইনতঃ কোন বাধা নেই। কারণ, যেসব কার্যালয়ে এখন পর্যন্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ দেয়া হয়নি সেগুলোতে অফিস প্রধানের কাছেও আবেদন করা যাবে। আইনের **২(ঘ) ধারা** অনুযায়ী "তথ্য প্রদান ইউনিট" বলতে সরকারের কোন মন্ত্রণালয়, বিভাগ বা কার্যালয়ের সঙ্গে সংযুক্ত বা তাদের অধীনস্থ কোন প্রধান বা বিভাগীয় বা আঞ্চলিক বা জেলা বা উপজেলা কার্যালয় বোঝায়। অর্থাৎ সর্বনিম্ন থেকে শুরু করে সর্বোচ্চ সরকারী অফিসের কাছ থেকেই তথ্য চাওয়া যাবে।

৮. জনগণ কোন ধরনের তথ্য কীভাবে পেতে পারে ?
এই আইনে কয়েকটি বিশেষ ক্ষেত্র ছাড়া (যে ব্যাপারে ৯ নম্বর অনুচ্ছেদে বিস্তারিত বলা হয়েছে) জনগণ সরকারী কাজের সঙ্গে সম্পর্কিত ও সরকারের কাছে আছে বা সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন সব তথ্যই চাইতে পারবে। এসব তথ্য জনগণ সরকারী ফাইল, দলিল, রেকর্ড ইত্যাদি দেখার মাধ্যমে অথবা প্রয়োজনে সরেজমিনে পরীক্ষার মাধ্যমে (যেমন কার্যাদেশ অনুযায়ী রাস্তা তৈরীতে ইট, পাথর, বালু, পিচ ব্যবহার করা হয়েছে কিনা) পেতে পারে। ফাইল দেখে তথ্য নোট করে আনতে পারে, ফাইল কিংবা দলিলের কপি সংগ্রহ করতে পারে। মনে রাখতে হবে, কোন কর্তৃপক্ষ শুধু যেসব তথ্য তাদের কাছে আছে সেসব তথ্যই দিতে পারবে। নতুন করে তৈরী করা, বানোয়াট কোন তথ্য বা তথ্যের ব্যাখ্যা দিতে পারবে না। তথ্য ঠিক যেভাবে ফাইলে আছে সেইভাবেই দিতে হবে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, সরকারী কোন চিঠি কেউ দেখতে চাইলে, শুধুমাত্র সেই চিঠিই তাকে দেখতে দিতে বা কপি করে দিতে হবে। কোন সারসংক্ষেপ বা অন্য কোন আকারে বা নতুন তৈরী কিছু তৈরি করে দিলে চলবে না।

৯. কোন ধরনের তথ্য এই আইনের আওতায় পড়বে না ?
যদিও তথ্য অধিকার আইনে সরকারী বেশিরভাগ তথ্যই জনগণের জানার আওতায় আনা হয়েছে, তবুও কিছু কিছু ক্ষেত্রে তার ব্যতিক্রম করা হয়েছে। অর্থাৎ কিছু কিছু তথ্য সরকার আইনতঃ এখনো গোপন রাখতে পারবে। এইসব তথ্য কোন কর্তৃপক্ষ কোন নাগরিককে দিতে বাধ্য হবে না। যেসব তথ্য সরকার দিতে বাধ্য নয় তাদের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে : যেসব তথ্য প্রকাশের ফলে বাংলাদেশের নিরাপত্তা, অখন্ডতা ও সার্বভৌমত্বের ক্ষতিসাধন হতে পারে; অন্য কোন দেশ বা আন্তর্জাতিক/আঞ্চলিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষতি হতে পারে এ রকম তথ্য;

যে তথ্য প্রকাশের ফলে অন্য কোন ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে; যে সব তথ্য প্রকাশের ফলে আইনের প্রয়োগ ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে বা জনগণের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হতে পারে, ইত্যাদি। মোটকথা, যেসব তথ্য প্রকাশের ফলে দেশ বা দশের ক্ষতি হতে পারে বা কোন ব্যক্তির ব্যক্তিগত অধিকার লঙ্ঘন হতে পারে এরকম তথ্য কোন কর্তৃপক্ষ কাউকে দিতে বাধ্য নয়। আরো একটু পরিষ্কার করে বলা যায়, যেসব তথ্য প্রকাশ করলে দেশের সুরক্ষা, দেশের নীতি ও কৌশল, দেশ বিজ্ঞান বা আর্থিক দিক থেকে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে, যেসব তথ্য কোন অপরাধের সঙ্গে জড়িত বা অপরাধে উৎসাহ জোগাতে পারে, যে সব তথ্য দিলে অন্যের ক্ষতি হতে পারে সেসব তথ্য সরকার প্রকাশ করতে বাধ্য নয়। কি কি তথ্য কর্তৃপক্ষ কাউকে দিতে বাধ্য নয় তার সম্পূর্ণ তালিকা আইনের **৭ নম্বর ধারায়** দেয়া আছে।

কিছু কিছু ক্ষেত্রে তথ্য না দেবার এই বিধান থাকার ফলে সরকারী কয়েকটি কর্তৃপক্ষকেও তথ্য প্রদান থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ তাদের ক্ষেত্রে এই আইন প্রযোজ্য নয় এবং তাদের কাছ থেকে জনগণ তথ্য চাইতে পারবে না। আইনের **৩২ ধারায়** বলা হয়েছে যে, রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা ও গোয়েন্দা কাজে নিয়োজিত সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে এই আইন প্রযোজ্য হবে না। এদের মধ্যে এনএসআই, ডিজিএফআই, প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা ইউনিট, সিআইডি, এসএসএফ, স্পেশাল ব্যাঞ্চ, র‍্যাবের গোয়েন্দা সেল, রাজস্ববোর্ডের গোয়েন্দা সেল অন্তর্ভুক্ত। তথ্য আইনের প্রথম তফসিলে এইসব সংস্থার তালিকা দেয়া হয়েছে। তবে **৩২(২) ধারায়** এও বলা হয়েছে যে, উপরিল্লিখিত যেসব সংস্থাকে তথ্যপ্রদানে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে, সেইসব প্রতিষ্ঠানের কোন তথ্য যদি দুর্নীতি বা মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনার সঙ্গে জড়িত হয়, তাহলে সেইসব সংস্থা সেসব তথ্য আবেদনকারীকে দিতে বাধ্য থাকবে। অর্থাৎ নিরাপত্তার অজুহাত দেখিয়ে কোন সংস্থা মানবাধিকার বা দুর্নীতি সম্পর্কিত কোন তথ্য প্রদানে অস্বীকার করতে পারবে না । যেমন, গ্রেফতারকৃত কোন ব্যক্তির শারীরিক বা স্বাস্থ্য পরিস্থিতি সম্বন্ধে তথ্য।

১০. অন্য কোন আইনের সঙ্গে তথ্য অধিকার আইনের বিরোধ হলে কী হবে ?

তথ্য অধিকার আইন প্রণয়নের ফলে দেশে প্রচলিত অন্য কোন আইনের কোন ধারার সঙ্গে এই আইনের কোন ধারার বিরোধ হলে, তথ্য আইনই প্রাধান্য পাবে বলে আইনে বলা হয়েছে। যেমন, দেশের বিদ্যমান **"দাপ্তরিক গোপনীয়তা আইন ১৯২৩"** অনেকটাই অকেজো হয়ে গেছে এই তথ্য অধিকার আইন প্রণয়নের ফলে। অর্থাৎ আগে সরকার এই আইনের অজুহাত দেখিয়ে যেসব তথ্য গোপন রাখতে পারতো এখন আর তা পারবে না । একইভাবে **সাক্ষ্য আইনের** (Evidence Act 1872) সঙ্গে তথ্য অধিকার আইনের বিরোধ হলে তথ্য আইনই প্রধান্য পাবে। **(৩ নম্বর ধারা)**।

১১. তথ্য সংরক্ষণ

তথ্য অধিকার আইনের **৫ নম্বর ধারা** অনুযায়ী প্রত্যেক কর্তৃপক্ষকে তাদের যাবতীয় তথ্য এখন থেকে এমনভাবে সংরক্ষণ করতে হবে যাতে কেউ চাইলে তাকে সেখান থেকে সহজে সেসব তথ্য দেয়া যায়। অর্থাৎ তথ্যের ক্যাটালগ/ইনডেক্স ইত্যাদি তৈরী করতে হবে।

১২. তথ্য প্রকাশ, স্বেচ্ছা প্রকাশ ও বার্ষিক রিপোর্ট

তথ্য অধিকার আইনের **৬ নম্বর ধারা** অনুযায়ী আইনটি চালু হবার পর থেকে প্রত্যেক কর্তৃপক্ষ জনগণ জানতে চাইতে পারে এ ধরনের বিভিন্ন ব্যাপারে যেসব সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে তা

নাগরিকদের জানানোর জন্যে নিয়মিতভাবে নিজে থেকেই প্রকাশ ও প্রচারের ব্যবস্থা করবে। একে "স্বেচ্ছাপ্রকাশ" বা "proactive disclosure" বলা হয়। অনেক সরকারী কর্তৃপক্ষ ও এনজিও ইতিমধ্যে তাদের ওয়েবসাইটের মাধ্যমে এ ধরনের তথ্য প্রকাশ করা শুরু করেছে। তাছাড়া আইনে বলা হয়েছে যে, প্রত্যেক কর্তৃপক্ষ তাদের সারা বছরের কাজের তথ্য দিয়ে একটি বার্ষিক রিপোর্ট প্রকাশ করবে। তাতে নাগরিকদের জন্যে গুরুত্বপূর্ণ সব রকম কাজের বিবরণ ও সেই সংক্রান্ত সব তথ্য ও ব্যাখ্যা থাকবে।

১৩. তথ্য পেতে হলে একজন নাগরিককে কী করতে হবে ? শুধু এককভাবে না অনেকে মিলে আবেদন করা যাবে ?

কোন ব্যক্তি কোন কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে কোন তথ্য জানতে চাইলে তাকে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার কাছে লিখিতভাবে আবেদন করতে হবে। তবে কোন আবেদনকারীর পক্ষে যদি সরাসরি হাতে হাতে অফিসে গিয়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার কাছে আবেদন করা সম্ভব না হয় তাহলে অন্য কোন নির্ভরযোগ্য ব্যক্তির মাধ্যমে বা ডাকযোগে কিংবা ই-মেইলের মাধ্যমেও এই আবেদন পাঠানো যাবে। সরাসরি হাতে হাতে আবেদনপত্র প্রদানের ক্ষেত্রে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বা ক্ষেত্রবিশেষে অফিস প্রধানের কাছ থেকে আবেদনপত্রের প্রাপ্তি স্বীকারপত্র বা রিসিভড্ কপি চেয়ে নিতে হবে। উক্ত প্রাপ্তি স্বীকারপত্র বা রিসিভড কপিতে আবেদনপত্র গ্রহণকারীর নাম, পদবী ও তারিখসহ সীল-স্বাক্ষর থাকা দরকার। আর ডাকযোগে তথ্য প্রাপ্তির আবেদনপত্র প্রদানের ক্ষেত্রে রেজিষ্টার্ড ডাকযোগে পাঠানো প্রয়োজন। এতে কর্তৃপক্ষের তথ্যপ্রাপ্তির আবেদনপত্র গ্রহণের বিষয়টি অস্বীকার করার সুযোগ থাকে না। আবেদন করার জন্যে মুদ্রিত ফরমের কথা আইনের **৮(৩) ধারায়** বলা হয়েছে। সেই অনুযায়ী সরকার ইতিমধ্যে যে বিধিমালা প্রকাশ করেছে তাতে নাগরিকদের তথ্য প্রাপ্তির আবেদনপত্রের নমুনা হিসেবে একটি ছক নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে। (ছক সম্পর্কে জানতে তথ্য প্রাপ্তির আবেদনপত্র ফরম-এর বিধিমালায় ফরম 'ক' দেখুন)। এই ছক অনুযায়ী আবেদনপত্রে আবেদনকারীর নাম, ঠিকানা ইত্যাদি লিখতে হবে। তাছাড়া যে তথ্যের জন্য আবেদন করা হচ্ছে তার সঠিক বর্ণনা, কিভাবে আবেদনকারী সে তথ্য গ্রহণ করবে অর্থাৎ ফাইল দেখার মাধ্যমে, না কি ফাইলের অনুলিপি নিয়ে, নোট নিয়ে, বা অন্য কোন উপায়ে নেবে তা জানাতে হবে। তথ্য প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের নাম ও ঠিকানাসহ আবেদনের তারিখ সঠিকভাবে উল্লেখ করতে হবে। তথ্য অধিকার আইনে কোথাও পরিষ্কার করে বলা হয়নি যে, কোন ব্যক্তিই শুধু তথ্যের জন্যে আবেদন করতে পারবে, কোন প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা বা গোষ্ঠী আবেদন করতে পারবে না। যেহেতু কোথাও 'না' বলা হয়নি তাই ধরে নেয়া যেতে পারে যে, অনেকে মিলে আবেদন করতে কোন অসুবিধে নেই। আইনের **৮ ধারার ৫ উপধারায়** "ব্যক্তি বা ব্যক্তি শ্রেণী" কথার উল্লেখ এই ব্যাখ্যার সমর্থন করে বলে মনে হয়। তবে বিধিমালায় দেয়া তথ্য প্রাপ্তির আবেদনপত্রের যে ফরম 'ক' ছাপানো হয়েছে তাতে একক ব্যক্তি ছাড়া কোন ব্যক্তি-শ্রেণীর একত্রে তথ্য আবেদন করার কোন সুযোগ নেই। এ ব্যাপারে আবেদন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পরীক্ষা করে দেখা যেতে পারে। অর্থাৎ আবেদন প্রত্যাখ্যাত হলে তথ্য কমিশনের শরণাপন্ন হওয়া যেতে পারে।

১৪. তথ্য পাবার জন্যে কোন মূল্য পরিশোধ করতে হবে কি ?

তথ্য পাবার জন্যে আবেদনকারীকে মূল্য পরিশোধ করার কথা আইনে বলা হয়েছে। সরকার বিধিমালায় বর্ণিত ফরম 'ঘ'-তে তথ্য প্রাপ্তির অনুরোধ ফি এবং তথ্যের মূল্য নির্ধারণ ফি সম্পর্কে

নির্দেশনা প্রদান করেছে। যেমন লিখিত কোন ডকুমেন্টের কপি সরবরাহের জন্য (ম্যাপ, নকশা, ছবি, কম্পিউটার প্রিন্টসহ) এ-৪ ও এ-৩ মাপের ক্ষেত্রে প্রতি পৃষ্ঠা ২ (দুই) টাকা হারে এবং তদুর্ধ্ব কাগজের ক্ষেত্রে প্রকৃত মূল্য প্রদান করতে হবে। আবার ডিস্ক, সিডি ইত্যাদি সরবরাহের ক্ষেত্রে আবেদনকারীকে প্রকৃত মূল্য প্রদান করতে হবে। তবে কোন আবেদনকারী যদি ডিস্ক, সিডি নিজেই সরবরাহ করে তথ্য নিতে ইচ্ছুক থাকে সেক্ষেত্রে কোন মূল্য পরিশোধ করতে হবে না। এছাড়া কোন আইন বা সরকারী বিধান বা নির্দেশনা অনুযায়ী কাউকে সরবরাহকৃত তথ্যও বিনামূল্যে পাওয়া যাবে (এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য বিধিমালা'য় নির্ধারিত ফরম 'ঘ' দেখুন)। তথ্য পাবার জন্যে আবেদনকারীকে যুক্তিসংগত মূল্য পরিশোধ করার কথা আইনের **৮(৪) (৫) (৬) ধারায়** বলা হয়েছে। বিধিমালা অনুযায়ী তথ্য সরবরাহের ক্ষেত্রে নীচে প্রদত্ত সারণীর কলাম (২) এ উল্লিখিত তথ্যের জন্য পরবর্তী কলাম (৩) এ উল্লিখিত হারে ক্ষেত্রমতে তথ্য প্রাপ্তির অনুরোধ ফি এবং তথ্যের মূল্য পরিশোধযোগ্য হবে।

সারণী

ক্রমিক নং	তথ্যের বিবরণ	তথ্য প্রাপ্তির অনুরোধ ফি/ তথ্যের মূল্য
(১)	(২)	(৩)
১।	লিখিত কোন ডকুমেন্টের কপি সরবরাহের জন্য (ম্যাপ, নকশা, ছবি, কম্পিউটার প্রিন্টসহ)	এ-৪ ও এ-৩ মাপের কাগজের ক্ষেত্রে প্রতি পৃষ্ঠা ২ (দুই) টাকা হারে এবং তদুর্ধ্ব সাইজের কাগজের ক্ষেত্রে প্রকৃত মূল্য।
২।	ডিস্ক, সিডি ইত্যাদিতে তথ্য সরবরাহের ক্ষেত্রে	(১)আবেদনকারী কর্তৃক ডিস্ক, সিডি ইত্যাদি সরবরাহের ক্ষেত্রে বিনামূল্যে; (২)তথ্য সরবরাহকারী কর্তৃক ডিস্ক, সিডি ইত্যাদি সররাহের ক্ষেত্রে উহার প্রকৃত মূল্য।
৩।	কোন আইন বা সরকারী বিধান বা নির্দেশনা অনুযায়ী কাউকে সরবরাহকৃত তথ্যের ক্ষেত্রে	বিনামূল্যে
৪।	মূল্যের বিনিময়ে বিক্রয়যোগ্য প্রকাশনার ক্ষেত্রে	প্রকাশনায় নির্ধারিত মূল্য।

১৫. আবেদনপত্র পাবার পর দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে কী করতে হবে?

আইনের **৯ নম্বর ধারায়** বলা হয়েছে যে, তথ্যের জন্যে কোন নাগরিকের কাছ থেকে অনুরোধ পাবার ২০ কার্যদিবসের মধ্যে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে সে তথ্য বাধ্যতামূলকভাবে সরবরাহ করতে হবে। তবে যে তথ্য চাওয়া হয়েছে তা যদি অন্য কোন ইউনিট বা কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে যোগাড় করতে হয় তাহলে এই সময় ৩০ কার্যদিবস পর্যন্ত বৃদ্ধি পাবে। আর যদি কোন কারণে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অনুরোধকৃত তথ্য প্রদান করতে না পারেন তাহলে তার কারণ উল্লেখ করে

আবেদন পাবার ১০ কার্যদিবসের মধ্যে তা অনুরোধকারীকে জানাতে হবে। অবশ্য আইনের **৯(৪) ধারায়** এও বলা হয়েছে যে, যদি কোন তথ্য কোন ব্যক্তির জীবন-মৃত্যু, গ্রেপ্তার বা কারাগার থেকে মুক্তি সংক্রান্ত হয় তাহলে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে ২৪ ঘন্টার মধ্যে অন্ততঃ প্রাথমিক তথ্য সরবরাহ করতে হবে। তথ্য দেবার এই সময়সীমার মধ্যে যদি দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তথ্য সরবরাহ করতে ব্যর্থ হন তাহলে ধরে নেওয়া হবে যে, তিনি এই অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করেছেন এবং এক্ষেত্রে তাঁর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবার বিধান আইনে করা হয়েছে।

আবেদনকারীকে মনে রাখতে হবে যে, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বা অফিস প্রধানের কাছ থেকে কখনো কোন মৌখিক তথ্য গ্রহণ করে নিলে পরে তার ভিত্তিতে অন্য কোন পদক্ষেপ নেয়া যাবে না। যেমন আপীল করা যাবে না বা তথ্য কমিশনে অভিযোগ করা যাবে না। তাই আবেদনের তথ্য নেয়ার/গ্রহণের ক্ষেত্রে সবসময় দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বা অফিস প্রধান বা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির নাম, পদবী, সীল, স্বাক্ষর ও তারিখ সহকারে লিখিত উত্তর চেয়ে নিতে হবে, যাতে কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে সংগৃহীত তথ্যের একটা প্রমাণ বা ভিত্তি থাকে। কারণ, আবেদনকৃত তথ্যের সাথে যেহেতু দুর্নীতির একটা সম্পর্ক থাকতে পারে, তাই সংগৃহীত তথ্যে যদি উল্লেখিত প্রমাণ না থাকে তাতে আবেদনের বিষয়ে সঠিক তথ্য লাভের ক্ষেত্রে প্রতারিত হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা থাকে। তাছাড়া আপিল ও অভিযোগ করার সম্ভাবনা নষ্ট হয়।

আগেই বলা হয়েছে যে, অনুরোধকৃত তথ্য প্রদানে যদি কর্তৃপক্ষের কোন ব্যয় হয় তাহলে সে ব্যয় অনুরোধকারীকে বহন করতে হবে এবং তার ন্যায্যমূল্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বিধিমালা অনুযায়ী **(আইনের ৮ নম্বর ধারার ফরম - ঘ** দ্রষ্টব্য) নির্ধারণ করবেন এবং উক্ত নির্ধারিত মূল্য অনধিক ৫ (পাঁচ) কার্যদিবসের মধ্যে পরিশোধ করার জন্য অনুরোধকারীকে অবহিত করবেন। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তা প্রকৃত মূল্যে হবে অর্থাৎ ফটোকপি, প্রিন্ট আউট ইত্যাদিতে যে ব্যয় হয় শুধু সে ব্যয়ই অনুরোধকারীকে বহন করতে হবে। ইন্দ্রিয় প্রতিবন্ধীর (যেমন, অন্ধ, বধির) ক্ষেত্রে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে সেই প্রতিবন্ধী ব্যক্তির তথ্য লাভ করার জন্য যাবতীয় সহায়তা করতে আইনতঃ বাধ্য করা হয়েছে।

১৬. অনুরোধকৃত তথ্য না পেলে কার কাছে আপীল করতে হবে এবং আপীল কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব কী ?

কোন ব্যক্তি তাঁর অনুরোধকৃত তথ্য নির্ধারিত সময়ের মধ্যে না পেলে অথবা দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আবেদন পাননি বা আবেদন হারিয়ে গেছে বলে জানালে বা তাঁর দেয়া কোন সিদ্ধান্তে খুশি না হলে তিনি পরবর্তী ৩০ দিনের মধ্যে যে সংস্থার কর্তৃপক্ষের (ইউনিটের) কাছে তথ্য চাওয়া হয়েছে, আইনের **২৪ ধারা** অনুযায়ী সেই সংস্থার বা ইউনিটের ঠিক ওপরের কার্যালয়ের কাছে আপীল করতে পারবেন। তবে আবেদনকারী যদি যুক্তিসংগত কারণে ৩০ দিনের মধ্যে আপীল করতে না পারেন তাহলে ২৪(২) ধারা অনুযায়ী আপীল কর্তৃপক্ষ আপীল গ্রহণ করতে পারবেন। এই আপীলে মূল আবেদন পত্রের ও তার সঙ্গে সংযুক্তির কপি এবং ডাকযোগে পাঠানো আবেদনের ক্ষেত্রে রেজিস্ট্রি রশিদ জুড়ে দিতে হবে। আইনের **২(ক) ধারায়** "আপীল কর্তৃপক্ষের" সংজ্ঞা বিশদভাবে দেয়া হয়েছে। এই আপীল পাবার ১৫ দিনের মধ্যে আপীল কর্তৃপক্ষ সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে প্রয়োজনমতো ব্যবস্থা নেবার নির্দেশ দেবেন অথবা আপীল আবেদনটি অগ্রহণযোগ্য বিবেচিত হলে তা খারিজ করে দিতে পারবেন।

১৭. আপীলের রায় না পেলে বা তা সন্তোষজনক না হলে কার কাছে অভিযোগ করতে হবে ?

কোন ব্যক্তি সময়মত ওপরে উল্লিখিত আপীলের কোন রায় না পেলে বা তার কাছে আপীলের রায় সন্তোষজনক মনে না হলে তিনি সরাসরি **তথ্য কমিশনের** কাছে অভিযোগ করতে পারবেন। আইনের **২৫ ধারায়** কি কি কারণে এই অভিযোগ করা যাবে তার উল্লেখ আছে। এতে বলা হয়েছে যে ধারা **১৩-র উপ-ধারা (১)** এ উল্লিখিত কারণে তথ্য প্রাপ্ত না হলে বা **ধারা ২৪**-এর অধীনে প্রদত্ত আপীলের সিদ্ধান্তে সংক্ষুব্ধ হলে বা নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে তথ্য প্রাপ্তি বা তথ্য প্রদান সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত না পেলে তথ্য কমিশনে অভিযোগ করা যাবে। উল্লেখ্য যে, সরকার তথ্য কমিশনে অভিযোগ করার জন্য এখন পর্যন্ত কোন অভিযোগ ফরম-এর নমূনা তৈরী করেনি। তবে যতদিন পর্যন্ত তা করা হচ্ছে না ততোদিন সাদা কাগজে লিখেও অভিযোগ পাঠানো যাবে (দ্বিতীয় অধ্যায়ে অভিযোগপত্রের নমূনা দ্রষ্টব্য)। আবেদনকারীকে আবেদন সংক্রান্ত সব কাগজপত্রের ফটোকপি অভিযোগপত্রের সঙ্গে জমা দিতে হবে। যেমন, তথ্য চাইবার আবেদনপত্র ও আপীলের কপি, প্রাপ্তিস্বীকার পত্রের কপি বা রিসিভড্ কপি বা রেজিষ্টার্ড ডাকযোগে পাঠানোর ক্ষেত্রে ডাক বিভাগের প্রদত্ত রসিদ-এর কপি এবং কর্তৃপক্ষের তথ্য প্রদানের অপারগতার নোটিশ কপি বা আংশিক বা অসম্পূর্ণ তথ্য প্রদান করা হলে তার কপি ইত্যাদি। তবে অভিযোগপত্র সবসময় হাতে হাতে পৌঁছে দেয়া বা রেজিষ্টার্ড ডাকে পাঠানোই ভালো।

১৮. তথ্য কমিশনের দায়িত্ব ও ক্ষমতা কী ?

তথ্য অধিকার আইন ঠিকমত প্রয়োগ হচ্ছে কি না তা তদারকির জন্যে এবং আইন অমান্য করা হলে তার প্রতিবিধানের জন্য একটি তথ্য কমিশনের ব্যবস্থাও আইনে আছে। আইনের **১১ ধারার** ভিত্তিতে সরকার ইতিমধ্যে একটি তথ্য কমিশন গঠন করেছে। অন্যান্য কাজের মধ্যে কমিশন জনগণের কাছ থেকে এই আইন প্রয়োগ সংক্রান্ত ব্যাপারে কোন অভিযোগ থাকলে তা গ্রহণ ক'রে সে ব্যাপারে অনুসন্ধান ও নিষ্পত্তির ব্যবস্থা করবে। যেমন, সময়মত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ না করা, আবেদনপত্র গ্রহণ না করা, সময়মত জবাব বা তথ্য না দেয়া, অযৌক্তিক মূল্য দাবী করা, অসম্পূর্ণ, ভ্রান্ত বা বিভ্রান্তিকর তথ্য প্রদান করা ইত্যাদি। এরই মধ্যে সরকার একজন প্রধান তথ্য কমিশনার এবং ২ জন তথ্য কমিশনার নিয়োগ দিয়েছে। তথ্য কমিশনের ক্ষমতা ও কার্যাবলীর বিবরণ আইনের **১৩ ধারায়** বিশদ ভাবে দেয়া হয়েছে। তথ্য কমিশন এই ধারার **১১ নং উপধারার** ভিত্তিতে বিভিন্ন পদক্ষেপ নিতে পারে। এর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে যে, কমিশন অভিযোগ খারিজ করতে পারে কিংবা দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে নতুনভাবে পদক্ষেপ নিতে বলতে পারে। এছাড়াও কমিশন যদি মনে করে যে, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এই আইন অমান্য করেছেন তাহলে তাঁকে জরিমানা করতে পারবে। আইনের **২৭ নম্বর ধারায়** জরিমানার বিধান করা হয়েছে। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, কোন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তথ্য প্রদান বা এই বিষয়ে তার সিদ্ধান্ত জানাতে না পারলে কিংবা ভুল, অসম্পুর্ণ, বিভ্রান্তিকর বা বিকৃত তথ্য প্রদান করলে কিংবা তথ্য প্রদানে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করলে তাকে তথ্য দেবার জন্য নির্দিষ্ট দিনের পর থেকে প্রতিদিন ৫০ টাকা করে অনধিক ৫,০০০ টাকা পর্যন্ত জরিমানা তথ্য কমিশন আরোপ করতে পারবে।

১৯. তথ্য কমিশনের রায়ের বিরুদ্ধে কোন আদালতে আপীল করা যাবে কী ?

তথ্য অধিকার আইনের **ধারা ২৯** অনুযায়ী তথ্য কমিশনের রায়ের বিরুদ্ধে কোন আদালতে আপীল করা যাবে না। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, তথ্য কমিশন একটি দেওয়ানী

আদালতের মত ক্ষমতা প্রয়োগ ক'রে কোন ব্যক্তিকে সমন জারী ক'রে, কমিশনের সামনে হাজির হবার জন্যে বাধ্য ক'রে, তথ্য-প্রমাণ, দলিলপত্র, সাক্ষ্য ইত্যাদি তলব করতে পারবে। অর্থাৎ তথ্য কমিশনকে একটি দেওয়ানী আদালতের ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। তবে সংবিধানের **১০২ ধারা** অনুযায়ী সংক্ষুব্ধ কোন ব্যক্তি তথ্য কমিশনের দায়িত্বের ব্যাপারে উচ্চ আদালতে রিট আবেদন করতে পারবে।

২০. উপসংহার

অন্যান্য অনেক দেশের তুলনায় আমাদের দেশের তথ্য অধিকার আইনে বেশ কিছু ঘাটতি আছে বলা যায়। যেমন, আদালতে যাবার সুযোগহীনতা, তৃতীয় পক্ষের সাথে জড়িত তথ্য প্রকাশের ব্যাপারে অস্পষ্টতা, রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা-বিষয়ক তথ্য সমূহের চিরস্থায়ীত্ব ইত্যাদি। তবে আইনে যেটুকু দেয়া হয়েছে তা-ই আগে ভালোভাবে চালু হোক এবং এর সুফলগুলো সকলে জানুক ও ভোগ করুক, তাহলে ঘাটতিগুলো পূরণ করার জন্য তাদের কাছ থেকে স্বাভাবিকভাবেই দাবী উঠে আসবে। আইনটি সম্পুর্ণভাবে কার্যকর করার ব্যাপারে দেশের সকল নাগরিকেরই গুরুদায়িত্ব আছে আর এই দায়িত্ব সঠিকভাবে পালনের মাধ্যমেই আমাদের মাঝে নাগরিকত্ব বোধ শক্তিশালী হতে পারে এবং তথ্য অধিকার আইন প্রসারিত হতে পারে।

সংযুক্তি-৭

ভারতের তথ্য অধিকার সম্পর্কিত অভিজ্ঞতা অন্বেষণে শিক্ষা সফর, ০৩-১২ মে ২০১০

দিল্লীতে অবস্থিত কমনওয়েলথ হিউম্যান রাইটস ইনিশিয়েটিভ (সিএইচআরআই) এর সহযোগিতায় ভারতের তথ্য অধিকার আন্দোলন সম্পর্কে বাস্তব ধারণা অর্জনের জন্য প্রকল্প থেকে সুরাইয়া বেগম (প্রকল্প সমন্বয়কারী) ও উৎপল কান্তি খীসা (মাঠ সমন্বয়কারী) গত ০৩-১২-মে ২০১০ সময়সীমা নয়াদিল্লী ও গুজরাট সফর করেন। ১০ দিন ব্যাপী সফরে ভারতের তথ্য অধিকার আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত বিভিন্ন শ্রেণী ও পেশার নাগরিক, মিডিয়া ও উন্নয়ন কর্মী, বিভিন্ন সংগঠন কর্মী, সাধারণ জনগণ, সরকারী প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা এবং দিল্লী ও গুজরাট রাজ্যের তথ্য কমিশনারদের সাথে অভিজ্ঞতা বিনিময়ের নিবিড় সুযোগ ঘটে। দিল্লী এবং গুজরাটে যেসব ব্যক্তি এবং সংগঠনের সঙ্গে অভিজ্ঞতা লাভ ঘটেছে তার ধারাবাহিক বর্ণনা এখানে তুলে ধরা হল। দেশে ফিরে এসে রিইব কর্মীরা তাদের কাজের উন্নয়ন ঘটাতে এই অভিজ্ঞতাকে পূর্ণ মাত্রায় কাজে লাগিয়েছিলেন।

দিল্লীর অভিজ্ঞতা

ভেঙ্কটেশ নায়েক, সোহিনী পাল ও কর্মীবৃন্দ, কমনওয়েলথ হিউম্যান রাইটস ইনিশিয়েটিভ, সর্বদয়া এনক্লেভ, নিউ দিল্লী

২০০৫ সালে ভারতে কেন্দ্রীয়ভাবে তথ্য অধিকার আইন পাশ হলেও ৯টি রাজ্যে ২০০২ সালে পাশ হয়। এগুলোর মধ্যে দিল্লী এবং গুজরাট প্রদেশও রয়েছে। 'কমনওয়েলথ হিউম্যান রাইটস ইনিশিয়েটিভ' ভারতের তথ্য অধিকার আইন সংক্রান্ত গবেষণা, প্রচার, প্রসার এবং একে জনগণের মনের মধ্যে প্রবেশ করানোর ক্ষেত্রে অগ্রগামী ভূমিকা পালন করছে। এই প্রতিষ্ঠানের আরটিআই কর্মসূচী সমন্বয়কারী মি. ভেঙ্কটেশ নায়েক এর সাথে আমরা গভীর আলোচনা করেছিলাম । তিনি বলেন, তথ্য জানা প্রত্যেক নাগরিকের একটি মৌলিক অধিকার। কারণ সরকার চলে নাগরিকদের প্রদত্ত কর বা ট্যাক্সের মাধ্যমে। ভারতে নাগরিকদের এই তথ্য জানার আন্দোলন বর্তমানে একটা উল্লেখযোগ্য পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে। এর অন্যতম প্রধান কারণ হল এখানে সমাজের নিচু তলা থেকে উপরের তলার সর্বস্তরের নাগরিক নিজেদের তথ্য জানার অধিকার ও করণীয় সম্পর্কে সচেতন হচ্ছে এবং নিজেরাই স্বত:স্ফুর্তভাবে এই তথ্য জানার আন্দোলন প্রক্রিয়ায় সম্পৃক্ত হচ্ছে। এক্ষেত্রে মিডিয়া নাগরিকদের তথ্য অধিকার আন্দোলনের সফলতা ও ব্যর্থতার ঘটনা প্রচারের মাধ্যমে জনসচেতনতা বৃদ্ধিতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করছে। ভারতে তথ্য অধিকার আইন প্রণীত হওয়ার শুরুর দিকে এর প্রয়োগের ক্ষেত্রে ধারণা ও পদ্ধতিগত সমস্যায় পড়তে হয়েছে। যদিও পরবর্তীতে ধীরে ধীরে সে সমস্যা অনেকটাই কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হয়েছে। অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে যে, তথ্য অধিকার আন্দোলনের সফলতার ক্ষেত্রে সমাজের সাধারণ জনগণের স্বত:স্ফুর্ত অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা অপরিহার্য। এজন্যে সকল তথ্য কর্মী, সংস্থা ও মিডিয়ার মধ্যে কার্যকর নেটওয়ার্ক থাকা প্রয়োজন। কারণ নেটওয়াক ছাড়া এই আন্দোলনকে গতিশীল করা অসম্ভব। এজন্যে জনসচেতনতা সৃষ্টি করা জরুরী। তথ্য অধিকার আইন ও তার প্রয়োগ প্রক্রিয়া এবং প্যারালিগ্যাল বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদানসহ নিয়মিত সভা,

সেমিনার অনুষ্ঠানের পাশাপাশি বিভিন্ন মিডিয়া এডভোকেসির মাধ্যমে এই জনসচেতনতা সৃষ্টি করা যেতে পারে। এসকল কার্যক্রমে সমাজের সর্বস্তরের জনগণের অংশগ্রহণ বাঞ্চনীয়। কারণ এই তথ্য আদান প্রদান প্রক্রিয়ার সফলতার ক্ষেত্রে তথ্য আবেদনকারীর সাথে কর্তৃপক্ষের skill of negotiation and skill of communication থাকা খুবই জরুরী।

তথ্য অধিকার আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের সম্ভাবনার আশাবাদ ব্যক্ত করে তিনি আরো বলেন, সংবিধান অনুযায়ী জনগণই সকল ক্ষমতার উৎস। কাজেই বাংলাদেশে এই আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে সফলতার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। এজন্যে অধিকারভিত্তিক এপ্রোচ নিয়ে ইস্যু চিহ্নিত করে এই আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে জনগণকে সচেতন ও সম্পৃক্ত করা যেতে পারে। কারণ প্রত্যেকের কাছে ইস্যু একটি খুবই স্পর্শকাতর বিষয়। আইনটা যেহেতু নতুন তাই প্রাথমিকভাবে সরকারী বিভিন্ন অফিস ও কর্মসূচীর নিয়ম-কানুন জানা যেতে পারে। কারণ এসকল তথ্য জানা আবেদনকারীর জন্য যেমন জরুরী, তেমনি কর্তৃপক্ষের প্রদান করাও অনেক সহজ। এর ফলে তথ্য আদান-প্রদানের একটা প্রক্রিয়া গড়ে উঠে, যেখানে উভয় পক্ষের তথ্য আদান-প্রদান প্রক্রিয়া ও দায়িত্ব-কর্তব্য সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি হতে থাকে এবং ধীরে ধীরে তা উভয় পক্ষের দক্ষতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করতে থাকে। তারপর সরকারী স্কীমে প্রদত্ত সুবিধা নিয়ে আবেদন করা যেতে পারে। এভাবে সহজ বিষয় থেকে ধীরে ধীরে জটিল বিষয়ের তথ্য আবেদন করা যেতে পারে। এতে আদান-প্রদান প্রক্রিয়া তুলনামূলকভাবে যথেষ্ট সহজতর হতে পারে। তবে শুধু তথ্য আবেদন করলে হবে না। এই পুরো প্রক্রিয়াটাকে সফল করার জন্য একদিকে যেমন তথ্য সংরক্ষণ করা জরুরী, অন্যদিকে তেমনি তথ্য কমিশনকে মনিটরিং করাও অপরিহার্য।

শ্যামলাল যাদব, বিশেষ সংবাদদাতা, ইন্ডিয়া টুডে, নিউ দিল্লী

ভারতের তথ্য অধিকার আন্দোলনের কর্মী ইন্ডিয়া টুডে পত্রিকার সাংবাদিক মি. শ্যামলাল যাদব তাঁর নিজের অভিজ্ঞতা প্রসঙ্গে বলেন, তিনি যখন তথ্য অধিকার আইন প্রয়োগের মাধ্যমে তথ্য জানার জন্য আবেদন প্রক্রিয়া শুরু করেন তখন তাঁর কোন প্রশিক্ষণ বা অভিজ্ঞতা ছিল না। আইনটা নতুন হওয়াতে তখন সরকারী কর্মকর্তাদের মধ্যে অনেকেই তথ্য প্রদানে অনিচ্ছুক ছিল। অন্যদিকে ভারতের সাংবাদিকদের মধ্যে একমাত্র তিনিই তখন তথ্য অধিকার আইন ব্যবহার শুরু করেছিলেন। এ পর্যন্ত প্রায় ৭০০টি তথ্য আবেদন করেছেন এবং যার প্রেক্ষিতে ইতিমধ্যেই প্রায় ২-৩ হাজার সরকারী পলিসি সম্পর্কে জানতে সক্ষম হয়েছেন। যদিও এসব পলিসির সবই তাঁর নিজের জন্য প্রয়োজনীয় ছিল না। এসব আবেদনের অধিকাংশই তিনি ডাক যোগে প্রেরণ করেছিলেন। বর্তমানে তিনি মাসের ৩০ দিনই তথ্য আবেদন করেন। কারণ তথ্য আবেদনের সাথে আইনটি নিয়ে জনসচেতনতা সৃষ্টির একটি নিবিড় যোগসূত্র জড়িত রয়েছে। তিনি আরো বলেন, মিডিয়ার লোক হওয়ার কারণে এই আইন ব্যবহার বা প্রয়োগের ক্ষেত্রে সব সময় একটা বাড়তি সুবিধা পাওয়া যায়। যেমন তথ্য আবেদনের মাধ্যমে কোন বিষয়ের তথ্য পেলে তার ভিত্তিতে তৈরীকৃত তথ্য সহজেই পত্রিকায় প্রকাশের মাধ্যমে অন্যদের মধ্যে ছড়িয়ে দেয়া যায়। ফলে একদিকে যেমন তথ্য কর্মকর্তাসহ অন্যান্য সরকারী কর্মকর্তাদের টনক নড়ে, অন্যদিকে তেমনি জনসাধারণও এ সকল ঘটনা জেনে অনুপ্রাণিত বোধ করে। এই কারণে তথ্য অধিকার আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে মিডিয়ার ভূমিকা অপরিসীম। যদি মিডিয়া সত্যিকার অর্থে এই ভূমিকা পালন করতে পারে তাহলে তথ্য অধিকার আন্দোলন সফল হবার সম্ভাবনা বাড়ে। তবে তিনি যেখানে কাজ করেন সেখানে সম্পাদক তাঁকে যথেষ্ট সহযোগিতা প্রদান করে থাকেন। তিনি মনে

করেন, আরটিআই জনগণের জন্য সবচেয়ে বড় একটি পাওয়া। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে মিডিয়া এখনো কাঙ্খিত মাত্রায় ভূমিকা পালন করছে না।

মনিষ শিসোদিয়া, কবির, পান্ডব নগর, নিউ দিল্লী

বেসরকারি সংগঠন 'কবির' এর নির্বাহী পরিচালক মনিষ শিসোদিয়া ভারতে তথ্য অধিকার আইন নিয়ে তাঁদের কাজের প্রথম দিকের অভিজ্ঞতা জানিয়ে বলেন, আরটিআই আইন হওয়ার প্রথমদিকে যখন এটা নিয়ে কাজ করতে শুরু করেন তখন কিভাবে এই কাজটি এগিয়ে নিয়ে যাবেন তা নিয়ে দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন। তখন আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল তাঁর সংগঠন যে, গ্রামেই এই কাজটি শুরু করতে হবে এবং গ্রামের জনগণকে আইনটি নিয়ে জানাতে হবে। কারণ এই কার্যক্রমে যদি সত্যিকার অর্থে গ্রামের লোকজনকে সম্পৃক্ত করা না যায়, তাহলে কখনোই এই আইনের সুফল পাওয়া যাবে না। তাই রাজস্থান রাজ্যসহ দেশের বিভিন্ন প্রত্যন্ত এলাকায় গ্রামবাসী, ছাত্র, কৃষক, দিনমজুর প্রভৃতিদের সাথে নিয়মিত মিটিং করেন এবং সবাইকে এটা বোঝানোর চেষ্টা করেন যে, দেশের নাগরিক হিসেবে সকলেই সরকারকে ট্যাক্স প্রদান করেন। যেমন চাল, ডাল, তেল, কাপড়-চোপড় প্রভৃতি ক্রয়ের মাধ্যমে সরকারকে ট্যাক্স প্রদান করা হয়। জনগণকে জানানো হয় যে, তাদের প্রদত্ত ট্যাক্সের টাকায় সরকার চলে এবং সরকারী কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন হয়। কিন্তু জনগণ কি জানে যে, প্রদত্ত এই ট্যাক্স কিভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে কিংবা জনগণের নামে সরকারী যে সকল স্কীম আছে সেগুলো কিভাবে পরিচালিত হচ্ছে। মিটিংয়ের প্রায় সবখানেই আলোচনায় অংশগ্রহণকারীরা জানায় যে, এসব বিষয়ে তারা তেমন কিছুই জানে না। তখন তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হয়, ২০০৫ সালে তথ্য অধিকার আইন নামে দেশে একটি আইন পাশ হয়েছে সেটা তারা জানেন কিনা ? প্রায় সকলেই জানিয়েছেন, সেটাও তারা জানেন না। তারপর তাদেরকে তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে বিস্তারিত জানালে অংশগ্রহণকারীরা সকলে বিষয়টিকে গুরুত্ব সহকারে নেয় এবং ইস্যু চিহ্নিত করে তথ্য আবেদন করতে শুরু করে। আজ অবদি প্রায় এক হাজারের বেশি তথ্য আবেদন করা হয়েছে। এগুলোর অধিকাংশই গ্রামের লোকজন করেছেন। একটা চলমান প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে এই কাজটা করা হচ্ছে। এই কাজের ক্ষেত্রে একটা বড় সমস্যা হচ্ছে সরকারী কর্মকর্তাদের ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি না থাকা ও জনগণের মধ্যে পর্যাপ্ত সচেতনতার অভাব"।

তিনি আরো বলেন, "তথ্য অধিকার আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে শিক্ষিত ব্যক্তিরাই সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। কারণ কেবল তাদেরই এই আইন প্রয়োগের মাধ্যমে সরকারী কার্যালয় থেকে তথ্য পাওয়ার পর্যাপ্ত ক্ষমতা ও প্রাপ্যতার সুযোগ রয়েছে। বলতে গেলে এটা দরিদ্র শ্রেণীর নিরক্ষর ব্যক্তিদের জন্য একটা প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। বর্তমানে 'কবির' এই তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে নিয়মিত রেডিও অনুষ্ঠান পরিচালনা করছে। যেখানে প্রত্যেক দিন নিয়মিত তথ্য অধিকার আইন নিয়ে অনুষ্ঠান পরিচালনা ও প্রচার করা হয়। এখানে বিশেষ করে গ্রামের বিভিন্ন শ্রেণীর লোকজন অংশগ্রহণ করে থাকে। সত্যি বলতে কি, এটা গ্রামের লোকজনের কাছে একটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান। কারণ তারা সত্যিকার অর্থে দুর্ভোগের শিকার হয়ে থাকে। এই অনুষ্ঠানে প্রথমেই তথ্য আবেদন সংক্রান্ত ঘটনাগুলোকে প্রচার করা হয়।"

তথ্য অধিকার আইন নিয়ে 'কবির' এর বর্তমান কার্যক্রম সর্ম্পকে আলোকপাত করতে গিয়ে মনিষ শিসোদিয়া বলেন, আরটিআই কেস ফাইলিং, আরটিআই সম্পর্কে জনসচেতনতা সৃষ্টি এবং লবিং করছেন। তাদের অধিকাংশ তথ্য আবেদন দৈনন্দিন জীবনযাপন সংক্রান্ত, যেখানে দুর্নীতি এবং অধিকারের বিষয়গুলো জড়িত। এক্ষেত্রে তারা যে দুটো বিষয়ের উপর সবচেয়ে

গুরুত্ব প্রদান করেন, সেগুলো হচ্ছে ১. তথ্য অধিকার আইন প্রয়োগে জনসাধারণকে সরাসরি সহায়তা দেয়া এবং ২. মিডিয়ার মাধ্যমে নিয়মিত প্রচারণা চালানো। যদি তথ্য অধিকার আইনটিকে সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করা যায় তাহলে দেশের ৩০-৪০% অর্থ অপচয় রোধ করা যাবে। এজন্যে মাঠ পর্যায়ে জনগণকে এমনভাবে সচেতন ও দক্ষ করে গড়ে তোলা উচিত, যাতে কোন ধরনের সহায়তা ছাড়া তারা নিজেরাই স্বত:স্ফুর্তভাবে এই আইনটিকে নিজেদের প্রয়োজনে ব্যবহার করতে পারে। তাই যা করা জরুরী সেগুলো হচ্ছে ১. আরটিআই সম্পর্কে জনগণকে নিয়মিতভাবে ম্যাসেজ দিয়ে জাগ্রত করা, ২. মিডিয়াকে এই প্রক্রিয়ায় কার্যকরীভাবে সম্পৃক্ত করা এবং ৩. প্রতিনিয়ত এই বিষয়ে প্রচারণা চালিয়ে যাওয়া"।

শেখর সিং, গবেষক, নিউদিল্লী

তথ্য অধিকার আন্দোলনের কর্মী শেখর সিং ভারতে তথ্য অধিকার আইনের প্রচারণার ক্ষেত্রে দীর্ঘদিন ধরে কাজ করছেন। এ বিষয়ে তাঁর অভিজ্ঞতা উল্লেখযোগ্য। অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে তিনি আমাদের সাথে কথা বলেছেন বিভিন্ন বিষয়ে। তাঁর মতে, তথ্য অধিকার আইন বিষয়ক প্রকল্প কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে প্রথমে বেইজ লাইন সার্ভে পরিচালনা করলে ভাল হয়। এতে আরটিআই সম্পর্কে জনগণের প্রকৃত ধারণা জানা যায় এবং এলাকা ভিত্তিক জনগণের প্রধান সমস্যাগুলো চিহ্নিত করা যায়। এটা করা সম্ভব হলে আরটিআই সম্পর্কে মাঠ পর্যায়ে জনসচেতনতা সৃষ্টির কৌশল নির্ধারণ করা যেমন সহজ হবে, তেমনি সরকারী পর্যায়ের বিভিন্ন তথ্য জানা ও মনিটরিং করা সহজ হবে। বেইজলাইন সার্ভে যদি সঠিকভাবে সম্পন্ন করা যায় তাহলে প্রকল্প কার্যক্রম বাস্তবায়নের মধ্যবর্তী পর্যায়ে বা শেষ পর্যায়ে কাজের অগ্রগতি সম্পর্কে জানার একটা সুযোগ থাকবে এবং ভবিষ্যতের কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও তা বাস্তবায়নের কৌশল নির্ধারণ করা অনেক সহজ ও কার্যকর হবে। প্রকল্পের ক্ষেত্রে তথ্য আবেদন প্রক্রিয়া অবশ্যই ফাইল আকারে রেকর্ড ও সংরক্ষণ করা উচিত। কারণ চুড়ান্তভাবে ফল লাভের জন্য বা মূল্যায়ন করার জন্য এটির প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য। এটা একদিকে যেমন এলাকা ভিত্তিক তথ্য জানতে সহায়তা করবে, অন্যদিকে তেমনি এক এলাকার সাথে অপর এলাকার তুলনামূলক ধারণা লাভে সহায়তা করবে। তাঁর মতে, তথ্য অধিকার কার্যক্রম বাস্তবায়নের সফলতার ক্ষেত্রে সাংবাদিকদের সম্পৃক্ততা থাকলে ভাল হয়। তবে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে মাঠ পর্যায়ের জনগণকে সচেতনতার সাথে সংগঠিতকরণের মাধ্যমে সক্রিয় রাখা। কারণ তা করা সম্ভব হলে সাফল্য আসবেই। এছাড়াও সফলতা নিশ্চিত করার জন্য বিশ্বব্যাপী সুদৃঢ় নেটওয়ার্ক কার্যকর থাকা অনস্বীকার্য। এজন্যে বিশ্বব্যাপী ফোরাম গঠনের প্রয়োজন রয়েছে। কারণ 'আমব্রেলা অর্গানাইজেশন' না থাকলে তথ্য অধিকার আন্দোলন পরিপূর্ণ সফল করা কঠিন। বিশেষ করে এই কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে প্রতিনিয়ত যে প্রতিবন্ধকতা আসবে তা মোকাবেলার জন্য এটার প্রয়োজনীয়তা অসীম।

সুদীপ কর এবং জে সতীশ কুমার, পাওয়ার গ্রীড কর্পোরেশন অব ইন্ডিয়া, গুরগাঁও, হরিয়ানা

গুরগাঁওতে অবস্থিত 'পাওয়ার গ্রীড কর্পোরেশন' এর উপ-প্রধান ভিজিলেন্স কর্মকর্তা মি. সুদীপ কর তথ্য অধিকার নিয়ে অভিজ্ঞতা প্রসঙ্গে জানান, তাদের অফিসে পূর্বের তুলনায় বর্তমানে তথ্য আবেদনের পরিমাণ কিছুটা কমেছে। এর কারণ হচ্ছে পূর্বে ব্যক্তিগত দু:খ দুর্দশা নিয়ে বেশি তথ্য আবেদন আসতো। কিন্তু বর্তমানে জনগণ এই আইন সম্পর্কে তুলনামূলকভাবে সচেতন হওয়ার কারণে নিজেদের করণীয় সম্পর্কে বুঝে গেছে। ফলে ব্যক্তিগত দু:খ দুর্দশা নিয়ে তেমন আর আগ্রহ পাচ্ছে না। তাছাড়া কর্পোরেশন নিজস্ব ওয়েবসাইটের মাধ্যমে স্বেচ্ছায় তথ্যপ্রকাশ

(pro-active disclosure) করছে। এতে জনগণ চাওয়ার আগেই তথ্য প্রকাশ করে দেয়ার কারণে ঐ সব বিষয় নিয়ে জনগণ আর তেমন একটা আবেদন করে না। তিনি আরো জানান, ভারতে 'পাওয়ার গ্রীড কর্পোরেশন' -এর মোট ৯ টি ব্রাঞ্চ অফিস রয়েছে। প্রত্যেক অফিসে একজন করে তথ্য কর্মকর্তা নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। প্রথম দিকে তাদের আইন সম্পর্কে কিছুটা অজ্ঞতা ছিল, তাই তখন কিছু কিছু পেনাল্টি কেস এর ঘটনাও ঘটেছে। কিন্তু পরবর্তীতে দেখা গেল প্রচুর তথ্য আবেদন আসছে এবং অধিকাংশ তথ্য আবেদনই ব্যক্তিগত দু:খ দুর্দশা নিয়ে। তাই বিষয়টিকে গুরুত্ব সহকারে বিবেচনায় নিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যে, স্বউদ্যোগে প্রশিক্ষণের আয়োজন করা। সে অনুযায়ী সরকারকে বিষয়টি জানানো সাপেক্ষে নিজস্ব অর্থায়নে ৯টি রাজ্যে প্রশিক্ষণ প্রদানের কাজ ও সেমিনার পরিচালনা করা হচ্ছে "সিএইচআরআই" এর কাছ থেকে রিসোর্স পার্সন সহায়তা নিয়ে।

একজন সরকারী উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তা হিসেবে তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে তিনি আরো বলেন, গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি বিকাশের ক্ষেত্রে এই আইন একটি যুগান্তকারী ঘটনা। কারণ এই আইনের মাধ্যমে নাগরিকদের সরকারী কার্যক্রম সম্পর্কে তথ্য জানার সুযোগ লাভ ঘটেছে, যা আগে ছিল না। তবে এক্ষেত্রে সমস্যা হচ্ছে যে, এই আইন হওয়ার ফলে এখন সকলেই সব কিছুর জন্য এই আইনটিকে ব্যবহার করছে। এমনকি সরকারী কর্মচারী-কর্মকর্তারাও এই আইন ব্যবহারের মাধ্যমে নিজেদের সুযোগ-সুবিধা, পদোন্নতি বা বঞ্চনা সম্পর্কে জানায় আগ্রহী হয়েছে। যদিও এই সকল চাকুরীজীবিদের বিভাগীয় সুযোগ-সুবিধা, পদোন্নতি বা বঞ্চনা সম্পর্কে জানার জন্য পৃথক বিধি রয়েছে। এছাড়া আরটিআই নিয়ে প্রচুর আবেদন আসলেও সেগুলো ডিল করার জন্য যে পর্যাপ্ত লোকবল নেই, তাই তা নিয়ে সব সময় চাপের মধ্যে থাকতে হয়। এমনও হয় যে, এগুলো করতেই দায়িত্বপ্রাপ্ত তথ্য কর্মকর্তার পুরো মাস চলে যায়। ফলে অন্য কাজগুলো আর ঠিকমত করা সম্ভব হয়ে উঠেনা।

উক্ত অফিসের দায়িত্বপ্রাপ্ত তথ্য কর্মকর্তা তাঁর অভিজ্ঞতা বর্ণনায় বলেন, প্রথম দিকে দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে কিছুটা সমস্যায় পড়লেও বর্তমানে আর তেমন কোন সমস্যায় পড়তে হয়না। কারণ এখন আইনটি সম্পর্কে ব্যক্তিগতভাবে তিনি অনেক সচেতন হয়েছেন এবং অফিস থেকেও পর্যাপ্ত সহায়তা পাচ্ছেন, ফলে তথ্য প্রদান করা এখন যথেষ্ট সহজ হয়েছে। তবে একটা সমস্যা হচ্ছে তথ্য আবেদনকারীরা এক সাথে অনেক বিষয়ের তথ্য চেয়ে বসে। এতে তথ্য যোগাড় করতে গিয়ে রীতিমত হিমশিম খেতে হয়। কারণ এসকল বিষয়ের তথ্য বিভিন্ন বিভাগ থেকে সংগ্রহ করতে হয়। এমনও হয় যে, কোন কোন তথ্য আবেদনকারী এক সাথে ৭০-৭৫ টি বিষয়ের তথ্য জানতে চায়। সকল তথ্য একসাথে যোগাড় করা রীতিমত দুরূহ হয়ে পড়ে।

সুভাষ চন্দ্র আগরওয়াল, দাড়িবা, নিউদিল্লী

গিনেস বুক রেকর্ড হোল্ডার সুভাষ চন্দ্র আগরওয়াল নিজের ছাত্র জীবনের অভিজ্ঞতার প্রসঙ্গ উল্লেখ করে বলেন, তিনি যখন ভারতের প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন তখন বাসে আসা যাওয়া করতেন এবং আসা-যাওয়ার এক পর্যায়ে দেখলেন যে, প্রতিদিন বাসে টিকিট ছাড়া অনেক যাত্রী কনটাক্টরের সাথে বোঝাপড়ার মাধ্যমে অল্প পয়সায় বিনা টিকেটে বাস ভ্রমণ করছে। এতে টিকেটের মোট মূল্যের ৫০% অংশ যাচ্ছে কনটাক্টরের পকেটে এবং অপর ৫০% অংশ যাচ্ছে যাত্রীর পকেটে। ফলে প্রতি বছরই সরকারের প্রচুর অর্থের অপচয় হতো। এরকম নানা অনিয়মের ঘটনা দেখে ১৯৬২ সালে তাঁর মনে জেগেছিল যে, এসকল বিষয় নিয়ে প্রতিনিয়ত পত্রিকায় লেখা উচিত। তখন থেকেই তিনি বিভিন্ন অনিয়মের বিষয় নিয়ে নিয়মিত পত্রিকায়

লিখতে শুরু করেন এবং যেগুলো পত্রিকায় প্রকাশিত হতো সেগুলোর কপি বিশেষ করে যারা তাঁর এসকল লেখালেখির বিষয়গুলো নিয়ে আগ্রহ প্রকাশ করতো তাদেরকে দিতেন । বলতে গেলে এভাবেই তিনি দেশের বিভিন্ন অনিয়মের বিষয় নিয়ে পত্রিকার সম্পাদকদেরকে চিঠি লিখতে শুরু করেন এবং এক পর্যায়ে পত্রিকায় চিঠি লিখে গিনেস বুক রেকর্ড করেন। তিনি বলেন, লেখালেখির ক্ষেত্রে আরটিআই আইনটিকে একটি হাতিয়ার মনে করেন। ভারতের ইতিহাসে এই আইন হচ্ছে দ্বিতীয় স্বাধীনতার ঘটনা। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে দেশের তথ্য কমিশনারগণ এই আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে এখনো কাঙ্খিতমাত্রায় ভূমিকা পালন করতে পারছেন না। দেশে বর্তমানে যে সিস্টেম রয়েছে তা এখনো উন্নয়নমূখী গণতন্ত্রের জন্য কার্যকর হয়ে উঠেনি। একারণেই তাঁকে এত লেখালেখির কাজ করতে হয়। এখনও তিনি প্রতিদিনই একটি করে তথ্য আবেদনের চিঠি লিখেন। এজন্যে তিনি তাঁর মূল পেশাগত কাজের জন্য বরাদ্দকৃত কোন সময় খরচ করেন না। কারণ তা করতে গেলে তাতে রুটি-রুজির ক্ষেত্রে ব্যাঘাত ঘটবে। তিনি প্রত্যেক দিন রাত ৯ টা থেকে সর্বোচ্চ ১১ টা পর্যন্ত সময়ের মধ্যে প্রত্যেক দিন ১ টি করে তথ্য আবেদন পত্র লেখার কাজটি সেরে নেন। আর সকল আবেদনের চিঠি সাধারণ ডাকযোগেই পাঠিয়ে থাকেন। তিনি মনে করেন, এ কাজটি দেশের যে কেউই অতি সহজেই করতে পারে এবং এটা করা সকলের জন্য খুবই একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। কারণ জনসাধারণ তথা দেশের উন্নয়নের জন্য এটা করা অতীব জরুরী।

শৈলেশ গান্ধী, তথ্য কমিশনার, রাজ্য তথ্য কমিশন, নিউ দিল্লী

দিল্লী তথ্য কমিশনের কমিশনার মি. শৈলেশ গান্ধীর বক্তব্যে উঠে এসেছে যে, তথ্য কমিশনে যোগ দেওয়ার পূর্বে তিনি একজন তথ্য অধিকার কর্মী হিসেবে কাজ করেছিলেন এবং বিভিন্ন বিষয়ে তথ্য আবেদন করেছেন। তথ্য কমিশনের দায়িত্ব গ্রহণের পর যখন অফিস করতে শুরু করেন তখন দ্যাখেন যে, কমিশনে প্রচুর প্রথম আপিল আবেদন জমে আছে। প্রথমদিকে সকল আবেদন নিয়ে যথেষ্ট চাপের মধ্যে থেকেছেন এবং কাজ করতে করতে একদিন চিন্তা করলেন যে, আপিল আবেদন যেভাবে আসছে তাতে ভবিষ্যতে অবস্থা আরো জটিল হয়ে দাঁড়াবে। অতপর বম্বেতে এক অনুষ্ঠানে গিয়ে এই প্রসঙ্গ উঠলে তিনি জনসমক্ষে ওয়াদা করেন যে, ৯০ দিনের মধ্যে জমে থাকা আপিল আবেদনগুলো সুরাহা করে ফেলবেন এবং এপ্রিল ২০০৯ এর মধ্যে প্রায় ৭-৮ শত জমে থাকা আপিল আবেদন সুরাহা করেছেন, তা নিয়ে দ্বন্দ্ব থাকা সত্ত্বেও । এ প্রেক্ষিতে তিনি বলেন, ১০০% সঠিক সমাধান করা প্রায় অসম্ভব কারণ সমাজে অনেক সমস্যা বিদ্যমান রয়েছে, তবে ৮০% আপিল আবেদন সঠিকভাবে সমাধা করা সম্ভব। তাঁর মতে, গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি চর্চার ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত শ্রদ্ধাবোধের বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এক্ষেত্রে তথ্য অধিকার আইন হচ্ছে একটা গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার। এটা দিয়ে সরকারের প্রত্যেক কর্মকর্তা-কর্মচারীকে মনিটর করা সম্ভব, যা প্রকৃত অর্থে দেশের জনগণই করতে পারে এবং করবে।

সন্তোষ, পরিবর্তন, পূর্ব দিল্লী

দিল্লীতে তথ্য অধিকার আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করছে এমন একটি সংস্থার নাম - 'পরিবর্তন'। এখানে কাজ করছেন সন্তোষ নামে একটি মেয়ে, যার সাথে দীর্ঘ আলাপ হয়েছিল । তথ্য অধিকার নিয়ে কাজের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে তিনি বলেন, প্রথম দিকে তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে তারা জানতেন না । যদিও অভাব আর বঞ্চনা ছিল তখন জীবনের পথ চলার নিত্য সঙ্গী। অর্থাভাব তো ছিলই, সাথে ছিল সামাজিক বঞ্চনা। সুবিধা বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর

উন্নয়নের লক্ষ্যে ভারতে অনেক কর্মসূচী বা স্কীম চালু থাকলেও সেগুলোর কোনটিই তাদের কপালে জুটতো না। এসব স্কীম সুবিধা পাওয়ার জন্য সরকারী অফিসে গেলে হাতে গোনা কয়েকজন ছাড়া অন্যদের কিছুই মিলতো না। আর যারা সুবিধা পেতো তাদেরকেও প্রতিনিয়ত বিভিন্নভাবে হয়রানি হতে হতো। যেমন এসব সুবিধা প্রদানের বিনিময়ে টাকা নেওয়া হতো। এছাড়া যাদের টাকা দেওয়ার সামর্থ্য নেই তাদেরকে নানা অজুহাত দেখিয়ে ঘুরাতো এবং শেষমেষ কিছুই না দিয়ে বিদায় করে দিতো। এভাবে চলার এক পর্যায়ে তাদের এলাকায় 'কমনওয়েলথ হিউম্যান রাইটস ইনিশিয়েটিভ' মিটিং করে। সেদিন মিটিং এ অংশগ্রহণ করে তিনি তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে জানতে পারেন এবং প্রশিক্ষণ গ্রহণে আগ্রহবোধ করেন এবং প্রশিক্ষণ গ্রহণের পর তথ্য আবেদন করা শুরু করেন। তথ্য আবেদনের প্রথম দিকে তাকে এবং তার সংগঠনের সদস্যদেরকে তথ্য আবেদন না করার জন্য নানা ধরনের হুমকি-ধমকি প্রদান করা হতো এবং কর্তৃপক্ষ কোন তথ্যই প্রদান করতো না। তারপরও তারা দমে না গিয়ে তথ্য আবেদন করা এবং এলাকার গরীব লোকজনকে তথ্য আবেদন করার জন্য সচেতন ও উদ্বুদ্ধ করতে থাকেন। তিনি ব্যক্ত করেন যে, এভাবে কাজ করতে গিয়ে তারা প্রায় সকলেই সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও তাদের লেলিয়ে দেয়া গুন্ডা-পান্ডাদের হামলার শিকার হয়েছিলেন। সন্তোষ ব্যক্তিগতভাবে নয় বার হামলার শিকার হয়েছিলেন। একবারতো একেবারেই খূর দিয়ে গলায় পোঁচ দিয়েছিল। তবে ভাগ্য বরতে হবে ভাল যে, সতর্কতার কারণে গভীরভাবে কাটা যায়নি। এসকল ঘটনার কারণে পরিবারের লোকজন তাকে এসব কাজ না করার জন্য চাপ দেয়। কিন্তু তাতেও তিনি দমে যাননি বরং আরো জোরালোভাবে কাজ করেছেন। এক পর্যায়ে তথ্য কমিশনে আপিল করেছেন এবং সংশ্লিষ্ট পাবলিক ইনফরমেশন অফিসার (পিআইও) তাদেরকে তথ্য প্রদানে বাধ্য হয়েছে এবং পেনাল্টিও গুনেছে। প্রাপ্ত তথ্যে দেখা গেছে যে, এলাকার অনেকেই সরকারী স্কীম এর কোন সুবিধা কোন কালেই পায়নি তথাপি তাদের নাম তালিকায় আছে এবং তাদের নামের বিপরীতে বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া গরীব লোকের সই নকল করে এত অর্থ লোপাট করা হয়েছে যে, যা তাদের কল্পনার বাইরে ছিল। এভাবে বিষয়টি জানাজানি হওয়ার পর এলাকার গরীব লোকজন তথ্য আইন প্রয়োগে এগিয়ে এসেছে এবং বর্তমানে অনেকেই সরকারী স্কীম সুবিধা পাচ্ছে।

গুজরাট সফর অভিজ্ঞতা

মি. আসলামশাহ এ. দিওয়ান (আসলাম ভাই) এবং নাগরিক অধিকার কেন্দ্র, কালোল, পাঞ্চমল জেলা

"নাগরিক অধিকার কেন্দ্রের" প্রেসিডেন্ট মি. আসলাম শাহ এ দিওয়ান মাঠ পর্যায়ে তথ্য অধিকার আইনের কার্যক্রম প্রসঙ্গে বলেন যে, ২০০৫ সালে ভারতে কেন্দ্রীয়ভাবে তথ্য অধিকার আইন পাশ হলেও এই আইন সম্পর্কে এবং এই আইন প্রয়োগের মাধ্যমে কিভাবে তথ্য আবেদন করতে হয় সে সম্পর্কে তাদের সমাজের কারোরই কোন ধারণা ছিল না। এক সময় 'কমনওয়েলথ হিউম্যান রাইটস ইনিশিয়েটিভ' তাদের এলাকায় আইনি প্রশিক্ষণ দেয়, যা ছিল তাদের কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কেননা এর আগে তারা সরকারী অফিসের নিয়ম-কানুন সম্পর্কে কিছুই জানতেন না। প্রশিক্ষণ পাওয়ার পর তারা মাঠ পর্যায়ে তথ্য অধিকার আন্দোলনের লক্ষ্যে ৭ সদস্য বিশিষ্ট একটি দল গঠন করেন। এটা ছিল একটি যৌথ ধারণার ফসল। একই সংগঠনের হানিফ এ ভেগহেলার মতে, তথ্য অধিকার আইন পাশ হওয়ার পূর্বে সরকারী সহায়তা কার্যক্রম সম্পর্কে তাদের সঠিকভাবে জানা ছিল না। যেমন রেশন কার্ড প্রদানের নিয়ম-নীতি ও দ্রব্য প্রদানের পরিমাণ প্রভৃতি নিয়ে সঠিক তথ্য জানা ছিল না। কিন্তু তথ্য অধিকার আইন প্রণয়ন

হওয়ার পর যখন এটা নিয়ে তারা কাজ করতে শুরু করেন, তখনই ধীরে ধীরে এসব বিষয়ে জানতে শুরু করেন। বর্তমানে শুধু জানা নয়, বরং এসকল সরকারী সহায়তা কর্মসূচী লাভের জন্য কি করা উচিত এবং এক্ষেত্রে আরটিআই কিভাবে ব্যবহৃত হতে পারে বা কাজ করতে পারে ইত্যাদি বিষয় নিয়ে জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে গ্রামে-গঞ্জে-বাজারে বিভিন্ন পেশার ও স্তরের (বিশেষ করে দরিদ্র) জনগণের সাথে নিয়মিত মতবিনিময় সভা, প্রচারনামূলক সভা, মেলা, নাটক অনুষ্ঠান করা সহ নানা বুলেটিন, পোস্টার, লিফলেট ও বুকলেট প্রচার এবং বিলি করছেন। মানুষের তথ্য জানার ফলশ্রুতিতে বর্তমানে এলাকায় দরিদ্রদের মধ্যে অনেকেই এসকল সরকারী সহায়তা পাচ্ছে। এটা তাদের কার্যক্রমের একটা বড় ধরনের অর্জন।

মি. আসলামশাহ এ দিওয়ান-এর মতে, আরটিআই আইন প্রয়োগের জন্য কতগুলো মৌলিক বিষয়ের ধারণা থাকা বাঞ্চনীয়। যেমন ইস্যু নির্ধারণ, কর্তপক্ষ চিহ্নিতকরণ, তথ্য আবেদনপত্র লেখা ও প্রদান করা এবং ফলোআপ প্রভৃতি সম্পর্কে ধারণা থাকা উচিত। এজন্যে এখন তারা প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকেন । কারণ তথ্য অধিকার আইন এবং সেই সাথে জীবন যাপনের জন্যে প্রয়োজনীয় অন্যান্য আইন সম্পর্কেও প্রশিক্ষণ জরুরী।

বোরো সম্প্রদায়, বোরো গ্রাম, কালোল, পাঞ্চমল

নাগরিক অধিকার কেন্দ্রের মাঠ কার্যক্রম পরিদর্শনের জন্য আমরা সরেজমিনে কালোল এর 'বোরো' গ্রামে মিটিং করি। মিটিংয়ে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে অধিকাংশই মহিলা এবং বিধবা, যারা হিন্দু ও মুসলিম ধর্মাবলম্বী। আর্থিক ও শিক্ষাগত দিক থেকে এরা একেবারেই প্রান্তিক। আর সকলেই দিনমজুরী করে দিনযাপন করে থাকেন। আয় বলতে দৈনিক ২৫-৫০ রুপি মাত্র। আলোচনায় জানা যায়, ৭-১৫ দিন অন্তর অন্তর "নাগরিক অধিকার কেন্দ্রের" কর্মী সাহিদা খালা তাদের সাথে মিটিং করেন। মিটিংয়ে নিজেদের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আলোচনা করে সেই ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে তথ্য আবেদন করা হয় । আলোচনায় অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে বেশ ক'জনেই স্বীকার করেছেন, এ কার্যক্রম পরিচালনা করার কারণে বর্তমানে তারা অনেকেই রেশনসহ অন্যান্য সরকারী সুযোগ-সুবিধা পাচ্ছেন এবং সমস্যা হলে নিজেদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা করারও সুযোগ পান। আর প্রয়োজনে সাহিদা খালাকে জানাতে পারেন। এক সময় তাদের মধ্যে যেমন সাহিদা খালা ছিল না, তেমনি রেশনসহ কোন ধরনের সরকারী সহায়তাও মিলতো না।

রাঠোর সম্প্রদায়, রামনাগরী, কালোল, পাঞ্চমল

'রামনাগরী' জঙ্গলের ভিতরে একটি প্রায় বিচ্ছিন্ন গ্রাম। বাবলা গাছের জঙ্গল। অধিবাসীরা আর্থিকভাবে খুবই দরিদ্রতায় নিমজ্জিত। মূলত কৃষিকাজকেন্দ্রীক জীবন যাপন করে এই এলাকার রাঠোর সম্প্রদায়। এই গ্রামে কাজ করেছে নাগরিক অধিকার কেন্দ্র। গ্রামের পঞ্চায়েত প্রধান বীর সিং বলেন, "আমরা রাঠোর সম্প্রদায়। এক সময় আমাদের কোন কিছুই দেয়া হতো না। রেশন, কেরোসিন, পানি কিছুই মিলতো না। আমাদের কোন কৃষি জায়গা জমি নেই। অভাবের সময় ঋণ নিয়ে থাকি এবং কাজের মৌসুমে কম পারিশ্রমিকের বিনিময়ে মহাজনদের মজুরী দিয়ে তা শোধ করে দিই। এলাকায় কাজের অভাবের কারণে আমরা অন্য রাজ্যে প্রত্যেক বছরই কাজের সন্ধানে গিয়ে থাকি। কিন্তু এভাবে জীবন-ধারণ করতে গিয়ে আমরা প্রতিনিয়ত প্রতারণা, ধোকাবাজির শিকার ও বঞ্চনার মুখোমুখি হলেও আমাদেরকে সহায়তা করার মত কেউই ছিল না। তবে নাগরিক অধিকার কেন্দ্র ২০০৫-০৬ সালের দিকে আমাদের এখানে মিটিং করতে আসে এবং মিটিং এর এক পর্যায়ে গ্রামে পরিবারগুলোর মধ্যে সার্ভে করা হয়। তাতে দেখা যায়,

সরকার দেশের দরিদ্র জনগণের জন্য রেশনসহ বিভিন্ন সহায়তামূলক কর্মসূচী বাস্তবায়ন করলেও তার কোনটিই আমাদের কাছে পৌঁছে না। এ পর্যায়ে নাগরিক অধিকার কেন্দ্র আমাদের সাথে মিটিং করে এবং তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে বুঝানোর চেষ্টা করে। এক পর্যায়ে তাদের সহায়তায় আমাদের মধ্যে কেউ কেউ সরকারী 'বিপিএল' সুবিধা লাভের জন্য তথ্য আবেদন করে এবং তাতেই সরকারী চাকুরীজীবিদের দুর্নীতির চিত্র প্রকাশ হতে থাকে। বর্তমানে আমাদের গ্রামের অনেকেই এখন বিপিএল সুবিধা পাচ্ছে"। রাঠোর সম্প্রদায় তাদের নিজস্ব ভাষা ছাড়া অন্য ভাষা বলতে পারে না, বোঝে ও না। এই ফিল্ডে ভাষাগত সমস্যা একটা বড় সমস্যা ছিল।

বিজালপুর গ্রাম পঞ্চায়েত ও কমিউনিটি সদস্য মন্ডলী, বিজালপুর, কালোল, পাঞ্চমল

তথ্য অধিকার আইন এর বিজালপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এর সার্ভিস ডেলিভারি কার্যক্রম সম্পর্কে জানার জন্য পঞ্চায়েত সদস্য ও কমিউনিটির লোকজনের সাথে আলোচনা করা হয়। আলোচনায় অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে কেউ কেউ জানিয়েছেন যে, এলাকায় নাগরিক অধিকার কেন্দ্রের উদ্যোগে তথ্য অধিকার আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে যে আন্দোলনের কথা বলা হচ্ছে সে সম্পর্কে তারা নিজেরা অবগত নন। আবার কেউ কেউ স্বীকার করেছেন যে, তারা মিটিংয়ে অংশগ্রহণ করেছেন। গ্রাম পঞ্চায়েতের সারপাঞ্চ জনাব ইব্রাহিম বলেন, "আমি তথ্য অধিকার আইনের কথা শুনিনি। এখানে কোন সংগঠন এটা নিয়ে যে কাজ করছে সেটাও আমার জানা নেই"। এ প্রেক্ষিতে অন্যদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে জনৈক অংশগ্রহণকারী বলেন, "গত ৩ মাস পূর্বে এই সারপাঞ্চ দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। তাই হয়তো তিনি এ বিষয়ে জানেন না"। তবে পঞ্চায়েত ভবন এর দেয়ালে প্রো-একটিভ ডিসক্লোজার কার্যক্রম দেখে মনে হয়েছে এলাকায় তথ্য অধিকার আইনের ব্যবহার হচ্ছে। দেয়ালে এলাকায় কারা দারিদ্রসীমার নীচে বাস করার জন্যে বিপিএল (below poverty line) কার্ড পাবার অধিকারী তাদের নাম ও ঠিকানা লেখা ছিল।

বারিয়া নায়েক আদিবাসী সম্প্রদায়, যোদিয়া কোয়া, বিজালপুর, কালোল, পাঞ্চমল

বারিয়া নায়েক আদিবাসী সম্প্রদায়ের গ্রামবাসীদের সাথে আলাপে জানা যায়, এক সময় গ্রামের অধিবাসীরা নাগরিক হিসেবে কোন সুযোগ-সুবিধা পেতেন না। কিন্তু তথ্য অধিকার আইন পাশ হওয়ার পর যখন নাগরিক অধিকার কেন্দ্রের লোকজন গ্রামে মিটিং করতে আসে তখন থেকে জানতে পারেন যে, তাদের মত গরীব লোকদের জন্য সরকারীভাবে বিভিন্ন সহায়তামূলক কর্মসূচী পরিচালনা করা হচ্ছে। এসকল সুযোগ-সুবিধা সম্পর্কে নিজেদের জানা না থাকার কারণে গ্রামের কেউই রেশন পাচ্ছেন না। এভাবে মিটিংয়ে আলোচনার পর নাগরিক অধিকার কেন্দ্রের লোকজনদের সহায়তায় সংশ্লিষ্ট এলাকার সরকারী দায়িত্বপ্রাপ্ত তথ্য কর্মকর্তাদের কাছে কিছু কিছু তথ্য আবেদন জানানো হয়েছে এবং ফলশ্রুতিতে তখন থেকে কেউ কেউ এসকল সরকারী কর্মসূচীর রেশন সুবিধা পাচ্ছেন।

মি. আর এন দাশ, প্রধান তথ্য কমিশনার, স্টেট ইনফরমেশন কমিশন, গান্ধী নগর, আহমেদাবাদ, গুজরাট

গুজরাট রাজ্য তথ্য কমিশনের কার্যক্রমের অভিজ্ঞতা বিনিময় করতে গিয়ে প্রধান তথ্য কমিশনার মি. আর এন দাশ বলেন যে, তথ্য অধিকার আইন অনুসারে ভারতে রাজ্য তথ্য কমিশন একটি স্বাধীন সংস্থা। এক্ষেত্রে ভারতের কেন্দ্রীয় তথ্য কমিশনের রাজ্য তথ্য কমিশনের উপর কোন

ধরনের হস্তক্ষেপ করার ক্ষমতা নেই। যদি না রাজ্য তথ্য কমিশনের কোন সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে হাইকোর্ট বা সুপ্রিমকোর্টে কোন রিট পিটিশনের ঘটনা না ঘটে। এ ধরনের কোন ঘটনা ঘটলেই তবে কেন্দ্রীয় তথ্য কমিশন রাজ্য তথ্য কমিশনের সংশ্লিষ্ট বিষয়ের কার্যক্রম পরীক্ষা করে দেখতে পারে। এছাড়া আইন অনুযায়ী কোন কোন বিষয়ের আপিল যেমন আয়কর সংক্রান্ত বিষয়াদির আপিল কেন্দ্রীয় তথ্য কমিশনে যেতে পারে। তিনি বলেন, ১৯৯৯ সালে গুজরাটসহ ভারতের ৯টি রাজ্যে তথ্য অধিকার আইন কার্যকর করা হয়েছে জনগণের আন্দোলনের একটি ফসল হিসাবে। ভারতের সংবিধানে নাগরিকদের যে মৌলিক অধিকারের কথা বলা হয়েছে সেটার সাথে এই তথ্য অধিকার আইন খুবই সঙ্গতিপূর্ণ। যদিও তা পূর্বে কখনোই সঠিক ভাবে বাস্তবায়িত হয়নি। এক্ষেত্রেও বলা যায়, বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পূর্বে গুজরাটে এই তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়ন নিয়ে তেমন কোন কাজ হয়নি। তিনি ২০০৬ সালে দায়িত্ব নিয়েছেন। বর্তমানে গড়ে আপিল এবং কমপ্লেইন মিলে প্রায় ৫০০০ টি কেস আসে। এর ৭০ ভাগই শহরের এবং বাকী ৩০ ভাগ গ্রামের। আয়তনের দিক থেকে একটি বড় এলাকা নিয়ে গুজরাট রাজ্য গড়ে উঠেছে। এর অধিকাংশই গ্রাম এলাকা এবং গ্রামের অধিকাংশই দরিদ্র। তবে একটা সুবিধা হচ্ছে যে, বর্তমানে গ্রামের লোকদের সাথে সুশীল সমাজের প্রতিনিধিসহ অনেক তথ্য কর্মী সম্পৃক্ত হয়েছেন। এক প্রশ্নের জবাবে তাঁর মন্তব্য হচ্ছে, ভারতের অন্যান্য রাজ্যের বিবেচনায় গুজরাট এ গ্রামের জনসাধারণের তথ্য আবেদন প্রদানের পরিমাণ যথেষ্ট বেশি। তার মানে হচ্ছে এখানকার গ্রামের মানুষেরা তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে সচেতন এবং তথ্য অধিকার আন্দোলনকে কেন্দ্র করে নিয়মিত কার্যক্রম পরিচালিত হয়। তিনি মনে করেন, তথ্য অধিকার আন্দোলনের সফলতার ক্ষেত্রে চারটি মূল ভিত্তির ভূমিকা রয়েছে। সেগুলো হচ্ছে ১. সুশীল সমাজের ভূমিকা, ২. সরকারী কর্তৃপক্ষগুলোর ভূমিকা, ৩. মিডিয়ার ভূমিকা এবং ৪. তথ্য কমিশনের ভূমিকা। যদি এই সকল ভিত্তিগুলো সঠিক ভাবে ভূমিকা পালন করে তাহলে এটার সফল বাস্তবায়ন খুবই সম্ভব। তাঁর মতে, নেটওয়ার্কিং ছাড়া ব্যক্তিগত বা একক উদ্যোগে এর সফলতা নিশ্চিত করা সম্ভবপর না। এছাড়া তথ্য কমিশন যদি তার সঠিক ভূমিকা পালন করতে না পারে তাহলে আরটিআই কখনো সফল হবে না। কারণ আপিল এর সঠিক সুরাহা যদি তথ্য কমিশন করতে না পারে তাহলে একদিকে যেমন তথ্য আবেদনকারীরা আবেদনের ক্ষেত্রে আগ্রহ হারিয়ে ফেলবে, অন্যদিকে তেমনি কর্তৃপক্ষের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহীতা নিশ্চিত করা অসম্ভব হয়ে পড়বে। যদি প্রকৃত অর্থে গ্রামের দরিদ্র লোকজন তথ্য পেতে শুরু করে তবে বুঝতে হবে যে, সত্যিকারের কাজ হচ্ছে। একজন কমিশনার হিসেবে তাঁর অগ্রাধিকার হচ্ছে গ্রামের দরিদ্র লোকদের তথ্য দিয়ে সাহায্য করা এবং দক্ষ ভাবে গড়তে সহায়তা করা। কারণ তারা যদি ক্ষমতায়িত না হয়, তাহলে আরটিআই আইন প্রয়োগের সফলতা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে না।

মি. হরিনেশ পান্ডে ও সহকর্মীবৃন্দ, মাহিতি অধিকার গুজরাট পেহেল, আহমেদাবাদ, গুজরাট

জনপথ সংস্থার সেক্রেটারী ও মাহিতি অধিকার গুজরাট পেহেল (এমএজিপি) এর স্বেচ্ছাসেবক কর্মী মি. হরিনেশ পান্ডে বলেন, "এমএজিপি হচ্ছে তথ্য অধিকার আইন প্রয়োগের একটি কার্যকর নেটওয়ার্ক সংস্থা। এই সংস্থার প্রধান কাজ হচ্ছে তথ্য আবেদনকারী এবং প্রদানকারীদের মধ্যে তথ্য আদান প্রদানের ক্ষেত্রে একটি সুষ্ঠ সেতুবন্ধন রচনা করা। কারণ তথ্য অধিকার আইন হচ্ছে সমাজের মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার একটি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার। তাই এই নেটওয়ার্কের মাধ্যমে তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি ও প্রয়োগের দক্ষতা অর্জনের জন্য বিভিন্ন প্রচারণামূলক কাজের পাশাপাশি প্রশিক্ষণ কর্মশালা, সেমিনার, পথ নাটক -এর মত কাজ করে যাচ্ছে জনপথ।

সংযুক্তি-৮

সঠিকভাবে আবেদনপত্র লেখা

উপরোক্ত চারটি কর্মশালায় গ্রুপভিত্তিক তথ্য আবেদন লেখানো হত এবং তার প্রেক্ষিতে কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীদের উন্মুক্ত আলোচনায় অংশগ্রহণের জন্য আহবান জানানো হতো। সেখানে বিভিন্ন ভুল ধরা পড়ত। এসব ভুলগুলো ঐ কর্মশালাতেই সংশোধন করা হতো সকলে মিলে, অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতিতে। তথ্য আবেদনের বিষয়বস্তু নিয়েও সবার কাছ থেকে মতামত আসতো। এর ফলে শেখাটা সহজ হতো। যেসব ভুলগুলো সাধারণত: হতো তার কিছু নমুনা এখানে তুলে ধরা হলো আইনটিকে আরও ভালভাবে বোঝার জন্যে।

১. তথ্য প্রাপ্তির আবেদনপত্র

১. আবেদনকারীর নাম: মানিক দাস
পিতার নাম: মৃত বদরী দাস
মাতার নাম: গঙ্গীয়া দাস
বর্তমান ঠিকানা: হাতিখানা, সৈয়দপুর, নীলফামারী
স্থায়ী ঠিকানা: ঐ
মোবাইল নং: ০৩৩৩৩ ৮৮১০২২
পেশা: জুতা মেরামত

২. ক) উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স এ গত মাসে কত জন রোগীকে ঔষধ প্রদান করা হয়েছে তার নামের তালিকা
খ) রোগীর নামের তালিকার ফটোকপি চাই।

৩. তথ্য গ্রহণকারীর নাম ও ঠিকানা: মুন্না দাস, কুন্ডল কলেজ রোড, সৈয়দপুর, নীলফামারী।

৪. প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সহায়তাকারীর নাম ও ঠিকানা: গীতা রাণী দাস, ঐ

৫. তথ্য প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের নাম ও ঠিকানা: দায়িত্ব প্রাপ্ত তথ্য কর্মকর্তা, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, সৈয়দপুর, নীলফামারী

৬. আবেদনের তারিখ: ২৫/০৫/২০১০

আবেদনকারীর স্বাক্ষর: মানিক দাস

অংশগ্রহণমূলক আলোচনা

- শুধু তথ্য জানার জন্য তথ্য না চাওয়া। কারণ শুধু তথ্য জানলে হবে না। এগুলো ব্যবহার করতে হবে। এক্ষেত্রে কোন কোন ঔষধ বিনামূল্যে প্রদান করা হয় তা জানতে চাওয়া যেতো।
- কোন কোন চিকিৎসা সেবা বিনামূল্যে প্রদান করা হয় তা জানতে চাওয়া যেতো।
- চিকিৎসা সেবার মূল্য কোনটা কত তা জানা যেতো।
- গত মাসের না বলে সুনিদিষ্টভাবে মাসের নাম উল্লেখ করা উচিত।

২. তথ্য প্রাপ্তির আবেদনপত্র

১. আবেদনকারীর নাম: শ্রী মিথুন দাস
   পিতার নাম: শ্রী ছটুয়া দাস
   মাতার নাম: শ্রীমতি ফল রাণী দাস
   বর্তমান ঠিকানা: মুশরত ধলিয়া, থানা- সৈয়দপুর, জেলা- নীলফামারী
   স্থায়ী ঠিকানা: ঐ
   মোবাইল নং: ০৩৩৩৩ ৭০০৫৩৫
   পেশা: জুতা মেরামতের কাজ

২. কি ধরনের তথ্য:
   ১. মোট জমির পরিমাণ (সৈয়দপুর উপজেলা)
   ২. আবাদী জমির পরিমাণ কত?
   ৩. বাসযোগ্য খাস জমির পরিমাণ কত?
   ৪. বন্টনযোগ্য খাস জমির পরিমাণ কত?
   ৫. গত ২০০৮-০৯ বছরে যারা খাস জমি বন্দোবস্ত পেয়েছে তাদের নামের তালিকা
   ৬. যারা খাস জমি পেয়েছে তাদের মধ্যে দলিত ও হরিজনদের সংখ্যা কত?

৩. কোন পদ্ধতিতে তথ্য পেতে আগ্রহী: লিখিতভাবে

৪. তথ্য গ্রহণকারীর নাম ও ঠিকানা: নারায়ন বাশফোড়, মহল্লা- মুন্সিপাড়া, ডাক+থানা- সৈয়দপুর, জেলা-নীলফামারী ।

৫. প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সহায়তাকারীর নাম ও ঠিকানা: প্রযোজ্য নয়

৬. তথ্য প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের নাম ও ঠিকানা: এসি (ল্যান্ড), ভূমি অফিস, সৈয়দপুর, নীলফামারী

৭. আবেদনের তারিখ: ২৫/০৫/২০১০

আবেদনকারীর স্বাক্ষর: মিথুন দাস

আলোচনা

- সুনির্দিষ্টভাবে এলাকা ভিত্তিক তথ্য জানতে চাওয়া দরকার ।
- প্রশ্ন সব সময় সুনিদিষ্ট হতে হবে । কোন ধরনের ফাঁক-ফোকড় রাখা চলবে না ।
- শুধু ০৮-০৯ বছর লিখলে হবে না । ০৮-০৯ অর্থ বছর কথাটা উল্লেখ করতে হবে ।

৩. তথ্য প্রাপ্তির আবেদনপত্র

১. আবেদনকারীর নাম: ক
   পিতার নাম: খ
   মাতার নাম: গ
   বর্তমান ঠিকানা: ঘ
   স্থায়ী ঠিকানা: ঐ
   ফ্যাক্স, ই-মেইল, টেলিফোন, মোবাইল: BD@yahoo.com, 01717058095, 01720587111
   পেশা : কৃষি

২. কি ধরনের তথ্য (প্রয়োজনে অতিরিক্ত কাগজ:
বিশেষ সূত্রে অবগত হয়েছি যে, স্থানীয় সরকারের আওতায় ৯০ দিনের ব্যবহার করুন) কর্মসৃজন প্রকল্প আমাদের ৪ নং কুমিরা ইউনিয়নে গত ১লা মে ২০১০ ইং থেকে স্থানীয় উপজেলা প্রকল্প কর্মকর্তাদের দপ্তরের নিয়ন্ত্রণে আরম্ভ করা হয়েছে। বাংলাদেশের একজন নাগরিক হিসেবে উক্ত কর্মসৃজন প্রকল্প সম্পর্কে নিম্ন সারণী অনুযায়ী বিস্তারিত তথ্য উক্ত তথ্য অধিকার আইন ২০০৯-এর অধীনে প্রদান করার জন্য অনুরোধ করছি।

ক্রমিক নং	কর্মরত শ্রমিকের নাম	ঠিকানা	মজুরী

৩. কোন পদ্ধতিতে তথ্য পাইতে আগ্রহী : ফটোকপি ও মৌখিক
(ছাপানো/ফটোকপি/লিখিত/ই-মেইল/ফ্যাক্স
সিডি বা অন্য কোন পদ্ধতি)
৪. তথ্য গ্রহণকারীর নাম ও ঠিকানা: প, তালা, সাতক্ষীরা
৫. প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সহায়তাকারীর নাম ও ঠিকানা: নাম: ব, ঠিকানা: চ
৬. তথ্য প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের নাম ও ঠিকানা: দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা, উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন দপ্তর
৭. আবেদনের তারিখ: ২৮/৫/২০১০
আবেদনকারীর স্বাক্ষর : ক

আলোচনা:

- কোনভাবেই মৌখিক তথ্য নেয়া যাবে না, ঠিকানা সম্পূর্ণ হতে হবে, বিশেষ সূত্রে অবগত হয়েছি তা বলা যাবে না, ই-মেইল ঠিকানা ভুল। তথ্য আবেদন প্রদানের সময় এসকল বিষয় সঠিকভাবে লিখতে হবে।

৪. তথ্য প্রাপ্তির আবেদনপত্র

১. আবেদনকারীর নাম: মহাদেব দাস
পিতার নাম: মৃত্যু: দুলাল দাস
মাতার নাম: হাজারী রাণী দাস
বর্তমান ঠিকানা: খানপুর
স্থায়ী ঠিকানা: খানপুর
ফ্যাক্স, ই-মেইল, টেলিফোন, মোবাইল: ০৩৩৩ ২৬৪৮৮৮
পেশা : চাকুরী
২. বিষয়: ৬ নং ইউনিয়ান ৪ নং ওয়ার্ড খানপুর কাবিখা ও কাবিটা প্রকল্পের আওতায় ২০০৯-১০ ইংরেজি অর্থ বছরে তালা
উপজেলায় ৪ নং ওয়ার্ডে কত কি.মি রাস্তা সংস্কার করা হবে সেই সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের কপি পাওয়ার আবেদন
তথ্য গ্রহণকারীর নাম: উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা
৫. প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সহায়তাকারীর নাম ও ঠিকানা : পরিমল কুমার মুন্ডা, মানষ মুন্ডা, সবিতা রাণী মুন্ডা, সুমিত্রা, অঞ্জনা রাণী দাস

৬. তথ্য প্রদানকারীর নাম: উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা
৭. আবেদনের তারিখ:২৮-৫-২০১০

আবেদনকারীর স্বাক্ষর : মহাদেব দাস

আলোচনা:

- ঠিকানা অসম্পূর্ণ, তথ্য গ্রহণকারীর নামের স্থানে ভুল, সহায়তাকারী হবে ১ জন, সিরিয়াল নম্বর অনুসরণ করা হয়নি, অসম্পূর্ণ তথ্য আবেদন পত্র। তথ্য আবেদন পত্র অবশ্যই সঠিক হতে হবে। না হলে কোন তথ্য পাওয়া যাবে না।

৫. তথ্য প্রাপ্তির আবেদনপত্র

১। আবেদনকারীর নাম: মো. ইমদাদুল
পিতার নাম: মো. শাহালম
মাতার নাম: মোছা. সেলিমা
বর্তমান ঠিকানা: খড়িয়া, লৌহজং, মুন্সিগঞ্জ।
স্থায়ী ঠিকানা: ঐ।
ফোন: ০৩৩৩৩ ৭৮৮৬১৭
পেশা: ইলেকট্রিক মিস্ত্রি
২। কি ধরনের তথ্য : ভূমি বিষয়- ১ নম্বর ওয়ার্ডের খাস জমির পরিমাণ কত
৩। কোন পদ্ধতিতে তথ্য পেতে আগ্রহী: লিখিত পদ্ধতি
৪। তথ্য গ্রহণকারীর নাম ও ঠিকানা: মো. ইমদাদুল, খড়িয়া, লৌহজং, মুন্সিগঞ্জ।
৫। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সহায়তাকারীর নাম ও ঠিকানা : X
৬। তথ্য প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের নাম ও ঠিকানা: সহকারী কমিশনার (ভূমি), লৌহজং, মুন্সিগঞ্জ।
৭। আবেদনের তারিখ: ১৬ -০৭ -২০১০ ইং

আবেদনকারীর স্বাক্ষর: মো. ইমদাদুল

আলোচনা:

- ২ নং পয়েন্টে তথ্য সুনির্দিষ্টভাবে লিখিত ছিলনা। সুনির্দিষ্টভাবে তথ্য চাইতে হবে। না হলে কোন তথ্য পাওয়া যাবে না। যেমন এখানে ১ নম্বর ওয়ার্ড বলতে কোন ইউনিয়নের ১ নং ওয়ার্ডের কথা বলা হয়েছে তা পরিস্কার নয়।
- ৩ নং পয়েন্টে 'লিখিত পদ্ধতি' না বলে 'লিখিতভাবে' বলা যেতে পারে।

৬. তথ্য প্রাপ্তির আবেদনপত্র

১। আবেদনকারীর নাম: মো. নাহিদ হোসেন
পিতার নাম: মো. বাবুল মিয়া
মাতার নাম: মফেলা বেগম
বর্তমান ঠিকানা: গ্রাম খড়িয়া পোঃ কোরহাটি, (থানা) লৌহজং, জিলা: মুন্সিগঞ্জ।
স্থায়ী ঠিকানা: ঐ।
ফোন: ০৩৩৩৩ ৮৬৯৪৭৩
পেশা: টেইলারিং

২। কি ধরনের তথ্য: আর্সেনিকমুক্ত টিউবওয়েল পাবার নিয়মাবলী।
৩। কোন পদ্ধতিতে তথ্য পেতে আগ্রহী: ফটোকপি পেতে চাই
৪। তথ্য গ্রহণকারীর নাম: মো. নাহিদ হোসেন, গ্রাম খড়িয়া
আবেদনের তারিখ: ১৬/৭/২০১০ ইং
৫। X
৬। কর্তৃপক্ষের নাম ও ঠিকানা: দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কার্যালয়, লৌহজং উপজেলা, মুন্সিগঞ্জ।
আবেদনকারীর স্বাক্ষর : মো. নাহিদ হোসেন

আলোচনা:

- ১ নং - এ তথ্য গ্রহণকারীর স্থায়ী ঠিকানা অসম্পূর্ণ। কোন অবস্থাতেই ঠিকানা অসম্পূর্ণ রাখা যাবে না।
- ৪ নং - এ আবেদনের তারিখ স্বাক্ষরের ঠিক আগে বসবে।
- "তথ্য প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের নাম ও ঠিকানা" সম্পূর্নভাবে লিখতে হবে। অসম্পূর্ণ ভাবে লিখলে তথ্য পাওয়া যাবে না।

৭. তথ্য প্রাপ্তির আবেদনপত্র

১। আবেদনকারীর নাম: অজয় বিশ্বাস
পিতার নাম: কেতু বিশ্বাস
মাতার নাম: মুনিয়া রাণী
বর্তমান ঠিকানা:বড় স্টেশন রোড, চৈতন্যপল্লী, কুষ্টিয়া ।
স্থায়ী ঠিকানা: ঐ।
মোবাইল নং: ০১৭৩১ ৪৩৫৩৬৫
পেশা: চাকুরী
২। কি ধরনের তথ্য: সরকারী স্কুলে উপবৃত্তি প্রদানের নিয়মাবলী জানতে চাই।
৩। কোন পদ্ধতিতে তথ্য পেতে আগ্রহী: ফটোকপি/লিখিত
৪। তথ্য গ্রহণকারীর নাম ও ঠিকানা: নিজে।
৫। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সহায়তাকারীর নাম ও ঠিকানা: সুবাস কুমার বাঁশফোড়, ভেড়ামারা রেল স্টেশন কলোনী
৬। তথ্য প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের নাম ও ঠিকানা: তথ্য কর্মকর্তা, জেলা শিক্ষা অফিসার, কুষ্টিয়া।
৭। আবেদনের তারিখ:১৩ -০৭ -১০

আবেদনকারীর স্বাক্ষর : অজয় বিশ্বাস

আলোচনা:

- নিয়মাবলী জানতে চাই না লিখে সুনির্দিষ্ট ভাবে বলা যায় কপি পেতে চাই।
- ফটোকপি/লিখিত না লিখে বলতে হবে সার্টিফায়েড কপি পেতে চাই। এই বিষয়ের তথ্য বিনা আবেদনে প্রদানের কথা। কারণ এটা প্রোএকটিভ ডিসক্লোজার এর বিষয়। এখানে মনে রাখতে হবে যে, এই যে তথ্য পেতে চাচ্ছেন তা কেন পেতে চাচ্ছেন তা

আগে ঠিক করতে হবে। এমন তথ্য জানতে চাওয়া উচিত, যার সাথে নিজের সমস্যা জড়িত রয়েছে। তাহলে তথ্য আবেদনে আগ্রহের সৃষ্টি হবে।

- তথ্য গ্রহণকারীর নাম ও ঠিকানার ক্ষেত্রে 'নিজ' না লিখে আবেদনকারীর নাম ও ঠিকানা লিখতে হবে।

৮. তথ্য প্রাপ্তির আবেদনপত্র

১। আবেদনকারীর নাম: আলো রাণী দাস
পিতার নাম: কিশোর লাল
মাতার নাম: ঝুনু রাণী
বর্তমান ঠিকানা: মিল লাইন হরিজন কলোনী, পোস্ট: মোহিনী মিলস, থানা+জেলা: কুষ্টিয়া।
স্থায়ী ঠিকানা: ঐ।
ফোন: ০১৭৪৫১৮৫৪৪০
পেশা: ছাত্রী

২। কি ধরনের তথ্য :
১. বর্তমান পৌর হরিজন কলোনীর চৈতন্যপল্লীতে কতটি পরিবারের জন্য পৌর কোয়ার্টার বরাদ্দ আছে তাহা জানতে চাই।
২. কোন পদ্ধতিতে হরিজনদের চাকুরীতে নিয়োগ দেওয়া হয় তাহা জানতে চাই।
৩. পৌর স্বাস্থ্যকর্মীর মাসিক ফিল্ড ভিজিটের পরিকল্পনার ফটোকপি চাই।

৩। কোন পদ্ধতিতে তথ্য পেতে আগ্রহী: ফটোকপি

৪। তথ্য গ্রহণকারীর নাম ও ঠিকানা: আলো রাণী, সাং: মিল লাইন হরিজন কলোনী থানা+ জেলা: কুষ্টিয়া।

৫। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সহায়তাকারীর নাম ও ঠিকানা :

৬। তথ্য প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের নাম ও ঠিকানা: মেয়র, কুষ্টিয়া পৌরসভা, কুষ্টিয়া।

৭। আবেদনের তারিখ: জুলাই ১৩, ২০১০

আবেদনকারীর স্বাক্ষর

আলোচনা:

- আবেদনে স্বাক্ষর দেয়া হয়নি।
- ৫ নম্বরটি পূরণ করা হয় নি।

সংযুক্তি-৯

সারণী : এনিমেটর মুন্না দাস ও অসীম কুমার দাস-এর বিভিন্ন স্থানে প্রশিক্ষণ প্রদান সংক্রান্ত বিবরণ

এনিমেটর-দের নাম	প্রশিক্ষণের তারিখ	স্থান	আয়োজক	প্রশিক্ষণে এনিমেটরের ভূমিকা	অংশগ্রহণকারীর ধরন	মোট অংশগ্রহণ-কারীর সংখ্যা
মুন্না দাস	২১-২২/৯/২০১০	সিবিসিবি অডিটোরিয়াম, মোহাম্মদপুর, ঢাকা।	নাগরিক উদ্যোগ, ঢাকা।	রিসোর্স পারসন	উন্নয়ন কর্মী, মানবাধিকার কর্মী, সাংবাদিক ও সুশীল সমাজ প্রতিনিধি	৪০ জন
	২২/১১/২০১০	উত্তর চাঁদখানা, কিশোরগঞ্জ, নীলফামারী।	সেবা, সৈয়দপুর, নীলফামারী।	প্রশিক্ষক	ঋষি সম্প্রদায়	৩০ জন
	২৩/১১/২০১০	নুনিয়া পাড়া, পার্বতীপুর, দিনাজপুর।	সেবা, সৈয়দপুর, নীলফামারী।	প্রশিক্ষক	নুনিয়া মুশহর সম্প্রদায়	২৮ জন
	২৪/১১/২০১০	কুন্ডল, সৈয়দপুর, নীলফামারী।	ব্যক্তিগত উদ্যোগে	প্রশিক্ষক	বাঙ্গালী (মুসলিম) সম্প্রদায়	৩ জন
	২৪/১১/২০১০	ডাঙ্গার হাট মালিপাড়া, দিনাজপুর	সেবা, সৈয়দপুর, নীলফামারী।	প্রশিক্ষক	মিশ্র গ্রুপ বাঙ্গালী মুসলিম, রবিদাস প্রভৃতি	২৩ জন
অসীম কুমার দাস	১৪/৭/২০১০	বারহাট, ইসলাম কাটি, তালা, সাতক্ষীরা	পরিত্রাণ	প্রশিক্ষক	ঋষি সম্প্রদায়	১৫ জন
	১৮/১১/২০১০	বেতকাশি, কয়রা, খুলনা	পরিত্রাণ	প্রশিক্ষক	মুন্ডা সম্প্রদায়	১৬ জন

সংযুক্তি-১০

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় : দুঃস্থ মহিলা উন্নয়ন (ভিজিডি) কর্মসূচী

দুঃস্থ মহিলা উন্নয়ন (ভিজিডি) কর্মসূচীর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য	ভিজিডি মহিলা বাছাই নীতিমালা	ভিজিডি মহিলা উন্নয়ন (ভিজিডি) কর্মসূচীতে অন্তর্ভুক্তির শর্তাবলী	ভিজিডি মহিলা উন্নয়ন (ভিজিডি) কর্মসূচীতে অন্তর্ভুক্ত না করার শর্তাবলী	ভিজিডি মহিলা উন্নয়ন (ভিজিডি) কর্মসূচীতে প্রার্থী বাছাই প্রক্রিয়া	তথ্য আবেদন করার কর্তৃপক্ষ	
					পৌরসভা/ সিটি কর্পোরেশন (যে কোন একটি)	ইউনিয়ন/ উপজেলা (যে কোন একটি)
বাংলাদেশের গ্রামীণ এলাকার দুঃস্থ মহিলাদের দারিদ্র্য ও অসহায়ত্বের কথা বিবেচনা করে তাঁদের দুঃখ-দুর্দশা লাঘব করার জন্য বাংলাদেশ সরকার এই দুঃস্থ মহিলা উন্নয়ন (ভিজিডি) কর্মসূচী পরিচালনা করছে।	ইউনিয়নে চরম দুর্দশাগ্রস্ত ও অত্যন্ত দরিদ্র পরিবার হতে শারীরিক ও মানসিকভাবে সুস্থ মহিলাকে ভিজিডি কার্ডধারী হিসাবে বাছাই করতে হবে। এই কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার জন্য কোন মহিলাকে কোন অর্থকড়ি বা সেবা প্রদান করতে হবে না। অত্যন্ত সতর্কতার সাথে এবং কঠোরভাবে নিশ্চিত করতে হবে যেন কোন প্রকারেই কোন মহিলার নিকট থেকে কোন অর্থ বা সুবিধা গ্রহণ করা না হয়। একটি পরিবার কেবল একটি ভিজিডি কার্ড পাবে।	অতিমাত্রায় খাদ্য নিরাপত্তাহীন অর্থাৎ যে পরিবারের সদস্যরা প্রায়ই খাদ্যের অভাবে প্রতিদিন কোন না কোন বেলার খাবার খেতে পারে না। প্রকৃত অর্থে ভূমিহীন অর্থাৎ যাদের কোন জমি নেই অথবা ০.১৫ একরের জমির মালিক। এক্ষেত্রে ভূমিহীন পরিবাররা অগ্রাধিকার পাবে। বসতবাড়ির অবস্থা (ঘরের ছাউনী, বেড়া, দরজা, খুঁটি ও পয়:নিষ্কাশন) খুবই নিম্নমানের। যে সব পরিবার দৈনিক অথবা অনিয়মিত দিনমজুর হিসাবে অতি সামান্য জীবিকা নির্বাহ করে এবং সুনির্দিষ্ট কোন আয়ের উৎস নেই। পরিবার প্রধান মহিলা এবং উপার্জনক্ষম পুরুষ সদস্য অথবা অন্য কোন আয়ের উৎস নেই।	১. মহিলা যদি নির্ধারিত বয়সের অন্তর্ভুক্ত নন (১৮ থেকে ৪৯ বছর)। ২. মহিলা যিনি অন্য কোন খাদ্য বা অর্থ সাহায্য প্রদানকারী কর্মসূচী/ প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত সদস্যা। ৩. মহিলা যিনি ২০০৫-২০০৮ সনের মধ্যে যে কোন চক্রে ভিজিডি কার্ডধারী ছিলেন।	- ইউনিয়ন ভিজিডি কমিটি ভিজিডি মহিলা বাছাই-এর শর্তাবলী, প্রক্রিয়া এবং নির্দেশনাসমূহ উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা অথবা উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তার উপস্থিতিতে আলোচনা করে বাছাই প্রক্রিয়া সম্পর্কে সম্যক ধারণা অর্জনপূর্বক ওয়ার্ডের মহিলা সদস্যকে প্রধান করে চার সদস্য বিশিষ্ট "ক্ষুদ্র দল" গঠন করবে। - ক্ষুদ্র দলের সদস্যরা এনজিও প্রতিনিধি সহকারে জনসভা করার উদ্যোগ গ্রহণ করবে। এলক্ষ্যে জনসভার আগাম তথ্য প্রচার করে সংশ্লিষ্ট এলাকার সকল গ্রামের অধিবাসীদের মতামতের ভিত্তিতে সম্ভাব্য প্রার্থী তালিকা প্রণয়ন করবে - এই তালিকার ভিত্তিতে "ক্ষুদ্র দলে"র সদস্যরা সম্ভাব্য প্রার্থীদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে পরিদর্শনের ভিত্তিতে যৌথ স্বাক্ষরের মাধ্যমে প্রাথমিক তালিকা চূড়ান্ত করবে। - ইউনিয়ন ভিজিডি কমিটি প্রত্যেক ওয়ার্ড থেকে সংগৃহীত তালিকা একত্রিত করে উপজেলা ভিজিডি কমিটির নিকট পেশ করবে। - উপজেলা ভিজিডি কমিটি দৈব চয়নের ভিত্তিতে অন্ততঃ ১৫% প্রার্থীর বাড়ি পুন:পরিদর্শন পূর্বক নিজেদের সুপারিশ/মতামত প্রদানের ভিত্তিতে তা উপজেলা নির্বাহী অফিসারের নিকট চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য পেশ করবে এবং - উপজেলা নির্বাহী অফিসার তালিকা চূড়ান্ত অনুমোদনের পর সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদে তা প্রেরণ করবেন। অতপর সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদ ভিজিডি কার্ড ও প্রাপ্য সুযোগ-সুবিধার কথা উক্ত মহিলাকে অবহিত করবে এবং সংশ্লিষ্ট সকল তথ্য সংরক্ষণ করবে।	পৌরসভা মেয়র কার্যালয় উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার (গ শ্রেণীর পৌরসভার ক্ষেত্রে) কার্যালয় জলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয় (ক ও খ শ্রেণীর পৌরসভার ক্ষেত্রে) হিলা বিষয়ক অধিদফতর হিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়	উনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান কার্যালয় উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয় জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয় মহিলা বিষয়ক অধিদফতর মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়

উৎস: দুঃস্থ মহিলা উন্নয়ন (ভিজিডি) কর্মসূচী নীতিমালা, চক্র: ২০০৯-২০১০, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

সংযুক্তি-১১

গণগবেষণা তত্ত্ব

গণগবেষণা বা Participatory Action Research শব্দটিকে গ্রহণ এবং পরিচিত করেছেন Orlando Fals Borda নামে একজন সমাজবিজ্ঞানী। এই তত্ত্বের যাত্রা শুরু হয়েছিল ১৯৭০ সালের দিকে। লাতিন আমেরিকার অরল্যান্ডো ফালস বোর্দা এবং তার সহকর্মীদের কাজের মাধ্যমে এই ধারাটি সমাজতত্ত্বের মধ্যে পরিচিত হয়ে উঠেছিল। এই ধারাটি আরও সমৃদ্ধ হয়ে উঠে যখন কয়েকটি দেশের বিভিন্ন স্থানে PAR এর এই তত্ত্বকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন স্টাডি পরিচালিত হয়। যেমন ভারত, কলাম্বিয়া, তানজানিয়া, ব্রাজিল, নিকারাগুয়া ও মেক্সিকোতে।[১]

গণগবেষণার একটি মৌলিক ধারণা হল- চিন্তাশক্তি ও জ্ঞানের দিক দিয়ে কোন শ্রেণীই কোন শ্রেণীর চাইতে 'অগ্রসর' নয়। বাস্তবে যা ঘটে দৈনন্দিন সংগ্রামের কারণে কারও চিন্তা করার অবকাশ বেশী কারও কম। কেউবা বেঁচে থাকার জন্য স্থানীয় ক্ষমতাবান শ্রেণীর কাছে চিন্তা সমর্পন করেন। এর সুযোগে মধ্যবিত্ত শিক্ষিত লোকেরা সাধারণ মানুষকে মূর্খ বলে হেয় জ্ঞান করেন প্রকাশ্যেই। সাধারণ মানুষের সমস্যাবলীর উপর গবেষণা তারাই করেন। সেই সাথে মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে জ্ঞানী ব্যক্তি রূপে পরিচয় করানো হয়। এতে সাধারণ মানুষের মনে নিজেদের চিন্তাশক্তির উপর আস্থা হারিয়ে যেতে পারে এবং শিক্ষিত শ্রেণীর উপর নির্ভরশীলতা বাড়ে। এতে তাদের চিন্তাশক্তি ক্ষয়ে যায় না, মরচে ধরে মাত্র। "গণগবেষণার একটি প্রধান লক্ষ্য সাধারণ মানুষের মরচে ধরা চিন্তাশক্তিকে আবার শাণিত করা যাতে তারা গভীর সমাজ বিশ্লেষণে নিয়োজিত হন। যাতে তারা নিজস্ব যৌথ সমাজ বিশ্লেষণ দ্বারা পরিচালিত হয়ে নিজেদের জীবনের অবস্থার উন্নতির যৌথ প্রচেষ্টায় লিপ্ত হন এবং এই প্রচেষ্টার অভিজ্ঞতা আবার যৌথ ভাবে বিশ্লেষণ করে নিজেদের বিজ্ঞানভিত্তিক জ্ঞান উন্নত করেন এবং সেই উন্নত জ্ঞানের আলোকে আবার নতুন কর্মপন্থা গ্রহণ করেন। এককথায় শ্রমজীবিদের নিজস্ব প্রাক্সিস চালু করাই গণগবেষণার মূল লক্ষ্য।"[২]

গণগবেষণা বা Participatory Research শব্দটির পেছনে আরও একটি নাম জড়িয়ে আছে, তিনি Paulo Freire. তাঁর মতে মানুষ জ্ঞানের প্রতিভা হিসাবে নয়, নিজের আত্মবিশ্লেষণ দ্বারা সমাজের বাস্তব সত্যকে এবং এই সত্যকে পরিবর্তন করা যে তাঁদের উদ্যোগের দ্বারা সম্ভব, তা উপলব্ধি করবে এবং তারপর সেই অনুযায়ী উদ্যোগ নেবে। এই উদ্যোগের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে আবার তারা আত্মবিশ্লেষণ করবে। এভাবে নিজস্ব প্রাক্সিসের (জ্ঞানচিন্তার মাধ্যমে) মাধ্যমে তাদের চেতনা ও জ্ঞান ক্রমোন্নত হবে।[৩]

বাংলাদেশে গণগবেষণা তত্ত্বের একজন পুরোধা প্রফেসর আনিসুর রহমান Participatory Action Research এর ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে যে, "Action Research that is Participatory and participatory research that unites with action।[৪]

গণগবেষণার এই তত্ত্ব বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন কাজের মধ্যে দিয়ে সমৃদ্ধ হয়েছে। ১৯৭৭ সালে আন্তর্জাতিক শ্রম সংগঠন (ILO) "Participatory Organization of the Rural Poor (PORP) নামে একটি কার্যক্রমের অধীনে বেশ কিছু গণগবেষণা পরিচালনা করে। এ গবেষণার প্রধান

উদ্দেশ্য ছিল গণ-আত্মউন্নয়নের বিকাশ ঘটানো। এই ধরনের গবেষণায় বাইরের গবেষকদের সাথে যাদের জন্য গবেষণা সেই সব মানুষের সম্পর্ক হতো subject-subject ভিত্তিতে অর্থাৎ উভয় পক্ষই গবেষণার মালিক। এর ফলে এ ধরনের গবেষণা জনগণের আত্ম-উন্নয়নের জন্য পরিচালিত কর্ম প্রচেষ্টার সাথে একীভূত হয়ে যেতো। অন্যান্য অংশগ্রহণমূলক গবেষণা থেকে একে পৃথক করার জন্য Participatory (Action) Research পদটি ব্যবহার করা হয়।[৫]

শ্রীলংকায় Participatory Institute for Development Alternatives (PIDA) কয়েকটি গ্রামে আত্মনির্ভরভিত্তিক গণসংগঠন ও গণ প্রক্রিয়া সৃষ্টির প্রসারে কাজ করেন গবেষক সুশান্ত তিলকারত্ন ১৯৮৪ সালে। এ গবেষণায় গ্রামের সঙ্গে জড়িত হয়ে কাজ করেছে দুটি গ্রামীন ক্যাডার দল। এই দল দুটি তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ করতো সরাসরি গ্রামবাসীদের সাথে আলোচনা করে। এক্ষেত্রে কোন নিয়মমাফিক প্রশ্নপত্র ব্যবহার না করে তারা পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করতো এবং তা সভায় পেশ করতো। যার উপর আবার আলোচনা হতো। এ ধরনের সম্মিলিত আলোচনায় এমন কিছু বিষয় উঠে আসতো যে সম্পর্কে গ্রামবাসীরা আগে চিন্তা করেন নি। এর ফলে গ্রামবাসীদের সম্মিলিত সচেতনতা ও বিশ্লেষণী ক্ষমতার উন্নতি ঘটতে থাকে এমনভাবে যা গবেষণা শেষ হওয়ার পরও অব্যাহত থাকে।

অন্যদিকে শ্রীলংকায় গণগবেষণার মাধ্যমে লোকচেতনা জাগরণের প্রচেষ্টা হয়েছে। একটি উদ্যোগে কয়েকজন মাঠকর্মী কয়েকটি গ্রামাঞ্চলে নারকেলের আঁশ দিয়ে তৈরী সুতা ও পানচাষীদের কাছে গিয়ে তাদের উদ্বুদ্ধ করেন তাদের দারিদ্রের কারণ সম্বন্ধে ব্যাপক গবেষণা করতে। এর ফলে শ্রমজীবিরা তাঁদের উৎপাদন সম্পর্ক তাদেরকে কারা বেশি শোষণ করছে, কিভাবে করছে, এবং এই শোষণের হাত থেকে পরিত্রাণ পাবার উপায় কি এসব প্রশ্নে কয়েক সপ্তাহ ধরে নিজেদের মধ্যে গবেষণা চালিয়ে শত্রু চিহ্নিত করেন এবং সংগঠিত হয়ে এই শোষণ বন্ধ করার সফল পরিকল্পনা নেন।[৬]

ল্যাটিন আমেরিকার নিকারাগুয়াতে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার Participatory Organization of the Rural Poor (PORP) এর উদ্যোগে ১৯৮২-৮৩ সালে বিপ্লবী বুদ্ধিজীবি মালেনা দ্য মনতিস গণ-গবেষণার একটি পাইলট এক্সপেরিমেন্ট করেন। সীমান্ত এলাকা এল রিগাদিও অঞ্চলের কৃষক সম্প্রদায় এই পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে। প্রথমে এল রিগাদিওর কৃষক সম্প্রদায়ের নেতৃবর্গের সভা ডেকে গণগবেষণার উদ্দেশ্য সম্পর্কে আলোচনা হয় এভাবে যে, গবেষণা দ্বারা জ্ঞান বৃদ্ধি হয় এবং জ্ঞান হচ্ছে শক্তি। প্রাথমিক অনুসন্ধানের জন্য একটি টিম গঠন করা হয় কৃষক সম্প্রদায়ের কয়েকজন প্রতিনিধি নিয়ে। এই টিমটির সঙ্গে আলোচনায় এল রিগাদিও অঞ্চলের আর্থ-সামাজিক অবস্থা জরিপ করার একটি পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়। জরিপ শেষ হলে কয়েকটি ওয়ার্কশপে কৃষক সম্প্রদায়ের সদস্যদের নিয়ে সংগৃহিত তথ্যাবলী টেব্যুলেট করে কার্ডবোর্ডে লিপিবদ্ধ করা হয়। এরপর সকল কৃষক পরিবারকে আমন্ত্রণ করা হয় তথ্যগুলো বিশ্লেষণ করার জন্য। যেখানে সংগৃহিত তথ্যগুলোর সমালোচনামূলক বিশ্লেষণ হয়। এই গবেষণার অংশ হিসেবে এই কৃষক সম্প্রদায় নিজেদের অতীত ইতিহাস পুনরুদ্ধার করেন, ইতিহাসে তাঁদের নিজেদের ভূমিকা কি ছিল সেই দৃষ্টিকোণ থেকে। এভাবে তাঁরা নিজেদের সমস্যা, নিজেদের অবস্থান, নিজেদের ভূমিকা চিহ্নিত করতে অনুপ্রাণিত বোধ করেন এবং নিজেদের শক্তিতে অধিকতর আত্মবিশ্বাসী হয়ে ওঠেন।[৭]

ভারতের মহারাষ্ট্রের পালগড় তালুকে আদিবাসীদের ভুমিসেনা আন্দোলন এবং তার সঙ্গে জড়িত সমাজকর্মী / একটিভিস্টদের মাধ্যমে গণগবেষণার ভিন্ন একটি দিক তৈরী হয়। ১৯৭৬ সালে সেখানে এক আলোচনা শিবিরে বিভিন্ন গ্রাম থেকে ৪০ জন নিপীড়িত আদিবাসী নিমন্ত্রিত হন। ভূমিসেনা নেতৃবৃন্দ তাদেরকে নিজ নিজ জীবনের ইতিহাস, অভিজ্ঞতা, দারিদ্র ও নিপীড়নের কাহিনী ব্যক্ত করতে বলেন। তাদেরকে বলা হয় তাদের অনুভূতিতে যা সত্য তাই বলতে। আদিবাসীরা সাহস সঞ্চয় করে নিজের নিজের সত্য বলেন। এরপর তাদেরকেই বিশ্লেষণ করতে বলা হয়। বিশ্লেষণ থেকে সম্মিলিতভাবে এক বৃহত্তর সত্য উদ্ভাসিত হয়। তারা নিজেদের সম্মিলিত শক্তি সম্পর্কে জানার পর অগ্রসর হতে চান। এ থেকেই সব গ্রামে আদিবাসী সংগঠন গড়ে ওঠে। এই শক্তি আন্দোলনে রুপায়িত হয়ে তাঁদের এলাকা থেকে "বাঁধা-মজুর প্রথা" সম্পূর্ণ উৎখাত করে এবং জোতদার মহাজনরা বলপূর্বক আদিবাসীদের যেসব জমি দখল করেছিল তা তারা পূনর্দখল করেন। এভাবে পালগড়ে একটি সামাজিক বিপ্লব ঘটে যায়। ভূমিসেনার নেতৃবৃন্দদের বক্তব্য ছিল "বাইরের কোন ব্যক্তির অধিকার নেই আমাদের বলা আমাদের কি করা উচিত। শুধুমাত্র বাইরের সেই ব্যক্তিই আমাদের মিত্র যিনি আমাদের নিজস্ব চিন্তা শক্তির বিকাশে আমাদের সাহায্য করতে পারেন"।[৮]

গণগবেষণায় এনিমেটর বা উজ্জীবকের ভূমিকা অপরিহার্য। গণগবেষণায় গণ জাগরণের জন্য বহি:শক্তিও কাজ করতে পারে। যে শক্তি জনগণের মনে উদ্যোগের প্রণোদনা তৈরী করতে পারে। সেই শক্তি হচ্ছে এনিমেটর বা উজ্জীবক । যারা জনগণকে পথ দেখাতে সক্ষম হন কি করে নিজেরা সংগঠিত হয়ে এবং যৌথ উদ্যোগ নিয়ে সামনে এগোনো যায়। তাঁরা এমন কিছু আনেন যা জনগণের মধ্যে ছিলনা অথবা ছিল বলে তারা জানতেন না। যেমন বিশেষ জ্ঞান, কিছু দক্ষতা, পদমর্যাদা ও বিভিন্ন গণ্যমান্য মহলের সাথে যোগাযোগ। এনিমেটর অভ্যন্তরীণ এবং বহিঃস্থ উভয়ই হতে পারে। এই এনিমেটর বা উজ্জীবক ধারণার প্রাণকেন্দ্র হল এই দর্শন যে, মানুষ সৃষ্টিশীল জীব। যে কোন আর্থসামাজিক অবস্থাই মানুষ সৃষ্টিশীলভাবে মোকাবেলা করতে পারে। কিন্তু অনেক সময় মানসিকভাবে পরনির্ভরশীলতা বা উদ্যোগ নিতে অনীহার কারণে মানুষের সৃষ্টিশীলতার প্রয়োগ হয় না। সেক্ষেত্রে মানুষের সৃষ্টিশীলতা প্রকাশের সম্ভাবনা ব্যক্তি উদ্যোগের চাইতে যৌথ উদ্যোগে বেশী হয়ে থাকে। যা এনিমেশনের মাধ্যমে করলে সম্ভাবনা বাড়ে। একজন এনিমেটরের সঙ্গে জনগণের সম্পর্কের ভিত্তি হবে এভাবে যে, জনগণই নিজেদের যৌথ উদ্যোগ দ্বারা নিজেদের সমস্যাবলীর সমাধানের পথে এগোবেন এবং এই প্রচেষ্টায় এনিমেটর একজন সহায়ক মাত্র হতে পারেন, সাহায্যদাতা নন। এনিমেটর জনগণের মনে এই চেতনা জাগাতে সহায়ক হবেন যে, জনগণের নিজস্ব সম্মিলিত শক্তি, চিন্তা ও সামর্থ্যই তাদের সামনে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য শ্রেষ্ঠ সম্পদ।

গণগবেষণা হচ্ছে এমন একটি পদ্ধতি যার মাধ্যমে জনগণ নিজেরাই একত্র হয়ে অথবা বাইরের গবেষকদের সঙ্গে একত্রে গবেষণা করে থাকে তাদের সমস্যা নিয়ে। এখানে তারা গবেষকের গবেষণার বিষয়বস্তু নয়, তারা নিজেরাই গবেষক। এটি প্রচলিত গবেষণার ক্ষেত্রে একটি চ্যালেঞ্জ। প্রচলিত গবেষণাতে গবেষক একটি উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে দরিদ্র জনগণের মাঝে সেই উদ্দেশ্যের অন্বেষণে জ্ঞান আহরণ করতে যান । কিন্তু গণগবেষণায় মনে করা হয় জনগণই জানে তাদের সমস্যা কোথায়, সমাধান কি। এক্ষেত্রে তাদের জ্ঞানের ঘাটতি থাকতে পারে, এনিমেটর সেখানে তাদের জ্ঞানান্বেষণে সহযোগিতা করে থাকেন। যা জনগণের মাঝে

চেতনার বিকাশ সৃষ্টিতে সহায়তা করে থাকে। এখানে স্বার্থ এনিমেটরের নয়, স্বার্থ জনগণের। গণগবেষণা জনগণকে তাদের নিজেদের সম্পর্কে ভাবতে শেখায়, চিন্তার জগৎটাকে বিস্তৃত করে। তাদের সৃজনশীলতাকে বিকশিত করে। এই প্রক্রিয়া জনগণকে সামনের দিকে এগিয়ে যাবার পথ প্রদর্শন করে।

---

* সুরাইয়া বেগম, সহকারি পরিচালক, রিইব

তথ্যপঞ্জি

১. "Orlado fals Borda, Participatory (Action) Research in Social Theory: Origins and Challenges" in Peter Reason & Hilary Bradburry (ed). *Hamdbook of Action Research : Participative Inquiry & Practice*; Sage Publication : London Thousand oaks, New Delhi, 2001, p.27-37

২. মোঃ আনিসুর রহমান, *উন্নয়ণ জিজ্ঞাসা*, ব্র্যাক প্রকাশনা, ১৯৯২, পৃ:৭৪ ; Md. Anisur Rahman (ed.), Participation of the Rural Poor in Development, Pathak Somabesh, Dhaka, 2000

৩. Paulo freire : Cultural Action for Freedom Penguin, 1972

৪. Md. Anisur Rahman, *Peoples Self Development : Perspective on Participatory Action Research – A Journey through Experience*, UPL, Dhaka, 1994, p.75

৫. মোঃ আনিসুর রহমান, পার্টিসিপেটরী একশন রিসার্চ : জীবনের পাঠশালা থেকে শিক্ষা, রিসার্চ ইনিশিয়েটিভ্স, বাংলাদেশ (রিইব),
২০০৫ পৃ: ২৫

৬. S. Tilakaratna, Grassroots salf-reliance in SriLanka : organizations of betel and coir yarn producers in A. Rahman, *Grassroots Participation and Self-reliance , Expriences is South and South –east Asia*, New Delhi, Oxford and IBH, 1984

৭. Malena de Montis, Participatory Research in Nicaragua: Report on a Pilot Project, Abridged English version prepared by Md. Anisur Rahman, (mimeo), 1985

৮. মোঃ আনিসুর রহমান, উন্নয়ন জিজ্ঞাসা, পূর্বোল্লিখিত, পৃ:৭৬

সংযুক্তি-১২

তথ্য প্রাপ্তির নমুনা আবেদনপত্র

বরাবর
ডঃ গোলাম হোসেন,
প্রধান, প্রশিক্ষণ ও প্রযুক্তি হস্তান্তর বিভাগ
ও
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা,
বাংলাদেশ ইক্ষু গবেষণা ইনস্টিটিউট, ঈশ্বরদী, পাবনা।

১।	আবেদনকারীর নাম	ঃ মো: নিয়ামত আলী
	পিতার নাম	ঃ মো: রসুল আলী
	মাতার নাম	ঃ মোছা: দিলরুবা বেগম
	বর্তমান ঠিকানা	ঃ গ্রাম: রসুলপুর, ডাকঘর ও থানা: ঈশ্বরদী সদর, উপজেলা: ঈশ্বরদী, জেলা: পাবনা।
	স্থায়ী ঠিকানা	ঃ গ্রাম: রসুলপুর, ডাকঘর ও থানা: ঈশ্বরদী সদর, উপজেলা: ঈশ্বরদী, জেলা: পাবনা।
	ফ্যাক্স, ই-মেইল, টেলিফোন ও মোবাইল ফোন নম্বর (যদি থাকে)	ঃ mdalibangla007@gmail.com, 01715 320000

২। কি ধরনের তথ্য (প্রয়োজনে অতিরিক্ত কাগজ ব্যবহার করুন) ঃ বংলাদেশের একজন নাগরিক হিসেবে আমি "তথ্য অধিকার আইন ২০০৯" এর ৮(১) ধারার ভিত্তিতে নিম্নলিখিত বিষয়ের তথ্য পাওয়ার জন্য আবেদন করছি:

১. বাংলাদেশ ইক্ষু গবেষণা ইনস্টিটিউট, ঈশ্বরদী, পাবনা কর্তৃক গত ১৯ ফেব্রুয়ারী ২০১২ তারিখে দৈনিক জনকণ্ঠ পত্রিকায় প্রকাশিত নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির (Ref. No. BSRI/P-102/Rangpur Employment/2012/2981) মূলে প্রকল্পের কনসালটেন্ট নিয়োগের জন্য যে মূল্যায়ন কমিটি গঠন করা হয়েছে সে সম্পর্কিত দাপ্তরিক আদেশের কপি পেতে চাই।

২. উক্ত নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির পরিপ্রেক্ষিতে মূল্যায়ন কমিটির সদস্যদের কাছে কমিটি গঠনের দাপ্তরিক আদেশের যেসব কপি প্রেরণ করা হয়েছে তা ইস্যু ও বিতরণের রেকর্ড সংক্রান্ত যে ইস্যু রেজিস্টার ও পিওন বই আছে তা দেখে প্রয়োজনমতো তথ্যের কপি পেতে চাই।
আশাকরি, আইনের ৯(১) ধারার ভিত্তিতে উল্লেখিত বিষয়ের তথ্য নির্ধারিত ২০ কার্য দিবসের মধ্যে প্রদান করবেন।

৩। কোন পদ্ধতিতে তথ্য পাইতে আগ্রহী (ছাপানো/ ফটোকপি/ ই-মেইল/ ফ্যাক্স/সিডি অথবা অন্য কোন পদ্ধতি) মাধ্যমে ঃ অফিসে যাবতীয় নথিপত্র দেখে প্রয়োজনমত কপি গ্রহণের লিখিত।

৪। তথ্য গ্রহণকারীর নাম ও ঠিকানা ঃ
মো: নিয়ামত আলী, গ্রাম: রসুলপুর, ডাকঘর ও থানা: ঈশ্বরদী সদর, উপজেলা: ঈশ্বরদী, জেলা: পাবনা।

৫। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সহায়তাকারীর নাম ও ঠিকানা ঃ প্রযোজ্য নয়।

আবেদনের তারিখ ঃ ০৯ মে ২০১২

আবেদনকারীর স্বাক্ষর

আপীল আবেদন

বরাবর

মো: ফখরুদ্দিন,

পরিচালক ও আপীল কর্তৃপক্ষ,

বাংলাদেশ ইক্ষু গবেষণা ইনস্টিটিউট, ঈশ্বরদী, পাবনা।

১। আপীলকারীর নাম ও ঠিকানা ঃ মো: নিয়ামত আলী, গ্রাম: রসুলপুর, ডাকঘর ও থানা: ঈশ্বরদী (যোগাযোগের সহজ মাধ্যমসহ) সদর, উপজেলা: ঈশ্বরদী, জেলা: পাবনা।

ই-মেইল:mdalibangla007@gmail.com

ফোন: ০১৭১৫ ৩২০০০০

২। আপীলের তারিখ ঃ ১৫ জুন ২০১২

৩। যে আদেশের বিরুদ্ধে আপীল করা হয়েছে ঃ কোন আদেশ প্রদান করা হয়নি।
উহার কপি (যদি থাকে)

৪। যাহার আদেশের বিরুদ্ধে আপীল করা হইয়াছে ঃ ড: গোলাম হোসেন, প্রধান, প্রশিক্ষণ ও প্রযুক্তি হস্তান্তর বিভাগ তাহার নাম সহ আদেশের বিবরণ (যদি থাকে) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, বাংলাদেশ ইক্ষু গবেষণা ইনস্টিটিউট, ঈশ্বরদী, পাবনা।

৫। আপীলের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ আমি বাংলাদেশের একজন নাগরিক হিসেবে "তথ্য অধিকার আইন ২০০৯" এর ৮(১) ধারার ভিত্তিতে উল্লেখিত কর্তৃপক্ষের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার কাছে নিম্নলিখিত বিষয়ের তথ্য পাওয়ার জন্য আবেদন করি:

১. বাংলাদেশ ইক্ষু গবেষণা ইনস্টিটিউট, ঈশ্বরদী, পাবনা কর্তৃক গত ১৯ ফেব্রুয়ারী ২০১২ তারিখে দৈনিক জনকণ্ঠ পত্রিকায় প্রকাশিত নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির (Ref. No. BSRI/P-102/Rangpur Employment/2012/2981) মূলে প্রকল্পের কনসালটেন্ট নিয়োগের জন্য যে মূল্যায়ন কমিটি গঠন করা হয়েছে সে সম্পর্কিত দাপ্তরিক আদেশের কপি পেতে চাই।

২. উক্ত নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির পরিপ্রেক্ষিতে মূল্যায়ন কমিটির সদস্যদের কাছে কমিটি গঠনের দাপ্তরিক আদেশের যেসব কপি প্রেরণ করা হয়েছে তা ইস্যু ও বিতরণের রেকর্ড সংক্রান্ত যে ইস্যু রেজিস্টার ও পিওন বই আছে তা দেখে প্রয়োজনমতো তথ্যের কপি পেতে চাই।

উল্লেখ্য যে, আইনের ৯(১) ধারা অনুযায়ী নির্ধারিত ২০ কার্যদিবসের মধ্যে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আবেদনকারীকে তথ্য প্রদানে বাধ্য থাকলেও তা করেননি। তাই আপীল করতে বাধ্য হচ্ছি।

৬। আদেশের বিরুদ্ধে সংক্ষুব্ধ হইবার কারণ (সংক্ষিপ্ত বিবরণ) ঃ প্রযোজ্য নয়।

৭। প্রার্থিত প্রতিকারের যুক্তি/ভিত্তি ঃ তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর সংশ্লিষ্ট ধারা ও উপধারা সমূহ

৮। আপীলকারী কর্তৃক প্রত্যয়ন ঃ এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, আপীলে বর্ণিত আমার সকল তথ্য সঠিক।

৯। অন্য কোন তথ্য যাহা আপীল কর্তৃপক্ষের সম্মুখে ঃ ডাকযোগে প্রেরিত তথ্য প্রাপ্তির আবেদনপত্রের কপি ও রসিদ উপস্থাপনের জন্য আপীলকারী ইচ্ছা পোষণ করেন কপি।

আবেদনের তারিখ ঃ ০৯ মে ২০১২

আবেদনকারীর স্বাক্ষর

অভিযোগ দায়েরের ফরম

বরাবর
প্রধান তথ্য কমিশনার
তথ্য কমিশন, এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলানগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং----------

১. অভিযোগকারীর নাম ও ঠিকানা ঃ মো: নিয়ামত আলী, গ্রাম: রসুলপুর, ডাকঘর ও থানা: ঈশ্বরদী (যোগাযোগের সহজ মাধ্যমসহ) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, বাংলাদেশ ইক্ষু গবেষণা ইনস্টিটিউট, ঈশ্বরদী, পাবনা। ই-মেইল:mdali007@gmail.com, ফোন: ০১৭১৫ ৩২০০০০
২. অভিযোগ দাখিলের তারিখ ঃ ০৭ জুলাই ২০১২
৩. যাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হইয়াছে ঃ ড: গোলাম হোসেন, প্রধান, প্রশিক্ষণ ও প্রযুক্তি হস্তান্তর তাহার নাম ও ঠিকানা বিভাগ, সদর, উপজেলা: ঈশ্বরদী, জেলা: পাবনা।
৪. অভিযোগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ গত ০৯ মে ২০১২ তারিখে আমি বাংলাদেশের একজন নাগরিক হিসেবে (প্রযোজনে আলাদা কাগজ সন্নিবেশ করা যাইবে) "তথ্য অধিকার আইন ২০০৯" এর ৮(১) ধারার ভিত্তিতে উল্লেখিত কর্তৃপক্ষের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার কাছে নিম্নলিখিত বিষয়ের তথ্য পাওয়ার জন্য আবেদন করি:

১. বাংলাদেশ ইক্ষু গবেষণা ইনস্টিটিউট, ঈশ্বরদী, পাবনা কর্তৃক গত ১৯ ফেব্রুয়ারী ২০১২ তারিখে দৈনিক জনকণ্ঠ পত্রিকায় প্রকাশিত নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির (Ref. No. BSRI/P-102/Rangpur Employment/2012/2981) মূলে প্রকল্পের কনসালটেন্ট নিয়োগের জন্য যে মূল্যায়ন কমিটি গঠন করা হয়েছে সে সম্পর্কিত দাপ্তরিক আদেশের কপি পেতে চাই।
২. উক্ত নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির পরিপ্রেক্ষিতে মূল্যায়ন কমিটির সদস্যদের কাছে কমিটি গঠনের দাপ্তরিক আদেশের যেসব কপি প্রেরণ করা হয়েছে তা ইস্যু ও বিতরণের রেকর্ড সংক্রান্ত যে ইস্যু রেজিস্টার ও পিওন বই আছে তা দেখে প্রয়োজনমতো তথ্যের কপি পেতে চাই। উল্লেখ্য যে, আইনের ৯(১) ধারা অনুযায়ী নির্ধারিত ২০ কার্যদিবসের মধ্যে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আবেদনকারীকে তথ্য প্রদানে বাধ্য থাকলেও তা করেননি। তাই ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার কাছে গত ১৫ জুন ২০১২ তারিখে আপীল করতে বাধ্য হই। সেখান থেকেও আইন অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ের মধ্যে জবাব না পাওয়ার কারণে অভিযোগ করছি।

৫. সংক্ষুব্ধতার কারণ (যদি কোন আদেশের বিরুদ্ধে ঃ প্রযোজ্য নয় অভিযোগ আনয়ন করা হয় সেইক্ষেত্রে উহার কপি সংযুক্ত করিতে হইবে)
৬. প্রার্থিত প্রতিকার ও উহার যৌক্তিকতা ঃ তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর সংশ্লিষ্ট ধারাসমূহ।
৭. অভিযোগ উল্লিখিত বক্তব্যের সমর্থনে প্রয়োজনীয় ঃ তথ্য প্রাপ্তির আবেদনপত্র ও আপীল আবেদনের কপি এবং ডাক বিভাগের কাগজপত্রের বর্ণনা (কপি সংযুক্ত করিতে হইবে) প্রদত্ত রসিদ কপিসমূহ এই অভিযোগ পত্রের সাথে সংযুক্ত করা গেল।

সত্যপাঠ

আমি/ আমরা এই মর্মে হলফপূর্বক ঘোষণা করিতেছি যে, এই অভিযোগে বর্ণিত অভিযোগসমূহ আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে সত্য।
(সত্যপাঠকারীর স্বাক্ষর)

সংযুক্তি - ১৩

তথ্য কমিশন
প্রত্নতত্ত্ব ভবন (তৃতীয় তলা)
এফ/৪-এ,আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলানগর, ঢাকা -১২০৭
ফ্যাক্স : ৯১১০৬৩৮

স্মারক নং: ৩কক/প্রশা-২৩/২০১০-৫৫২ তাং :২৭ সেপ্টেম্বর ২০১০

বিষয়: জনাব পলাশ দাস, পিতা-সুজয় দাস, গ্রাম-খানপুর,ডাকঘর-তালা, থানা-তালা, জেলা-সাতক্ষীরা কর্তৃক চাহিত তথ্য সরবরাহকরণ

সূত্র: উল্লেখিত আবেদনকারীর ২৪/০৭/২০১০ তারিখের আবেদন

উপর্যুক্ত বিষয়ে দাখিলকৃত আবেদনে তালা উপজেলায় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ত্রাণ ও দুর্যোগ মন্ত্রণালয় থেকে তালা উপজেলার ০৬ নং সদর ইউনিয়নে কাবিখা প্রকল্পের কাজ বাস্তবায়নের জন্য কি পরিমাণ বরাদ্দ করা হয়েছে তার তথ্য জানতে চাওয়া হয়েছে। আবেদনটি তথ্য কমিশনের সভায় উপস্থাপিত হয় এবং এ বিষয়ে তথ্য আইনের ০৭ ধারায় কোন বাধা না থাকায় তথ্য সরবরাহ নিশ্চিত করার জন্য তথ্য কমিশন নির্দেশনা প্রদান করেছে।
কাজেই চাহিত তথ্যাদি তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ এর বিধান মোতাবেক সরবরাহ নিশ্চিত করে প্রধান তথ্য কমিশনারকে অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা হল। উল্লেখ্য, এজন্যে তথ্যের মূল্য বিধি মোতাবেক আদায়যোগ্য হবে।

সংযুক্তি: তথ্য অধিকার আইন ও বিধি সম্বলিত পুস্তিকা-০১ কপি

সহি
(নেপাল চন্দ্র সরকার)
সচিব
তথ্য কমিশন

উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা
তালা, সাতক্ষীরা
অনুলিপি:
জনাব পলাশ দাস
পিতা- সুজয় দাস
গ্রাম- খানপুর, ডাকঘর-তালা
থানা-তালা, জেলা-সাতক্ষীরা

সংযুক্তি - ১৪

মনিটরিং সার্ভের ফলাফলভিত্তিক সারণীসমূহ

১. সম্প্রদায় ভিত্তিক সাক্ষাৎকারদাতাদের বয়সের ধরন

বয়সের স্তর/নির্দেশক (বৎসর)	সম্প্রদায় ভিত্তিক সাক্ষাৎকারদাতার পরিমাণ ও শতকরা হার											
	মুন্ডা		ঋষি		বেদে		রবিদাস		হরিজন		মোট	
	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%
১৬ - ১৯	২	৬.৬৭	৫	১১.৩৬	২	৩.৮৫	৬	১৫.৭৯	৮	২২.২২	২৩	১১.৫
২০ - ২৩	২	৬.৬৭	৮	১৮.১৮	৩	৫.৭৭	৮	২১.০৫	৭	১৯.৪৪	২৮	১৪.০০
২৪ - ২৮	৩	১০.০০	৬	১৩.৬৪	৮	১৫.৩৮	৭	১৮.৪২	১০	২৭.৭৮	৩৪	১৭.০০
২৯ - ৩৫	৫	১৬.৬৭	১৪	৩১.৮২	৬	১১.৫৪	৪	১০.৫৩	৪	১১.১১	৩৩	১৬.৫০
৩৬ - ৪৫	৭	২৩.৩৩	১১	২৫.০০	১০	১৯.২৩	৮	২১.০৫	২	৫.৫৬	৩৮	১৯.০০
৪৬ - ৫৫	৭	২৩.৩৩			১৪	২৬.৯২	২	৫.২৬	৩	৮.৩৩	২৬	১৩.০০
৫৬ কিংবা তারও উর্ধ্বে	৪	১৩.৩৩			৯	১৭.৩১	৩	৭.৮৯	২	৫.৫৬	১৮	৯.০০
মোট	৩০	১০০.০০	৪৪	১০০.০০	৫২	১০০.০০	৩৮	১০০.০০	৩৬	১০০.০০	২০০	১০০.০০

২. লিঙ্গের ধরন অনুসারে সম্প্রদায় ভিত্তিক সাক্ষাৎকারদাতার সংখ্যা

লিঙ্গের ধরন	লিঙ্গের ধরন অনুসারে সাক্ষাৎদাতার সংখ্যা ও শতকরা হার											
	মুন্ডা		ঋষি		বেদে		রবিদাস		হরিজন		মোট	
	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%
পুরুষ	২৮	৯৩.৩৩	৭	১৫.৯১	৪৯	৯৪.২৩	১৬	৪২.১১	২৯	৮০.৫৬	১২৯	৬৪.৫০
নারী	২	৬.৬৭	৩৭	৮৪.০৯	৩	৫.৭৭	২২	৫৭.৮৯	৭	১৯.৪৪	৭১	৩৫.৫০
মোট	৩০	১০০.০০	৪৪	১০০.০০	৫২	১০০.০০	৩৮	১০০.০০	৩৬	১০০.০০	২০০	১০০.০০

৩. ধর্মীয় বিশ্বাসের দিক থেকে সম্প্রদায় ভিত্তিক সাক্ষাৎকার দাতার সংখ্যা

ধর্ম	ধর্মীয় বিশ্বাসের দিক থেকে সম্প্রদায় ভিত্তিক সাক্ষাৎকার দাতার সংখ্যা ও শতকরা হার											
	মুন্ডা		ঋষি		বেদে		রবিদাস		হরিজন		মোট	
	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%
ইসলাম					৫২	১০০.০০					৫২	২৬.০০
হিন্দু	৩০	১০০.০০	৪৩	৯৭.৭৩			৩৮	১০০.০০	৩৬	১০০.০০	১৪৭	৭৩.৫০
খ্রিস্টান			১	২.২৭							১	০.৫০
মোট	৩০	১০০.০০	৪৪	১০০.০০	৫২	১০০.০০	৩৮	১০০.০০	৩৬	১০০.০০	২০০	১০০.০০

৪. সাক্ষাৎকারদাতার সংখ্যা

সম্প্রদায়	সম্প্রদায় ভিত্তিক সাক্ষাৎকারদাতার পরিমাণ	
	পরিমাণ (সংখ্যা)	শতকরা হার
মুন্ডা	৩০	১৫.০০
মুন্ডা	৪৪	২২.০০
বেদে	৫২	২৬.০০
রবিদাস	৩৮	১৯.০০
হরিজন	৩৬	১৮.০০
মোট	২০০	১০০.০০

৫. সাক্ষাৎকারদাতাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা বিবরণী

শ্রেণী (উত্তীর্ণ)	শিক্ষাগত যোগ্যতা বিবরণী											
	মুন্ডা		ঋষি		বেদে		রবিদাস		হরিজন		মোট	
	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%
নিরক্ষর	২	৬.৬৭	৩	৬.৮২	৭	১৩.৪৬	৫	১৩.১৬	১	২.৭৮	১৮	৯.০০
প্রথম			১	২.২৭							১	০.৫০
দ্বিতীয়			১	২.২৭	৭	১৩.৪৬	২	৫.২৬	২	৫.৫৬	১২	৬.০০
তৃতীয়			১	২.২৭	৬	১১.৫৪	১	২.৬৩	২	৫.৫৬	১০	৫.০০
চতুর্থ	৬	২০.০০	২	৪.৫৫			২	৫.২৬	২	৫.৫৬	১২	৬.০০
পঞ্চম	১	৩.৩৩	৪	৯.০৯	৮	১৫.৩৮	৫	১৩.১৬	৭	১৯.৪৪	২৫	১২.৫০
ষষ্ঠ	২	৬.৬৭	২	৪.৫৫	১	১.৯২			৫	১৩.৮৯	১০	৫.০০
সপ্তম	১	৩.৩৩			১	১.৯২	৫	১৩.১৬	৫	১৩.৮৯	১২	৬.০০
অষ্টম	৪	১৩.৩৩	৫	১১.৩৬	৪	৭.৬৯	২	৫.২৬	৪	১১.১১	১৯	৯.৫০
নবম	৩	১০.০০	৪	৯.০৯	১	১.৯২	১	২.৬৩	২	৫.৫৬	১১	৫.৫০
এসএসসি/সমমান	২	৬.৬৭	৫	১১.৩৬	৩	৫.৭৭	১	২.৬৩	২	৫.৫৬	১৩	৬.৫০
এইচএসসি/সমমান					১	১.৯২	২	৫.২৬	২	৫.৫৬	৫	২.৫০
অন্যান্য	৯	৩০.০০	১৬	৩৬.৩৬	১৩	২৫.০০	১২	৩১.৫৮	২	৫.৫৬	৫১	২৬.০০
মোট	৩০	১০০.০০	৪৪	১০০.০০	৫২	১০০.০০	৩৮	১০০.০০	৩৬	১০০.০০	২০০	১০০.০০

৬. পরিবার প্রধান সাক্ষাৎকারদাতার পেশা বিবরণী

পেশা	সাক্ষাৎকারদাতাদের পারিবারিক প্রধান পেশা বিবরণী											
	মুন্ডা		ঋষি		বেদে		রবিদাস		হরিজন		মোট	
	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%
কৃষি কাজ			৫	১১.৩৬	১	১.৯২	১	২.৬৩			৭	৩.৫০
দিন মজুরী	২৩	৭৬.৬৭	২৭	৬১.৩৬			৭	১৮.৪২			৫৭	২৮.৫০
সুইপার/পরিচ্ছন্ন কর্মী									১৫	৪১.৬৭	১৫	৭.৫০
মুচি			১	২.২৭			২৪	৬৩.১৬			২৫	১২.৫০
রিক্সা/ভ্যান চালনা			১	২.২৭							১	০.৫০
পরিবহন শ্রমিক			১	২.২৭			১	২.৬৩			২	১.০০
নাপিত			৩	৬.৮২							৩	১.৫০
সাপুড়ে					১৫	২৮.৮৫					১৫	৭.৫০
কাঠমিস্ত্রি							২	৫.২৬			২	১.০০
নির্মাণ শ্রমিক	১	৩.৩৩									১	০.৫০
ক্ষুদ্র ব্যবসা			১	২.২৭	৫	৯.৬২	২	৫.২৬			৮	৪.০০
মাঝারি ব্যবসা					১	১.৯২					১	০.৫০
চাকুরীজিবি	২	৬.৬৭	৩	৬.৮২	৪	৭.৬৯			১৫	৪১.৬৭	২৪	১২.০০
গৃহিণী									১	২.৭৮	১	০.৫০
ছাত্র	২	৬.৬৭	১	২.২৭					২	৫.৫৬	৫	২.৫০
বয়স্ক/অক্ষম/অসুস্থ	২	৬.৬৭			৬	১১.৫৪			৩	৮.৩৩	১১	৫.৫০
বেকার					৩	৫.৭৭					৩	১.৫০
ফেরিওয়ালা					৩	৫.৭৭					৩	১.৫০
অন্যান্য			১	২.২৭	১৪	২৬.৯২	১	২.৬৩			১৬	৮.০০
মোট	৩০	১০০.০০	৪৪	১০০.০০	৫২	১০০.০০	৩৮	১০০.০০	৩৬	১০০.০০	২০০	১০০.০০

৭. সাক্ষাৎকারদাতাদের প্রধান সমস্যাবলী

সমস্যার ধরন	সাক্ষাৎকারদাতাদের প্রধান সমস্যাবলী											
	মুন্ডা		ঋষি		বেদে		রবিদাস		হরিজন		মোট	
	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%
আর্থিক সমস্যা	৯	৩০.০০	১৮	৪০.৯১	২০	৩৮.৪৬	১৭	৪৪.৭৪	১০	২৭.৭৮	৭৪	৩৭.০০
কর্মসংস্থানের অভাব	২১	৭০.০০	১৯	৪৩.১৮	২৪	৪৬.১৫	১৫	৩৯.৪৭	১১	৩০.৫৬	৯০	৪৫.০০
ভূমি বিষয়ক সমস্যা			১	২.২৭	১	১.৯২					২	১.০০
আবাসন সমস্যা							৩	৭.৮৯	১৪	৩৮.৮৯	১৭	৮.৫০
প্রাকৃতিক দুর্যোগজনিত সমস্যা			৪	৯.০৯	১	১.৯২					৫	২.৫০
নিরাপদ পানির অভাব			২	৪.৫৫	১	১.৯২					৩	১.৫০
স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ঘরের অভাব					১	১.৯২					১	০.৫০
সরকারি সহায়তার অভাব					২	৩.৮৫	৩	৭.৮৯			৫	২.৫০
মর্যাদাহীনতাজনিত সমস্যা					১	১.৯২			১	২.৭৮	২	১.০০
সচেতনতার অভাব					১	১.৯২					১	০.৫০
মোট	৩০	১০০.০০	৪৪	১০০.০০	৫২	১০০.০০	৩৮	১০০.০০	৩৬	১০০.০০	২০০	১০০.০০

৮. সাক্ষাৎকারদাতাদের RTI সম্পর্কিত ধারণা বিবরণী

ধরন	RTI সম্পর্কিত ধারণা বিবরণী											
	মুন্ডা		ঋষি		বেদে		রবিদাস		হরিজন		মোট	
	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%
আরটিআই আইন সর্ম্পকে জানে	২৮	৯৩.৩৩	৪৪	১০০.০০	৪৩	৮২.৬৯	৩৭	৯৭.৩৭	৩০	৮৩.৩৩	১৮২	৯১.০০
আরটিআই আইন সর্ম্পকে জানে না	২	৬.৬৭			৯	১৭.৩১	১	২.৬৩	৬	১৬.৬৭	১৮	৯.০০
মোট	৩০	১০০.০০	৪৪	১০০.০০	৫২	১০০.০০	৩৮	১০০.০০	৩৬	১০০.০০	২০০	১০০.০০

৯. সাক্ষাৎকারদাতাদের RTI সর্ম্পকে ধারণা লাভের মাধ্যম/উৎস বিবরণী

উৎস	RTI সর্ম্পকে ধারণা লাভের মাধ্যম/উৎস বিবরণী											
	মুন্ডা		ঋষি		বেদে		রবিদাস		হরিজন		মোট	
	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%
প্রতিবেশি	৩	১০.৭১	১	২.২৭	১	২.৩৮	৩	৮.১১			৮	৪.৪২
রিইবের এনিমেটর/গণগবেষণা দলের সদস্য/রিইব প্রশিক্ষণ	২৪	৮৫.৭২	৪৩	৯৭.৭৩	৪১	৯৭.৬২	৩৪	৯১.৮৯	৩০	১০০.০০	১৭২	৯৫.০২
বন্ধুবান্ধব	১	৩.৫৭									১	০.৫৫
মোট	২৮	১০০.০০	৪৪	১০০.০০	৪২	১০০.০০	৩৭	১০০.০০	৩০	১০০.০০	১৮১	১০০.০০

১০. সাক্ষাৎকারদাতাদের তথ্য আবেদন বিষয়ক ধারণা

ধরন	তথ্য আবেদন করার সংখ্যা											
	মুন্ডা		ঋষি		বেদে		রবিদাস		হরিজন		মোট	
	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%
তথ্য আবেদন করেছে	১২	৪০.০০	১৯	৪৩.১৮	১১	২১.১৫	১২	৩১.৫৮	১৫	৪১.৬৭	৬৯	৩৪.৫০
তথ্য আবেদন করেনি	১৭	৫৬.৬৭	২৫	৫৬.৮২	৩৩	৬৩.৪৬	২৬	৬৮.৪২	১৮	৫০.০০	১১৯	৫৯.৫০
আইন সর্ম্পকে জানে না	১	৩.৩৩			৮	১৫.৩৯			৩	৮.৩৩	১২	৬.০০
মোট	৩০	১০০.০০	৪৪	১০০.০০	৫২	১০০.০০	৩৮	১০০.০০	৩৬	১০০.০০	২০০	১০০.০০

১১. তথ্য আবেদন করা হয়েছে এমন কর্তৃপক্ষের তালিকা

কর্তৃপক্ষ	তথ্য আবেদন সম্পর্কিত কর্তৃপক্ষের ধারনা											
	মুন্ডা		ঋষি		বেদে		রবিদাস		হরিজন		মোট	
	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%
ইউনিয়ন পরিষদ/পৌরসভা	৩	১০.০০	২	৪.৫৫	৩	৫.৭৭	৩	৭.৮৯	৮	২২.২২	১৯	৯.৫০
উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কার্যালয়	৪	১৩.৩৩	২	৪.৫৫	৪	৭.৬৯					১০	৫.০০
উপজেলা কৃষি কর্মকর্তার কার্যালয়			২	৪.৫৫	২	৩.৮৫					৪	২.০০
উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কর্মকর্তার কার্যালয়			২	৪.৫৫	২	৩.৮৫					৪	২.০০
উপজেলা সমাজ সেবা কর্মকর্তার কার্যালয়	৪	১৩.৩৩	১০	২২.৭৩	২	৩.৮৫	৩	৭.৮৯	২	৫.৫৬	২১	১০.৫০
উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয়			২	৪.৫৫	২	৩.৮৫	৫	১৩.১৬	২	৫.৫৬	১১	৫.৫০
উপজেলা ভূমি অফিস					৪	৭.৬৯	৩	৭.৮৯			৭	৩.৫০
উপজেলা পশুপালন অফিস	১	৩.৩৩			১	১.৯২					২	১.০০
উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তার কার্যালয়	১	৩.৩৩					২	৫.২৬			৩	১.৫০
উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কার্যালয়					২	৩.৮৫					২	১.০০
ইউনিয়ন ভূমি অফিস	১	৩.৩৩					১	২.৬৩			২	১.০০
উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কার্যালয়			২	৪.৫৫	১	১.৯২					৩	১.৫০
জেলা পর্যায় কর্তৃপক্ষ									৪	১১.১১	৪	২.০০
ঢাকা শহর									১	২.৭৮	১	০.৫০
অন্যান্য	৩	১০.০০	৬	১৩.৬৪	১	১.৯২	৪	১০.৫৩	৩	৮.৩৩	১৭	৮.৫০
মোট	১৭	৫৬.৬৫	২৮	৬৩.৬৭	২৪	৪৬.১৬	২১	৫৫.২৫	২০	৫৫.৫৬	১১০	৫৫.০০

১২. সাক্ষাৎকারদাতাদের তথ্য আবেদনের প্রেক্ষিতে হয়রানির ধরন সম্পর্কিত মতামত

হয়রানির ধরন	হয়রানির কবলে পড়ার পরিস্থিতি											
	মুন্ডা		ঋষি		বেদে		রবিদাস		হরিজন		মোট	
	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%
আবেদনপত্র গ্রহণে অস্বীকৃতি			৩	২১.৪৩	৩	৬০.০০			২	১৮.১৮	৮	১৯.০৫
দুর্ব্যবহারের শিকার	৭	৮৭.৫০	৮	৫৭.১৪			৪	১০০.০০	৮	৭২.৭৩	২৭	৬৪.২৯
প্রাপ্তি স্বীকারপত্র প্রদানে অস্বীকৃতি	১	১২.৫০	৩	২১.৪৩	১	২০.০০			১	৯.০৯	৬	১৪.২৮
অন্যান্য					১	২০.০০					১	২.৩৮
মোট	৮	১০০.০০	১৪	১০০.০০	৫	১০০.০০	৪	১০০.০০	১১	১০০.০০	৪২	১০০.০০

১৩. দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের ব্যবহার বিষয়ে সাক্ষাৎকারদাতাদের মতামত

ধরন	মতামত											
	মুন্ডা		ঋষি		বেদে		রবিদাস		হরিজন		মোট	
	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%
আবেদনপত্র গ্রহণ করেছে	৭	৫৮.৩৩	৫	২৬.৩২	৭	৬৩.৬৪	৮	৬৬.৬৭	৮	৫৩.৩৩	৩৫	৫০.৭২
আবেদনপত্র গ্রহণ করেনি			২	১০.৫৩							২	২.৯০
দুর্ব্যবহার করেছে	৫	৪১.৬৭	১০	৫২.৬৩	৩	২৭.২৭	২	১৬.৬৭	৬	৪০.০০	২৬	৩৭.৬৮
আবেদনকারীকে চেয়ারে বসতে দিয়েছে			১	৫.২৬			১	৮.৩৩			২	২.৯০
যথা সময়ে তথ্য সরবরাহ করেছে			১	৫.২৬			১	৮.৩৩			২	২.৯০
রিইবের তথ্য অধিকার আইনের সহজ পাঠ প্রদর্শনের পর আবেদনপত্র গ্রহণ করেছে					১	৯.০৯			১	৬.৬৭	২	২.৯০
মোট	১২	১০০.০০	১৯	১০০.০০	১১	১০০.০০	১২	১০০.০০	১৫	১০০.০০	৬৯	১০০.০০

১৪. তথ্য আবেদন না করার ব্যাপারে সাক্ষাৎকারদাতাদের অভিমত

কারণ	মতামত											
	মুন্ডা		ঋষি		বেদে		রবিদাস		হরিজন		মোট	
	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%
তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে ধারণা নেই	৫	২৭.৭৮	১	৩.৮৫	১২	২৯.২৭	১	৩.৮৫	১০	৪৫.৪৫	২৯	২১.৮০
কিভাবে তথ্য আবেদনপত্র লিখতে হয় সে সম্পর্কে ধারনা নেই	৫	২৭.৭৮	১৬	৬১.৫৪	২৫	৬০.৯৮	১৬	৬১.৫৪	১০	৪৫.৪৫	৭২	৫৪.১৪
কার কাছে তথ্য আবেদনপত্র জমা দিতে হবে তা জানা নেই	৪	২২.২২	৭	২৬.৯২			৯	৩৪.৬২			২০	১৫.০৪
সহায়তা চেয়েও এনিমেটর/সদস্যদের সহায়তা পাওয়া যায়নি									১	৪.৫৫	১	০.৭৫
অন্যান্য	৪	২২.২২	২	৭.৬৯	৪	৯.৭৬			১	৪.৫৫	১১	৮.২৭
মোট	১৮	১০০.০০	২৬	১০০.০০	৪১	১০০.০০	২৬	১০০.০০	২২	১০০.০০	১৩৩	১০০.০০

১৫. তথ্য আবেদন করার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সহায়তার ব্যাপারে সাক্ষাৎকারদাতাদের মতামত

সহায়তার ধরন	মতামত											
	মুন্ডা		ঋষি		বেদে		রবিদাস		হরিজন		মোট	
	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%
তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে জানানো দরকার	৪	২২.২২	৪	১৫.৩৮	১৫	৩৬.৫৯	৩	১১.৫৪	১৪	৬৩.৬৪	৪০	৩০.০৭
পারিবারিক সহায়তা দরকার			১	৩.৮৫			৪	১৫.৩৮			৫	৩.৭৬
তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে প্রশিক্ষণ সহায়তা	১২	৬৬.৬৭	১৩	৫০.০০	১৮	৪৩.৯০	১১	৪২.৩১	৪	১৮.১৮	৫৮	৪৩.৬১
এনিমেটর/সদস্যদের সহায়তা	১	৫.৫৬	৭	২৬.৯২	৭	১৭.০৭	৮	৩০.৭৭	৪	১৮.১৮	২৭	২০.৩০
আর্থিক সহায়তা দরকার	১	৫.৫৬	১	৩.৮৫	১	২.৪৪					৩	২.২৬
মোট	১৮	১০০.০০	২৬	১০০.০০	৪১	১০০.০০	২৬	১০০.০০	২২	১০০.০০	১৩৩	১০০.০০

১৬. সম্প্রদায়ভিত্তিক সাক্ষাৎকারদাতাদের আপীল আবেদনের সংখ্যা

ধরন	আপীল আবেদনের প্রবণতা											
	মুন্ডা		ঋষি		বেদে		রবিদাস		হরিজন		মোট	
	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%
হ্যাঁ	৩	২৫.০০	১৩	৬৮.৪২	৭	৬৩.৬৪	২	১৬.৬৭	৪	২৬.৬৭	২৯	৪২.০৩
না	৮	৬৬.৬৭	৩	১৫.৭৯	৪	৩৬.৩৬	১০	৮৩.৩৩	১১	৭৩.৩৩	৩৬	৫২.১৭
প্রযোজ্য নয়	১	৮.৩৩	৩	১৫.৭৯							৪	৫.৮০
মোট	১২	১০০.০০	১৯	১০০.০০	১১	১০০.০০	১২	১০০.০০	১৫	১০০.০০	৬৯	১০০.০০

১৭. আপীল আবেদনের কারণ সম্পর্কিত ধারনা

আপীল আবেদনের কারন	সাক্ষাৎকারদাতাদের মতামত											
	মুন্ডা		ঋষি		বেদে		রবিদাস		হরিজন		মোট	
	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%
যথা সময়ে তথ্য না পাওয়া	৩	১০০.০০	১০	৭৬.৯২	৬	৮৫.৭১	২	১০০.০০	২	৫০.০০	২৩	৭৯.৩১
লিখিতভাবে তথ্য না পাওয়া			৩	২৩.০৮	১	১৪.২৯			২	৫০.০০	৬	২০.৬৯
মোট	৩	১০০.০০	১৩	১০০.০০	৭	১০০.০০	২	১০০.০০	২	১০০.০০	২৯	১০০.০০

১৮. লিখিত অভিযোগ করেছে কী না এমন সাক্ষাৎকার দাতার সংখ্যা

ধরন	সাক্ষাৎকারদাতাদের মতামত											
	মুন্ডা		ঋষি		বেদে		রবিদাস		হরিজন		মোট	
	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%
হ্যাঁ			৩	২৩.০৮	৩	৪২.৮৬					৬	২০.৬৯
না	৩	১০০.০০	২	১৫.৩৮	৪	৫৭.১৪			২	৫০.০০	১১	৩৭.৯৩
প্রযোজ্য নয়			৮	৬১.৫৪			২	১০০.০০	২	৫০.০০	১২	৪১.৩৮
মোট	৩	১০০.০০	১৩	১০০.০০	৭	১০০.০০	২	১০০.০০	৪	১০০.০০	২৯	১০০.০০

১৯. তথ্য আবেদনের প্রেক্ষিতে সরকারি সেবা লাভ সম্পর্কিত তথ্য

সেবার ধরন	সরকারি সেবালাভ সম্পর্কিত ধারনা											
	মুন্ডা		ঋষি		বেদে		রবিদাস		হরিজন		মোট	
	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%
শিক্ষা উপবৃত্তি			১	২.২৭							১	০.৫০
বিনামূল্যে ঔষধ লাভ			৭	১৫.৯১			২	৫.২৬	৩	৮.৩৩	১২	৬.০০
নিরাপদ পানি ও স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ঘরের সুবিধা			১	২.২৭							১	০.৫০
কৃষি কার্ড ও ঋণ সুবিধা	১	৩.৩৩	৪	৯.০৯	১	১.৯২	১	২.৬৩			৭	৩.৫০
বিনামূল্যে পশুচিকিৎসার ঔষধ লাভ			২	৪.৫৫							২	১.০০
১০ টাকায় ব্যাংক একাউন্ট খোলার সুবিধা	১	৩.৩৩	৩	৬.৮২	১	১.৯২					৫	২.৫০
সামাজিক সুরক্ষামূলক কর্মসূচীর সুবিধা লাভ	১	৩.৩৩	১	২.২৭	১	১.৯২	১	২.৬৩			৪	২.০০
অন্যান্য	১০	৩৩.৩৩	৮	১৮.১৮	১৩	২৫.০০	৯	২৩.৬৮	১০	২৭.৭৮	৫০	২৫.০০

২০. প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর প্রয়োজনীয় তথ্যের বিষয়ে সাক্ষাৎকারদাতাদের মতামত

প্রান্তিক জনগোষ্ঠী যে সব তথ্য জানতে আগ্রহী	প্রয়োজনীয় তথ্যের বিষয়ে সাক্ষাৎকারদাতাদের মতামত											
	মুন্ডা		ঋষি		বেদে		রবিদাস		হরিজন		মোট	
	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%
সরকারি সেবা সম্পর্কিত তথ্যাবলী জানা দরকার	১৭	৫৬.৬৭	৩৫	৭৯.৫৫	২২	৪৬.৮১	৩৩	৮৬.৮৪	১৫	৪১.৬৭	১২২	৬২.৫৬
এলাকার খাসজমি ও বন্দোবস্ত সংক্রান্ত তথ্য জানা দরকার					১	২.১৩			১	২.৭৮	২	১.০৩
তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে জানা দরকার			২	৪.৫৫	১	২.১৩					৩	১.৫৪
কোন বিষয়ে তথ্য জানতে আগ্রহী নয়	১২	৪০.০০	৭	১৫.৯১	৪	৮.৫১			১০	২৭.৭৮	৩৩	১৬.৯২
নিরুত্তর/জানে না	১	৩.৩৩			১৯	৪০.৪৩	৫	১৩.১৬	১০	২৭.৭৮	৩৫	১৭.৯৫
মোট	৩০	১০০.০০	৪৪	১০০.০০	৪৭	১০০.০০	৩৮	১০০.০০	৩৬	১০০.০০	১৯৫	১০০.০০

২১. প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর তথ্য অধিকার আইন ব্যবহারের প্রেক্ষিতে অর্জিত সুবিধা সম্পর্কে সাক্ষাৎকারদাতাদের মতামত

বিষয়	তথ্য অধিকার আইন ব্যবহারের প্রেক্ষিতে অর্জিত সুবিধা সম্পর্কে সাক্ষাৎকারদাতাদের মতামত											
	মুন্ডা		ঋষি		বেদে		রবিদাস		হরিজন		মোট	
	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%
সরকারি সেবা কার্যক্রমের তথ্য ও অধিকার সম্পর্কে ধারনা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে	১৮	৬০.০০	৩৪	৭৭.২৭	১৯	৩৯.৫৮	২৩	৬০.৫৩	৯	২৫.০০	১০৩	৫২.৫৫
ব্যাংক হিসাব খোলা ও পরিচালনা বিষয়ে সঠিক ধারনা অর্জন করেছে			১	২.২৭	১	২.০৮					২	১.০২
কেউ উপকৃত হয়নি					১	২.০৮	৪	১০.৫৩	২	৫.৫৬	৭	৩.৫৭
তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে জানে না	১২	৪০.০০	৯	২০.৪৫	২৭	৫৬.২৫	১১	২৮.৯৫	২৫	৬৯.৪৪	৮৪	৪২.৮৬
মোট	৩০	১০০.০০	৪৪	১০০.০০	৪৮	১০০.০০	৩৮	১০০.০০	৩৬	১০০.০০	১৯৬	১০০.০০

২২. তথ্য অধিকার আইনের সফল বাস্তবায়ন বিষয়ে সাক্ষাৎকারদাতাদের মতামত

করণীয়	তথ্য অধিকার আইনের সফল বাস্তবায়ন বিষয়ে সম্প্রদায়ভিত্তিক সাক্ষাৎকারদাতাদের মতামত											
	মুন্ডা		ঋষি		বেদে		রবিদাস		হরিজন		মোট	
	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%
তথ্য অধিকার আইনের ব্যবহার ও নাগরিক অধিকার বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টি	২২	৭৩.৩৩	৪০	৯০.৯১	৩৫	৭২.৯২	৩১	৮১.৫৮	৩২	৮৮.৮৯	১৬০	৮১.৬৩
আবেদনের প্রেক্ষিতে প্রাপ্ত তথ্যের সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করা					২	৪.১৭					২	১.০২
তথ্য অধিকার আইনের প্রচার ও প্রসারের বর্তমান কার্যক্রমকে ভবিষ্যতে অব্যাহত রাখা			৪	৯.০৯	৫	১০.৪২	১	২.৬৩			১০	৫.১০
নিরুত্তর	৮	২৬.৬৭			৬	১২.৫০	৬	১৫.৭৯	৪	১১.১১	২৪	১২.২৪
মোট	৩০	১০০.০০	৪৪	১০০.০০	৪৮	১০০.০০	৩৮	১০০.০০	৩৬	১০০.০০	১৯৬	১০০.০০

সংযুক্তি-১৫

এনিমেটরদের পর্যবেক্ষণ ও প্রদত্ত তথ্যের আলোকে কমিউনিটি পর্যায়ে বিদ্যমান গণগবেষণা দলের সদস্যদের মধ্যে সম্ভাব্য নেতৃত্বের তালিকা

কমিউনিটি	গণগবেষণা দলের সদস্যদের মধ্যে নেতৃত্বের ভিত্তি যাদের মধ্যে গড়ে উঠেছে তাদের নাম	পদবী	এলাকা
বেদে	মো: সউদ খান	এনিমেটর	খড়িয়া, লৌহজং, মুন্সিগঞ্জ
	মো: এমদাদুল	পার দল সদস্য	ঐ
	মো: আছমাউল সর্দার	ঐ	ঐ
	মো: উজ্জ্বল	ঐ	ঐ
	আবদুল হাদী	ঐ	গোয়ালীমান্দ্রা, লৌহজং, মুন্সিগঞ্জ
রবিদাস	মুন্না দাস	এনিমেটর	কুন্ডল, সৈয়দপুর, নীলফামারী
	মিথুন দাস	পার দল সদস্য	
	সুকুমার দাস	ঐ	
	মিলন দাস	ঐ	
	রবিন দাস	ঐ	
	মানিক দাস	ঐ	
হরিজন	রোশনী রাণী বিশ্বাস	এনিমেটর	মিল লাইন হরিজন কলোনী, কুষ্টিয়া
		পার দল সদস্য	
		ঐ	
		ঐ	
মুন্ডা	পরিমল কুমার মুন্ডা	এনিমেটর	উত্তর কদমতলা, শ্যামনগর, সাতক্ষীরা
	তাপস কুমার মুন্ডা	পার দল সদস্য	
	ভবতোষ মুন্ডা	ঐ	
	করুনা মুন্ডা	ঐ	
ঋষি	অসীম কুমার দাস	এনিমেটর	আটারই, তালা, সাতক্ষীরা
	মহাদেব দাস	পার দল সদস্য	
	সন্ধ্যা রাণী দাস	ঐ	
	অমেলা রাণী দাস	ঐ	

সংযুক্তি-১৬

তথ্য অধিকার আইন প্রয়োগ করে জনগণ কী কী সুবিধা পেয়েছে তার তালিকা (জানুয়ারী - ডিসেম্বর, ২০১০)

সম্প্রদায়	এলাকা	কারা সুবিধা পেয়েছে	কখন সুবিধা পেয়েছে	কী সুবিধা পেয়েছে
বেদে	খাঁড়িয়া, লৌহজং, মুন্সিগঞ্জ	১৯ টি দরিদ্র বেদে পরিবার	অক্টোবর ২০১০	"একটি বাড়ি একটি খামার" প্রকল্পে সুবিধা পাওয়ার জন্য চুড়ান্ত তালিকাভূক্ত হয়েছে।
	খাঁড়িয়া, লৌহজং, মুন্সিগঞ্জ	মো: আজাদ	জুন ২০১০	বয়স্ক ভাতা প্রাপ্তি। এর আওতায় বর্তমানে মাসিক ৩০০ টাকা হারে মোট ১৮০০ টাকা পেয়েছে।
		মো: আলাউদ্দিন	আগস্ট ২০১০	বয়স্ক ভাতা প্রাপ্তি। এর আওতায় বর্তমানে মাসিক ৩০০ টাকা হারে মোট ৯০০ টাকা পেয়েছে।
	খাঁড়িয়া, লৌহজং, মুন্সিগঞ্জ	মো: রাজীব ও মো: সোহেল	অক্টোবর ২০১০	১০ টাকায় সোনালী ব্যাংক, লৌহজং শাখায় ব্যাংক একাউন্ট করতে সক্ষম হয়েছে।
রবিদাস	কুন্ডল, সৈয়দপুর, নীলফামারী	চতুরী দাস, বলদেব দাস, লছমন দাস ও বাচানা দাস	মার্চ ২০১০	স্থানীয় রবিদাস সম্প্রদায় থেকে এই প্রথম ৪ জন বয়স্ক ভাতা পেয়েছে। এই পর্যন্ত প্রত্যেকে ১ বছরের ভাতা বাবদ ৩৬০০ টাকা করে পেয়েছে।
	কুন্ডল, সৈয়দপুর, নীলফামারী	রঞ্জিত দাস	মার্চ ২০১০	প্রতিবন্ধী পরিচয় পত্র ।
	মুসরত ধুলিয়া, সৈয়দপুর, নীলফামারী	ছোট্ট দাস	অক্টোবর ২০১০	"একটি বাড়ি একটি খামার" প্রকল্পে সুবিধা পাওয়ার জন্য চুড়ান্ত তালিকাভূক্ত হয়েছে।
	সৈয়দপুর, নীলফামারী	স্থানীয় রবিদাস সম্প্রদায়ের জনগণ	অক্টোবর ২০১০	উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ও খাতা মধুপুর ইউনিয়ন স্বাস্থ্য কেন্দ্র থেকে রোগীদের প্রয়োজনীয় ঔষধ বিনামূল্যে প্রদান করা হচ্ছে।
	মুসরত ধুলিয়া, সৈয়দপুর, নীলফামারী	বীরেন দাস ও ছোট্টু দাস	মে ২০১০	উপজেলা কৃষি কর্মকর্তার কার্যালয় থেকে কৃষি কার্ড পেয়েছে। এ পর্যন্ত প্রত্যেকে ১০৫০ টাকা করে অর্থ সহায়তা পেয়েছে।
	মুসরত ধুলিয়া, সৈয়দপুর, নীলফামারী	বিরেন দাস ও ছোট্টু দাস	মে ২০১০	রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক, সৈয়দপুর শাখা-তে ১০ টাকায় ব্যাংক একাউন্ট করতে সক্ষম হয়েছে।
ঋষি	খানপুর, তালা, সাতক্ষীরা	স্থানীয় ঋষি সম্প্রদায়ের জনগণ	অক্টোবর ২০১০	এই প্রথম উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স থেকে রোগীদের প্রয়োজনীয় ঔষধ বিনামূল্যে প্রদান করা হচ্ছে।
	খানপুর, তালা, সাতক্ষীরা	স্থানীয় ঋষি সম্প্রদায়ের জনগণ	অক্টোবর ২০১০	এই প্রথম তালা উপজেলা পরিষদ থেকে আর্সেনিক মুক্ত ডিপ টিউবওয়েল প্রদানের চুড়ান্ত অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে।
	খানপুর, তালা, সাতক্ষীরা	কবিতা রাণী দাস	অক্টোবর ২০১০	কাবিটা প্রকল্পে নিয়োগ লাভ করেছে। এই প্রথম ঋষি সম্প্রদায়ের কোন ব্যক্তিকে এই প্রকল্পের আওতায় সুবিধা প্রদান করা হয়েছে।
মুন্ডা	উত্তর কদমতলা, শ্যামনগর, সাতক্ষীরা	নরেন্দ্র নাথ মুন্ডা	মে ২০১০	উপজেলা কৃষি কর্মকর্তার কার্যালয় থেকে কৃষি কার্ড পেয়েছে। এ পর্যন্ত ১০৫০ টাকা করে অর্থ সহায়তা পেয়েছে।
	উত্তর কদমতলা, শ্যামনগর, সাতক্ষীরা	নরেন্দ্র নাথ মুন্ডা	মে ২০১০	অগ্রণী ব্যাংক, শ্যামনগর শাখা-তে এই প্রথম মুন্ডা সম্প্রদায়ের একজন কৃষক হিসেবে ১০ টাকায় ব্যাংক একাউন্ট করতে সক্ষম হয়েছে।
	উত্তর কদমতলা, শ্যামনগর, সাতক্ষীরা	বেতব মুন্ডা ও ফুলদাসী মুন্ডা	আগস্ট ২০১০	উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তার কার্যালয় থেকে বয়স্ক ভাতা পাচ্ছে।
	উত্তর কদমতলা, শ্যামনগর, সাতক্ষীরা	কালিপদ মুন্ডা	অক্টোবর ২০১০	কাবিটা প্রকল্পের আওতায় ৪০ দিনের কর্মসূচীতে নিয়োগ পেয়েছে।